আদর্শ বিবাহ
(ইছলাম ও
যৌবন বিজ্ঞান)
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফতি,
আবূল খাইর মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ্
ট্রিপল টাইটেল, এম, এ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আদর্শ বিবাহ

(ইছলাম ও আধুনিক যৌবন বিজ্ঞান)

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড।

"একজন প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক বা যুবতীর ইছলাম ও আধুনিক যৌবন বিজ্ঞানের যাহা জানবার দরকার তাহা এই বইটির বিষয়বস্তু। চায় তাহারা বিবাহিত হয়ে থাকুক বা অবিবাহিত, এ সম্পর্কে যথা সম্ভব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।"

(একমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য)

বইটি লিখিয়াছেন- ইছলাম ও আধুনিক চিন্তাধারায় বহু পুস্তকের প্রণেতা, খালীফা ত্বরীক্বায়ে রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফতি, কাজী

আবুল খায়ের মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ

আল মোহাদ্দেছ, আল ফাক্বীহ, আল মোফাচ্ছির এম,এ,

অধ্যক্ষ

হয়বতনগর আনওয়ারুল উলূম আলীয়া মাদ্রাসা, কিশোরগঞ্জ, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

প্রকাশনায়ঃ- মৌলানা, ক্বাজী, আবুল খায়ের মোহাম্মাদ ছাইফুল্লাহ

পাছদারিল্লাহ, কাজী বাড়ী, নান্দাইল মোমেন শাহী।

প্রথম সংস্করনঃ- ১৫ই শাবান, ১৩৯৩ হিজরী, ২৭ শে ভাদ্র ১৩৮০ সাল, ১৩ই সেপ্টেম্বর, রোজ সোমবার, ১৯৭৩ ইং, ।

দ্বিতীয় সংস্করণঃ- ৪ ঠা রবিউচ্ছসানী, ১৪২১ হিজরী, ২৩শে শ্রাবণ, ১৪০৭ বাংলা, ৭ই জুলাই; রোজ শুক্রবার, ২০০০ সাল।

প্রকাশকের অনুমতি ভিন্ন আর কেহ ছাপাইতে পারিবেন না।

কম্পোজঃ- মিলেনিয়াম কম্পিউটার্স, জামিয়া রোড, কিশোরগঞ্জ।

মুল্যঃ- ২৫০ **(দুইশত পঞ্চাশ টাকা)**

প্রাপ্তিস্থানঃ-১। ৫৯৫, বায়তুন্নুর, জামেয়া সড়ক, কিশোরগঞ্জ।

২। পুস্তক বিতান, জামেয়া বিল্ডিং, কিশোরগঞ্জ।

৩। আলীমুদ্দিন লাইব্রেরী, কিশোরগঞ্জ।

৪। কিশোর বুক হাউজ, কিশোরগঞ্জ।

৫। রশিদিয়া কুতুবখানা, চক বাজার, ঢাকা।

৬। কোরআন মহল, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

৭। মুসলিম বুক হাউজ, নিউমার্কেট, ঢাকা।

৮। মদীনা পাবলিকেশান, বাংলা বাজার, ঢাকা।

৯। ক্বাছেমিয়া কুতুবখানা, জামে মসজিদ, মোমেনশাহী। ১০। কাজী বাড়ী লাইব্রেরী, পাছদারিল্লাহ, নান্দাইল। ও বাংলাদেশের দ্বীনি লাইব্রেরী সমুহে।

www.pathagar.com

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, 'তোমরা পরস্পরকে উপহার দান কর, উহাতে মহব্বত বাড়িবে।"

উপহার

আমার শ্রদ্ধাস্পদ/ স্নেহাস্পদ/ বন্ধু/ বান্ধবী,

.... কে

আমার ভক্তির/ ভালবাসা/মমতার/ স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ "আদর্শ বিবাহ" (ইছলাম ও আধুনিক যৌবন বিজ্ঞান) বইখানি দুনিয়া ও আখেরাতের আন্তরিক মঙ্গলকামনায় উপহার দিলাম।

উপহার দাতার নামঃ ....

ঠিকানাঃ ....

তারিখ- ....

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তায়ালার হামদ ও রাসূল (সাঃ) এর উপর সালাম জানিয়ে বলতে হয় মানুষের জীবন থেকে যৌন জীবনকে আলাদা করে দেখার কোন সুযোগ নাই। জীবন যৌবনের পবিত্রতা এবং সুস্থতা রক্ষার্থেই যৌন জ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও যৌন বিজ্ঞনর উপর বিভিন্ন বই পুস্তক দেখা গেলেও অধিকাংশই খন্ডিত ও অসম্পূর্ণ, অবাস্তব ধনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

যৌন অবক্ষয়ের এ দুঃসময়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ আল্লামা আবুল খায়ের মোঃ নূরুল্লাহ সাহেবের "দর্শ বিবাহ" বা "ইসলাম ও আধুনিক যৌবন বিজ্ঞান" নামে যে গ্রন্থ খানি রচনা করেছেন তা বাংলা ভাষায় অতুলনীয় ব্যাখ্যা মূলক গ্রন্থ বটে।

জাতীয় চরিত্র তথা বৈবাহিক জীবনের সৌন্দর্য্য বোধ রক্ষা করার জন্য নিঃসন্দেহে এটা একটি গবেষনামূলক দুঃপ্রাগ্রন্থ।

বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ হয়েছিল ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ ইং সনে। কিন্তু অল্প সময়ের ভিতরে পাঠক মহল লেখকের শীর্ষ স্থানীয় গ্রন্থটির সংগ্রহে নিয়ে এর চাহিদা প্রমান করে। নানান অসুবিধার কারণে গ্রন্থটির পূনঃ মুদ্রণ সম্ভব হয়নি। আশার কথা এই যে, সম্প্রতি লেখক আদর্শ বিবাহের আর একটি খন্ড উপহার দিয়াছেন। যাতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মাসায়েল স্থান পেয়েছে। সুতরাং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড নিয়ে প্রকাশিত আদর্শ বিবাহ গ্রন্থ পূর্বের তুলনায় আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। আশা করি এটি পাঠক মহলের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে। সেই সাথে মুদ্রণ ত্রুটির জন্য আমরা পাঠকদের কাছে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

আল্লাহ পাক লেখক ও বই প্রকাশের সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনত কবুল করুন। আমীন।

তাং- ১/১/২০০১ইং

আরজগুজার
এ, কে, এম, ছাইফুল্লাহ
(ট্রিইটেল, এম, এ, ফার্স্ট ক্লাস)
সভাপতি নূরে এলাহী জামে মাসজিদ
কমপ্লেক্স, নান্দাইল, মোমেনশাহী।

www.pathagar.com

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উৎসর্গ

আব্বাজান মারহুম, আলহাজ, ক্বাযী মৌলানা মোহাম্মাদ শাহনাওয়াজ ও মারহুমা আম্মাজান মাহমুদা, ফাতেমা ফাইজুন্নেছা আখতার খাতুন এর নামে বইটির নেক সমূহ ইছালে ছাওয়াব করিলাম। আব্বা আম্মার আজীবন অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা নিগাহবানী ও সময় উচিৎ শাসনের ফলে দুনিয়া ও আখেরাতের বহু বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছি ও উহাদের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করিতে পারিয়াছি। বিশেষ করিয়া ওয়ালেদ মারহুম ক্বাযী থাকায় বিবাহ সংক্রান্ত বহু মাছয়ালা অতি সহজে যথা সময়ে জানিতে পারিয়াছি। তাহাদের আজীবন অনাড়ম্বর ইছলামী জিনদেগী আমাকে ইছলামী জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণীত করিয়াছে। আব্বা আম্মার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আরবী, উর্দূ, ফার্সী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছি, আমার সেই পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা ও শ্রদ্ধেয়া আম্মার নামে এই **"আদর্শ বিবাহ"** গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম। "ইয়া আল্লাহ আপনি তাহা ক্ববুল করুন ও আখেরাতে আব্বা আম্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নাসিব করুন।" আমিন!

একান্ত স্নেহের-

ক্বাযী আবুল খায়ের মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ্

৫৯৫, বায়তুন্নুর, চরশোলাকিয়া কিশোরগঞ্জ।

০৭/০৭/২০০০

www.pathagar.com

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম সংস্করনের প্রকাশিকার কথা

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলার সমস্যাঁর অন্ত নাই। তাতে ঘাবরাইলে চলবেনা কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন “মানুষ যাহার জন্য চেষ্টা করে তাহাই পায়” সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা জাতির গঠনমূলক কাজে হাত দিলাম। চরিত্র ছাড়া যেহেতু কোন জাতি উন্নতি করিতে পারে না তাই আমরা প্রথমে চরিত্র গঠনকারী কিছু বই পুস্তক নানা অসুবিধার ভিতরদিয়া প্রকাশ করিয়া যাইতেছি। আমাদের দেশের যুবক যুবতীগণ ধর্মের ঠিকমত ব্যাখ্যা না বুঝিয়া ধর্মকে অবহেলা বা অবিশ্বাস করিয়া তাহাদের যৌবন কে নানা উলঙ্গ ছবি ও অশ্লিল বই পড়িয়া যথা তথায় যে ভাবে ইচ্ছা ব্যয় করিয়া নিজ শরীরকে নানা রতীজ রোগের আখরায় পরিণত করিয়া জাতিকে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া আধুনিক চিন্তা ধারায় সুপ্রসিদ্ধ ইছলামী লিখক মাওলানা আবূল খায়ের মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ সাহেবকে অনুরোধ করায় তিনি প্রাপ্ত বয়স্কদের উপযোগী ‘আদর্শ বিবাহ’ নামে একটি বই লিখিয়া আমাদের নিকট সমর্পন করেন। ১৩৯২ হিজরীর রমজান মাসে। আর আমরাও উহা তখনই প্রেসে দিয়া দেই কিন্তু প্রেসের নানা অসুবিধায় প্রায় একবৎসর দেড়িতে বইখানি প্রকাশ করিতে পারি। অবশ্য এই সময়ে আরও অনেক নূতন বিষয় বইটিতে সংযোজিত হয়। আমাদের জানা মতে এধরনের বই বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম। বই যে উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হয় উহাতে সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার হইলে আমাদের এই শ্রমকে স্বার্থক এবং আল্লাহ পাকের নিকট নাজাতের ওছিলা মনে করিব।

প্রকাশিকা

মাহমূদা, আছিয়া আখতার খানম, পাছ দারিল্লাহ তারিখ-২৭শে ভাদ্র ১৩৮০বাংলা।

www.pathagar.com

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম সংস্করনের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি "খালাক্বাকুম মিন নাফছি ওয়াহিদাতিন ওয়াখালাক্বামিনহা যাওজাহা ওয়া বাছ্যা মিনহুমা রিজালান কাছিরা ওয়া নিছাআ।""ক্বাদ, আফলাহাল মূমিনূনাল্লাযিনাহুম লিফুরুজিহিম হাফেযূন ইল্লা আলা আযওয়াজিহিম আওমামালাকাত আইমানুহু ফাইন্নাহুম গাইরুমালুমিন, ওয়াচ্ছালাতু ওয়াছালামু আলা ইবাদিহিল্লাযী নাস্তাফা। আম্মা বাদ।

সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য যিনি তোমাদেরকে একটি নফছ (আদম) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তাহা হইতে তাহার জোড়কেও, আর, এঁই দুইয়ের দ্বারাই স্ত্রী পুরুষগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন"আর মূমিনগণ সফলকাম হইয়াগিয়াছে যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখিয়াছে তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভূক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখিলেও তাহারা তিরস্কৃত হইবে না।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "বিবাহ আমার ছুন্নাত, যে ব্যক্তিআমার ছুন্নাতকে উপেক্ষা করিল সে আমার তরীক্বায় নয়" তিনি ফারমাইয়াছেন "স্ত্রীর সহিত খেলা না করিয়া সহবাস করিও না" বিবাহ সম্পর্কে অনেকআয়াত ও হাদিছ সমুহ, বর্ণিত আছে। যাহাদ্বারা বুঝা যায় যে বিবাহ ছাড়া অন্য উপায়ে যৌন উপভোগ করায় দুনিয়া ও আখেরাতের বহু ক্ষতির কারণ হইয়া দাড়ায়। তাই বিবাহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন না করিয়া বিবাহ করিলে যেমন দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না এবং সুসন্তানের আশা করা যায় না তেমনি যাহারা বিবাহ করিয়া সুখি হইতে পারিতেছেন না তাহাদেরও সুখি হওয়ার নিয়ম কানুন প্রথমে শিক্ষা না করিলে জীবনে পরে সুখি হওয়ার আশা থাকে না। সেই অসহায় যুবক যুবতী ও স্বামী স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইসলামিক ও আধুনিক যৌন বিজ্ঞানের নানা বই পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করি।

www.pathagar.com

অবশেষে রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের। (যাহার জন্য আমার ও সমস্ত মুমিনের আত্মা উৎসর্গ) কতকগুলি ফজিলত পুর্ণ বানী সমুহের ফজিলত লাভ করার আশায় ও কতকগুলি ভীতি প্রদ ও শাস্তি প্রদ বাণী সমুহের ভয়ে কিছু লিখা আরম্ভ করিলাম।

বাণীগুলি এইঃ-বিশ্ব নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তিধর্মীয় জ্ঞান প্রচারের পথ প্রশস্ত করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বেহেস্তের রাস্তা প্রশস্ত করিয়া দিবেন" "প্রচারকারী ব্যক্তি আমলকারী শ্রুতার সমান ছওয়াব পাইবে অথচ আমলকারীর ছওয়াবে কোন কমতি দেখা দিবেনা।" "কিয়ামতের দিন শহীদ গণের রক্ত ও আলেম কর্তৃক ব্যবহৃত কালী ওজন দেওয়া হইবে এবং পরিণামে কালী ভারী রূপে প্রতি ভাত হইবে।" "তোমরা এলেমকে আলেম গণের মৃত্যুর পূর্বেই লিখিয়া ফেল।" "আমি হইলাম সর্ব শ্রেষ্ঠ দান শীল আমার মৃত্যুর পর আদম সন্তানের মধ্যে সে ব্যক্তি সব চেয়ে দান শীল হইবে, যে ব্যক্তি এলেম শিক্ষা করিবে ও উহা প্রচার করিবে" " সেই ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালা রহম করিয়া থাকেন যে ব্যক্তি ক্বোরআন ও হাদীছকে হেফাজত করে ও অন্যের নিকট পৌছাইয়া দেয়" " এলেম প্রচার করার চেয়ে কোন ভাল দান খয়রাত আর হয় না।"" আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যাক্তিকোন ছুন্নতকে জীবিত করার ও বেদাত মিঠাইবার জন্য কোন হাদীছ প্রচার করিবে সে ব্যক্তি বেহেস্তী।"" যে ব্যাক্তি চল্লিশটি হাদীছ হেফাজত করিবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করিবে। এবং মুফতী হিসাবে হাশরে উঠিবে।"" একজন ফাক্বীহ (শরীয়তের আইন কানুনে জ্ঞানী) শয়তানের নিকট এক হাজার ইবাদাতকারীর চেয়ে বেশী শক্তিশালী" (মানে এক হাজার ইবাদাতকারীকে শয়তান অতি সহজেই
পথ ভ্রষ্ট করিতে পারিবে কিন্তু একজন ফাক্বীহকে ভ্রষ্ট করিতে বেশ বেগ পাইতে হইবে) "সকালে উঠিয়া কোরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করিলে একশত নেক হয় আর একটি মাছয়ালা শিখিলে এক হাজার রাকাত নামাজ পড়ার ফজিলত লাভ হয়।" যে ব্যক্তি দ্বিনে ইসলামকে জীবিত করার জন্য এলেম শিক্ষা করে সে ব্যক্তি মুজাহীদের মর্যদা পাইবে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করিলে শহীদী দরজা পাইবে।" যে ব্যক্তি আমার ছুন্নতকে আমার উম্মতের বেআমলের সময় জিন্দা করিবে সে একশত শহীদের ছওয়াব লাভ করিবে।" যে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে কোন এলেম বা হাদীছ লিখিয়া

www.pathagar.com

রাখিবে যতদিন পর্যন্ত সেই এলেম বা হাধীছ থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাহার জন্য ছাওয়াব লিখা হইতে থাকিবে। মৃত ব্যক্তির নেক কাজের ছওয়াব বন্দ হইয়া যায় কেবল মাত্র তিনটি কাজের ছওয়াব অবিরাম পাইতে থাকে(১) তাহার জন্য দোয়া কারী নেক সন্তান (২) লিখিত ধর্মীয় পুস্তকের ও অলিখিত ধর্মীয় জ্ঞানের প্রচারের ছাওয়াব (৩) এবং নেক কাজ যা বাক্কী থাকে।(ছাদক্বায়ে জারিয়) যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে চল্লিশটি হাদীছ রাখিয়া যাইবে সে বেহেস্তে আমার পার্শেথাকিবে।" যে ব্যক্তি কোন পুস্তকেআমার উপর দরুদ লিখিবে তবে যতদিন ঐই পুস্তকে উহা লিখা থাকিবে ততদিন একজন ফেরেস্তা লেখকের জণ্য আল্লাহ তায়লার নিকট শুপারিশ করিতে থাকিবে ও উহার নেক লিখিতে থাকিবে। ইবনে উমর (রা) বলেন এলেমকে লিখিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখ।"(কানযুল উম্মাল কিতাবুল এলেম)

আল্লাহতায়ালা বলেন " আল্লাহকে এক মাত্র আলেম গণই (জ্ঞানীগণ) ভয় করিয়া থাকে" যাহারা জ্ঞাণী, অজ্ঞান গণ তাহাদের সমান হইতে পারে না। আল্লাহ যাাহার ভাল চান তাহার দিলকে ইসলাম বুঝি বার জন্য খুলিয়াদেন " "সে আল্লাহ প্রদও নূরে আলোকিত থাকে "। (আল কোরআন)

আল্লাহতায়ালা গ্গান গোপনকারী সম্পর্কে বলেন " আমি হেদায়াত হিসাবে ও প্রকাশ্য দলীল হিসাবে যাহা নাযিল করিয়াছি ও লোক সম্মুখে কিতাবের (কোরআনের) মাধ্যমে যাহা প্রকাশ করিয়াছি সেই সমস্ত দলীল সমূহকে যাহারা গোপন করিয়া রাখে তাহাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করেন এবং অন্যান্য অভিশাপকারীরাও অভিশাাপ করে। (বাক্কারা ১৫৭ আয়াত)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি এলেম শিক্ষা করিয়া উহা গোপন করিয়া রাখিবে ক্বিয়ামতের দিন তাহার মুখে আগুনের লাগাম পড়াইয়া দেওয়া হইবে আর যে ব্যক্তি কোরআনে কারীমকে নিজ মতে ব্যাখ্যা করিবে তারও এই দশা হইবে। যে ব্যক্তি দ্বিনের কোন কথা যাহাতে মানুষের উপকার হয় উহা গোপন করিয়া রাখিবে। তবে আল্লাহতালা তাহাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পড়াইবেন। যখন আমার উম্মতের শেষের উম্মতি গণ তাহাদের পূর্বেকার উম্মতিকে লানত করিতে থাকিবে তখন কাহারও নিকট কোন হাদিছ থাকিলে উহা যদি সে প্রচার না করে তবে সে যেমন আল্লাহ যাহা কিছু নাযিল করিয়াছেন সব কিছুই গোপন করিয়া রাখিল। যে ব্যক্তি এলেম সংগ্রহ করে ও উহা অন্যকে বর্ণনা করেনা সে এই ব্যক্তির

www.pathagar.com

ন্যায় যে ধন রত্ন জমা করিয়া রাখে কিন্তু খরচ করেনা। তোমরা একে অন্যকে এলেমের নাছীহাত কর কেন না এলেমের খিয়ানত করা মাল দৌলতের খিয়ানতের (আত্মসাৎ) চেয়ে খারাপ কাজ আল্লাহতালা তোমাদেরকে এ সম্মর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। (তারগীব ১-৫৫)

রাছুলুল্লাহ(দঃ) ফরমাইছেন "যখন আমার উম্মতের মধ্যে ধর্ম কার্যে বেদাত(নুতনত্ব) দেখা দিবে এবং তাহারা আমার ছাহাবাগণকে ভৎর্সনা করিবে তখন আলেমগণের প্রকৃত জ্ঞান সবার সমুখে প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য হইবে। যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও প্রকাশ করিবে না তাহার উপর আল্লাহতালা, ফেরেস্তা, মানব গোষ্ঠি ও সমস্ত প্রাণীর অভিশাপ পতিত হইবে। (এতেছাম)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " তুমি যদি আমার একটি কথাও জান উহাই প্রকাশ কর যদি পার হাতে না হয় মুখে না হয় অন্তরে।"

আমরা দেখিতে পাই যে রাছুলুল্লাহ (দঃ) তিন প্রকারে দ্বীনকে প্রচার করিয়াছেন। ১) মুখে ২) কলমে ৩) হাতে ও অন্যান্য শক্তির দ্বারা। তাই আমাদের উপর ও সাধ্য মত এই তিন প্রকারে দ্বীন প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বাংলা ভাষায় ইছলামের উপর বইলেখার আর দরকার নাই। আমি উপরে বর্ণিত হাদিছ সমূহের কারনে উহাতে একমত হইতে পারিলাম না। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে ইছলামি বিষয়ক গ্রন্থ খুবই কম থাকায় উহাতে বই প্রকাশ করার আরো ও প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। তাই আমার দায়িত্ব লাঘব করার জন্য চেষ্টা আরম্ব করিলাম। কোরআন ও হাদিছের দৃষ্টিতে যেহেতু এলেম দ্বারা প্রথমে ধর্ম্মীয় এলেমকেই বুঝায় তাই আমি সব কিছুকে ধর্মের আলোকে যাচাই করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এছাড়া যে কোন বই লিখার পূর্বে আমার ধারণা থাকে, যে এ বিষয়ে আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় কোন বই আছে কিনা ? যদি থাকিয়া থাকে তবে- সেই বিষয়ে লিখা প্রয়োজন মনে করিনা। এই ফর্মুলা অনুযায়ী চিন্তা করিয়া বর্তমানে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের দেশবাসীর মধ্যে যে নৈতিক অধঃপতন দেখা দিয়াছে উহার ভবিষ্যত পরিণতির কথা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মগজ ও শরীরকে নাড়া না দিয়া ছাড়েনা। তাই আমার অনেক মুরুব্বী, বন্ধু বান্ধব, ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানের উপর কিছু লিখার প্রস্তাব করায় বিশেষ করিয়া বর্তমানের যুবক যুবতী যৌন উশৃঙ্খলতার ক্ষতির উপর আলোক পাত করার বিষয়ে জোর দেওয়ায় আধুনিকও ইসলামী সমাজ

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের যথাসাধ্য ব্যাখ্যা ও সমাচার সহ ইসলামী ও আধুনিক সুখী, স্বাস্থ্যবান ও শান্তিপূর্ণ পরিবার গড়ার কাজে কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " বিবাহ হইল পরহেযগারীর অর্ধেক যে বিবাহ করিল সে অর্ধেক পরহেজগারী অর্জন করিল।" এই হাদীছের মর্মের দিকে লক্ষ্য করিয়া সুখী ও সমৃদ্ধশালী পরিবার গড়িবার নিমিও প্রথমে বিবাহতথা মানুষের খাদ্যের পরে যে চাহিদার স্থান উহা অর্থৎ যৌবন জোয়ারকে কনট্রোল করিয়া আবশ্যক মতে খরচ করার কিছু কায়দা কানূন লিখার কাজে হাত দেই।

ইসলামী যৌন বিজ্ঞান যে আধুনিক যৌন বিজ্ঞানের চেয়ে বহু গুনে উন্নত তাহা আধুনিক যৌন বিজ্ঞানীদের ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। আর বিশ্বের যে কোন জাতী বর্তমানে যে কোন ভাল নীতি মালা অনুসরনকরাকে সভ্য জাতি হওয়ার জন্য আবশ্যক মনে করিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া মানষিক রোগের দাওয়াইয়ের জন্য ধর্মকে অপরিহার্য মনে না করিয়া পারিতেছে না।

তাই বিশ্বের সেরা ধর্ম ইসলামের নীতি মালাকে পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম। বিশ্ববাসী শেষে এই মতে পৌছিয়াছেন যে বন্দুকের নলের সাহায্যে মানুষের চরিত্র গঠন করা যায় না বরং চরিত্র গঠনের জন্য চাই সত্য সনাতন ধর্মীয় মনোভাব তাই দেখা যায় পৃথিবীর কমুনিষ্ট দেশ গুলিতে যেমন চরিত্র গঠনের জন্য নানা রকম নীতিমালা শিক্ষা দেওয়া হয় তেমনি অকুমনিষ্ট রাষ্ট্রে ও ধর্মীয় শিক্ষাকে চরিত্র গঠনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেদিকে লক্ষ করিয়া আমাদের দেশ ও সমাজের বর্তমানের যৌন কেলেঙ্কারী ও সমাজ জীবনের চরম দুর্গতীর দিনে জাতিকে অন্ততপক্ষে যৌন জীবনের সঠিক পথ দেখাইবার উদ্দেশ্য নিয়া এই বইটি লিখিলাম। কারন আমার জানা মতে আমাদের দেশে যৌন জ্ঞান সর্ম্পকীয় যেসব বই বাজারে চালু আছে উহাদের বেশীর ভাগই চরিত্র নষ্টকারী।

এছাড়া ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গিতে যৌন বিজ্ঞানের কোন বই নাই দেখিয়া বইটি লিখার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিলাম। বইটিতে আধুনিক যৌন বিষয়ের মতবাদ গুলিকে ইসলামের দৃষ্টিতে যাচাই করিয়াছি। একমাত্র বিবাহের মাধ্যমে আদর্শ স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্মলাভ করিতে পারে। তাই বিবাহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কথা বার্তাই এই বহিতে স্থান পাইয়াছে এবং বিবাহের কাজ সম্পাদন হইলে স্ত্রীর গর্ভ ধারন পর্যন্ত যে সকল বিষয়ের

www.pathagar.com

সম্মুখিন হইতে হয় সেই সমস্ত বিষয় সমূহকে ইসলাম ও অন্যান্য বিজ্ঞান সমন্বয়ে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছি।

কোন মেশিনের ফর্মায় যদি গলত থাকে তবে সেই ফর্মায় যে দ্রব্য নির্মিত হইবে উহা যে দোষিত হইবে তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই তেমনি বিবাহে দোষ ত্রুটি থাকিলেও সন্তানের মধ্যে সেই দোষ ত্রুটি কম বেশী *াকিতে পারে। সেই দোষ মুক্ত সন্তানের জন্য আমার এই বই লিখা অবশ্য তাকদীরের ক*আলাদা।

বিবাহ জীবন সর্ম্পকে লিখিতে গেলে এমন অনেক কিছু না লিখিয়া উপায় নাই- যেগুলি অনেকের চোখে লজ্জার বিষয় রূপে ঠেকিতে পারে । বিশেষ করিয়া রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর পারিবারিক জীবনকে পাঠক পাঠিকাদের সামনে তুলিয়া ধরিলে কিছু লজ্জার মাছয়ালা আসিবে যাহার ফলে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করিতে পারেন। কিন্তু আমি কি করিব, এলেম গোপন করিলে আগুনের লাগামের ভয় আছে তাই সেগুলি বাংলায় লিখিতে বাধ্য হইলাম এবং সেইগুলিকে ছাহাবা ও ওলামাকেরামগনের বর্ননা করার কারণে উপেক্ষা করা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত মনে করিলাম না। হ্যাঁ নিজের জ্ঞানের অভাবে হয়ত কোন কোন জায়গায় নম্র বা ভদ্র শব্দ প্রয়োগে ব্যর্থ হইয়া থাকিলে পাঠক পাঠিকা এ বিষয়ে সৎ পরামর্শ দিবেন বলিয়া আশা করি ও রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর কোন বিষয়কে যদি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা না করিতে পারায় ত্রুটি হইয়া থাকে উহার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে মাফ চাহিতেছি।

যাহারা ফ্রয়েড, এলিস বা অন্যান্য আধুনিক যৌন বিজ্ঞানীগণের বই পড়িয়া যৌন জীবনের মজা লুটিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছেন এবং ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা না থাকায় ও অমুছলিমদের বিকৃত ইসলামী বই পড়ার কারনে যৌন বিষয়ে ইসলামী জ্ঞান নাই বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছেন, বিশেষ করিয়া সেই যুবক যুবতী ও স্বামী স্ত্রীর খেদমতে আমার এই বই।

প্রবাদ আছে যে একটি মানুষ শুধু একটি বিষয়ের জ্ঞানে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, কিন্তু এ প্রবাদটি বিশ্ব নবী (দঃ) এর বেলায় প্রযুজ্য নয়। কারন তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সব বিষয়ে জ্ঞানী ও গুনি তাই সুষ্ট স্বাস্থ্য সম্মত যৌন জ্ঞান যে তিনি ছাড়া দুনিয়ার আর কেহ মানব জাতিকে দিতে পারে নাই আমার বইটিতে তাহাই প্রমান করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অনেকের ধারনা যে ইসলামে LOVE PLAY বা আইন সঙ্গত স্ত্রীর সহিত যৌন খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা নাই, সেই কথাটি যে অমুলক

www.pathagar.com

তাহা এই বইটি পড়িলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বই খানি পড়িলে যে শুধু মুছলিমগণই উপকৃত হইবেন তা নয় বরং অমুছলিমগণও উপকৃত হইবেন।

বই খানি পড়িয়া কোন যুবক যুবতী বা স্বামী স্ত্রী যদি একটুকুও উপকৃত হয় ও রাছুল্লাহ (দঃ) এর একটি ছুন্নত ও আমল করে তবে আমার বইটি লিখা স্বার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। বইটি যেমন ভাবে একজন পরহেযগার পাঠক পাঠিকার আনন্দের খোরাক হইবে ও উপকারে আসিবে তেমনি একজন আধুনিক পাঠক পাঠিকার ও উপকারে আসিবে ও আনন্দের খুরাক হইবে বলিয়া আশা করি। অনেকের ধারনা যে বিবাহের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র যৌন ক্ষুধা প্রশমিত করা এই বইয়ে যে ধারণার খন্ডন করা হইয়াছে ও বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

সমাজ সেবার ব্রতি নিয়া এই বই লিখিয়াছি। কারণ আজকাল যেমন সন্তান পিতা মাতার কথা মানিতে চায়না তেমনি ছাত্রেরাও উস্তাদকে তেমন কদর করেনা এই বইটির ধারা ভাল সন্তান প্রসব করায় যদি কিঞ্চিৎ সাহায্য হয় তবে আমার নাজাতের ওছীলা হইবে বলিয়া পূর্ন আশা রাখি। বইটির কিছু অংশ নিজ বাড়ীতে কিছু বাসায় কিছু জামেয়ার এমদাদিয়ার লাইব্রেরী ও শেষে শহীদী মসজিদের উপরের তলার হুজরায় লিখার কাজ শেষ করি।

বই লিখা যেমন ভাল কাজ তেমনি উহাতে মন্দের আশঙ্কা আছে। এ সম্পর্কে মনিষী এতাবী বলেন "যে ব্যক্তি কোন কিতাব লিখল সে হয়ত প্রসংশা অর্জন করিবে না হয় দুর্ণামের ভাগী হইবে। যদি প্রসংশা অর্জন করিয়া থাকে তবে হিংসার ফলে তাহাকে অবশ্য নিন্দার স্বীকার হইতে হইবে। আর দুর্ণামের ভাগী হইলে সবার মুখের গালী খাইবে।"

মনিষী আবু আমর বলেন "মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিতাব না লিখে বা কোন কবিতা না বলে তৎক্ষণ পর্য্যন্ত নিরাপদ থাকে।"

জ্ঞানীদের উল্লেখিত উক্তি আমার বেলায় ও যে প্রযোজ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই পাঠক পাঠিকাদের নিকট আমার আরজ এই যে হিংসা দুর্ণাম যে ভাগেই পড়িয়া থাকি আমাকে ক্ষমা করিয়া সৎ পরামর্শ দিয়া ছরফরায় করিবেন।

বই খানি লিখিতে অনেকের সাহায্য পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে প্রথমে মনে পরে অনুজকাজী মুহিবুল্লাহর কথা। সে যৌন বিষয়ক আধুনিক গ্রন্থাদি জুগাইয়াছে এবং নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছে এবং তাহার প্রস্তাব অনুযায়ী

www.pathagar.com

(তের)

এই বইটির নাম "আদর্শ বিবাহ" বা ইসলাম ও আধুনিক যৌন বিজ্ঞান রাখিলাম, এছাড়া আমার মুরুব্বী, শিক্ষক মহোদয় ও বন্ধু বান্ধবের নানান সহায়তার ত কথাই নাই। বিশেষ করিয়া যাহাদের নাম এখানে স্মরণ না করিলে অকৃতজ্ঞ হইব। তাহারা হইলেন "হয়বৎ নগর আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, জনাব মাওলানা মোহাম্মাদ আব্দুল খালেক সাহেব, জামিয়া ইমদাদিয়ার অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা মোহাম্মাদ আলী সাহেব, মাওলানা আবদুচ্ছুবহান, অধ্যাপক জনাব জিয়াউদ্দীন আহমাদ, বদরুলআমীন চৌধুরী, ইব্রাহীম খলীল, মোঃ মুর্ত্তাজা আলী, মৌঃ কামাল উদ্দিন, ডাঃ আব্দুল কুদ্দুছ, ডাঃ মাজহারুল হক, ডাঃ জাহাঙ্গীর সাহেব। কিশোরগঞ্জ পাবলিক ও জামিয়া ইমদাদিয়া লাইব্রেরীর সমকালীন চালকগন ও আরও অনেকে।

তাহারা আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন ও উৎসাহিত করিয়াছেন।

সর্বশেষে যাহার অকৃত্রিম ত্যাগ ও উৎসাহ ছাড়া এই বই লিখা সম্ভব হইত না তাহার কথা না বলিয়া পারিলামনা তিনি হইলেন আমার যাওজাহ। কারন অনেক সরমের মাছয়ালা লিখিতে তাহার সাহায্য পাইয়াছি এছাড়া মানষিক সাহায্যের ত কথাই নাই।

এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা লিখিতে বাধ্য হইলাম, হাদীছের সর্ব প্রথম প্রসিদ্ধ সংকলক ইমাম যুহরী (রাঃ) তাহার আশে পাশে হাদীছ লিখা কাগজগুলি ছড়াইয়া উহাদের তর্তিবের কাজে ব্যস্ত আছেন এমন সময় তাহার স্ত্রী তাকে বলিয়া ছিলেন "হে স্বামী! তোমার আশে পাশে যে সমস্ত কাগজ সমুহ ছড়াইয়া আছে ঐগুলি আমাকে তিনটি সতিনের চেয়ে ও বেশী জ্বালা দিতেছে'(ফজরুল ইসলাম) আমিও যে আমার স্ত্রীকে বই লিখার কারনে অনেক কষ্ট দিয়াছি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই অবশ্য এই জাতীয় কোন উক্তি তাহার মুখে শুনিতে পাই নাই, সে জন্য তাহার ছবরের প্রশংসা করিতেছি।

দেশবাসীর নিকট আরজ এই যে আমার বইয়ের সকল বিষয়ই যে আমি তাহাদের মতে এক হইতে পারিব তাহা মনে করি না তথাপি তাহারা যেন আমার বক্তব্য গুলি বিচার বিবেচনা করিয়া দেখেন। সঠিক ইসলামী যৌন জ্ঞান বিতরনের জন্য এই পুস্তকের অংশ বিশেষ ঋণ স্বীকার পূর্বক উদৃত করিবার অনুমতি সকলের জন্যই রহিল।

www.pathagar.com

এই বইটি দেশবাসির নিকট গ্রহন যোগ্য হইলে আদর্শ সন্তান কিভাবে গড়িতে হইবে সেই বিষয়ে আর একটি বই "আদর্শ সন্তান বা ইসলামী সমাজ বিজ্ঞান ও আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান" নামে লিখিয়া বাহির করিতে ইনশাআল্লাহ আশা করি, যাহাতে প্রথম মানব আদম (আঃ) এর সৃষ্টি রহস্য হইতে শুরু করিয়া বর্তমান মানবের ভ্রুন হইতে কিভাবে সন্তান হয় এবং সেই সন্তান কে কিভাবে সুষ্ট ও সভ্য নাগরিক বানানো যায় উহার পূর্ণ আলোচনা করিব বাকী আল্লাহর মর্জি (আল্লাহতালার মেহেরবানীতে আদর্ম সন্তান নামক বইটির লিখার কাজ শেষ করিয়াছি, ইনশাআল্লাহ অচিরেই বইটি প্রকাশিত হইবে)।

বই ছাপানো এক ঝকমারী ব্যাপার কিছুতেই প্রেসের ঝামেল এড়ানো যায়না তাই আমার বইটিও সেই হামলার স্বীকারে পরিণত হইয়াছে এর মারাত্মক ভুলগোলোর সংশোধনী এবার দেওয়া হইল । ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় সংস্করনে ঠিকভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করিব ।

পাঠক পাঠিকাদের নিকট আরজ এইযে তাহারা যদি এই বইটিতে কোন ভুল ত্রুটি দেখেন এবং আমাকে অবহিত করেন তবে আমি তাহাদের নিকট শুকুর গুজার থাকিব । আর সঠিক হইলে দ্বিতীয় সংস্করনে ঠিক করিয়া দিব ।

অবশেষে আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা এই, "ইয়া আল্লাহ দয়া করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং উহার ফল আম্বিয়া, আওলীয়া ও সমস্ত ঈমানদার মেয়ে পুরুষকে বিশেষ করিয়া আমাকে, আমার আত্মীয় স্বজন ওসমস্ত মুছলমানকে দুনিয়া ও আখেরাতে দান করুন । আমীন, আমীন, আমীন!"

গ্রন্থকার
ক্বাযী আবুল খাইর মোহাম্মদ নূরুল্লাহ,
মোহাদ্দেছ হয়বৎনগর আলীয়া মাদ্রাসা,
ইমাম
শহীদী মসজিদ ও হাদীসের অবৈতনিক
শিক্ষক জামিয়াএ ইমদাদীয়া
কিশোরগঞ্জ

তাং- ১৫ জামাদাচ্ছানী ১৩৯৩ হিঃ,
৩১ শে আষাঢ় ১৩৮০ সাল, ১৬ ই
জুলাই ১৯৭৩ ইংরেজী,
আমার দ্বিতীয় ছেলে ক্বাযী আবু
শুরাইহ আল মাছলুলের জন্মদিনে
লিখা শেষ করিলাম ।

www.pathagar.com

ব্যাপারে কোন বিশেষজ্ঞ সুলভ মতামত দেয়ার কোন অধিকার বা যোগ্যতা আমার আছে বলে আমি মনে করিনা। তবে বাংলা ভাষায় এক মাত্র আবুল হাসানাতের যৌনবিজ্ঞান ছাড়া আর কোন নির্ভর যোগ্য যৌন বিজ্ঞান আছে বলে আমার মনে হয়না।

মৌলানা নূরুল্লাহ্ সাহেবের গ্রন্থটি এক্ষেত্রে একটি উল্লেখ যোগ্য সংযোজন বলে আমি মনে করি। মৌলানা সাহেব একদিকে কোরান ও হাদিছের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও প্রাবান্ত নির্দেশের আলোকে নর নারীর যৌন জীবন নিয়ন্ত্রনের কথা উল্লেখ করেছেন আর একদিকে বিভিন্ন খ্যাতনামা দেশী বিদেশী গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় উধৃতি সহ তাদের মতবাদের আলোচনা করে নিজস্ব অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

গোটা গ্রন্থটিতে একটা বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত। সেটি হচ্ছে এই যে তিনি তাঁর সমস্ত মতবাদ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে কোরান ও হাদীছের নির্দেশানুযায়ী প্রতিষ্টিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানীর প্রচলিত মতবাদকে সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। অবশ্য তার সমস্ত মতবাদযে সর্বজন গ্রাহ্য হইবে আমি তাহা মনে করিনা। তবে তার অনুসন্ধিৎষা এবং স্বকীয় মতবাদের প্রতিষ্টায় যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষন নিঃসন্দেহে প্রশংসনিয়।

সর্বোপরি যৌনবিজ্ঞানের ন্যায় একটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি যে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান করেছেন তারও ছাপ তার গ্রন্থটিতে সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থটির প্রচারে সমাজের কল্যান হবে, এই আমার ধারনা। আমি এই লেখকের উওরোওর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

-জিয়াউদ্দিন আহম্মাদ

১৬/০৭/১৯৭৩ ইং

৫। ইছলামী সাহিত্যে অগাদ জ্ঞানের অধিকারী, অধ্যাপনার আকাশের একটি উজ্জল তারকা জনাব রফিক্কুর রহমান চৌধুরী সাহেব বলেন।

মাওলানা নূরুল্লাহ রচিত 'আদর্শ বিবাহ' বইয়ে ইসলামী দৃষ্টিতে যৌনজীবন বিশ্লেষণের একটি অভিনন্দন যোগ্য প্রচেষ্টা। ইসলামী, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি তাঁর বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

-মোহাম্মদ রফিকুর রহমান চৌধুরী

১৬/০৭/১৯৭৩ ইং

www.pathagar.com

এই বইটি দেশবাসির নিকট গ্রহন যোগ্য হইলে আদর্শ সন্তান কিভাবে গড়িতে হইবে সেই বিষয়ে আর একটি বই "আদর্শ সন্তান বা ইসলামী সমাজ বিজ্ঞান ও আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান" নামে লিখিয়া বাহির করিতে ইনশাআল্লাহ আশা করি, যাহাতে প্রথম মানব আদম (আঃ) এর সৃষ্টি রহস্য হইতে শুরু করিয়া বর্তমান মানবের ভ্রুন হইতে কিভাবে সন্তান হয় এবং সেই সন্তান কে কিভাবে সুষ্ট ও সভ্য নাগরিক বানানো যায় উহার পূর্ণ আলোচনা করিব বাকী আল্লাহর মর্জি (আল্লাহতালার মেহেরবানীতে আদর্ম সন্তান নামক বইটির লিখার কাজ শেষ করিয়াছি, ইনশাআল্লাহ অচিরেই বইটি প্রকাশিত হইবে)।

বই ছাপানো এক ঝকমারী ব্যাপার কিছুতেই প্রেসের ঝামেলা এড়ানো যায়না তাই আমার বইটিও সেই হামলার স্বীকারে পরিণত হইয়াছে এর মারাত্মক ভুলগোলোর সংশোধনী এবার দেওয়া হইল । ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় সংস্করনে ঠিকভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করিব ।

পাঠক পাঠিকাদের নিকট আরজ এইযে তাহারা যদি এই বইটিতে কোন ভুল ত্রুটি দেখেন এবং আমাকে অবহিত করেন তবে আমি তাহাদের নিকট শুকুর গুজার থাকিব । আর সঠিক হইলে দ্বিতীয় সংস্করনে ঠিক করিয়া দিব ।

অবশেষে আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা এই, "ইয়া আল্লাহ দয়া করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং উহার ফল আম্বিয়া, আওলীয়া ও সমস্ত ঈমানদার মেয়ে পুরুষকে বিশেষ করিয়া আমাকে, আমার আত্মীয় স্বজন ওসমস্ত মুছলমানকে দুনিয়া ও আখেরাতে দান করুন । আমীন, আমীন, আমীন!"

গ্রন্থকার
ক্বাযী আবুল খাইর মোহাম্মদ নূরুল্লাহ,
মোহাদ্দেছ হয়বৎনগর আলীয়া মাদ্রাসা,
ইমাম
শহীদী মসজিদ ও হাদীসের অবৈতনিক
শিক্ষক জামিয়াএ ইমদাদীয়া
কিশোরগঞ্জ

তাং- ১৫ জামাদাচ্ছানী ১৩৯৩ হিঃ, ৩১ শে আষাঢ় ১৩৮০ সাল, ১৬ ই জুলাই ১৯৭৩ ইংরেজী,
আমার দ্বিতীয় ছেলে ক্বাযী আবু শুরাইহ আল মাছলুলের জন্মদিনে লিখা শেষ করিলাম ।

www.pathagar.com

ব্যাপারে কোন বিশেষজ্ঞ সুলভ মতামত দেয়ার কোন অধিকার বা যোগ্যতা আমার আছে বলে আমি মনে করিনা। তবে বাংলা ভাষায় এক মাত্র আবুল হাসানাতের যৌনবিজ্ঞান ছাড়া আর কোন নির্ভর যোগ্য যৌন বিজ্ঞান আছে বলে আমার মনে হয়না।

মৌলানা নূরুল্লাহ্ সাহেবের গ্রন্থটি এক্ষেত্রে একটি উল্লেখ যোগ্য সংযোজন বলে আমি মনে করি। মৌলানা সাহেব একদিকে কোরান ও হাদছের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও প্রাবান্ত নির্দেশের আলোকে নর নারীর যৌন জীবন নিয়ন্ত্রনের কথা উল্লেখ করেছেন আর একদিকে বিভিন্ন খ্যাতনামা দেশী বিদেশী গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় উধৃতি সহ তাদের মতবাদের আলোচনা করে নিজস্ব অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

গোটা গ্রন্থটিতে একটা বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত। সেটি হচ্ছে এই যে তিনি তাঁর সমস্ত মতবাদ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে কোরান ও হাদীছের নির্দেশানুযায়ী প্রতিষ্টিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানীর প্রচলিত মতবাদকে সমালোচনা করতিেও দ্বিধাবোধ করেননি। অবশ্য তার সমস্ত মতবাদযে সর্বজন গ্রাহ্য হইবে আমি তাহা মনে করিনা। তবে তার অনুসন্ধিৎষা এবং স্বকীয় মতবাদের প্রতিষ্টায় যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষন নিঃসন্দেহে প্রশংসনিয়।

সর্বোপরি যৌনবিজ্ঞানের ন্যায় একটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি যে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান করেছেন তারও ছাপ তার গ্রন্থটিতে সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থটির প্রচারে সমাজের কল্যান হবে. এই আমার ধারনা। আমি এই লেখকের উওরোওর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

-জিয়াউদ্দিন আহম্মাদ

১৬/০৭/১৯৭৩ ইং

৫। ইছলামী সাহিত্যে অগাদ জ্ঞানের অধিকারী, অধ্যাপনার আকাশের একটি উজ্জল তারকা জনাব রফিকুর রহমান চৌধুরী সাহেব বলেন।

মাওলানা নূরুল্লাহ রচিত 'আদর্শ বিবাহ' বইয়ে ইসলামী দৃষ্টিতে যৌনজীবন বিশ্লেষণের একটি অভিনন্দন যোগ্য প্রচেষ্টা। ইসলামী, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের তূলনামূলক আলোচনা তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি তাঁর বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

-মোহাম্মদ রফিকুর রহমান চৌধুরী

১৬/০৭/১৯৭৩ ইং

www.pathagar.com

৬। আধুনিক শিক্ষায় উচ্ছ শিক্ষিত হইয়াও ইসলামকে মূলশিক্ষা হিসেবে গ্রহনকারীদের অন্যতম অধ্যাপক জনাব **মোঃ ইব্রাহিম খলীল** সাহেব বলেন।

মৌলানা নূরুল্লাঃ সাহেবের রচিত "আদর্শ বিবাহ বা ইসলাম ও আধুনিক যৌন বিজ্ঞান" পুস্তক খানা সুলিখিত তথ্য সমৃদ্ধ। এ পুস্তকখানা তরুন, নব্যশিক্ষিত মুসলমান ভাই বোনদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিশাপ ও যৌন বিকৃতি থেকে বাঁচিয়ে রাখবার একটা বলিষ্ট, প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। ইসলামী আদর্শ অনুসারে যৌন শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করার মাঝেই যে শুধু সুন্দর,ও সুখী দাম্পত্য ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলা ও সুসন্তান লাভ করা সম্ভব এর উপরে এই বই আলোকপাত করেছে। লেখক এই পুস্তকে কেবল ইসলামিক দৃষ্টি ভঙ্গী থেকেই যৌন জীবন বিচার করেননি বরং তার সংঙ্গে সংঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন যৌন বিজ্ঞানী ও ডাক্তারদের মতবাদ, ইসলামিক যৌন চিন্তাবিদগণ জীবন সম্বন্ধে তাদের ভূয়সী প্রশংসাসূচক উক্তি ও লেখকের নিজস্ব মতবাদ সংযোজন করে পুস্তকটিকে বেশ আকর্ষনীয় করে তুলেছেন। এখানে একথা বললে অত্যুক্তি হবে নাযে যৌন সম্পর্কে ইসলামিক মূল্যবোধ ও মতবাদ নিয়ে লেখা বই বাংলা সাহিত্যে এটাই প্রথম। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার মর্জ্জি মাফিক ও রাছূল আকদাস(দঃ) এর নূরানী সুন্নত তরীক্কার মাধ্যমে যৌন জীবন উপভোগ করার মাঝেই ইহকাল ও পরকালের শান্তি নিহিত রয়েছে এ অমোঘ সত্য বইয়ের সর্বত্রই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। সত্যিই লেখক সুন্দর, সহজ, সরল ভাষায় ও উদার মনোভাব নিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারী এ দেশীয় যৌন বিজ্ঞানীদের মতবাদের ক্রুটি বিচ্যুতি নিরুপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ মূল্যবান পুস্তকটি সকলের কাছে সমাদৃত হবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। প্রত্যেক মুসলমান ভাই বোনদের মাঝে এ বই বহুল প্রচার লাভ করুক এ কামনাও করি, সর্বশেষে দোয়া করি মৌলানা নূরুল্লাহ সাহেব এ পুস্তক লেখার 'জাযা' ইহকাল ও পরকালে লাভ করুন। আমীন, আমীন, আমীন।

www.pathagar.com

উপর জোর জবর দস্তি করে তবে তাদের উপর জোর জবর দস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীলও পরমদয়ালু।" (নূর, ৩২, ৩৩ আয়াত)

"মুমিনগন সফল কাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের নামাজে বিনয়, নম্র। যারা অনর্থক কথা বার্তায়ও লিপ্ত নহে। যারা যাকাত দান করে থাকে। এবং যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংগত রাখে তবে তাদের স্ত্রী বা মালিকানা ভুক্ত দাঁসিদের ক্ষেত্রে সংজত না রাখলে তারা তিরস্কিত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমা লংগন কারী হবে। (মুমেনুন ১-৭ আয়াত)

উল্লেখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও ক্বোরআনে কারিমের বহু আয়াতে বিবাহ ও স্বামী স্ত্রীর বিভিন্ন আহকামের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে প্রায় ২৪ জায়গায় নিকাহ শব্দটি বিভিন্ন আহকাম সহ উল্লেখ আছে। আরবীতে নিকাহ শব্দের অর্থ হইল বিবাহ। এই ভাবে হাদিছ শরিফে ও নিকাহ শব্দটির উল্লেখ আছে।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন 'নিকাহ' (বিবাহ) করা হইল আমার সুন্নত যে ব্যক্তি আমার সুন্নত ছাড়িয়াদেয় সে আমার দল ভুক্ত নহে।

মুফতীগণ বলিয়াছেন, স্বাস্থ্যবান ধনী যুবকের জন্য বিবাহ করা তাকওয়াই হিসাবে ওয়াজিব। এই ভাবে যুবতীদেরও তাকওয়াই হিসাবে বিবাহ বসা ওয়াজিব। এছাড়া যুবক যুবতীদের বিবাহের ব্যবস্তা করিয়া দেওয়া অভিবাভক গণের উপর জরুরী।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমাইছেন " ইছলামে বৈরাগ্য নাই"

অবশ্য কেহ যদি পুরুষত্বহীন বা কাম মুক্ত থাকে তবে বিবাহ করা বা বসা ওয়াজীব নহে। কোন স্বাস্থ্যবান পুরুষের বা কোন স্বাস্থ্যবতী মেয়ে লোকের চরিত্র হেফাজত থাকিলে নিজ যৌবনকে আল্লাহতালার এবাদতে কাটা এবং বিবাহ না করা বা না বসা ইহাও জায়েজ আছে। যেমন ইয়াহইয়া (আঃ) বিবাহ

www.pathagar.com

(আঠার)

৬। আধুনিক শিক্ষায় উচ্ছ শিক্ষিত হইয়াও ইসলামকে মূলশিক্ষা হিসেবে গ্রহনকারীদের অন্যতম অধ্যাপক জনাব **মোঃ ইব্রাহিম খলীল** সাহেব বলেন।

মৌলানা নূরুল্লাঃ সাহেবের রচিত "আদর্শ বিবাহ বা ইসলাম ও আধুনিক যৌন বিজ্ঞান" পুস্তক খানা সুলিখিত তথ্য সমৃদ্ধ। এ পুস্তকখানা তরুন, নব্যশিক্ষিত মুসলমান ভাই বোনদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিশাপ ও যৌন বিকৃতি থেকে বাঁচিয়ে রাখবার একটা বলিষ্ট, প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। ইসলামী আদর্শ অনুসারে যৌন শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করার মাঝেই যে শুধু সুন্দর,ও সুখী দাম্পত্য ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলা ও সুসন্তান লাভ করা সম্ভব এর উপরে এই বই আলোকপাত করেছে। লেখক এই পুস্তকে কেবল ইসলামিক দৃষ্টি ভঙ্গী থেকেই যৌন জীবন বিচার করেননি বরং তার সংঙ্গে সংঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন যৌন বিজ্ঞানী ও ডাক্তারদের মতবাদ, ইসলামিক যৌন চিন্তাবিদগণ জীবন সম্বন্ধে তাদের ভূয়সী প্রশংসাসূচক উক্তি ও লেখকের নিজস্ব মতবাদ সংযোজন করে পুস্তকটিকে বেশ আকর্ষনীয় করে তুলেছেন। এখানে একথা বললে অত্যুক্তি হবে নাযে যৌন সম্পর্কে ইসলামিক মূল্যবোধ ও মতবাদ নিয়ে লেখা বই বাংলা সাহিত্যে এটাই প্রথম। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার মর্জ্জি মাফিক ও রাছূল আকদাস(দঃ) এর নূরানী সুন্নত তরীক্কার মাধ্যমে যৌন জীবন উপভোগ করার মাঝেই ইহকাল ও পরকালের শান্তি নিহিত রয়েছে এ অমোঘ সত্য বইয়ের সর্বত্রই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। সত্যিই লেখক সুন্দর, সহজ, সরল ভাষায় ও উদার মনোভাব নিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারী এ দেশীয় যৌন বিজ্ঞানীদের মতবাদের ক্রটি বিচ্যুতি নিরুপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ মূল্যবান পুস্তকটি সকলের কাছে সমাদৃত হবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। প্রত্যেক মুসলমান ভাই বোনদের মাঝে এ বই বহুল প্রচার লাভ করুক এ কামনাও করি, সর্বশেষে দোয়া করি মৌলানা নূরুল্লাহ সাহেব এ পুস্তক লেখার 'জাযা' ইহকাল ও পরকালে লাভ করুন। আমীন, আমীন, আমীন।

www.pathagar.com

উপর জোর জবর দস্তি করে তবে তাদের উপর জোর জবর দস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীলও পরমদয়ালু।" (নূর, ৩২, ৩৩ আয়াত)

"মুমিনগন সফল কাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের নামাজে বিনয়, নম্র। যারা অনর্থক কথা বার্তায়ও লিপ্ত নহে। যারা যাকাত দান করে থাকে। এবং যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংগত রাখে তবে তাদের স্ত্রী বা মালিকানা ভুক্ত দাঁসিদের ক্ষেত্রে সংজত না রাখলে তারা তিরস্কিত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমা লংগন কারী হবে। (মুমেনুন ১-৭ আয়াত)

উল্লেখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও ক্বোরআনে কারিমের বহু আয়াতে বিবাহ ও স্বামী স্ত্রীর বিভিন্ন আহকামের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে প্রায় ২৪ জায়গায় নিকাহ শব্দটি বিভিন্ন আহকাম সহ উল্লেখ আছে। আরবীতে নিকাহ শব্দের অর্থ হইল বিবাহ। এই ভাবে হাদিছ শরিফে ও নিকাহ শব্দটির উল্লেখ আছে।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন 'নিকাহ' (বিবাহ) করা হইল আমার সুন্নত যে ব্যক্তি আমার সুন্নত ছাড়িয়াদেয় সে আমার দল ভুক্ত নহে।

মুফতীগণ বলিয়াছেন, স্বাস্থ্যবান ধনী যুবকের জন্য বিবাহ করা তাকওয়াই হিসাবে ওয়াজিব। এই ভাবে যুবতীদেরও তাকওয়াই হিসাবে বিবাহ বসা ওয়াজিব। এছাড়া যুবক যুবতীদের বিবাহের ব্যবস্তা করিয়া দেওয়া অভিবাভক গণের উপর জরুরী।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমাইছেন " ইছলামে বৈরাগ্য নাই"

অবশ্য কেহ যদি পুরুষত্বহীন বা কাম মুক্ত থাকে তবে বিবাহ করা বা বসা ওয়াজীব নহে। কোন স্বাস্থ্যবান পুরুষের বা কোন স্বাস্থ্যবতী মেয়ে লোকের চরিত্র হেফাজত থাকিলে নিজ যৌবনকে আল্লাহতালার এবাদতে কাটা এবং বিবাহ না করা বা না বসা ইহাও জায়েজ আছে। যেমন ইয়াহইয়া (আঃ) বিবাহ

www.pathagar.com

করেন নাই। বর্ণিত আছে যে ইছা (আঃ) কেয়ামতের পূর্বে আসিয়া বিবাহ করিবেন সকল আম্বিয়াগণও বিবাহ করিয়া গিয়াছেন।

বিবাহ করাতে ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক অসংখ্য উপকার আছে বলিয়া ইংরেজী ১৯৬৬ সনে "আদর্শ বিবাহ" বা ইসলামও যৌন বিজ্ঞান নামক একটি বই নিজ বিবাহের পূর্বে লিখা আরম্ভ করি। ইংরেজী ১৯৬৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বইটির বিষয় বস্তুকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া সাজাইয়া ১৯৭৪ সনের ১৩ ই সেপ্টেম্বর আমার মুরব্বিও বন্ধু বান্ধবের সহযোগিতায় বইটি প্রকাশিত হয়। আল্লাহর রহমতে পাঠক পাঠিকাদের নিকট বইটি আকর্ষনীয় হওয়ায় কিছু দিনের মধ্যে বইটি কপি শেষ হইয়া যায়। নানা কারনে বইটি পূনঃ মুদ্রণ সম্ভব হয় নাই।

পাঠক পাঠিকাদের আগ্রহে বইটিতে আর প্রয়োজনীয় মাছায়েল সংযোজন করিয়া পূনরায় উহা প্রকাশিত হওয়ার উপযোগী করিয়া তুলি। বর্তমানে স্বামী স্ত্রীর পারিবারিক জীবনে নানা অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায়, ইউরোপীয়দের স্টাইলে ধর্মহীন অসহনীয় জীবন হইতে মুসলিম সমাজকে হেদায়েত করার সামান্য চেষ্টা হিসাবে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মেয়ে লোকের চরিত্রকে হেফাজত করার তাগিদে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ পেশ করিলাম। উহাতে ইসলামী সমাজ গড়ায় কিছু উপকার হইলে আল্লাহতাআলার নিকট দুজাহানের কামিয়াবির আশা করি।

১৯৫২ সনে মারহুম আব্বাজান আলহাজ মাওলান ক্বাজী মোহাম্মাদ শাহনাওয়াজ আমাকে কুদুরী নামক কিতাবে লজ্জাবোধক বিষয় গুলি বাংলায় না বুঝাইয়া আরবীতে বলিতেন। আর বলিতেন যে, এই গুলি অন্য ওস্তাদের নিকট জানিয়া নিবা। এসব লজ্জার বিষয় আমার মারহুম উস্তাদ মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুল খালেক কাতিয়ারচরী আমাকে সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিতেন এবং ইছলামী অনুশাসনে যৌবন ও চরিত্র হেফাজত করার জোর তাগিদ করিতেন।

www.pathagar.com

কোন্ রং এর শ্রাবের সময় নামাজ পড়া, সহবাস করা হারাম বা হালাল তাহা জানিতেন। এবং কিভাবে পবিত্রতা হাসিল করিবেন তাও জানিতেন। আর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তহাদেরকে এসব সরমের বিষয় স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিতেন।

আল্লাহতাআলা ফরমান "যাহারা জানে তাহাদের নিকট হইতে জানিয়া নেও।"

আম্মাজান আয়েশা (রা) বলেন "আনছারি মেয়েলোকগন কতই না ভাল যে লজ্জাবোধ তাহাদেরকে ধর্মীয় ও শরমের বিষয়াদি জানিতে বাধা হয়। নাই।

ইউছুফ (আঃ) ও আজিজে মিশরের স্ত্রীর বিষয়ে ইউছুফ (আঃ) এর বিবরণ স্পষ্ট ভাবে কোরআনে উল্লেখ আছে।

সারা বিশ্বে বর্তমানে পূর্বের চেয়ে বেশী বেশী বেশরা প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার ছড়া ছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। বেশরা নাটক নভেলের বই বাজারে বেশী চলে যাহার ফলে শরীয়ত সম্মত মিল মহব্বত সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পাঠক পাঠিকাদেরকে আগ্রাহান্বিত করার জন্য আদর্শ বিবাহ বইটি দ্বিতীয়বার প্রকাশের জন্য সংশোধন করিয়া পেশ করিলাম।

একদিক দিয়া যেমন পাঠক পাঠিকা গণ উহা পড়িলে চরিত্র হনন কারি নাটক নভেলের বই হইতে কিছু সময়ের জন্য মন ও চোখকে হেফাজত করিতে পারিবে। অন্যদিকে বইটি পড়াতে শরীয়ত সম্মত আনন্দও পাইবে। স্বামী স্ত্রী সাংসারিক জীবনকে ভুগ করিতে পারিবে। দুনিয়াতে মানসিক ও স্বাস্থ্যগত অনেক জালাজন্ত্রনা ও রোগ বালাই হইতে হেফাজতে থাকিবে।

এছাড়া আখেরাতে ও অসীম ছাওয়াবের ভাগী হইয়া ইনশাআল্লা বেহেশেতে গিয়া হুরদেরকে বিবাহ করিয়া তাহাদের সংঙ্গে বসবাস করত দুনিয়া হইতে বহু গুন বেশী প্রেম প্রীতি আনন্দ ও ভালবাসা পাইবে।

www.pathagar.com

করেন নাই। বর্ণিত আছে যে ইছা (আঃ) কেয়ামতের পূর্বে আসিয়া বিবাহ করিবেন সকল আম্বিয়াগণও বিবাহ করিয়া গিয়াছেন।

বিবাহ করাতে ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক অসংখ্য উপকার আছে বলিয়া ইংরেজী ১৯৬৬ সনে "আদর্শ বিবাহ" বা ইসলামও যৌন বিজ্ঞান নামক একটি বই নিজ বিবাহের পূর্বে লিখা আরম্ভ করি। ইংরেজী ১৯৬৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বইটির বিষয় বস্তুকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া সাজাইয়া ১৯৭৪ সনের ১৩ ই সেপ্টেম্বর আমার মুরব্বিও বন্ধু বান্ধবের সহযোগিতায় বইটি প্রকাশিত হয়। আল্লাহর রহমতে পাঠক পাঠিকাদের নিকট বইটি আকর্ষনীয় হওয়ায় কিছু দিনের মধ্যে বইটি কপি শেষ হইয়া যায়। নানা কারনে বইটি পূনঃ মুদ্রণ সম্ভব হয় নাই।

পাঠক পাঠিকাদের আগ্রহে বইটিতে আর প্রয়োজনীয় মাছায়েল সংযোজন করিয়া পূনরায় উহা প্রকাশিত হওয়ার উপযোগী করিয়া তুলি। বর্তমানে স্বামী স্ত্রীর পারিবারিক জীবনে নানা অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায়, ইউরোপীয়দের স্টাইলে ধর্মহীন অসহনীয় জীবন হইতে মুসলিম সমাজকে হেদায়েত করার সামান্য চেষ্টা হিসাবে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পূরুষ ও মেয়ে লোকের চরিত্রকে হেফাজত করার তাগিদে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ পেশ করিলাম। উহাতে ইসলামী সমাজ গড়ায় কিছু উপকার হইলে আল্লাহতাআলার নিকট দুজাহানের কামিয়াবির আশা করি।

১৯৫২ সনে মারহুম আব্বাজান আলহাজ মাওলান ক্বাজী মোহাম্মাদ শাহনাওয়াজ আমাকে কুদুরী নামক কিতাবে লজ্জাবোধক বিষয় গুলি বাংলায় না বুঝাইয়া আরবীতে বলিতেন। আর বলিতেন যে, এই গুলি অন্য ওস্তাদের নিকট জানিয়া নিবা। এসব লজ্জার বিষয় আমার মারহুম উস্তাদ মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুল খালেক কাতিয়ারচরী আমাকে সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিতেন এবং ইছলামী অনুশাসনে যৌবন ও চরিত্র হেফাজত করার জোর তাগিদ করিতেন।

www.pathagar.com

কোন্ রং এর শ্রাবের সময় নামাজ পড়া, সহবাস করা হারাম বা হালাল তাহা জানিতেন। এবং কিভাবে পবিত্রতা হাসিল করিবেন তাও জানিতেন। আর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তহাদেরকে এসব সরমের বিষয় স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিতেন।

আল্লাহতাআলা ফরমান "যাহারা জানে তাহাদের নিকট হইতে জানিয়া নেও।"

আম্মাজান আয়েশা (রা) বলেন "আনছারি মেয়েলোকগন কতই না ভাল যে লজ্জাবোধ তাহাদেরকে ধর্মীয় ও শরমের . বিষয়াদি জানিতে বাধা হয়। নাই।

ইউছুফ (আঃ) ও আজিজে মিশরের স্ত্রীর বিষয়ে ইউছুফ (আঃ) এর বিবরণ স্পষ্ট ভাবে কোরআনে উল্লেখ আছে।

সারা বিশ্বে বর্তমানে পূর্বের চেয়ে বেশী বেশী বেশরা প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার ছড়া ছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। বেশরা নাটক নভেলের বই বাজারে বেশী চলে যাহার ফলে শরীয়ত সম্মত মিল মহব্বত সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পাঠক পাঠিকাদেরকে আগ্রাহান্বিত করার জন্য আদর্শ বিবাহ বইটি দ্বিতীয়বার প্রকাশের জন্য সংশোধন করিয়া পেশ করিলাম।

একদিক দিয়া যেমন পাঠক পাঠিকা গণ উহা পড়িলে চরিত্র হনন কারি নাটক নভেলের বই হইতে কিছু সময়ের জন্য মন ও চোখকে হেফাজত করিতে পারিবে। অন্যদিকে বইটি পড়াতে শরীয়ত সম্মত আনন্দও পাইবে। স্বামী স্ত্রী সাংসারিক জীবনকে ভুগ করিতে পারিবে। দুনিয়াতে মানসিক ও স্বাস্থ্যগত অনেক জালাজন্ত্রনা ও রোগ বালাই হইতে হেফাজতে থাকিবে।

এছাড়া আখেরাতে ও অসীম ছাওয়াবের ভাগী হইয়া ইনশাআল্লা বেহেশেতে গিয়া হুরদেরকে বিবাহ করিয়া তাহাদের সংঙ্গে বসবাস করত দুনিয়া হইতে বহু গুন বেশী প্রেম প্রীতি আনন্দ ও ভালবাসা পাইবে।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানীগন প্রেম প্রীতি ভালবাসা মিল মহব্বতের ধর্মীয়, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত বিষয় গুলি ছেলে মেয়েদেরকে বালেগ হওয়ার পর থেকে ইসলামী নীতি মালা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়ার প্রতি জোর দিয়াছেন।

"আল্লাহতালায়া ফর: ঞান মুসলমান নাহইয়া মরিওনা"

বইটি লিখিতে আমার আছাতেযায়ে কেরাম, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও সহ কর্মিগণ নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

বইটি লিখিতে আদম (আঃ) এর সময় হইতে অদ্য পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কে মুফাছ্‌ছিরিন, মুহাদ্দিছিন ও মুফতী সাহেবানদের বিভিন্ন কিতাবাদি ও এই বিষয়ে গবেষনা কারীদের বই পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। এবং আখেরাতে তাহাদের বেহেস্তে দরজা বৃদ্ধির ও মাগফেরাতের জন্য আল্লাহতালার নিকট সবিনয় আরজী জানাইলাম।

বইটির অনেক জায়গায়েই উদৃতির পর জরুরী বিষয় সমুহের বর্ণনায় নানা সহীহ কিতাবের নাম উল্লেখ করিয়াছি। আর অনেক কিতাবের মাছাআলা সমূহ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত থাকায় কিতাবের নাম উল্লেখ করি নাই।

১ম সংস্করনে বইটি দুই খন্ডে বিভক্ত ছিল। পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার জন্য বহু জররী মাছাআয়েল ৩য় খন্ডে সংযোজন করিয়া পেশ করিলাম।

এই বইটি পড়িয়া, আমল করিয়া উপকৃত হইয়া যে সব পাঠক পাঠিকা দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছেন আল্লাহতালার নিকট তাহাদের মাগফেরাত কামনা করিতেছি। আর যাহারা জীবিত আছেন ও পাঠ করিবেন এবং-বইটির আহকাম অনুযায়ী আমল করিবেন তাহাদের দীর্ঘ হায়াতের জন্য দোয়া করিতেছি।

এছাড়া সকল পাঠক পাঠিকার নিকট আরজ করিতেছি যে তাহারা যেন বান্দা আবুল খায়ের মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ- কে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য তাহাদের বিশেষ দোয়া সমূহে শরীক রাখে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা- ৭

বর্তমান বিশ্বের জ্ঞাণীগন প্রেম প্রীতি ভালবাসা মিল মহব্বতের ধর্মীয়, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত বিষয় গুলি ছেলে মেয়েদেরকে বালেগ হওয়ার পর থেকে ইসলামী নীতি মালা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়ার প্রতি জোর দিয়াছেন।

"আল্লাহতালায়া ফর: খান মুসলমান নাহইয়া মরিওনা"

বইটি লিখিতে আমার আছাত্তেযায়ে কেরাম, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও সহ কর্মিগণ নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

বইটি লিখিতে আদম (আঃ) এর সময় হইতে অদ্য পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কে মুফাছছিরিন, মুহাদ্দিছিন ও মুফতী সাহেবানদের বিভিন্ন কিতাবাদি ও এই বিষয়ে গবেষনা কারীদের বই পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। এবং আখেরাতে তাহাদের বেহেস্তে দরজা বৃদ্ধির ও মাগফেরাতের জন্য আল্লাহতালার নিকট সবিনয় আরজী জানাইলাম।

বইটির অনেক জায়গায়েই উদৃতির পর জরুরী বিষয় সমুহের বর্ণনায় নানা সহীহ কিতাবের নাম উল্লেখ করিয়াছি। আর অনেক কিতাবের মাছাআলা সমূহ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত থাকায় কিতাবের নাম উল্লেখ করি নাই।

১ম সংস্করনে বইটি দুই খন্ডে বিভক্ত ছিল। পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার জন্য বহু জররী মাছাআয়েল ৩য় খন্ডে সংযোজন করিয়া পেশ করিলাম।

এই বইটি পড়িয়া, আমল করিয়া উপকৃত হইয়া যে সব পাঠক পাঠিকা দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছেন আল্লাহতালার নিকট তাহাদের মাগফেরাত কামনা করিতেছি। আর যাহারা জীবিত আছেন ও পাঠ করিবেন এবং-বইটির আহকাম অনুযায়ী আমল করিবেন তাহাদের দীর্ঘ হায়াতের জন্য দোয়া করিতেছি।

এছাড়া সকল পাঠক পাঠিকার নিকট আরজ করিতেছি যে তাহারা যেন বান্দা আবুল খায়ের মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ- কে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য তাহাদের বিশেষ দোয়া সমূহে শরীক রাখে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আদর্শ বিবাহ দ্বিতীয় খন্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আদর্শ বিবাহ, তৃতীয় খন্ড সূচী পত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আস্তাইযু বিল্লাহি মিশ্বানাইতানির রাজীম।
বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
উয়া ক্বালুল হামদুলিল্লাহিল্লাজি হাদানালিহাযা ওয়ামাকুন্না লিনাহতাদিয়া লাউলা আন হাদানাল্লাহ। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউছাল্লুনা আলান্নাবিয়ী, ইয়া, আইউ হাল্লাযীনা আমানূ ছাল্লু আলাইহি ওয়া ছাল্লিমু তাছলিমা।

বয়স অনুপাতে মানুষের নাম

আলমগীরীতে মানুষের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন নামের ব্যাখ্যায় নিম্ন স্তর সমূহের কথা বলা হইয়াছে-

১) মানুষ যতক্ষন পেটের ভিতরে থাকে উহাকে, জানীন (গর্ভজাত, ভ্রুণ) বলা হয়। ২) প্রসব হইলে, ওলীদ (সন্তান) ৩) যতদিন দুধ পান করিতে াকে, রাযীই (দুগ্ধপোষ্য) ৪) সাত রাত্র পূর্ণ হইলে, ছাদীগ (অতি দুর্বল) ৫) দুধ পান ত্যাগ করিলে, ক্বাতীই (দুগ্ধ ত্যাগ কারী) ৬) কিছু বড় হইলেও আদব ক্বায়েদা শিখিলে, দিরাজ(চটপটে, চঞ্চল) ৭) লম্বায় পাঁচ আশবার (আড়াই হাত) হইলে, খুমাছি (পাঁচ বৎসরের) ৮) প্রথম দাঁত পড়িয়া গেলে, মাছগূর (সামনে দাঁতওয়ালা) ৯) পুনরায় নূতন দাঁত উঠিলে, মুতগের (দাঁতলা) ১০) দশ বৎসর পূর্ণ হইলে, মুতারারা (চলন্ত) বা নাশী (বাড়ন্ত) ১১) প্রায় সাবালেগ হইলে, ইয়াফে (কিশোর, কিশোরী) বা মুরাহেক্ব (প্রায় সাবালেগ) ১২) স্বাস্থ্যবান হওয়ার পর স্বপ্নে বীর্যপাত হইলে, জাযুর (যুবক যুবতী) এবং উল্লিখিত সব নামের সন্তানকেই মোটামুটি গোলাম (ছেলে) গিলমাতুন (মেয়ে) বলা হয় ১৩) মূছ উঠিলে ওয়াজীহ দেখবার মত ১৪) জওয়ান হইলে, ফাতা (যুবক) ও শারেখ (যৌবনের প্রথম অংশ) ১৫) দাড়ি উঠিয়া পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে, মুজতামে (প্রশংসার যোগ্য) ১৬) বয়স যখন ৩০ হইতে ৪০ এর মাঝামাঝি হয় তখন, শাব (প্রৌঢ়) ১৭) ৪০ হইতে ৬০ বৎসর পর্যন্ত, কাহাল (বার্ধক্য) ১৮) তারপর আশমাত (আধাআধি চুল কাল সাদা হইলে) ১৯) তারপর সকল চুল সাদা হইয়া গেলে মোখলাছ (একেবারে সাদা) ২০) তারপর, বাজল অর্থাৎ একেবারে বৃদ্ধ। (আলমগীরী হুলি)

যৌবন, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ও ইছলাম

সব কিছুর প্রথম ভাগকে এক অর্থে যৌবন বলা যায়। আরবীতে

www.pathagar.com

শাবাবকে বাংলায় যৌবন বা জওয়ানী বলা হয়। একটা মানুষের সাবালেগ হওয়ার পর থেকে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সময়কে যৌবন বলা হয়।
ক্বোরাান ও ছুন্নাহর বহু জায়গায় যৌবনের কথা উল্লেখ আছে।

আল্লাহতায়ালা ফরমান ঃ অর্থঃ লোকের জন্য বিবিগনের সহিত কাম প্রবৃত্তির মহব্বত, ভালবাসা, সন্তানদিগের মহব্বত স্নেহ, মমতা এবং চিহ্নিত ঘোড়া ও চতুস্পদ জন্তু এবং শস্য ক্ষেত্রের মহব্বত, শোভনীয় করা হইয়াছে,ইহা (উল্লেখিত বিষয় সমূহ) পার্থিব জীবনের উপকারের বস্তু। এবং আল্লাহর নিকট ফিরিয়া যাইবার উত্তম স্থান।

উল্লেখিত আয়াতের প্রথম ভাগে মেয়ে পুরুষের কামোত্তেজনার (যাহার অপর নাম যৌবন) কথা বলা হইয়াছে তারপরে পৃথিবীর অন্যান্য বিষয় সমূহের ভালবাসার কথা বলা হইয়াছে।

রাছুলুল্লাহ (দঃ)ফরমাইয়াছেন "হে যুব সমাজ, তোমরা যাহারা স্বাস্থ্যবান ও সম্পদশালী বিবাহ কর; সম্পদশালী না হইলে রোজা রাখ। কেননা রোজাই তাহার জন্য (একরকম)বন্ধাত্ব (নাছায়ী)

রাছুলুল্লাহছাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালা নিজের ছায়ায় ঐ দিন ছায়া দান করিবেন যে দিন আল্লাহতায়ালার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকিবেনা। তম্মধ্যে একজন হইল এইরূপ যুবক যে আল্লাহতায়ালার এবাদতে মগ্ন থাকে। (বুখারী)

রাছুলুল্লাহ (দঃ)ফরমাইয়াছেন " আল্লাহতায়ালা বান্দাকে তাহার যাবতীয় কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। তম্মধ্যে ইহাও প্রশ্ন করিবেন যে, তুমি তোমার বয়স কি করিয়া কাটাইয়াছ ? যৌবন কিভাবে শেষ করিয়াছ?" কিভাবে কামাই করিয়াছ ও কিভাবে খরচ করিয়াছ। (মেশকাত)

রাছুলুল্লাহ (দঃ)ফরমাইয়াছেন "দুনিয়ার তিনটি বিষয়ের মহব্বত আমার দিলে দেওয়া হইয়াছে তম্মধ্যে একটি বিবি ২য়টি সুগন্ধী আর নামাজ হইল আমার চোখের মণি। (নাছায়ী)

উল্লেখিত হাদীছ সমূহে ও আরও বহু হাদীছে যৌবন ও উহার ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আছে।

উল্লেখিত হাদীছ সমূহে যৌবনের মর্যাদার কথা স্বীকার করা হইয়াছে। এই মূল্যবান যৌবনকে যদি মানুষ ঠিকমত ব্যবহার করে তবে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সুফল পাইবে। উহাকে শরীয়াত অনুযায়ী ব্যবহার না করিলে উহার কুফল ভোগিতে হইবে।

www.pathagar.com

আল্লাহতায়ালা বলেন "বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে মহব্বত কর তবে আমাকে (মোহাম্মাদ সাঃ কে) অনুসরণ কর। তা হইলেই আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে মহব্বত করিবেন। (আল ক্বোরআন)

ভালবাসার প্রকার

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ অনুযায়ী ভালবাসা পাঁচ প্রকারে হইতে পারে ১) আল্লাহ ও রাছুলের প্রতি মহব্বত, ২) স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা, ৩) অন্যান্যদেরকে ভালবাসা, ৪) দ্রব্যাদি ও আসবাব পত্রের ভালবাসা, ৫) চতুসপদ গৃহপালিত পশুর প্রতি ভালবাসা।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে আদর না করিবে এবং বড়দেরকে সম্মান না করিবে সে ব্যক্তি আমাদের তরিকার মধ্যে নয়"। (মেশকাত)

উল্লিখিত ক্বোরআন ও হাদীছ মারফাত ইহাই বুঝা যায় যে মানব দেহে তিন প্রকারের চাহিদা আছে ১) শারীরিক চাহিদা যেমন নানা প্রকারের খাদ্য গ্রহন করা ২) মানসিক চাহিদা যেমন আধ্যাত্মিক চাহিদা ও ৩) যৈবিক চাহিদা।

যৌন চাহিদা সম্পর্কে নানা রকম মতবাদ প্রচলিত আছে । এক দল মনে করেন যে, যৌন ক্ষুধাকে যে ব্যক্তি সংযমের মাধ্যমে আয়ত্তে আনিতে পারিবে সেই মহাপুরুষ হইবে। অন্য দল মনে করেন যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্বাধীনতা আছে, উহাকে শুধু স্বামী স্ত্রীতে আবদ্ধ করা উচিৎ নয় বরং আরও ব্যাপক স্বাধীনতা থাকা চাই। ইছলাম উল্লিখিত দুইটি মতবাদকে নানা যুক্তিগত কারণে অবৈধ মনে করে।

ইছলামে বৈরাগ্য নাই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "বিবাহ আমার ছুন্নাত। যে ব্যক্তি উহা হইতে বিরত রহিল সে আমার ত্বরীকায় নয়"। (মেশকাত)

তাই বুঝা যায় ইছলামের মতবাদটি যেমন মনের চাহিদা মিটাইতে বদ্ধ পরিকর তেমনি দেহের চাহিদা মিটাইতেও অদ্বিতীয়। তাই বিবাহের মাধ্যমে শরীরও মনের অশেষ উন্নতি হইয়া থাকে।

কেহ বলেন ভালবাসা দুই প্রকারের ১) কামজ ভালবাসা ২) কামমুক্ত ভালবাসা। কামজ ভালবাসা শুধু প্রাণীর সহিত জড়িত। উহা আবার দুই প্রকারের ১) বৈধ কামজ ভালবাসা যেমন বিবাহের মাধ্যমে ভালবাসা ২) অবৈধ ভালবাসা যেমন অবিবাহিতের সহিত ভালবাসা।ইহা মানুষের সহিত হউক বা যে কোন প্রাণীর সহিত হউক। কামমুক্ত ভালবাসা,দুই প্রকারের ১)

www.pathagar.com

বৈধ ভালবাসা যেমন মানুষ বা বস্তুর প্রতি শরীয়ত অনুযায়ী ভালবাসা ২) অবৈধ ভালবাসা অর্থাৎ মানুষ বস্তুর প্রতি শরীয়ত বিরোধী ভালবাসা।

বর্ণিত আছে,"মহব্বতের মাল আল্লাহতায়লার রাস্তায় দান কর।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্বে ভুলক্রটি

অধ্যাপক মোঃ আজরফ তাহার লিখা জীবন সমস্যার সমাধানে ইছলাম নামক বইয়ে অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড সমন্ধে বলেন ফ্রয়েডের কাম সর্বস্ববাদ বা সর্ব কামিতা আজ দুনিয়ার সকল জ্ঞানীলোকের নিকট পরিচিত । মানুষ তার আদিকাম দ্বারা পরিচালিত। মানুষের শিক্ষা-দিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে শুধুমাত্র কাম। এ সত্যটি প্রমাণ করাইছিল ফ্রয়েডের জীবনের লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে মনস্তত্ববিদ মহলে ফ্রয়েড ছিলেন রাজাধিরাজ। বর্তমানে কার্লযুঙ ও এ্যাডলারের বিশ্লেষণে তাঁর মতবাদে নানা ক্রটি ধরা গেলেও আমাদের কাব্যে ও সাহিত্যে তাঁর মতাদের ছাপ রয়েগেছে অম্লান। (১০ পৃষ্টা)

তাহার ভূলক্রটির বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেন, “ইদিপাস সমকামিতা বা আত্মকাম ইত্যাদি এষণা পরিণত বয়সেও মানব জীবনে দেখা দেয় বলেই তাদের অস্তিত্ব গোড়াতেই বর্তমান বলে কেমন করে প্রমাণিত হয়? পরিবেশের ফলে তাদের উৎপত্তি হতে পারে; যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একত্র সমাবেশ হলেই জল হয় না ; তার জন্য বিদ্যুতের দরকার ; তেমনি হয়ত কেবলমাত্র মাতৃ কেন্দ্রিক ভালবাসার বীজ মানব মনে থাকলেই ইদি পাসের পরিণতি হতে পারেনা; আরও অনেকগুলো ফ্যক্টারের প্রয়োজন। ফ্রয়েড সে ফ্যাক্টার গুলোর উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। এতে বিজ্ঞানের দিক দিয়া তাঁর ক্রটি সহজেই ধরা পরে। কেবল ইদি পাসের বেলায় নয়; অন্য সবগুলো এষণার বেলাাও তিনি বাইরের (অর্থনৈতিক; সামাজিক; রাষ্ট্রিয়; ভৌগোলিক; পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি নানাবিধ) ফ্যাক্টরগুলির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি।”

আরও বিস্তর আলোচনা করার পর সর্বশেষে তিদি বলেন ; “ রুদ্ধ বাসনা মাত্রই যে কামজ তার প্রমাণ ও অত্যন্ত দুর্বল।কামজ না হয়েও আমাদের নানাবিধ বাসনা প্রকাশ পেতে পার এ সত্যটি অস্বীকার করেও ফ্রয়েড সত্যের অবমাননা করেছেন। মোট কথা তাঁর মতবাদের অনুকুল কতকগুলো তথ্যের উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধ মতের পোষণকারী তথ্যকে তিনি ধামাচাপা দিয়েছেন। (১৭ পৃষ্টা)

www.pathagar.com

আমার কথা এই যে কাল্পনিক বা যান্ত্রিক মতবাদের স্থায়িত্ব কিছু দিনের জন্য চলিতে পারে কেননা কল্পনা কারীর কল্পনায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক; প্রবাদ আছে মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। এ ছাড়া যন্ত্রের সাহায্যে কোন কিছু ধরা পড়লে কিছুদিন পরে আরও উন্নত রকমের যন্ত্রের দ্বারা আঁরও উন্নত বিষয় অবগত হওয়া যায়। যাহার ফলে প্রথম মতবাদ টিকিয়া থাকিতে পারেনা। এদিকে চিন্তা করিলে প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের উচিৎ যে ক্বোরআন হাদীছের কিছু তত্ত্ব বা অর্থ যদিও আপাতত বুঝা মুস্কীল অবশ্য এক সময়ে উহা বুঝা সহজ হইবে। কিন্ত ঐই গুলিকে নিজের জ্ঞানের অভাবে না বুঝিয়া উড়াইয়া দেওয়া আদৌ ঠিক হইবে না । কেননা আল্লাহতায়লার বাণীর প্রকৃত অর্থ রাছুলুল্লাহ (দঃ) পূর্ণভাবে অবগত হইয়াই বর্ণনা করিয়াছেন যদিও এক সময়ে কাহারও বুঝা মুস্কীল হইতে পারে। তাই জ্ঞানীদের উচিৎ যে কোরআনও ছুন্নার মর্ম না বুঝিতে পারিয়া উহাদের সত্যতাকেই উড়াইয়া না দেওয়া বরং নীরব থাকা। আল্লাহতায়ালা তাই বলেন- "যাহারা জ্ঞানী তাহারা বলিয়া থাকে যে সবই আল্লাহর নিকট হইতে। আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখি।" (আলিইমরান)

ফ্রয়েডের , নারী চরিত্র , নামক বই এ আছে "ফ্রয়েডের মতে কাম বা Libido র বিভিন্ন শক্তি ও পারিপার্শ্ব প্রভাবে উহার বিভিন্ন রূপ বিকাশই মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।"

তাহার এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে আমি এক হইতে পারিলাম না কেননা মানুষের যাবতীয় কাজে কামের প্রভাব থাকিতে পারেনা। কারণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে ভাল্লবাসা থাকে উহাকে কাম জাতীয় ভালবাসা বলা যায় কিন্তু পিতা, কণ্যার প্রতি বা মাতা পুত্রের প্রতি ভালবাসা কামজ নয় বরং উহাকে স্নেহ বা শ্রদ্ধা বলা হয়। কেননা আমরা দেখিতে পাই যে মানুষের ভালবাসা যে ভাবে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তেমনি জড় পদার্থ বস্তুর প্রতিও তাহার ভালবাসা আছে। অন্য দৃষ্টান্ত বাদ দিয়া রাছুলুল্লাহ (দ:) এর কথাই বর্ণনা করিতেছি। তিনি বলেন ইহা উহুদ পর্বত। ইহা আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও ইহাকে ভালবাসি। ইহাতে বুঝা যায় যে মৃত বস্তুর প্রতিও মানুষের ভালবাসা আছে কিন্তু উহার নাম কামজ ভালবাসা নয় বরং কামমুক্ত ভালবাসা, এরূপ নজির প্রচুর। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন "দুনিয়ার তিনটি বিষয় আমার অতি প্রিয়। তন্মধ্যে একটি হইল স্ত্রী" এই হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা যে প্রকারের অন্যান্য বিষয়ে ভালবাসা সেই প্রকারের নয়। তাই যে কোন ভালবাসাকে আমি কামজ বলে স্বীকার করিতে পারিলাম না।

www.pathagar.com

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, পিতার কন্যাকে ও মাতার পুত্রকে বেশী স্নেহ করাটা আসলে কামের কারণে এই বিষয়েও আমি একমত হইতে পারি না। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পিতা কন্যা বা মাতা পুত্রে যাহা কিছুই ঘটিয়া থাকুক না কেন ইছলামে তাহা ঘটে নাই এবং যে কোন নগণ্য মুছলমানকেও যদি কেহ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে যে তোমার মেয়ের সঙ্গে তোমার কোন প্রকারের ভালবাসা তবে দ্বিধাহীনভাবেই বলিবে যে কামমুক্ত ভালবাসা। এইরূপে মুছলমান মাতাও ছেলের কথা তাহাই হইবে। তাই অরুচি সম্পন্ন কিছু সংখ্যক মানুষের কাম লালসার কারণে এই জাতীয় কোন মতবাদ সৃষ্টি করা আদৌ ঠিক নহে। কেননা অরুচিসম্পন্ন কামুকগণ নানা রকম জীবানুবাহি প্রাণীর সহিত কাম লালসা মিটাইতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এমন কি মৃত বস্তুর সহিতও কাম লালসা মিটাইতে পিছ পা হয় না। তাই বলিয়া মৃত বস্তুর সহিত কাম লালসার মতবাদ দাঁড় করানো যায় না। আমি শেষে বলিতে চাই যে আল্লাহতায়ালার দেওয়া আইনই সকল বিষয়ে সমীচিন। কেননা তিনি পূর্ব পশ্চাৎ দেখিয়া জানিয়াই ক্বোরআন ছুন্না অবতরণ করিয়াছেন।

লজ্জাস্থান ও যৌবিক জ্ঞানঃ

আমি এই বইয়ের অন্য অংশে বিবাহের উপকারিতায় "আলমাবছুতের" উদ্ধৃতি দিয়া বিবাহের প্রয়োজনের কথা বুঝাইয়াছি। যেহেতু বিবাহের বড় উদ্দেশ্য হইল মানব জাতি বাক্বী রাখা তাই মানব জাতিকে বাড়াইতে গেলে কোন উপায় অবলম্বন করা চাই। আর উহার উপায় হিসাবে আল্লাহতায়ালা মিলনকে স্বভাবীয় করিয়া দিয়াছেন। এবং সমস্ত প্রাণীর বেলায়ও তাহাই করিয়া বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানব দুই প্রকারের- পুরুষ ও মেয়ে। পুরুষকে পুরুষাঙ্গ ও যৌবন প্রাপ্তির নানা আলামত ইত্যাদি দিয়াছেন। তেমনি রমনীকে তাহার উপযোগী যৌনাঙ্গ ও যৌবনের আলামত হিসাবে আরও অনেক কিছু দান করিয়া আদম ও হাওয়া (আ:) কে দুনিয়ায় পাঠাইয়া জিব্রাইল (আ:) মারফত জানাইয়া দিয়াছেন যে তাহারা কিভাবে তাহাদের লজ্জাস্থান ব্যবহার করিবে। সেই দিন থেকে স্বামী স্ত্রীতে যৌন মিলন হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে যৌন বিষয়ে বাজারে শত শত বই পুস্তক দেখা যায়। আদম (আঃ)এর সময় কেন কিছুদিন পূর্বেও যৌন বিষয়ে দুই একটির অধিক বইয়ের দেখা পাওয়া যায় না। অথচ সেই যুগেও মানুষের বংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভাল মন্দ, সুস্থ অসুস্থ উভয় প্রকার মানুষ জন্ম গ্রহন করিয়াছে। বর্তমানে যৌন বিষয়ক শত শত বই বাজারে চালু থাকা অবস্থায়ও

www.pathagar.com

পূর্বের ন্যায় স্বাস্থ্যবান এবং পরিশ্রমী মানুষের জন্ম খুব কমই হইতেছে। তাই শুধু যৌন বিষয় ও যৌন জ্ঞানের বই দ্বারা যে একজন মানুস প্রকৃতভাবে যৌন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে তাহাতে আমি একমত নহি। কারণ এক একজন আদম সন্তান যেহেতু এক এক রকম মেজাজ মর্জি, পরিবেশ, গঠন, অবয়ব নিয়া জন্ম গ্রহন করে তেমনি যৌন বিষয়েও এক এক জনকে আল্লাহতায়ালা এক এক রকম শক্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তাহাদেরকে এলহাম্ (প্রেরণা) মারফত তাহাদের যৌন বিষয় সমুহ জানাইয়া দিতেছেন। যে কারণে কোন একটি স্ত্রী বা পুরুষ তাহার যৌনাঙ্গ ও উহার ব্যবহার পূর্ন ভাবেই জানে। পশু পক্ষী কোন বই পড়ে না। তাহারা কি করিয়া বংশ বৃদ্ধির পদ্ধতিটা জানে? তবে মানুষ কেন জানিবে না? একটি নাবালেগ ছেলে ও মেয়েকে যদি জনপ্রাণী শূন্য এলাকায় পরীক্ষামূলক ভাবে রাখা হয়, তবে তাহারা বালেগ হওয়ার পর তাহাদের যৌনাঙ্গের ব্যবহার করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আলাদা কোন শিক্ষকের দরকার হইবে না। এই দিকে লক্ষ করিয়া আমার এই বইটিতে যৌনাঙ্গের ব্যাখ্যা ও উহাদের অবস্থানের বর্ণনা করিলাম না। যে কোন বালেগ বালেগা উহাদের কার্য্য ও ব্যবহার প্রকৃতিগত ভাবেই জানে।

বাকী রহিল যৌন জ্ঞানের কথা। উহাও প্রকৃতিগত ভাবে মানব গোষ্ঠির জানা থাকে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যের উন্নতি অবনতি যেহেতু যৌবনের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল তাই যৌন জ্ঞান সমূহ ভদ্রতার ভিতর দিয়া যতটুকু সম্ভব ততটুকু লিখিতে চেষ্টা করিলাম। বাকী আল্লাহর মর্জি।

যৌনাঙ্গ ও যৌন জ্ঞানে যে সবাইকে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান লাভ করিতে হইবে তাহা কোন সুস্থ মস্তিস্কের কথা নয়। বরং ডাক্তার বা এই জ্ঞানে পারদর্শীর জন্য উহার জ্ঞান থাকিলেই অন্যদের জন্য যথেষ্ট হইবে। আর সবাই চেষ্টা করিলেই যে এই জ্ঞানে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে উহাতেও আমি এক মত নহি।

যৌন গ্রন্থ পড়া কেমন?

মানুষের যাবতীয় কল্যাণের জন্য আল্লাহতায়ালা শেষ নবী (দ:) কে পাঠাইয়াছেন "এমন কোন সমস্যা নাই যাহার সমাধান ইছলামে নাই। অবশ্য সমস্যাটি ভাল করিয়া বুঝা এবং কোরআন হাদীছ হইতে উহার সমাধান খুজিয়া বাহির করা কঠিন কাজ। তাই যুগে যুগে মহা মনীষীগণ (মুজাদ্দেদ) ইছলামকে নানা ভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও ইছলামকে ভাল ভাবে বুঝাইবার জন্য মুজাদ্দিদ আসিবেন বলিয়া হাদীছে বর্ণিত আছে। তাই

www.pathagar.com

অনেক সময় আমরাক্বোরআন ও হাদীছএর অর্থ উদ্ধার না করিতে পারিয়া বলিয়া থাকি যে এই সমস্যার সমাধান ইছলামে নাই। ইহা একমাত্র নিজের অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই না। আমি আমার জীবনে ইছলামকে বুঝবার যতটুকু চেষ্টা করিয়াছি এবং বুঝিয়াছি আল্লাহর রহমতে সেই অনুযায়ী যৌন গ্রন্থ পড়ার ব্যাপারে নিম্ন রূপ আলোচনা করিলাম। কেআরআন ও হাদীছে বহু যায়গায় লজ্জাশরম বিষয়ক আলোচনা আছে এবং ঐ সব আলোচনা করা, লিখা বা পড়া ক্ষতিকর হইলে অবশ্যই ক্বোরআন, হাদীছে উহার আলোচনা থাকিত না।

আল্লাহতায়ালা নিজে এবং জিব্রাইল (আঃ) এর মারফত আদম (আঃ) কে যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান দান করিয়াছেন।

আল্লাহতায়ালা বলেন-

"তিনি আদমকে যাবতীয় বিষয়ের নাম সমূহ শিক্ষা দিলেন।" "রাহমান তিনি ক্বোরআন শিক্ষা দিয়াছেন এবং মানুষ সৃষ্টি করিয়া বায়ান (যাবতীয় জ্ঞান) শিক্ষা দিয়াছেন" "তিনি ক্বলমের ব্যবহার শিখাইয়াছেন এবং মানুষ যাহা জানিত না তাহা শিক্ষা দিয়াছেন।"

(আলক্বোরআন)

মুফাচ্ছেরগণ বলেন "আদমকে যাহা শিখান হইল তন্মধ্যে বড় ছোট সকল বিষয়ই শিখান হইল। এমন কি গুহ্যদ্বার দিয়া যে নানা রকমের বায়ু বাহির হয় উহাদের নাম, ক্ষুদ্র জিনিষ পত্র, থালা, বাটি সব কিছুই সামিল। একটি হাদীছে আছে আদম হাওয়াকে কিভাবে ব্যবহার করিবেন তাহা জানিতেন না। আল্লাহতায়ালার হুকুমে জিব্রাইল (আঃ) তাহাকে উহার তালীম দেন। (কাশফ)

রাছুলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন-

"লজ্জা ঈমানের অংশ।" এই লজ্জা থেকে কেহ যদি মনে করেন যে যৌন বিষয় যেহেতু লজ্জার ব্যাপার তাই তাহাতে পূর্ণ মাত্রায় এক মত হইতে পারিলাম না। কারণ ইছলামের দৃষ্টিতে স্বামী স্ত্রীর একেবারে নির্লজ্জ হওয়া যেমন দোষনীয় তেমনি মাত্রাতিরিক্ত লজ্জা করাও কম দোষের নয়। এ ছাড়া হাদিছের বহু জায়গায় লজ্জা না করার কথা রাছুলুল্লাহ (দ:) হইতে বর্ণিত আছে। পুরুষ ও মেয়ে উভয় প্রকার ছাহাবাই যৌন বিষয় অবগত হওয়ার জন্য রাছূলুল্লাহ (দ:) কে নানা প্রশ্ন করিয়াছেন। রাছূলুল্লাহ (দ:) তাহাদের উত্তর দান করিয়াছেন। তাই বৈধ ব্যাপারে লজ্জাবোধ করা ঈমানের আলামত নয়, বরং অজ্ঞানের আলামত। বাস্তবিকই যদি যৌন বিষয়ে প্রশ্ন করাটা

www.pathagar.com

অন্যায় হইত তবে রাছূলুল্লাহ (দ:) তাহাদেরকে নিষেধ করিতেন এবং উত্তর দানে বিরত থাকিতেন। আম্মাজান আয়েশা এ সম্পর্কে বলেন-
"আনছার গোত্রীয় মেয়েরা কতই না ভাল, ধর্মীয় আইন ক্বানুন শিখার ব্যাপারে লজ্জার প্রাচীর তাহাদেরকে ফিরাইয়া রাখিতে পারে নাই" (নাছাই)
খালিফা আলী (রাঃ) বলেন আমি একজন মযীওয়ালা পুরুষ (যৌন উত্তেজনার পর বীর্যপাতের পূর্বে যৌন অঙ্গে যে রস নির্গত হয় উহাকে আরবীতে মযী বলা হয়) মযী বাহির হইলে গোছল ওয়াজেব হয় না ওজু ওয়াজেব হয় তাহা আমার জানা ছিলনা। রাছূলুল্লাহ (দ:) যেহেতু আমার শ্বশুর ছিলেন তাই তাহার নিকট এই মাছয়ালাটা জানিতে লজ্জাবোধ করিয়া মিক্বদাদ (রা:) কে এই ব্যাপারে রাছূলুল্লাহ (দ:) এর নিকট জিজ্ঞাসা করার ভার দিলাম (এবং আলীও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন) উত্তরে রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইলেন "মযী নির্গত হইলে পুনরায় ওজু করিলেই চলিবে আর সজোরে বীর্য নির্গত হইলে গোছল করিতে হইবে। (আবু দাউদ)

একদা একজন স্ত্রীলোক রাছূলুল্লাহ (দ:) কে হায়েযের রক্ত বন্ধ করার পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিলেন "তুমি একটি সুগন্ধীযুক্ত এইরূপ কাপড়ের টুকরা লও, যে কাপড় রক্ত প্রতিরোধকারী (চূষনকারী) তারপর উহা দ্বারা লাগাম পর" মেয়েলোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল যে কি ভাবে লাগাম পড়িব? "তিনি বলিলেন " উহা দ্বারা লাগাম পড় এইরূপে তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, ছুবহানাল্লাহ তুমি উহা দ্বারা লাগাম পড় আর মেয়েলোকটি বলিতে ছিল (কি ভাবে লাগাম পড়িব) এইরূপে তৃতীয় বারে রাছূলুল্লাহ (দ:) লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া ছিলেন। আর সেই মজলিছে উপস্থিত একজন উম্মূলমোমেনীন (রাছূলুল্লাহ (দ:) এর বিবি) মেয়েলোকটিকে টানিয়া আড়ালে নিয়া লাগাম পড়ার নিয়ম ক্কানুন জানাইয়া দিলেন। (ঐ)

একদা রাছূলুল্লাহ (দ:) কে জানান হইল যে একটি মেয়ের প্রথম বার হায়েয হইয়াছে। তখন তিনি তাহার পবিত্রতার নিয়ম ক্কানুন বাতাইলেন এবং বলিলেন, যে পানির দ্বারা পবিত্রতা গ্রহণ করিবে সেই পানিতে কিছু লবন মিশাইয়া লইবে। (ঐ)

রাছূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন-"স্বপ্নদোষ হইলে গোসল ফরজ হইবে।" ইহা শুনিয়া একজন মেয়েলোক প্রশ্ন করিলেন মেয়েদের যদি স্বপ্নদোষ হয় তবেও কি গোসল ফরজ হইবে ? উত্তরে তিনি বলিলেন হাঁ।

www.pathagar.com

পুরুষের বীর্য হইল সাদা গাঢ় আর মেয়েলোকের বীর্য হইল যরদ পাতলা।(ঐ)

উল্লিখিত হাদীছ্ সমূহ ইহাই প্রমান করে যে বিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়ে হউক বা পুরুষ হউক তাহার জন্য যৌন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাতে কোন দোষ নাই বরং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আদায় করার জন্যযে সব শরমের মাছায়ালা জানার প্রয়োজন সে সব মাছয়ালা জানা ওয়াজেব। চরিত্রকে কলুষিত করেনা বরং চরিত্রকে গঠন করিতে সাহায্য করে। এইরূপ শরমের মাছায়্যালা সবারই জানা অত্যাবশ্যকীয়। তদ্রূপ স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে যে সব শরমের কথা জানার দরকার সে সব জানতে কোন দোষ নাই।

কোন একজন পাঠক বা পাঠিকার উদ্দেশ্যে যেহেতু বই লিখা হয় না তাই একটি বইয়ে নানা রকম প্রয়োজনের কথা লিখা থাকে। সে কারণে পাঠক পাঠিকার বিবেকের উপরই যৌন বিষয়ক গ্রন্থ্ পড়া বা না পড়ার ভার। পাঠক পাঠিকা যদি মনে করে যে এই জাতীয় বই পড়ায় তাহার যৌন চেতনা আরও উত্তেজিত হইবে। যাহার কারণে তাহার দ্বারা যৌন সম্পর্কে অবৈধ কাজ সমূহ নিঃসন্দেহে সম্পাদিত হইবে। তবে তাহার জন্য যৌন সম্পর্কীয় বই পড়া নাজায়েয হইবে। এরূপ ব্যক্তির জন্য যৌন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার উপায় কোন যৌন বিষয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া দরকার অনুযায়ী জানিয়া নেওয়া। যদি এরূপ কাউকে না পাওয়া যায় তবে হয়রান হওয়ার কিছুই নাই। কারণ এ সব জ্ঞাণআল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে স্বভাবগত ভাবে দেওয়া হয়।

যে ব্যক্তি যৌন সম্পর্কীয় বই পড়ার কারণে তাহার চরিত্র নষ্ঠ হওয়ার আসঙ্খা করে না তবে শুধু মাত্র স্বাস্থ্য গত জ্ঞান লাভের আশায় এই জাতীয় কিছু বই পড়িতে পারিবে।

অশ্লীল সাহিত্য পাঠ করা অবৈধ। রেডিও দ্বারা অশ্লীল নাটক শুনা বা টিভি ও ভিডিও এ অশ্লীল নাটক বা সিনারী দেখাও অবৈধ। যে কারণে আমাদের দেশের অগনিত কাজের মস্তিস্কগুলি অকেজো হইয়া যাইতেছে এবং অনেকের জীবন একেবারে অঙ্কুরেই বিনাশ হইয়া যাইতেছে।

ভাষা শিক্ষা করার অজুহাতে অশ্লিল সাহিত্য সবার জন্যই পড়া বৈধ নহে। যে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ তাহার যদি ঐ জাতীয় বই পড়াতে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় তবে অন্য কোন বিষয়ের বইয়ে যদি এরূপ উন্নত সাহিত্য না থাকিয়া থাকে তবে অগত্যার গতি হিসাবে পড়াও মাকরূহ হইতে খালি নহে। অবশ্য ঠোঁট না নাড়িয়া মনে মনে পড়া জায়েয হইবে।

www.pathagar.com

আর বিবাহিতদের জন্য জায়েযের ভাগটা একটু বেশী। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন

"তোমার উপরে যে বিষয়ের ফতওয়া হয় ঐ ফতওয়ার কথা তুমি নিজে বিবেচনা কর। যদিও ফতওয়া দাতাগন তোমার বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়া থাকে।"(আইনুল ইলম)

তাই কাহারও কোন বইয়ে জায়েয নাজায়েয সাহিত্য লিখা থাকিলেই উহা সবার জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য হয় না বরং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফতওয়া ও বিভিন্ন হইয়া থাকে। অবশ্য যে ব্যক্তি নিজের উপর ফতওয়া দিবে তাহাকে শরীয়তের উপর পূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই কারণ স্বার্থান্ধগণ নিজের স্বার্থকেই দেখিয়া থাকে। তাই তাহাদের বিবেচনা গ্রহণ যোগ্য নয়।

শাইখ আবু ইছহাক্ব ইছফারাইনীর বিখ্যাত মুহায্যাব নামক কিতাবে আছে "যে সমস্ত বই পুস্তকের বিষয় বস্তু ইছলাম ও ঈমানের বড়খেলাফ অথবা এই জাতীয় বিষয় সম্বলিত যাহাতে গোনাহর কাজকে সুন্দর বুঝায় বা উৎসাহ দান করে তবে এই জাতীয় পুস্তক নিজের কাছে রাখা ও পড়া গোনাহর কাজ। (মোহায্যাব পৃষ্ঠা নং ২৫)

ইবনে ক্বাইউম যাদ্দুল মায়াদ নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন " যে সমস্ত পুস্তকে কুফুরী ও শেরেকী বিষয়বস্তু আছে ঐ সমস্ত বিক্রি করাও না জায়েয (যাদ ২২পৃঃ ২য় খন্ড) কিন্তু কোন ইছলাম বিরোধী মতবাদের খন্ডনের জন্য এই জাতীয় পুস্তক নিজের কাছে রাখিলে ও পড়িলে দরকার অনুপাতে যায়েজ হইবে। (মুফতী শফী কাশকুল ২১৯পৃঃ)
রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন-

"আল্লাহতায়ালা আদম সন্তানের ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন কে কি রকমের ব্যভিচার করিবে সে তাহা নিশ্চই করিবে (অবশ্য দোয়া দ্বারা এই জাতীয় লিখা মোচন হইয়া যায়।)চোখের যিনা হইল পর মেয়েকে আবেগে দেখা, যবানের যিনা হইল অশ্লীল কথা বলা। হাতের যিনা হইল হাতে ছোঁয়া। মনে মনে আবেগ আনা। লজ্জাস্থান নাড়াচাড়ায় সমর্থন করা। আরও বর্ণিত আছে চোখের ব্যভিচার হইতেছে দেখা, জিহবার ব্যভিচার হইতেছে কথা বলা; মনে আকাংখা করে আর গুপ্ত অংগ উহা সত্যে পরিণত করে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে। (বুখারী ও মুছলিম)

মুছলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে দুই চোখ তাহাদের ব্যাভিচার হইতেছে দেখা; কান - তাহার ব্যভিচার হইতেছে শুনা; জিহবা -তাহার ব্যভিচার হইতেছে কথা বলা; হাত - তাহার ব্যভিচার হইতেছে ধরা; পা-

www.pathagar.com

তাহার ব্যভিচার হইতেছে (যিনারদিকে) চলা এবং মন উহার কামনাও আকাংখা করে। আর গুপ্ত অংগ উহাকে সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।

ব্যাখ্যা - অর্থাৎ যে দিকে দৃষ্টি করা শরীয়তে নিষিদ্ধ সেই দিকে দৃষ্টি করা হইলে চোখের যিনা। কারণ এই জাতীয় দৃষ্টিতে চোখে কাম অনুভূতি আসে আর অশ্লিল কথাবর্তা বা বই পড়াতে মনে কামবোধ হয়। ইবনে মাছউদ (রাঃ) বলেন চোখ দুটি দৃষ্টির দ্বারা যিনা করে; ঠোঁট দুটি যিনা করে। উহার যিনা হইল চুম্বন করা; হাত দুটির যিনা হইল স্পর্শ করা আর পা দুটির যিনা হইল পা দ্বারা যিনার দিকে যাওয়া। কারণ এ সব দ্বারা কাম অনুভূত হইয়া থাকে। উল্লেখিত আচরণে মন আকৃষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত লজ্জাস্থান ব্যবহার করিতে বাধ্য হয় বা হয় না (এরশাদুচ্ছারী)

যিনা হইল মহা পাপ। উহাতে মারাত্মক ব্যাধি এইডস ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। উল্লেখিত হাদীছে রাছুলুল্লাহ (দঃ) যিনার যে দর্শন বর্ণনা করিয়ছেন উহাকে আরও ব্যাখ্যা করিয়া মেশকাতের শরায় লিখা হইয়াছে; হাত; পা; চোখ; কান ইত্যাদি অংগের দ্বারা যে অনুভূতি হয় উহার কেন্দ্রস্থল হইল দিল সবগুলিই দিলে গাঢ় হওয়ার পর মানুষ তাহার কাম বাসনাকে চরিতার্থ করিতে চায় যাহাতে তাহার কামকেন্দ্রে নারা লাগে এবং সে শেষ পর্যন্ত কু-কর্মে পতিত হয় বা হয় না। তাই কেহ যদি যিনার আনুসংগিক কাজগুলি তাহার বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগের দ্বারা সম্পন্ন হইতে না দেয় তবে সেই ব্যক্তিই কু-কর্ম হইতে রেহাই পায়।

অবশ্য আল্লাহতায়ালা মানুষের আমল নামায় ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ গুনাহ লিখেন না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কু-কর্মে লিপ্ত না হয়। সেই হিসাবে যিনার প্রাথমিক কাজগুলিতে কিছুটা গুনাহ হয় যাহার জন্য তওবা করিতে হয় না বরং এই জাতীয় ছোট ছোট পাপ নেক কাজের দ্বারাই বিনা তওবায়ই মোচন হইয়া যায়।

যেমন-আল্লাহ তায়ালা ক্বোরআনে কারীমে ফরমান-

"তোমরা যদি বড় বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাক তবে তোমাদের ছোট ছোট পাপকে মাফ করিয়া দিব।"

"নিশ্চয়ই নেক কাজ সমূহ গুনাহ সমূহকে মিটাইয়া দেয়। (আল ক্বোরআন)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন ওজু; গোছল; নামাজ ; রোজা ; হজ্ব ইত্যাদি নেক কাজ সমূহ মানুষের কাজ সমূহকে মিঠাইয়া দেয় (আল ক্বোরআন)

www.pathagar.com

উল্লেখিত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে; যে সব কথাবার্তা বলিলে বা শুনিলে; যে বই পড়িলে ; বা যে সব চিত্র দেখিলে ; বা যে শরীর স্পর্শ করিলে; যে দিকে গেলে বা যে সব কাজে মনে অবৈধ কাম লালসা জাগিয়া উঠে সে জাতীয় কাজ দ্বারা বান্দার আমল নামায় গোনাহ লিখা হয়। অবশ্য কু-কর্মে লিপ্ত হইলে বড় গোনাহ লিখা হয়। যাহার অপর নাম কবিরা গোনাহ ।যাহা তাওবা ছাড়া মাপ হয় না ।

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর মতে কেহ যদি সুন্নতী বিবাহ করিয়া স্ত্রী সহবাস করার পর সেই স্ত্রীর মাতার গুপ্তাংগের দিকে কাম সহকারে দৃষ্টি করে বা শ্বাশুরীকে এই ভাবে স্পর্শ করে যে হাতে তাহার শরীরের তাপ লাগে এবং উহার দ্বারা তাহার মনে এতটুকু কাম উত্তেজনা হয় যে তাঁহার লজ্জাস্থান ফুলিতে থাকে এবং শ্বাশুরীও আরাম অনুভব করে। তবে এই ব্যক্তির জন্য তাহার স্ত্রী হারাম হইয়া যাইবে। (আলফেক্কহ ৪র্থ খন্ড)

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন স্পর্শ করা ও চোখ দিয়া নজর করিয়া যৌন অনুভূতি লাভ হইলে এই পাপের মাত্রা যদিও ছোট তথাপি এই জাতীয় ছোট পাপ তাহার স্ত্রীকে চির তরে হারাম করিয়া দিতে পারে। তাই সবারই ভাবিয়া চিন্তিয়া এইরূপ ছোট পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা কতটুকু দরকার তাহা ভাবিয়া দেখুন। তাই ইছলামের দৃষ্টিতে যৌন গ্রন্থ পড়া না পড়ার ফয়ছালাটা আপনি নিজেই একটু যাচাই করিয়া দেখুন যে উহা জায়েয কি না জায়েয বা উহাতে কি ভাল মন্দ আছে। (হেদায়া কিতাবুন্নিকাহ)

সারা ক্বোরআনে ছুড়ায়ে ইউছুফের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রেমের কাহিনী আর কোন ছুড়ায়ে বর্ণিত নাই। এই ছুড়া পড়ার সময় কাহারও মনে যৌন অনুভূতি আসে বলিয়া মনে হয় না। তদ্রূপ পাঠক পাঠিকা যদি নির্মল মনে কোন দরকারী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য কোন যৌন বিষয়ের বই পড়িতে চায় তবে শর্ত সাপেক্ষে জায়েয হইবে।

ক্বাযীখানে আছে-

"কেহ যদি কবিতা ও কাল্পনিক বই পুস্তক পড়ে তবে মুফতীগণ এই শর্তে উহা জায়েয বলিয়াছেন যে, পাঠক পাঠ করার সময় তাহার জিহ্বা না নাড়াইয়া পাঠ করিবে এবং ইহা পাঠে সাহিত্য শিক্ষালাভের মনোভাব রাখে।" আরবের এই জাতিয় কবিতা (আমাদের ভাষায়ও তাহাই) পাঠ করা যাহাতে নানা অবৈধ ফাছেক্বী কথাবার্তা, মদ্য, ঘাঠুচুকরা ইত্যাদির কথা আছে ঐগুলি পাঠ করা মাক্রুহ। কেননা ঐ গুলিতে অশ্লীল কথাবার্তা আছে। (ক্বাযীখান)

যৌন গ্রন্থ পাঠের ব্যাপারে আমি যাহা পারিলাম ইছলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করিলাম।

www.pathagar.com

মোট কথা ইছলামের প্রত্যেকটি আইনেই মানব জাতির কোন না কোন উপকারের কথা বলা হইয়াছে। সত্য বিজ্ঞান যেখানে শেষ হয় ইছলামের আইনের শুরু সেখান থেকে । দুনিয়া যে দিন বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষে পৌছবে সেদিন ইছলাম তত বোধগম্য হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

নাসিকার যৌন কলঙ্কঃ

ডক্টর আব্দুল কাদের বলেন- যে সকল পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন মৌলিক সংস্কারক (Radical) মুখ অনাবৃত রাখার পক্ষপাতি তাহারা আমেরিকার Psycho-analys দের বিস্ময়কর আদি ক্রিয়ার হতবাক হইয়া যাইবেন। তাহারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, আধুনিক লোকের যৌন জীবনে ঘ্রানেন্দ্রিয় এখনও সক্রিয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে Fliess সাহেব নাসিকায় Sexua Stellen বা যৌন কলঙ্ক আবিষ্কার করেন। বেদনাদায়ক রজস্রাবে যৌন অঙ্গের ক্রিয়ার সহিত ঐগুলির প্রত্যক্ষ্য সম্পর্ক আছে বলিয়া দেখা গিয়াছে সেখানে ঔষধ প্রয়োগ করিলে স্রাবের বেদনা চলিয়া যায়। মোটের উপর আমরা বুঝি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যৌন উত্তেজনা জাগায়।
(৬৮ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা)

মি: এ, এ, ব্রিল তাহার Sexulity and its Role in the neurosis প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, স্পর্শ, স্বাদ, ঘ্রাণ, দর্শন ও প্রদর্শনে সাংকেতিক যৌন তৃপ্তি পায়। (ঐ)

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন "রমনীগণ এরূপ রং ব্যবহার করিবে যাহাতে সুগন্ধি নাই আর পুরুষগণ এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করিবে যাহাতে রং নাই। তিনি আরও ফরমাইয়াছেন রমনীগণ সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া বাহিরে যাইবেনা।তিনি আরও ফরমাইয়াছেন " সকালে উঠিয়া নাকের ডগা ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল কেননা উহাতে শয়তান থাকে।" (মেশকাত)

উল্লিখিত তিনটি হাদিছের প্রথম দুইটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে রমনী সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া বাহিরে যাইতে পারিবে না কেননা এ অবস্থায় বাহিরে গেলে ঐ সুগন্ধি পাইয়া দুষ্টেরা দুষ্টামিতে মাথিয়া যাইবে। তাহা হইলে বুঝা যায় যে নাকের ঢগায় যে যৌন অনুভূতি আছে তাহা রাছুলুল্লাহ (দ:) ১৪০০ শত বৎসর পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন যাহাকে তৃতীয় হাদীছ অনুযায়ী শয়তান নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় মুছলমানেরা নিজের বাড়ীর খবর না রাখিয়া অন্যের বাড়ীর তালাশে মত্ত আল্লাহতায়ালা মুছলমানদেরকে শুভ বুদ্ধি দান করুন আমিন।

www.pathagar.com

বিবাহ

আরবীতে নিকাহকে বাংলায় বিবাহ বলা হয়। আঞ্চলিক ভাষায় নিকাহ এইরূপ মেয়ের বিবাহকে বলা হয় যাহার প্রথমে আরও একবার বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য আরবী নিকাহ শব্দের ব্যবহারিক অর্থে যে কোন প্রকার শরীঅত সম্মত বিবাহকেই নিকাহ বলা হয়। নিকাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল একত্র করা বা মিলান। শরীয়তের দৃষ্টিতে নিকাহ বা বিবাহের অর্থ- স্বামী-স্ত্রীর দুইজনের মুখের দুইটি কথা অর্থাৎ ইজার (হা) ও ক্কবূল (রাযী) দ্বারা বিবাহ বন্ধন (আক্কদ contract) সম্পাদিত হইয়া থাকে। যেমন কন্যার পিতা সাক্ষীদের সামনে বরকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলেন যে, আমি আমার কন্যাকে আপনার নিকট বিবাহ দিলাম এবং বর বলে যে আমি ক্কবূল বরিলাম। তবেই বিবাহ বন্ধন সম্পাদিত হয়। এবং বর-কনে উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হইয়া যায় ও স্বামীর উপর স্ত্রীর মহর ও খোর পোষ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ওয়াজেব আর স্ত্রীর উপর স্বামীর খেদমত, স্বামীর সঙ্গে বসবাস, এবং স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ওয়াজেব হয়।

অবশ্য যদি কন্যার পিতার একাধিক কন্যা থাকে তবে কন্যার নামও উল্লেখ করিতে হইবে। দুইজন মুসলমান পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের সামনে ইজাব ক্কবূল হইলেই বিবাহ হইয়া যায়। তবুও ভাই বেরাদর, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগনের প্রকাশ্য সভায় বিবাহ হওয়াই উত্তম ও ছুন্নাৎ। মছজিদে হওয়াই ভাল।

মেয়ে যদি সামনে থাকে আর মেয়ের পিতা তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলে যে আমার এই মেয়ের বিবাহ আপনার সহিত দিয়া দিলাম। তবে তাহাতে বিবাহ দুরস্ত হইয়া যাইবে। মেয়ের নাম উল্লেখ করার দরকার হইবে না। আর যদি মেয়ে সামনে উপস্থিত না থাকে তবে মেয়ের নাম এবং পিতার নাম এতটুকু উচ্চস্বরে বলিতে হইবে যে, সকল সাক্ষীরা যেন পরিস্কার ভাবে শুনিতে পারে। মোট কথা এই যে, বর ও কনের নাম-ধাম এইভাবে উল্লেখ করার আবশ্যক যাহাতে সকলেই পরিস্কার বুঝিতে পারে যে, অমুকের বিবাহ হইতেছে।

প্রকাশ্য সভায় যেমন জামে মসজিদে জুমআর নামাযের পর অথবা এইরূপ অন্য কোন মজলিছে বিবাহ হওয়াই অতি উত্তম, যাহাতে বিবাহের সংবাদ সকলেই অবাধে জানিতে পারে। বিবাহ যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাই উহা ধর্মীয় মহফিলে হওয়াই উত্তম।

www.pathagar.com

পাত্র এবং পাত্রী উভয় যদি পূর্ণ বয়স্ক (বালেগ) হয় তবে তাহারা তাহাদের ইজাব ক্ববূল নিজেরাই করিতে পারে। সাক্ষীদের সামনে যদি তাহাদের একজন বলে যে আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম এবং অন্যজন বলে যে আমি ক্ববূল করিলাম তবে তাহাতেও বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে। বালেগ পাত্র-পাত্রী যদি নিজে ইজাব ক্ববূল না করিয়া বাপ ভাইকে বা অন্য কাউকে বিবাহে ইজাব ক্ববূলের জন্য উকীল করে এবং উকীল সাক্ষীদের সামনে উকীল স্বরূপ ইজাব ক্ববূল করিয়া দেয় তাহাতেও বিবাহ দুরস্ত হইয়া যাইবে। উকীলের ইজাব ক্ববুলের পর আর মোয়াক্কেলের (যে উকীল বানাইল) অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যৌন বিজ্ঞানী আবুল হাসানাৎ সাহেব মুছলমানদের বিবাহের সাক্ষীর সংখ্যা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন " দুইজন বয়স্ক পুরুষ বা চারিজন বয়স্কা স্ত্রীলোক সাক্ষী থাকিলেই হইল" (যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ২৫২ পৃঃ) উত্তর -তাহার এই উদ্ধৃতিটির শেষাংশ ক্বোরআন হাদীছে বা কোন ফেক্বাহর কিতাবে নাই। তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ক্বোরআনের ভাষায় বলিতে গেলে সাক্ষীর ব্যাপারে "দুইজন পুরুস থাকিতে হইবে অগত্যায় যদি দুইজন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুস ও দুইজন রমনী হইলেই চলিবে যাহাতে দুইজনের কোন একজন ভুলিয়া গেলে অপরকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে।"

শরীঅতের বিধান অনুযায়ী অগত্যার গতি হিসাবে মেয়েলোকের হায়েয নেফাছ ও সরম রজ্জার মাছয়ালাগুলো ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে শুধু মেয়েলোকের সাক্ষী গ্রহণ যোগ্য নয় ইহাই ক্বোরআন ছুন্নায় পাওয়া যায়।

মুছলমান ভাইদের অবগতির জন্য এ ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিতে ভাল মনে করিলাম যে শরীঅতের হুকুমে অঙ্কের গুন চলেনা অর্থাৎ দুইটি মেয়েলোক একটি পুরুষের সমান ওয়ারিছ পায় বলিয়া সব জায়গায়ই দুইটি মেয়েলোককে একটি পুরুষের মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। বরং কখনও একটি পুরুষ একটি মেয়েলোকের সমান হইয়া থাকে। যেমন পুরুষের বদলি হজ্ব মেয়েলোক আদায় করিতে পারে তেমনি পুরুষও পারে। আর কেহ যদি এইরূপ অঙ্কের কা. মনে করে তবে পন্ডিত মশায়ের নদীর পানির গড়পড়তা হিসাবের মতই হইবে।

www.pathagar.com

বিবাহ প্রথা

অনেক আধুনিক এবং কিছু পুরাকালের সমাজ বিজ্ঞানীগন ইতিহাস না জানিয়া বা জানার পরও ইতিহাসের গুরুত্ব না দিয়া নিজের কল্পনা ও উদ্ভট যুক্তিকে একমাত্র পথ মনে করিয়া কল্পনা বশত: এই সিদ্ধান্তকে চরম বলিয়া মনে করিয়াছেন যে," মানুষ যখন বাড়িতে লাগিল তখন যথেচ্ছাছার যৌন ব্যবহার করিতে লাগিল, যাহার ফলে বিবাদ বাড়িতে লাগিল। তন্মধ্যে Illigel prostitution (বেশ্যাবৃত্তি) এর ভয়াবহ পরিণতি হইতে বাঁচিবার জন্য ligel prostitution এর প্রথা তাহাদের উপর ধার্য্য করিল।"

উল্লেখিত মতবাদটি যে বস্তুবাদী মতবাদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ যাহারা আল্লাহতায়ালাতে বিশ্বাস করে তাহারা আল্লাহতায়ালার প্রেরীত কিতাবাদীও বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাসে অভ্যস্থ হওয়ার কারণে সত্য ইতিহাসকে বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। ইসলামী ইতিহাস সাক্ষী যে, রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন, "আদম ও হাওয়ার বিবাহ সম্পাদনের সময় উহার মহর ছিল আমার উপর দরুদ পড়া" এবং আল্লাহতায়ালা নিজেই বিবাহ পড়াইয়াছিলেন । (কান্ধ) আদম (আঃ) দরুদ পড়িয়া মহরের বুঝা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহাই ছিল প্রথম মানব মানবীর প্রথম বিবাহ। (ফাযায়ালে দরুদ)

এখন এই ঘটনাকে কেহ অস্বীকার করিলে জোর পূর্বক স্বীকার করানো যায় না। উল্লিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, Prostitution বা বেশ্যাবৃত্তির জন্ম আগে হয় নাই। বরং বিবাহের প্রথাই সর্ব প্রথম হয়। তারপর অবশ্য বেশ্যাবৃত্তির প্রচলন হয়। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা বন্ধ করার নিমিত্ত আল্লাহতায়ালা নবী রাছূলকে বারবার পাঠাইয়াছেন। যাহা ঐতিহাসিক সত্য। এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করিয়া কোন মতবাদ গড়িয়া উঠলে কোন সুস্থ্য মস্তিস্ক মানিতে পারে না।

এছাড়া ইংরেজীতে Prostitution এর বাংলা হইল বেশ্যাবৃত্তি বা অর্থ লোভে লম্পটের কাজ করা ইংরেজীতে এই বাক্যটি খারাপ অর্থের বেলাই ব্যবহার করা হইয়াছে। উহাকে কেহ যদি Ligell আইনত বা Illegall বেআইনী বেশ্যাবৃত্তি বলেন। তবে উহা ভাষাকে বিকৃতি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই Prostitution বাক্যটিকে যেখানেই ব্যবহার করা হউক না কেন উহাতে কিছু না কিছু দোষ থাকিয়াই যায়। দেখা যায় যে, ইংরেজী ভাষায় marriage নামক আরেকটি বাক্য আছে যাহা শুধু মাত্র বিবাহেই প্রযোজ্য। তাই বুঝা যায় ইংরেজী ভাষাভাষীগণের নিকটেও

www.pathagar.com

বেশ্যাবৃত্তি যে কোন রকমের হোক না কেন উহা দোষের বিষয়। আর বিবাহ বা marriage শব্দটি সব সময়ই ভাল অর্থে ব্যবহার হয়।

উল্লিখিত কারণ মমূহ ও আরও অনেক কারণে আমি বিবাহকে Illegall Prostitution আখ্যা দিতে পারিলাম না বরং ইহা নিকাহ্, বিবাহ বা marriage নামে বা এই জাতীয় ভদ্র বাক্য দ্বারাই উচ্চারণ করাই আল্লাহতায়ালার দেওয়া মস্তিস্ককে সঠিক ভাবে ব্যবহার করা বুঝি। আরবীতেও দেখা যায় যে বেশ্যাবৃত্তিকে যিনা ও বিবাহকে নিকাহ নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। সবারই জানা যে আরবী ভাষা সবচেয়ে প্রচীন ভাষা। সে ভাষায় যদি দুইটি বিষয়কে দুইটি নামে আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। তবে বুঝা যায় যে, অতি পুরাকাল থেকেই মানুষ বেশ্যাবৃত্তিকে খারাপ অর্থে ও বিবাহকে ভাল অর্থে ব্যবহার করিয়াছে এবং এই দুইটি বাক্যের কোনটিকেও লিগেল ইল্লিগিল শব্দ লাগাইয়া ব্যবহার করে নাই। এবং ব্যবহার করিলেই জাতে উঠিতে পারে না। যেমন যদি শরাবের দোকানের সাইন বোর্ড দেয় পাক শরাবখানা (পবিত্র মদের দোকান) তাই বলিয়া কোন মুছলমানই শরাবকে পাক মনে করে না।

বিবাহ সম্পর্কে ডাঃ ডি, বেল্ড বলেন

"Much is suffer in and through marriage. But without marriage huminity would have to suffer much more.(Ideal marriage P.2.)"

" এবং বিবাহের মাধ্যমে অনেকেই নানা অসুবিধায় ভুগিতেছে কিন্তু বিবাহ ছাড়া মানবজাতিকে আরও বেশী ভুগিতে হইবে।"

বিবাহের উদ্দেশ্য বা নিয়াত

অনেকেই অনেক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বিবাহ করিযা থাকে।কেহ সম্পত্তি, সম্পদ,গাড়ী, বাড়ীর আশায়। কেহ বা কাম উত্তেজনাকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত নিয়তে বিবাহ করা শরীয়তে সম্মত নয়।

বিবাহের উদ্দেশ্য বা নিয়ত শরীয়ত সম্মত না হইলে সেই বিবাহের দ্বারা ছওয়াব পাওয়া তো দূরের কথা পাপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং ঐসব বিবাহের দ্বারা সু-সন্তান লাভের আশা করাও অর্থহীন। নিয়তের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হওয়াতে হালাল স্ত্রী যেমন হারাম হইয়া যাইতে পারে তেমনি হালাল স্ত্রী হালালই থাকিয়া যায়। তাই নিয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম।

www.pathagar.com

শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহের উদ্দেশ্য এই কয়েকটি হওয়া চাই-ই। ১)মানব জাতীর সংখ্যা বৃদ্বি করিয়া উম্মতে মোহাম্মদী বাড়ানো ২) কাম উদ্দীপনাকে শরীয়ত সম্মত উপায়ে প্রশমিত করিয়া হাতের যিনা, কথার যিনা, চোখের যিনা, লজ্জাস্থানের যিনা বা ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাওয়া ৩) সর্বোপরী বিবাহ করিয়া আল্লাহও রাছুলের রেজামন্দী হাছেল করা। ৪) ওয়ালাদে ছালেহ বা নেক সন্তানের আশায়। ৫) নবী (দঃ) এর ছুন্নাত আদায় করা হিসাবে।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "নিয়তের উপরেই সমস্ত কাজের ফল নির্ভর করে। এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাহাই রহিয়াছে যাহা সে নিয়াত করিয়াছে। সুতরাং যে আল্লাহ ও রাছুলের নিয়াতে হিজরত করে। তাহার হিজরত আল্লাহ ও রাছুলের নিয়াতেই হয়। এবং যে দুনিয়া লাভ করা বা কোন মেয়েকে বিবাহ করার নিয়াতে হিজরত করে। তাহার হিজরত তাহারই নিয়তে হইয়া থাকে, যাহার নিয়তে সে হিজরত করে। (বুখারী)

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, ঠিক নিয়াতে বিবাহ না করিলে সেই বিবাহের সন্তান কি করিয়া ভাল হইতে পারে।

আমার লিখা "ফাযায়েল নিয়াতি মাকবুল" কিতাবে নিয়াত সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করিয়াছি। পড়িয়া নিন।

ফতওয়া মোয়াফেক, কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সহিত মিলনের সময় যদি অন্য মেয়ের সঙ্গেই মিলিত হইতেছে মনে করে তবে সে যেমন অন্য রমণীর সঙ্গেই মিলিত হইতেছে। তাই নিয়াত শুদ্ধ রাখা অত্যন্ত জরুরী। যাহার ফলে হালাল কাজও হারাম হইয়া যায়।

বিবাহ করা কি?

বিবাহ করা কখন ফরজ, কখন ওয়াজেব, কখন ছুন্নাত, মুস্তাহাব ও মুবাহ তাহা জানা না থাকার কারণে শুধুমাত্র যৌন তৃপ্তির জন্য বিবাহ করিয়া দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি পাওয়া ত দূরের কথা অশান্তিই সৃষ্টি হয়। তাই এ সম্বন্ধে নিম্নে কিছু ব্যাখ্যা করিলাম।

আল্লাহতায়ালা বলেন "তোমরা তোমাদের অবিবাহিতদেরকে বিবাহ দাও।" আল্লাহতায়ালা আরও বলেন, "তোমরা ঐ সমস্ত মেয়েদিগকে আটক করিয়া রাখিও না যাহারা বিবাহ বসিতে চায়।"(আল কোরআন)

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন -

"বিবাহ করা আমার ছুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার ছুন্নাত হইতে বিরত রহিল সে আমা হইতে ফিরিয়া রহিল। (মেশকাত)

www.pathagar.com

উল্লিখিত ক্বোরআনে ক্বারীমের আয়াত ও হাদীছ হইতে বিবাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু বিবাহ করা বা দেওয়াতে অবশ্যই কিছু নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে হয়। আমাদের দেশের প্রথা অনুযায়ী ছেলে-মেয়ে নামে মাত্র বালেগ হইলেই কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিবাহের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন। কোন রকম চিন্তানা করিয়াই বলিতে থাকেন যে ফরজ কাজ অবশ্য সমাধা করিতে হইবে।

রাছূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন -

"হে যুবকগন তোমাদের মধ্যে যে সক্ষম সে বিবাহ কর, আর যে সক্ষম নও সে রোজা রাখ, কারন রোজাই তাহার প্রবৃত্তিকে দমাইবে।" (নাছাই)

ব্যাখ্যাঃ- হাদীছটিতে উল্লিখিত এস্তেতা (সামর্থ) শব্দটির অর্থ হইল আর্থিক ও দৈহিক শক্তি। যে ব্যক্তির স্বাস্থ্য আছে সম্পদ নাই বা সম্পদ আছে স্বাস্থ্য নাই এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ না করাই উচিৎ। কারণ স্বাস্থ্য না থাকিলে ত বিবাহের প্রশ্নই আসে না। আর আর্থিক সামর্থ না থাকিলে বিবাহ না করাই উত্তম। কারন সে ব্যক্তি যখন নিজের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেনা স্ত্রীর বা সন্তানের খাদ্য কিভাবে যোগার করিবে। এ অবস্থায় বিবাহ করিলে এরূপ স্বামী স্ত্রী পর মুখাপেক্ষী না হইয়া পারেনা। তাহারা যেমন নিজে আত্মার উপর জুলুম করে তেমনি সর্বসাধারণকেও বিরক্ত করিয়া তাহাদের জীবন-যাপনকে দু:সহ করিয়া তুলে। যে পরিবারে খাওয়া-পড়ারই সংস্থান নাই সেই পরিবার কি করিয়া সন্তানদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে? তাই শেষে সেই পরিবারের সন্তানেরা ছোট সময় থেকে পরমুখাপেক্ষী হয় এবং তাহাদের শিরা-উপশিরায় পরাধিনতার ভাব বাড়িতে থাকে। যাহার ফলে তাহারা জীবনে উন্নতি করিতে না পারিয়া অন্যায় ভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য হয়। এসব সন্তানকেই আল্লাহতায়ালা ফেতনা (অসুবিধা) সৃষ্টিকারী সন্তান বলিয়া ক্বোরআনে করীমে ঘোষণা করিয়াছেন। স্বামী স্ত্রী যে কেহ স্বাস্থ্যহীন থাকিলে এই বিবাহ খুব কমই ঠিকিয়া থাকে তদ্রুপ স্বামীর যদি আর্থিক সামর্থ না থাকে তবেও বিবাহ ভঙ্গ হওয়া স্বাভাবিক। আর্থিক সামর্থ না থাকিলে অনেক সময় স্বামী পুত্র কন্যা সহ স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আবার কোন সময় স্ত্রীও স্বামীকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। দুই অবস্থায়েই সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার না হইয়া পারে না। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির যদি আর্থিক সামর্থ না থাকে তবে সে ব্যক্তি রোজা রাখিয়াই তাহার উত্তেজনা প্রশমিত করিবে। পুরুষত্বকে সমূলে নষ্ট করিয়া নয়। কারণ মেয়ে পুরুষ উভয়ের জন্যই তাহাদের যৌন শক্তিকে যেকোন কারণে সমূলে নষ্ট করাকে রাছূলুল্লাহ (দ:) নিষেধ করিয়াছেন। তাই তাহা সম্পূর্ণ হারাম। সাহাবী আবু

www.pathagar.com

হুরাইরা (রাঃ) ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। (নাছায়ী) যৌন শক্তিকে যেকোন কারণে সমূলে নষ্ট করিলে আর একটি অসুবিধা এই দাড়ায় যে, সে কারণ না থাকিলে তখন আর যৌন শক্তিকে ফিরাইয়া আনা যায় না। তখন পার্থিব জীবন কেমন অসহনীয় হইবে তাহা চিন্তার বাহিরে। তাই রাছূলুল্লাহ (দঃ) সাময়িক ভাবে যৌন শক্তিকে প্রশমিত করার জন্য রোজা রাখার হুকুম দিয়াছেন। সবারই জানা আছে, ইঞ্জিনে তৈল না থাকিলে ইঞ্জিন অচল। তেমনি পেটে খাদ্য না থাকিলে শরীরে শক্তি থাকেনা। রোজা রাখিলে একে ত কামভাব সাময়িক ভাবে প্রশমিত হয়। দ্বিতীয়তঃ আখেরাতে উচ্চ বেহেস্ত পাওয়ার আশা থাকে। তৃতীয়তঃ ভবিষ্যতে সন্তান জন্ম দেওয়ার আশাও থাকে। এ ছাড়া রাছূলুল্লাহ (দঃ) সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা হারাম বলিয়াছেন। পূর্ণ বন্ধ্যাত্ব গ্রহণে সৃষ্টির পরিবর্তন পূর্ণমাত্রায় আছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের অধ্যায়ে এই ব্যপারে পূর্ণ আলোচনা করিয়াছি। বিবাহ করা সম্বন্ধে দুররে মুখতারে আছে।

"অন্যায় ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্খা থাকিলে নিজকে কুকর্ম্ম হইতে বাঁচাইবার জন্য বিবাহ করা ওয়াজেব"। এ অবস্থায় বিবাহ ব্যতীত থাকিলে যিনায় (ব্যভিচার) লিপ্ত হওয়া নিশ্চিত মনে করে তবে বিবাহ করা ফরজ। অবশ্য তাহার নিকট মহর ও খুরপোষ থাকা চাই। যদি মহর ও খুরপোস না থাকে এবং ব্যভিচারে পতিত হওয়ার আশংখা না থাকে তবে বিবাহ না করায় কোন গেনাহ হইবে না। অবশ্য শর্ত পাওয়া গেলে বিবাহ করা ছুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইহাই ঠিক। স্বাস্থ ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করিলে গোনাহ হইবে। বিবাহের সময় যদি নিজকে কাম মুক্ত রাখাও সন্তান লাভ করার নিয়াত রাখে তবে বহু ছওয়াব পাইবে। অবশ্য যৌন শক্তি সম্পন্ন, মহর ও খুরপোষের সামর্থ থাকা চাই। আর যদি কেহ আর্থিক বা দৈহিক শক্তি না থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করে তবে অন্যায় ও জুলুমবাজীতে পতিত হওয়ার আশংখার কারণে তাহার জন্য বিবাহ মাকরূহে তাহরীমা হইবে। অন্যায় ও অবিচারে পতিত হওয়া নিশ্চিত মনে করিলে বিবাহ করা হারাম হইবে।"

ফক্বীহ আবু লাইছ ছামারকান্দী (রাঃ) বুস্তানুল আরেফিনে লিখিয়াছেন- (১৩৩ পৃ)

ব্যাখ্যা- যে ব্যক্তি বিবাহে সামর্থ এবং মনেও চায় তাহার জন্য বিবাহ করা উত্তম। যদি বিবাহ না করিয়াও নিজকে কু-কর্ম হইতে বাঁচাইতে সামর্থ হয় তবে বিবাহ করা না করা তাহার ইচ্ছা। এ অবস্থায় বিবাহ না করিয়া আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকাই উত্তম। কেননা আল্লাহতায়ালা নবী

www.pathagar.com

ইয়াহইয়া (আঃ) এর প্রশংসা করিয়া বলেন, "তিনি ভদ্র, সংজমী ও নেককারদের মধ্যে ছিলেন।".আর সংযমী এই ব্যক্তি যে শক্তি থাকা সত্বেও মেয়েদের নিকট যায় না অর্থাৎ আল্লাহর এবাদাতের জন্য নিজের কামভাবকে প্রশমিত করিয়াছে। আল্লাহতায়ালা এরূপ নবী (আঃ) কে সংযমী গুণে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আরফুশ্বযীতে আছে-

ব্যাখ্যা- ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর নিকট বিবাহ এক প্রকার এবাদত। শাইখ নূরুদ্দীন তেরাব লুছী, 'বুরহান' নামক কিতাবে ফতওয়া দিয়াছেন যে আমাদের সময়ে বিবাহ করা উত্তম নহে বরং উত্তম হইল একা একা থাকা। (৩০৬ পৃঃ)

আল্লামা ছারাখছী (রাঃ) আল মাবছুতে লিখিয়াছেন-

ব্যাখ্যা- বেশীর ভাগ আলেমগণের মতে বিবাহ ছুন্নাত ও ভাল। কাহারও মতে ওয়াজেব (আছহাবে জাহের) আমাদের দলীল এই যে রাছূলুল্লাহ (দঃ) ধর্মের যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ অর্থাৎ ফরজ ওয়াজেব সবকিছুরই বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিবাহকে উহাদের মধ্যে স্থান দেন নাই। ছাহাবাদের অনেকেই অবিবাহিত ছিলেন। অথচ রাছূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদেরকে কোন কিছু বলেন নাই।

আমাদের (হানাফী বর্ণনা) আলেমগণ বলেন, "নফল এবাদতের জন্য নিরালায় থাকা হইতে বিবাহ করা ভাল"। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেন, "বিবাহ না করিয়া নফল এবাদাতের জন্য নিরালায় থাকা ভাল"।

(১৯২ পঃ ৪ খন্ড)

রাছূলুল্লাহ ফরমাইয়াছেন, "ইছলামের প্রথম যুগে অবিবাহিত থাকিলে দুজখে থাকিবে আর শেষ যুগে আমার অবিবাহিত উম্মতই সবার চেয়ে ভাল থাকিবে"। (কাঞ্জ)

ইমাম গাযযালী (রাঃ) এহয়াউল উলুমে লিখিয়াছেন-

ব্যাখ্যা- ইছলামের প্রথম দিকে বিবাহ করা ফযীলতের কাজ ছিল যখন হারাম পথে আয় করা নিষিদ্ধ ছিল এবং মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল। (১৫ পৃঃ ২য় খন্ড)

মোট কথা কোরআন ও হাদীছ অনুযায়ী ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে বিবাহের জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন তেমনি স্বাস্থ্যেরও প্রয়োজন। প্রথমটি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের থাকিলেই উত্তম। আর না হয় স্বামীর ত থাকিতে হইবেই। স্বাস্থ্যের প্রশ্নটি স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্য অত্যাবশকীয়। তাহাদের যে কেহর রতিজ রোগ থাকিলে বিবাহের পূর্বে তাহার সরাইয়া নিতে হইবে। যদি

www.pathagar.com

না সাড়ে তবে মুসলমান ডাক্তারের পরামর্শে বিবাহের সমস্যা সমাধা করিবে ইহাই শরীঅতের বিধান।

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে দৈহিক অযোগ্যতা থাকিলে স্বামী স্ত্রীকে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া আইনের দ্বারা অবশ্য কর্তব্য করা হইয়াছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় ইছলামে এসব সুন্দর আইন থাকা সত্ত্বেও ঐগুলিকে মুছলিম সংখ্যা ঘরিষ্ট দেশে আইনে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হয় নাই। এইভাবে বিবাহ নিয়ন্ত্রণ করায় যেখানে মানব জাতির কল্যাণ নিহিত সেখানে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিয়া নানা রোগ ও অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া কল্যাণের চেষ্টা করা হইতেছে। যাহা ঠিক নহে।

শরীঅতের দৃষ্টিতে সব বিষয়ে যেমন মুফতীগণের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, মুছলমানগণ অন্যান্য বিষয়ে মুফতীগণের নিকট কিছু প্রশ্ন করিয়া থাকেন কিন্তু কে বিবাহের যোগ্যতা রাখে বা না রাখে সে সম্পর্কে কেহই প্রশ্ন করিতে আসে না। তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হইত তবে আজ ভ্রূণ হত্যার মত পাপ কাজকে অন্ধভাবে ন্যায় বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া হইত না। এবং মুছলিম অধ্যুশিত দেশ সমূহ নানা সমস্যার জড়জড়িত হইত না।

বিবাহের উপকারীতা

রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "তিন ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালা নিশ্চয় সাহায্য করেন ১) যে গোলাম তাহার মালিকের প্রাপ্য আদায় করিয়া আযাদ হইতে চায়। ২) যে বিবাহকারী নিজকে ব্যভিচার হইতে বাঁচাইয়া রাখার জন্য বিবাহ করে। ৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। (নাছায়ী)

রাছূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের নিকট যখন তোমাদের বা তোমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য এমন বিবাহের প্রস্তাব আসে যাহার চরিত্র ও ধর্মীয় ভাবের প্রতি রাজী হও তবে বিবাহ করাইয়া ফেল। যদি বিবাহ না করাও তবে উহা পৃথিবীতে ফেতনা ফাছাদের রূপ ধারণ করিবে।" (তিরমিযি)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা এরূপ রমণীকে বিবাহ কর যে রমণী মিশুক এবং বেশী সন্তান প্রসবকারিনী। কেন না আমি আমার উম্মতের সংখ্যাদিক্ষের জন্য অন্য উম্মতের উপর গর্ববোধ করিব। এমন কি গর্ভপাত হওয়া সন্তান দ্বারাও"। (আবু দাউদ)

তিনি বলিয়াছেন, "বিবাহের ন্যায় পরস্পরে বেশী মহব্বত আর কোনটাতে হয় না।" (মেশকাত)

www.pathagar.com

তিনি বলিয়াছেন "আল্লাহকে ভয় করার পর কোন মুমিন বান্দা নেক স্ত্রী হইতে আর কোন কিছুর দ্বারা এত লাভবান হইতে পারেনা। যে স্ত্রী তাহার আদেশ মোতাবেক কাজ করে। দেখিলে নয়ন জুড়ায়, স্বামীর হুকুম পূর্ণ করে। স্বামী বাড়ীতে না থাকিলে নিজকে এবং স্বামীর মাল-পত্রকে হেফাজত করে। (ইবনে মাজা)

তিনি বলিয়াছেন, "বান্দা যখন বিবাহ করিল সে তাহার অর্ধেক দ্বীন (পরহেযগারী) পূর্ণ করিল। তাই বাক্বী অর্ধেকের জন্য আল্লাহকে ভয় করুক। (মেশকাত)

(কেননা পেট ও লজ্জাস্থানের কারণেই বেশীর ভাগ পাপ হয়।) যাহারা বিবাহকে ইমানের অর্ধেক মনে করেন তাদের কথা ঠিক নহে কারন, ইহা জাল ও মিথ্যা বর্ননা।

রাছূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহতায়ালা যখন তাহার বান্দাকে উচ্চ মর্য্যাদা দান করিবেন" তখন বান্দা বলিবে "হে আল্লাহ্ আমি এ মর্য্যাদা কিভাবে পাইলাম?" তখন বলা হইবে, "তোমার সন্তানের দোয়ার বরকতে।"

তিনি বলিয়াছেন, "যে বান্দা শরীঅতে বৈধকাজ করিতে লজ্জাবোধ করে আল্লাহতায়ালা তাহাকে হারাম কাজ দ্বারা পরীক্ষা করিবেন।"

তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বিবাহের ক্ষমতা রাখে অথচ বিবাহ করেনা সে আমার তরীকায় নহে"

তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে বিবাহ করিবে তাহাকে সর্ব বিষয়ে হেফাজত করা হইবে।"

তিনি বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ যে বিবাহ করিল না"।

(কাশফল গুম্মা আনজামীইল উম্মা)

রাছূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সন্তান পালনের ভয়ে বিবাহ করিল না সে আমার তরীক্বায় নহে।"

তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে বিবাহ করিল বা বিবাহ দিল সে ব্যক্তি আল্লাহর দুস্তি লাভ করিল।"

তিনি বলিয়াছেন, "বনী আদমের সব আমল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু তিনটি আমল বাক্বী থাকিবে। ১) নেক সন্তান পিতা মাতার জন্য দোয়া করে। ২) ছদক্বায়ে জারীয়া। ৩) জ্ঞান যাহার দ্বারা মানুষ (আল্লাহর পক্ষে) লাভমান হয়। (এহয়া উলউলুম)

www.pathagar.com

রাছূলুল্লাহ (দঃ) বিবাহে সঙ্গতি সম্পন্ন আক্কাফ নামক ছাহাবী (রাঃ) কে তাহার স্ত্রী নাই বুঝিয়া বলিলেন "তা হইলে তুমি শয়তানের ভাই অথবা পাদরীদের ভাই।" (বুস্তানুল আরেফীন)

রাছূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "এই পুরুষ বা রমণী মিছকীন (ফকীর) যাহার স্ত্রী বা স্বামী নাই।" এই কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। যদিও তাহারা ধনী থাকে।

স্বামী স্ত্রীর মিলনের উপকারিতা

ফক্বীহ আবু লাইছ (রাঃ) বলেন, "প্রত্যেক স্পৃহা যাহা মানুষ কার্য্যে পরিণত করে ঐগুলি দিলকে শক্ত করে। কিন্তু বৈধ সঙ্গম দিলকে পরিস্কার করে। তাই নবীগণ উহা করিতেন। সঙ্গমের উপকার সমূহের মধ্যে। ১) মনের দুশ্চিন্তা কমিয়া যায়। ২) ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিলে তাহা থাকেনা। ৩) মনের ওয়াছ ওয়াছা কমিয়া যায়। ৪) রাগ প্রশমিত করে। ৫) শরীরের নানান জখমের উপকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (বুস্তানুল আরেফীন ১৩৪ পৃঃ)

ইমাম গাযযালী (রাঃ) বলেন "বিবাহে পাঁচটি উপকার আছে। ১) সন্তান ২) কাম উত্তেজনা প্রসমিত করা ৩) ঘর রক্ষণা বেক্ষণ ৪) বংশ বৃদ্ধি ৫) স্ত্রীদের আবশ্যকীয় যোগার করিতে গিয়া মনের সহিত যুদ্ধ করা। (এহয়া)

ক্বোরআনে কারীমে আছে-

অর্থঃ- নিশ্চয় আমি বহু রাছূলকে তোমার পূর্বে প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদের জন্য বিবিগণ ও বংশধরগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছি।" তাহাতে বুঝা গেল যে বিবাহিত জীবনেই শান্তি নিহিত। তা না হয় আল্লাহ তায়ালা নবী রাছূলকে তাহা করিতে বলিতেন না।

এ ছাড়া বিবাহের দ্বারা আরও অনেক উপকার সাধিত হয় যেমন ঃ- আবূল মানছূর সাহেব বলেন-"অপর মেয়ে পুরুষের মুখের ছবি যৌন অংগের স্মৃতি বা কল্পনা তাদের মন ও মনোযোগকে অন্য দিকে আকর্ষণ করিবে না। উভয়ের মেযাজ মর্যি ও পছন্দ নাপছন্দ সম্বন্ধে উভয়ের ঘনিষ্ট সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ হইয়া যায় একই জোড়া অংগের মধ্যে পুনঃ পৌনিক মিলন গঠায় উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক উপযোগিতা সৃষ্টি হয়। একটি অপরটির মধ্যে একান্ত ভাবে এবং পরিপূর্ণ ভাবে খাপ খাইয়া যায়। তাতে রতি সাথীদ্বয় পরস্পরের সহিত মিলিয়া যে পরিমাণ পুলকানন্দ পায় নূতন কাহারও সাথে মিলিয়া সেই পরিমাণ পুলকানন্দ পায় না।

— ৫

www.pathagar.com

"স্বামী স্ত্রী পরস্পরের নিকট আইন সিদ্ধ সমাজানুমোদিত সহজলভ্য হওয়ার লোক লজ্জা, আইনের খাতিরে সাবধানী, অসাময়িক ব্যস্ততা, অপরিচয়ের অপুটুতা, অপরাধী মনের দ্বিধা সংকোচ, অভিনবত্বের চাঞ্চল্য এবং মমত্বহীনের নিষ্ঠুরতা তাহাদের মিলনের আনন্দ ব্যাহত ও নষ্ট করিতে পারে না। অবিবাহিতের রতি ক্রিয়ায় উপরোক্ত সবগুলি দোষই বিদ্যমান থাকে।"

"সবদিক দিয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় রতি ক্রিয়ার পরিপূর্ণ আনন্দ পাইতে হইলে রতি সাথীদ্বয়ের যে দৈহিক সামঞ্জস্য মানসিক স্থৈর্য্য অফুরন্ত সময় বোধ পারস্পরিক দরদ মমতা ও নিরুদ্বেগ আত্মসমর্পন দরকার সেটা সম্ভব একমাত্র বিবাহিত দম্পতির মধ্যে।"

"বিবাহে এত উপকারিতা সত্ত্বেও দৃশ্যত: এবং গোড়ার দিকে এই ব্যবস্থা খানিকটা এক ঘেয়ে লাগিতে পারে। এই ব্যবস্থা মানুষের নিরংকুশ স্বাধীনতা যে খানিকটা খর্ব হয় তাও ঠিক। কিন্তু কথা এই যে সব বিধি নিষেধ ও আইন কানুনই আমাদের স্বাধীনতাকে কোন না কোনও দিকেও প্রকারে খর্ব করিয়া থাকে। এবং আমাদের জীবনে বিচিত্রহীনতা আসিয়া থাকে। বিবাহও আমাদের জন্য একটা নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি নিষেধ।"

কেহ যদি মনে করে যে আমি শুধু আমার স্ত্রীর সাথেই রতি-ক্রিয়া করিতে পারি আমার পছন্দ মত যে কোন রূপসীর সাথে মিলিতে পারিনা, এটা যদি অপ্রিয় বিধি নিষেধ হয়, তবে আমি যে একটি মাত্র শয়ন ঘরে বরাবর একই বিছানায় একই বালিশে একই মশারীর নীচে শুইতে বাধ্য হই, আমি যে এক একদিন আমার পছন্দ মত সুন্দর সুন্দর এক এক বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন বেডরুমে হরেক রকম শয্যায় শুইতে পারি না; এটাও তবে বিচিত্রহীন এক ঘেয়েমী এবং আমার নিরংকুশ স্বাধীনতায় অন্যায় হস্তক্ষেপ। সুতরাং এটাও আমার জন্য অপ্রিয় কর্তব্য।"

এইসব বিধি নিষেধ যেমন আমাদের জীবনকে দু:খময় ও নৈরাশ্যপূর্ণ করিতে পারে নাই বা একঘেয়েমি মনে করাইতে পারে নাই। তেমনি একই স্বামী স্ত্রীর বেলাতেও আমাদের জীবন দু:খময় ও নৈরাশ্যপূর্ণ করিতে পারে না।

"একই স্ত্রীকে সাজাইয়া গোজাইয়া রংপাউডার, ইস্ত্রি করিয়া নিত্য নূতন স্ত্রী ভোগের বৈচিত্রের আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। কলা রূপে রতি চর্চা করিয়া একই স্ত্রী হইতে বা সাধ্যমত চারজন স্ত্রী হইতে নিত্য নূতন ব্যবহারের আনন্দ ভোগ করিতে পারা যায়। অতএব এক বিবাহে বা চার বিবাহে স্বামী স্ত্রীর রতি জীবন একঘেয়ে হইতে বাধ্য এটা স্থূল দৃষ্টির কথা।

www.pathagar.com

বুদ্ধি থাকিলে এবং ব্যবহার জানিলে একই বস্তু শত রকমে ভোগকরা যায়। আর ব্যবহার না জানিলে শত বস্তুও একই ধরণে ব্যবহৃত হয়। (অথচ ক্কোরআনে স্ত্রী ভোগ করার বর্ণনায় স্বামীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছে যাহার ফলে নানা ভঙ্গিতে উপকৃত হওয়ায় কোন ফতওয়া আসে না)। যদি নিয়তে নিজ স্ত্রীর সহিত মিলনের নিয়ত থাকে এবং স্ত্রী শরীয়ত মতে পবিত্র থাকে।

এইরূপ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিকের স্বাধীনতা আছে তাই বলিয়া আপনার স্বাধীনতা আর একজনের স্বাধীনতাকে হরণ যাতে না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে দরকার হয় শৃঙ্খলার, এজন্যই আল্লাহতায়ালা বিবাহ বন্ধন ছাড়া অন্য উপায়ে যৌন তৃপ্তিকে হারাম করিয়াছেন। (আবুল মানসুর আহমাদের পরিবার পরিকল্পনার অনুসরণে)

বিবাহের অন্যান্য বরকত

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহতায়ালা স্বামী স্ত্রীর (যৌন) খেলাধূলা ও হাসি তামাসা দেখিয়া খুশী হন এবং এই কার্যের জন্য তাহাদের আমলনামায় ছাওয়াব লিখেন এবং হালাল রিযিক্বের ব্যবস্থা করেন। (কাঞ্জ)

"আল্লাহতায়ালাকে ভয় করার পর কোন মুমিন নেককার বিবি হইতে আর কিছু দ্বারাই এত লাভবান হইতে পারে না। স্বামী তাহাকে আদেশ দেওয়া মাত্র পালন করে, তাহাকে দেখা মাত্র খুশী হয় এবং তাহাকে দেখার জন্য ছাওয়াব লিখা হয়।"

কোন ব্যক্তি যদি জমাতে নামাজ পড়ার জন্য মছজিদে যায় সে যতটুকু ছাওয়াব পাইল মছজিদ হইতে পরিবারের নিকট আসিলেও ততটুকু পাইল।

"সুন্দরী স্ত্রীর দিকে দেখা ও সবুজের দিকে দেখাতে চোখের জ্যোতি বাড়ে।"

"কোন স্বামী যখন তাহার স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করে এবং স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকায় তখন আল্লাহতায়ালা তাহাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি করেন আর স্বামী যখন তাহার স্ত্রীর হাতে ধরে তবে উভয়ের পাপ সমূহ তাহাদের অঙ্গুলির ফাক দিয়া পড়িয়া যায় (ছোট পাপ)।"

"কোন যুবক যখন তাহার যৌবনের প্রারম্ভেই বিবাহ করিয়া ফেলে তবে তাহার শয়তান এই বলিয়া চিল্লাইতে থাকে যে এই ব্যক্তি আমা হইতে তাহার ধর্মকে বাঁচাইয়াছে।"

www.pathagar.com

"বিবাহিতদের দুই রাকাত নফল নামাজ অবিবাহিতদের ৮২ রাকাত হইতে উত্তম। যারা অবিবাহিত তাহারা হইল তোমাদের মধ্যে খারাপ। এবং মন্দ মৃত্যুবরণকারী।"

"যে ব্যক্তি বিবাহের যোগ্যতা থাকা সত্বেও বিবাহ করিল না তাহার উপর আল্লাহতায়ালা ও ফেরেস্তার লানত।"

"বান্দা যখন তাহার পরিবারের কোন কাজে বাহির হয় তখন আল্লাহতায়ালা তাহার প্রতি পদে একটি দরজা বাড়াইয়া দেন। আর যখন কাজ করিয়া ফেলে তখন তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি কষ্টশিষ্টে বা সচ্ছলতায় যে কোন স্থানে থাকিয়া তাহার পরিবারের লোকের জন্য চেষ্টা করে তবে ক্বিয়ামতের দিন নবীদের দরজার মত দরজা পাইবে। অর্থাৎ নবীগণের সঙ্গে না থাকিলেও অনেক মর্য্যাদা পাইবে।" (কাঞ্জ)

অবৈধ মিলনের ক্ষতি

মানছুর আহমাদ সাহেব বলেন, "মানুষ ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছে যে শুধু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মশৃঙ্খলার জন্যই বিবাহ প্রয়োজন নয়, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতা এবং উৎকৃষ্ট নাগরিক সৃষ্টির জন্যও বিবাহ প্রথা অত্যাবশকীয়।" (পরিবার পরিকল্পনা ৪৩ পৃঃ)

"অভিরাম নিত্য নূতন লোকের সাথে সঙ্গম করিয়া তরুন তরুনীরা অল্প বয়সেই স্বাস্থ্য হারাইতে পারে।" খুব বিলম্বে তারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবে, তখন সংশোধনের উপায় থাকিবে না।

"নির্বিচারে যারতার সঙ্গে রমন করিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবে।" (গনরিয়া, সিফিলিস, এইডস ইত্যাদি)

"নির্বিচারে রতিক্রিয়ার ফলে একই মেয়ের সহিত প্রতিদিন বহু লোকের শুক্রপাত হওয়ায় ঐ নারী সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিবে।"

একই রূপসী মেয়ে লইয়া পুরুষে মারামারি খুন জখম হইবে।"

"পুরুষের মনে পিতৃস্নেহ বিকাশের সুযোগ থাকিবে না।" (ঐ)

এইরূপে হারামজাদা সন্তানগণের মধ্যে কোন প্রকার প্রেম ভালবাসা আত্মত্যাগ দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম ইত্যাদি মহৎ বৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ হইবে না।

"সুতরাং দেখা যাইতেছে অনিয়ন্ত্রিত যৌন মিলন মানুষের কল্যাণ জনক হইতে পারে না।"

www.pathagar.com

"দিনের বেলা বা প্রদীপের আলোকে সংগম করিলে উভয়ের চোখে যৌন অংগের গোপনীয়তা নষ্ট হয় এবং তাতে ঐ সবের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা ভোতা হইয়া যায়।" (ঐ ১১৫ পৃঃ)

বর্ণিত আছে "সহবাসের সময় যৌনাঙ্গ দেখিলে চোখে ক্ষতি হয়" ইহাতে ইহাও হইতে পারে যে দেখার আনন্দ ভোতা হইয়া যায়।

বিবাহের অপকারিতা

আল্লাহতায়ালা বলেন- "নিশ্চয় তোমাদের মাল দৌলত ও সন্তান সন্ততি অসুবিধার পাত্র বিশেষ।"

রাছূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন-"আমার পরে পুরুষদের জন্য মেয়েলোক ভিন্ন আর কোন বেশী ক্ষতিকারক ফেতনা রাখিয়া যাই নাই। (বুখারী)

তিনি বলিয়াছেন "দুনিয়া তোমাদের চোখে ও মনে অতি সুন্দর আর আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে এখানেই প্রতিনিধি করিয়াছেন। তোমরা দুনিয়া এবং মেয়েলোক হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা বনি ইস্রাইলে সর্ব প্রথম ফেতনা তাহাদের মেয়েলী ব্যাপারেই সংঘটিত হয়।" (মুছলিম)

তিনি বলিয়াছেন "যদি কোন কিছুর মধ্যে অশুভের লক্ষণ থাকিত তবে এই তিনটির মধ্যে থাকিত ১) মেয়ে ২) ঘর ৩) ঘোড়া।

রাছূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন "আমার পরে যখন ১৮০ বৎসর হইবে তখন আমি আমার উম্মতের জন্য বিবাহ না করা হালাল করিয়া দিলাম।" (কাশফ)

তিনি বলিয়াছেন "দুইশত বৎসর পর এই ব্যক্তিই সবার চেয়ে ভাল যে ব্যক্তির গোনাহ নাই এবং হাত খালি এবং যাহার কোন স্ত্রী ও সন্তান নাই।"

তিনি বলিয়াছেন "এমন সময় আসিবে যে পুরুষের ধ্বংস তাহার স্ত্রী, পিতামাতা ও সন্তানদের হাতে হইবে। তাহারা তাহাকে অসচ্ছলতার জন্য লজ্জা দিবে ও নানা কষ্ট দিবে। তখন সে তথায় যাইয়া অর্থ উপার্জন করিবে যেখানে গেলে তাহার ধর্ম নষ্ট হইবে। এবং সে ধ্বংস হইবে। (এহয়া)

ফাক্বীহ্ আবূ লাইছ (রাঃ) বেশী মিলনের অপকার বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন "১) শরীর দুর্ব্বল করে ২) দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ করে ৩) উহাতে পায়ের গিরার বেদনা, মাথা বেদনা, পিঠের বেদান ইত্যাদি রোগের জন্ম হয়।" আসল কথা প্রত্যেক কাজই মাত্রার ভিতরে থাকা চাই অতিমাত্রায় সব কাজেই অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

ইমাম গাযযালী (রাঃ) বলেন "বিবাহে অসুবিধা হইল তিনটি। ১) হালাল রুজী সংগ্রহ করা হইতে অপারক হওয়া। ২) স্ত্রীদের মন তুষ্টিতে অপারক হওয়া তাহাদের ব্যবহারে ছবর হারাইয়া ফেলা, তাহাদের নিকট হইতে কষ্ট পাওয়া। ৩) বিবি ও বাচ্চা আল্লাহতায়ালা হইতে ফিরাইয়া রাখে এবং দুনিয়ার দিকে নিয়া যায়। (এহয়া)

বিবাহের দোষ গুণের বিচার

বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানীদের কর্তব্য বিবাহের দোষ গুণ সুস্থ মস্তিস্কে বিচার করা ও তুলনামূলক ভাবে অবৈধ যৌন মিলনের চেয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের দিকে লক্ষ করিয়া বিবাহের গুণের আধিক্যের দরুন ইহাকেই সর্বোত্তম বলিয়া মানিয়া লওয়া। অবশ্য বিবাহ করা না করার কথাটা শর্ত সাপেক্ষে একজনের জন্য উত্তম অপর জনের জন্য অনুত্তম।

আবুল মানসুর বলেন "বিবাহের জোড়াকে পরস্পরের প্রতি আস্তা ও বিশ্বাস রাখিতে হইবে। এই আস্তা ও বিশ্বাসের প্রথম পরীক্ষাই পরস্পরের প্রতি যৌন নিষ্ঠা। তার মানে স্বামী স্ত্রী উভয়কেই সতী হইতে হইবে। এ কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে শুধু মাত্র উভয়ের সতীত্বই দাম্পত্য জীবন সুখী করিয়া ফেলিবে। প্রকৃত সুখী দাম্পত্য হইতে হইলে আরও অনেক মাল মসলার দরকার। পরস্পরের অধিক সংগ ও সাহচর্য চাহিবে এবং দিবে। সাধ্যমত একত্রে এক সঙ্গে চলিবে ও থাকিবে।"

"রতি জীবনের একান্ত নির্ভরশীলতা তাদের জীবনে যে আস্তা ও বিশ্বাসই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রসারিত ও বিস্তারিত হইবে। কাজেই বিষয়াশয়েও একজন আর একজনেরপ্রতিনিধি ও প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠিবে। এই ভাবে দেহ ও মনের দিক দিয়া উভয়ে এক জোড়া হইয়া যাইবে।" (পরিবার পরিকল্পনা)

স্বামীর ও স্ত্রীর উভয়ের হক্বসমূহকে বিস্তারিত ভাবে পরে বর্ণনা করিয়াছি যাহা পাঠ করিয়া অনুসরণ করিলে দাম্পত্য জীবন ইনশাআল্লাহ সুখের হইবে এবং বিবাহ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এইরূপ জীবন যাপন সম্ভব নহে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সরই জীবন ছাড়া জয়ী হইতে পারিবে না।

বিবাহের তাৎপর্য্য

আবুল হাসান বলেন "অনেকের মতে আদি মানব সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। মানুষ তখন পশু পক্ষীর ন্যায় ইচ্ছামত যাহার তাহার সঙ্গে যখন তখন উপগত হইতে পারিত। প্রকৃত পক্ষে বিবাহ প্রথা যৌন মিলনের

www.pathagar.com

সুবিধার উদ্দেশ্যে করা হয় নাই। সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই করা হইয়াছে।" (যৌন বিজ্ঞা ৩৩৪ পৃঃ ১ম খন্ড)

উত্তর- আমি উল্লিখিত মতবাদে একমত হইতে পারিলাম না কারণ এ সব হইল কাল্পনিক মতবাদ। কেননা ক্বোরআন হাদীছ ও ইছলামী ইতিহাস সাক্ষ্য যে, আদম (আঃ) হইতেই বিবাহ প্রথার উদ্ভব হয়। যাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাই দেখা যায় প্রথম মানব আদম (আঃ) হইতেই বিবাহ প্রথা প্রচলিত, এছাড়া তিনি হাবীলের বিবাহ নিজে সমাধা করিয়াছিলেন। শুধুমাত্র সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই যে, বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহা নয় বরং বিবাহ প্রথায় আল্লাহতায়ালা মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট দান করিয়াছেন। এছাড়া বংশ বৃদ্ধি ও যৌন মিলনের সুবিধার উদ্দেশ্যও আছে। আল্লাহতায়ালা ফরমান "স্ত্রীকে (আল্লাহ তায়ালা) স্বামীর জন্য শান্তির আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।" (আল ক্বোরআন) উহা যে শরই যৌন মিলনের অনেকটা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"হে লোক সকল আপন রবকে ভয় কর যিনি একটি প্রাণ হইতে তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন এবং তাহা হইতে তাহার জোড়া পয়দা করিয়াছেন এবং এই দুই হইতে বহু পুরুষ ও মেয়ে লোক বিস্থার করিয়াছেন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বলেন "আমি গোপন ছিলাম আমাকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টকে সৃষ্টি করিলাম।" এইসব ক্বোরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমান হয় যে আদম সৃষ্টির সময়ই বংশ বৃদ্ধির নিয়াত ছিল। কল্পনা রাজ্যের এখানে কোন স্থান দেখিনা। যে ব্যক্তি নিজেই ধর্মের কথা ঠিকমত জানেনা ,তাহার সেই ব্যাপারে কথা বলা ঠিক নহে। আবুল হাসানাৎ সাহেব অজানাকে জানার মত মনে করিয়া যৌন বিজ্ঞানের আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন।

"আন্নিকাহু নিছফুল ঈমান " (বিবাহ ঈমানের অর্ধেক) এই বাক্যটি রাছুলুল্লাহ(দঃ) বলেন নাই বরং তিনি বলিয়াছেন আন্নিকাহু নিছফুদ্দীন (বিবাহ পরহেযগারীর অর্ধেক।")

•অথচ একজন আরবী বুঝনেওয়ালার নিকট সহজেই ধরা পরে যে, ঈমান হইল এক বিষয় আর পরহেজগারী হইল ঈমানের ৭৯ ভাগের এক ভাগ মাত্র। যাহা আলাদা ব্যাপার এই হাদীছটির পূর্ণ ব্যাখ্যা সামনে দেখিতে পাইবেন। এখানে শুধু এই টুকু বলিয়া রাখিলাম যে, আল্লাহতায়ালা বলেন " তুমি যাহা জাননা সে সম্মন্ধে কিছু বলিওনা কারণ তোমার কান, চক্ষু, অন্তর সব কয়টিই যাহা বলিয়াছ সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।"(আল ক্বোরআন)

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ(দঃ) ফরমাইয়াছেন , যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা বলিল সে তাহার ঠিকানা দুজখে রাখিয়া নিক।" (বুখারী)

মোট কথা আল্লাহতায়ালা যেহেতু সৃষ্টকে তাহার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন । তাই সৃষ্টের সংখ্যা যত বাড়িবে তাহার ইবাদত উহাদের মাধ্যমে তত বেশী হইবে বুঝা যায়। সেই হিসাবে ইছলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথম মানব - মানবী হইতেই মিলনের দ্বারা বংশ বিস্তারের মনোভাব মনে স্থান পাইয়া আসিতেছে অবশ্য মাঝে মাঝে এই মনোভাবে ভাটা পড়িলে আল্লাহতায়ালা নবী রাছুলদিগকে পাঠাইয়া উহা বুঝাইয়াছেন। যাহারা আল্লাহ মানে না তাহাদের কথা আলাদা।

আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে শুধু মানব জাতিকেই নয় বরং সকল প্রাণীকেই তাহাদের বংশ বিস্থারের জন্য পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ভাগ করিয়া একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রেরণা দিয়াছেন। যাহার ফলে পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত সকল প্রাণীর বংশ বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। অবশ্য মানব জাতিকে তাহাদের বংশ বিস্তারের বেলায় কিছুটা মাপকাঠির ভিতর দিয়া বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা পালন করা মানব গোষ্ঠীর সবাই ন্যায় সঙ্গত মনে করিয়া আসিতেছে।

মুছলমান, ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, আস্তিক, নাস্তিক ইত্যাদি যে কোন প্রকারের মানুষই কিছু না কিছু বাধা নিষেধ মান্য করিয়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন বলা যাইতে পারে যে , কেহ মাতাকে বিবাহ করা আইন সঙ্গত মনে করে না। এই গুণটি শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ।তাহাই নয় বরং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। হায়াতুল হাইওয়ান কিতাবে বর্ণিত আছে যে উট, তাহার মাতাকে কখনও বিবাহ করেনা। তেমনি কবুতর, কুকিল, কাক, ময়না , ঘুঘু ইত্যাদি পক্ষীও নিজ জোড়া ভিন্ন অন্য জোড়ার সঙ্গে মিলিত হয় না। ৩) ২

ছারাখছী (রাঃ) বলেন, "আল্লাহতায়ালা এই আলামকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত রাখিবার মনস্ত করিয়াছেন। আর স্বভাবতঃ এই বংশ বৃদ্ধি স্ত্রী লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের মাধ্যমেই হয়। আর ইহা মিলন মারফতই হইয়া থাকে। তাই শরীঅতে ইহার জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছে। কেননা বিবাহের ব্যবস্থা না হইলে একে অন্যের উপর অনধিকার চর্চা করিত এবং বিবাদ বিসম্বাদ বাড়িয়া চলিত এবং বংশ পরিচিতি থাকিত না। যেহেতু মেয়েগন সন্তানের খোরপোষ চালাইতে অক্ষম। তাই আল্লাহতায়ালা বংশ পরিচিতি ঠিক রাখিয়া সন্তানাদির খোরপোষের ভার দিলেন পিতার উপর । যাহাতে সন্তানাদি নিরাশ্রয় না হয়। বনী আদম যেহেতু স্বাধীন ও মুক্ত অবস্থায় জন্ম

www.pathagar.com

গ্রহন করে তাই সেই বন্ধন একমাত্র বিবাহ দ্বারাই হইয়াছে। (যাহাতে নিয়ম শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া তাহারা স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করে । কেননা নিয়ম শৃঙ্খলার ভিতর না থাকিলে উহাকে স্বাধীনতা বলা যায় না।) (মাবছুত ৪র্থ খন্ড,৯৩পৃ)

আল্লাহতায়ালা বলেন, " সেই আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদেরকে দাদীর ও শ্বশুরের গোষ্ঠি দ্বারা জড়িত করিয়াছেন।"(আল ক্বোরআন)

উল্লিখিত আয়াত এবং আরও বহু আয়াত ও হাদীছ দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে বিবাহ প্রথা আদম সৃষ্টির পর থেকেই জারী হয়। ডারউইন বা এইরূপ বস্তুবাদিদের কল্পনাকে আমরা ক্বোরআনের উর্দ্ধে বৈজ্ঞানিক দিক দিয়াও স্থান দিতে পারিনা। কারণ ইছলাম পরিবর্তনশীল ধর্ম নয় যাহার আদেশ নিষেধ শুধু এক সময়ের উপযোগী হইবে। এইরূপে ফ্রাঙ্গুইসের মতবাদকে ও স্থান দিতে পারি না। তিনি বলেন, " সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অন্যান্য ব্যাপারে উন্নত হইলেও যৌনবৃত্তিতে তাহারা আজিও বনের হরিণ-হরিণীর মতই রহিয়া গিয়াছে।"(যৌন বিজ্ঞান ১ খন্ড ১ পৃঃ)

তাহার কথাটি ইছলামের বেলায় রেনু পরিমান সত্য নয়। ইহা বুঝাইতে গিয়াই আমার এ বইটি লিখার কাজে হাত দিলাম।

কাহাকে বিবাহ করা হারাম

যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম তাহাদিগকে মুহরাম বলে। স্থায়ী ভাবে সর্বদা যথা- ফুফু, খালা, শ্বাশুরী ইত্যাদি। অস্থায়ী ভাবে যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম তাহারা মোহরাম নহেন। যথা শালী, পরের স্ত্রী, খালা শ্বাশুরী, ফুফু শ্বাশুরী ইত্যাদি। তাহাদিগকে গায়ের মোহরাম ও বলে।

ক্বোরআনে কারীমে যে চৌদ্দজনকে সর্বদা বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে তাহারা এইঃ- ১) মা ২) দাদী ৩) নানী ৪) নাতনী ৫) পুতনী ৬) বেটী ৭) ফুফু ৮) খালা ৯) ভাতিজী ১০) ভাগিনী ১১) দুধমাতা ১২) দুধ বোন ১৩) শ্বাশুড়ী ১৪) ভগিনী।

এছাড়া অপরের স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করা হারাম। স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। নিজ ছেলের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম। একত্রে স্ত্রীর সহোদরা বোনকে বিবাহ করা হারাম।

সাধারণতঃ লোকে, যে মামী, ভাবী, শালী, শালা বৌ, চাচী, সতাল শ্বাশুরী, ধর্ম মা, ধর্ম বোন, বা মেয়ে লোকের পক্ষ হইতে চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, দেবর, দেবর পুত, ননদ পুত, ধর্ম বাপ, ধর্ম ভাই ইত্যাদিকে মোহরামের মত মনে করিয়া থাকে। তদ্রুপ দেখা শুনা বা কথোপকথন করে

www.pathagar.com

তবে উহা ঠিক নহে। কেননা এসব আত্মীয়-স্বজনের কেহর স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলে বা তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে ইদ্দতের পর তাহাদেরকে এসব আত্মীয়-স্বজন বিবাহ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি দাদী পুত্নীকে, নানা নাত্নীকে, বিবাহ করিতে পারে বলিয়া হাসি তামাসা করে ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ও শরীঅত বিরোধী । (বেহেস্তী জেওর)

"কাশফুল গুম্মা আন জামীইল উম্মা" কিতাবে বর্ণিত আছে যে চাচীকে বিবাহ করা যয়েয থাকা সত্বেও ছাহাবাগন উহাকে মাকরূহ মনে করিতেন।"

মোহরাম যুবতীকে বিবাহ করা কেন হারাম হইল সে সম্বন্ধে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাঃ) বলেন "উল্লেখিত ১৪জন হইতে যদি ভালসাবার আকর্ষণকে কাটিয়া দেওয়া না হইত তবে নিশ্চয় অসংখ্য অসুবিধার সৃষ্টি হইত। কেননা পুরুষের দৃষ্টি অপরিচিতা মেয়েদের উপর পতিত হইলে তাহারা তাহাদের সুন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া না অসুবিধায় পরিত। এরূপে যাহারা সর্বক্ষণ ঘরে থাকে তাহাদের মধ্যেও সেই অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারিত।"(হুজ্জাতুল্লাহ)

শরিয়তের দৃষ্টিতে যে সব কাজ হারাম উহাদের সবগুলিতেই দুনিয়া ও আখেরাতের অনেক গুর তত্ব নিহিত আছে। তদ্রূপ যে সমস্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম তাহাতেও অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। যেমন ঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, "নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করিলে সন্তান দুর্বল হইবে।" (এহয়া ২য় ভাগ)

এখন চিন্তা করার বিষয় যে, কিছু নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করা জায়েয থাকা সত্বেও তাহাকে বিবাহ করা উত্তম নহে। আর যাহাদেরকে বিবাহ করা হারাম তাহাদেরকে বিবাহ করিলে সন্তানাদি যে অতিশয় দুর্বল-এবং অপদার্থ হইবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই দিকে লক্ষ্য করিয়াই শরীয়তে মোহরাম মেয়ে বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে। যাহাতে সব ল এবং কর্মট সন্তান জন্ম হয়।

মোহাদ্দেছীনগণ বলেন, "একজন পুরুষ অপরিচিতা নারীকে দেখা মাত্র যতটুকু অভিভূত হয় সেই ব্যক্তি একজন আত্মীয়াকে দেখা মাত্র ততটুকু মুগ্ধ হয় না। তাই নিকট আত্মীয়ার সহিত কাম ভাব যেহেতু কম হয় তাই সন্তানও দুর্বল না হইয়া পারে না।"

তালাক প্রাপ্তা যুবতী বা বিধবাকে বিবাহ করা জায়েয আছে। কিন্তু তাহাদেরকে বিবাহের মাধ্যমে তত আনন্দ বা সর্বত্তোম সন্তান লাভ করা খুবই দুর্লভ।

www.pathagar.com

অবশ্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বিবিগণের মধ্যে আম্মাজান আয়শা (রাঃ) ছাড়া সবাই পূর্বে বিবাহিতা বা বিধবা ছিলেন। রাছূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন- "হিলা শরার জন্য বিবাহকারী ও যাহার জন্য বিবাহ করে উভয়ের উপর আল্লাহতায়ালার লানত।" (মেশকাত)

উল্লিখিত হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে তালাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা উত্তম নহে। এইরূপ মেয়ে বিবাহ করা যায়েয, কিন্তু উত্তম নয়। যে স্বামী দ্বিতীয়বার তাহাকে বিবাহ করিবে তাহার মনে যেমন পূর্ণ কাম উত্তেজনা আসিতে পারে না সেইরূপে স্ত্রীলোকটির মনেও পুর্বের ও পরের স্বামীর কথা বিদ্ধমান থাকার কারণে কাম উত্তেজনা যতটুক হওয়ার দরকার ততটুক হইবে না। তাই এইরূপ বিবাহের সন্তানও খুব কমই স্বাস্থ্যবান বা গুণি হইবে।

বুখারীতে আছে, সাহাবী জাবের (রাঃ) বিবাহ করিলে রাছূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কুমারীকে বিবাহ করিয়াছ না বিধবাকে? তখন জাবের বলিলেন "যাহার পুর্বে বিবাহ হইয়াছে সেইরূপ মেয়েকে বিবাহ করিয়াছি" তখন তিনি বলিলেন "তুমি যদি কুমারীকে বিবাহ করিতে, তোমাকে সে আলিঙ্গনাদির দ্বারা মুগ্ধ ও মত্ত করিত এবং তুমিও তাহাকে মুগ্ধ করিতে, তুমি তাহাকে কামড়াইতে সে তোমাকে কামড়াইত"। তখন জাবের বলিলেন "আমার মাতা আমার অনেক ছোট ভাই বোন রাখিয়া গিয়াছেন তাহাদের জন্য এইরুপ করিয়াছি" তারপর রাছূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "তবে ভালই করিয়াছ"। উল্লিখিত হাদীছেও এই কারণে কুমারী সুন্দরীকে বিবাহ করার কথা বলিয়াছেন এবং উৎসাহিত করিয়াছেন।

যৌন বিজ্ঞানে আছে "সহোদর ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এরূপ বহু জাতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে। ডাঃ কোরেলের মতে এই শ্রেণীর যৌন মিলনে শতকরা ৪ টা সন্তান মাতৃ গর্ভেই মারা যায় (১ম খন্ড ৩৫২ পৃঃ)

পূর্বে উল্লিখিত ১৪ জন ছাড়া আরও যাহাদেরকে বিবাহ করা সাময়িক বা অস্থায়ী ভাবে হারাম তাহাদের নাম এই- ১) ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য ধর্মের হইলে, কারণ উল্লেখিত ২টি ধর্মাবলম্বী ছাড়া আর কোন ধর্মাবলম্বী বা নাস্তিকই যীনাকে বড় একটা কিছু পাপ মনে করে না। যাহার ফলে সন্তানাদি বদমায়েশ হওয়ারই আশঙ্খা থাকে। ২) সহোদরা দুই ভগ্নিকে একই সঙ্গে রাখা। ৩) স্ত্রীর আগের স্বামীর মেয়ে ৪) সতমা ও দাদী। ৫) ছেলের বৌ ৬) স্ত্রী ও তাহার ফুফু, খালা বা তাহার ভাইয়ের বা বোনের মেয়ে একই সময় বিবাহ করিতে পারিবে না। ৭) কেহ যদি কোন

www.pathagar.com

মেয়েলোকের সহিত যীনা করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি ঐ মেয়ে লোকের মা ও মেয়েকে বিবাহ করিতে পারে না। ৮) এই ভাবে কোন মেয়েলোক যদি কোন পুরুষকে কাম উত্তেজনা সহকারে স্পর্শ করে ইচ্ছাকৃত হউক বা অনিচ্ছাকৃত হউক তবে সেই পুরুষের জন্য ঐ মেয়ে লোকের মাতা বা তাহার মেয়েকে বিবাহ করা হারাম হইবে।

মুছলমান আহলে কিতাব, কাফেরদের বিবাহ সম্বন্ধে আবূল হাসানাৎ সাহেব বলেন "মুছলমান আহলে কিতাব ও কাফেরদের সম্বন্ধে ভেদাভেদ করা হয়। আকবর বাদশা এ ব্যবস্থার প্রতিকুলে দাঁড়ান ও হিন্দু মসলমানে বহু বিবাহাদি অনুষ্ঠিত হয়, হওয়াই উচিৎ। ধর্মীয় গোড়ামীর অবসান ও মানুষে মানুষে প্রীতি স্থাপন হইবে অবাধ অন্তর বিবাহের সুফল।" (যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ৩৫২ পৃঃ)

উত্তর- উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে আবূল হাসানাৎ সাহেব ক্বোরআন ও হাদীছকে উপেক্ষা করে উহাকে ধর্মীয় গোড়ামী নাম দিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা ক্বোরআনে পাকে বলেন- "তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক কারীনীদের সহিত যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুছলমান না হয় বিবাহ করিও না।"

"... হেদায়ায় আছে যাহারা মূর্ত্তি পূজা করে তাহাদেরকে বিবাহ করিও না।"

তিনি বলিয়াছেন, তাহার বইটি ধর্মনিরপেক্ষ অথচ দেখা যাইতেছে যেখানে তাহার মতে বা কোন বৈজ্ঞানিকের মতে ক্বোরআন হাদীছের অর্থে মিল পরেনা সেইখানেই তিনি ধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন, আবার কোথাও যদি ইছলামের বা অন্য ধর্মের কোন কথাকে মিল পড়িতে দেখিয়াছেন সেখানেই আবার ধর্মের পক্ষে অন্ধের হাঁতী দেখার ন্যায় কিছু বলিয়াছেন যেমন যৌন বিজ্ঞানের এক জায়গায় রাছূলুল্লাহ (দঃ) এর কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন, তিনি অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী হইয়া চেষ্টা ছাড়িতে হুকুম করেননী বরং তদবীর করিয়া যাওয়াকেই পছন্দ করিয়াছেন, আবার যৌন বিজ্ঞানের ২য় খন্ডে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা ইছলামের দৃষ্টির সঙ্গে তাহার দৃষ্টির এক না হওয়ায় রাছূলুল্লাহ (দঃ) এর একটি বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে বলে- "ভগবান বা খোদার দোহাই অযথা অদৃষ্টবাদের কুসংস্কার"।

তাই আমার মনে হয় তিনি সুবিধাবাদী। তাহার এই দৃষ্টি ভঙ্গী অনুযায়ী আকবরের হিন্দু মুছলমান বিবাহকে ক্বোরআন ও হাদীছকে চ্যালেঞ্জ করিয়া হওয়া উচিৎ মনে করিয়াছেন। মুছলমানগণ যদি একাজে আগ্রহী হন তবে তাহাদের দশাও বাদশা আকবর ইত্যাদি হিন্দু মেয়ে বিবাহ করার দর্শনের ন্যায় ভুল ও হারাম হইবে। উহাতে সমাজ উন্নতি লাভ করিবে না

www.pathagar.com

বরং সমাজে অবনতিই হইবে। আকবর শেষ সময়ে কোরআন ও হাদীসের বিরুধী কাজ করিয়া মনের কষ্ট ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

অন্তর বিবাহ ও বহিরবিবাহ

বর্ত্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপের দৃষ্টি সুপ্রজনন বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। উহাতে কিরূপে জাতির আকৃতি প্রকৃতিতে উন্নতি হইতে পারে কিরূপ বিভিন্ন জাতি জীবন যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে তাহাই সুপ্রজনন বিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

ইছলামের দৃষ্টিতে অন্তর বিবাহ ও বহির্বিবাহ উভয় প্রকারই জাতির উন্নতি সাধন করে। বর্ত্তমানে সুপ্রজনন বিদ্যাও ইহাকেই সমর্থন করে। বাংলাদেশে সুপ্রজনন বিদ্যার আলোচনার প্রবর্তক শশধর রায় তাহার 'মানব সমাজ' নামক পুস্তকের ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "অন্তর বিবাহ এবং বহির্বিবাহ এই বিবিধ বিবাহ পদ্ধতিই সকল সময় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সমাজের উন্নতির বিশেষ আশা করা যায় না; অন্তর বিবাহ অর্থে এক জাতিয় (গোত্রিয়) জীবগণের মধ্যেই প্রদান করে। আর বহির্বিবাহ অর্থে বিভিন্ন জাতীয় জনগণের যৌন সম্বন্ধ স্থাপন: ইহাতে সমাজ মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার হয়।" এই উক্তির পরিপোষকতায় তিনি টনসনের হেরিডিটি নামক পুস্তকের ৫৩৭ পৃষ্টা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্বৃত করিয়াছেন-

"The establishment of a successful Race on stock requirs the alternation of periods of inbreeding in which characters are fixed and periods of out breeding on which by the introduction of fresh blood new varition are promoted"

অর্থঃ- একটি কৃতকায উন্নত বংশের পন্থা স্থাপন করার জন্য প্রয়োজন হয়। ভেতর ও বাইরের চরিত্রের সঙ্গ ইহা বংশ অনুযায়ী নূতন রক্ত প্রবাহের দ্বারা স্থিতি লাভ করে ও উন্নত রক্তের ধারা প্রবাহ করে।

এই উভয় বিধ বিবাহের মিশ্রিত ফলের কথা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শশধর বাবু বাঙ্গালী হিন্দু ও মুছলমান সমাজের কথা তাহার মানব সমাজ বইয়ের ৪৪ পৃঃ হইতে ৪৬ পৃঃ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "বাঙ্গালী জাতি বিদ্যা বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তিতে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে কেন? ইহার অন্য যত প্রকার কারনই থাকুক জীব বিজ্ঞানানুমোদিত কারনই প্রধান।"

www.pathagar.com

তৎপর বঙ্গের ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণের দেহে দ্রাবিড়ী ও বাঙ্গালীর রক্ত আছে, ইতিহাস ও লোক তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা ইহা বুঝাইয়া তিনি বলেন "তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বঙ্গীয়গণের দেহে দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় ও আর্য্য শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে। তাই বঙ্গীয় সমাজ কিছু বিশেষ ভাবে বহির্জাতীয় সম্বন্ধের ফল মনে করা যায়। উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রতিভা শক্তি ও মানসিক বলের অন্য কারণ অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন, ইহাতে প্রচুর রূপে বুঝা যায় যে এ জাতি ভারত বর্ষে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেই। এই মিশ্রিত অবস্থা বঙ্গীয়গণের গৌরব জনক ভিন্ন কোন মতেই গৌরবের ক্ষতিকর নহে।" তিনি আরও বলেন "এক্ষণে এতদ্দেশীয় মুছলমান সমাজের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই উদয় হয় যে ইহারা কে? ইহারা ত হিন্দুস্তানী। যে জাতি দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় আর্যরক্ত সম্ভূত ইহারা ত সেই জাতিরই নানা বর্ণের মিশ্রন তাহার উপরেও কোন কোন স্থলে আরবীগণের রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে। ইহাদিগের প্রাধান্যও এই দিগ হইতে দেখিলে দুর্বোধ্য হয় না। ইংলন্ডীয় জনগণের শীরায় উপশীরায় কত মিশ্র রক্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহা সকলেই জানেন। মানব সমাজের ইতিহাস ও লোক তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে উপরের লিখিত মতে বহির্বিবাহ যে, জাতির শক্তি সঞ্চয়ের একটি প্রধান উপায় ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন হয় না।"

শ্রদ্ধেয় মারহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব তাহার লিখা "ইছলামের আদর্শ ও আমাদের আশা" নামক প্রবন্ধে উল্লিখিত আলোচনা করিয়া বলেন "শশধর বাবু বাঙ্গালী মুছলমানের দেহে যে আরব শোণিত মিশ্রিত বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা পারসিক ও আফগান শোণিত, অধিক পরিমাণে মিশ্রিত আছে এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে তুর্কি শোণিতেরও সংশ্রব আছে।" তাই মুছলমান বাঙ্গালীগণের রক্তে হিন্দু বাঙ্গালীদের চেয়ে বহির্জাতিয় রক্ত বেশী আছে।

"হিন্দু জাতি যতদিন স্থিতি স্থাপক হিন্দু থাকিবেন, কস্মিনকালেও সুপ্রজনন বিদ্যার দ্বারা লাভবান হইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ আছে। ইহা নিশ্চয় যে প্যাটেল এর আন্তর্জাতিক হিন্দু বিবাহ বিষয়ক বিল, ভূপেন্দ্র বাবুর হিন্দু বিবাহ বিলের অদৃষ্ট ভাগী হইবে। বঙ্গবাসী মুছলমান ইরানী, আফগানী, পাঞ্জাবী, তুর্কী বা আরবী মুছলমানের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। কেবল মুছলমান নহে একত্ববাদী, খ্রীষ্টান বা য়িহুদীর সহিত বিবাহ ইছলাম সঙ্গত। এইরূপ বহির্জাতিক বিবাহ দ্বারা মুছলমানের আকৃতি প্রকৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইবার আশা আছে।"

www.pathagar.com

শশধর বাবু বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, বাঙ্গালী মুছলমান সম্বন্ধে তাহা অধিক উপযুক্ত রূপে প্রযোজ্য "এ জাতি ভারতবর্ষে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেই" (প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরই লেখা সুচিন্তিত এই প্রবন্ধে ডক্টর সাহেব যে সমাজ ও জাতিগত দূরদর্শী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন আজ প্রায় ৫৩ বৎসর পর তাহার ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গালী মুছলমান, বৃটিশ ও পাকিস্তানের আমলে যেমন বলিষ্ট নেতৃত্বের এবং সচেতন ও সক্রিয় মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে তেমনী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হওয়ার পরও দিতেছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে। (ইছলাম প্রসঙ্গ)

রাছূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "ক্বিয়ামতের পূর্ব্বে মুছলমানগণ, হিন্দ (ভারত) জয় করার পর ইমাম মেহদী ও ঈছা (আঃ) এর সঙ্গে সিরিয়ায় মিলিবে। (কাঞ্জ)

মোট কথা বাঙ্গালী মুছলমানদের দেহে নবী নূহ (আঃ) এর তিন সন্তানের সাম, হাম ও ইয়াফেসেদ প্রবাহিত হইয়া যে বংশ বিস্তার লাভ করে তাহাদের রক্ত হিন্দুগণের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ সেমেটিক, হেমেটিক ও এফেটিক জাতির রক্ত। বলা বাহুল্য এফেটিক হইল ইয়াজুজ মাজুজের পূর্ব্ব পুরুষ এই বংশের শেষ অংশে আসল ইয়াজুজ মাজুজের দল সারা পৃথিবীকে কাঁপাইয়া তুলিবে এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানের মুছলমানগণকে তাহাদের তত্বাবধানে রাখিতে চেষ্টা করিবে। তারপর তাহাদের সঙ্গে মুছলমানদের যুদ্ধ বাঁধিবে এবং মুছলমানগণ জয়ী হইবে। তাহারা নির্মমভাবে মারা যাইবে বর্তমানের ককেসাস পাহাড়ের উত্তরে আসল উয়াজুজের মাজুজের পুর্ব্ব পুরুষের বাস। তাহারা হইল- চায়নীজ, রাশীয়ান, ইউরোপিয়ান ও আমেরিকীয়যন. এরা সবাই হইল ইয়াজুজ মাজুজের বংশধর তাঁহাদের ছেল। তাহারাই চেচনিয় মুছলমানগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করিতেছে। কেয়ামতের পূর্বে ঈশা (আঃ) নিজ নাকের শ্বাসে খতম করিবেন।

বিবাহের বয়স সীমা

যাহারা নিজেদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া গর্বিত তাহাদের কেহ কেহ অনেক সময় অমুছলিম দের লিখিত ইছলামী বই পড়িয়া ইচলামের কতিপয় মতবাদ ও আইন কামুনের উপর হামলা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারটা একটি।

হানাফী বর্ণনায় নাবালেগ মেয়েকে শাদী দেওয়া যায়েয (ইহার অর্থ হইল যে মৌখিক বিবাহ সম্পাদন করা যাইতে পারে সংসার চালানোর পূর্ণ

www.pathagar.com

দায়িত্ব দেওয়া নহে। ইমাম ইবনে শবরামা (রাঃ) এর নিকট নাবালেগ মেয়েকে বিবাহ দেওয়া যায়েয নাই। আয়েশা (রাঃ) কে ৬ বৎসর বয়সে রাছূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল এবং নয় বৎসর বয়সে তাহার সহিত থাকিতে দেওয়া হয় ছারাখছী (রাঃ) বলেন-

ছোট মেয়েকে স্বামীর ঘর সংসার করার জন্য এই শর্তে স্বামীর ঘরে দেওয়া যায়েয আছে যদি মেয়েটি পুরুষের খেদমতের উপযোগী হয়। কেননা আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) কে নয় বৎসর বয়সে রাছূলুল্লাহ (দঃ) এর কাছে ঘর সংসার করিবার জন্য দেওয়া হয়। যদিও তিনি কম বয়সের ছিলেন।

হাদীছ শরীফে আছে যে, আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) এর অভিভাবকগণ তাহাকে মৌখিক বিবাহ দেওয়ার পর মোটা তাজা করিতে থাকেন। যখন মোটা তাজা হইলেন তখন রাছূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল"

তাহা হইলে বুঝা যায় যে, অপ্রাপ্ত বয়সে মৌখিক বিবাহ হইয়া যাওয়াতে কোন দোষ নাই। অবশ্য স্বামীর ঘর সংসার চালানোর ভার বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেওয়াই উচিৎ। যাহা রাছুলুল্লাহ (দঃ) নিজ বিবাহে কাজে পরিণত করেন। এ ছাড়া আমরা বাস্তবে দেখিতে পাই যে অল্প বয়সে মৌখিক বিবাহ হইয়া গেলে স্বামী স্ত্রী তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জল করিবার জন্য বেশ সময় পায় এবং একজন অপর জনকে ভালভাবে চিনিয়া লইতে পারে তারপর প্রাপ্ত বয়সে রখছুতী (বিদায়) হইয়া গেলে তাহাদের জীবন মধুর না হইয়া পারে না। অবশ্য দুই একটি বিবাহে কিছু দোষ ক্রটি হইলেই যে উহা গ্রহণীয় নয় তাহার কোন মানে হয় না। কারণ দুনিয়ায় সব বিষয়েই ভাল মন্দ আছে যাহা বেশী ভাল তাহাই গ্রহণ করা হয়। হানাফী বর্ণনায় একটি মেয়ে কম পক্ষে ৯ বৎসরে ও একটি ছেলে কম পক্ষে ১৫ বৎসরে বায়োপ্রাপ্ত হইতে পারে। খালিফা আলী (রাঃ) বিবাহের সময় তাহার বয়স ছিল একুশ আর ফাতেমা (রাঃ) বয়স ছিল ১৫ বৎসর ৬ মাস। রাছূলুল্লাহ (দঃ) এর প্রথম বিবাহের সময় বয়স ছিল ২৫ বৎসর তাই বুঝা যায় যে মেয়েদের বেলায় স্বাস্থ্যবতী হইলে কম পক্ষে ৯ বৎসর ও উর্দ্ধে ১৫ বৎসর। ছেলেদের বেলায় স্বাস্থ্যবান হইলে কম পক্ষে ১৫ বৎসর ও উর্দ্ধে ২৫ বৎসর হওয়াই বিবাহের উত্তম সময়। উল্লিখিত বয়স সীমার কমে বিবাহ হইলে দাম্পত্য জীবন কোন কোন সময় অসহনীয় হইতে পারে এবং এ অবস্থায় সন্তানাদি জন্মিলে উহাদের মধ্যে পিতামাতার বিষাদ মনোভাবের তীব্রতা রেখাপাত করিতে পারে। যাহার ফলে সন্তান মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা সহ জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। এ ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ হইলে

www.pathagar.com

অচিরেই উভয়ের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং নানা রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। অবশ্য সব কাজেরই মাত্রা থাকা ভাল।

উল্লিখিত বয়স সীমাই যে বিবাহের উপযুক্ত সময় হইবে তাহা নহে বরং বিভিন্ন দেশের আবহাওয়ার কারনে স্বাস্থ্যগতভাবে বয়স সীমায় বেশ কম হইতে পারে।

আল্লাহতায়ালা মানবজাতিকে সর্বোত্তম সৃষ্টরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তাই তাহার সব কাজেই অন্যান্য সৃষ্ট থেকে পৃথক থাকা চাই। যদি মানুষের কাজ কর্মে অন্য প্রাণীর তুলনায় কোন রকম বৈশিষ্ট না থাকে তবে আল্লাহতায়ালা এইরূপ মানুষকে সব চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। (আল ক্বোরআন)

আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কৃষক গরু খরিদ করিতে গেলে তাহার ঘরে যে গরুটি আছে উহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া খরিদ করে। তা না হয় হাল চালানো সম্ভব হইয়া উঠে না। যদি তাহাই হয় তবে একটি মানুষের জোড়া মিলাইতে গিয়া কতটুকু লক্ষ্য করা চাই তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। আর যে বিবাহের উপর দুনিয়া ও আখেরাতের শুভ অশুভ ফল নির্ভর করে সে কাজটি অবশ্যই ভাবিয়া চিন্তিয়া করা অত্যন্ত জরুরী। তাই এই সব বিচার করার জন্য অলীর উপর অনেকটা দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। যাহা বুদ্ধিজীবিদের জ্ঞানের আওতার বাহিরে নয়। যে দেশে ইচ্ছাকৃত যিনা, ব্যভিচার দূরীকরণের জন্য কোন আইন বা শাস্তি নাই, যে দেশে যুবক যুবতীদের একত্রে উঠা বসা বা মেলা মেশা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নাই, যে দেশে তের চৌদ্দ বৎসরের মেয়েরা প্রায়ই যৌবন প্রাপ্তা হয় সে দেশে যদি ১৮ বৎসরের কম বয়সে মেয়ে বিবাহ দেওয়া বেআইনী বলিয়া ঘোষাণা হয়, সে দেশের সতিত্ব রত্ন যে কিভাবে লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইবে তাহা চিন্তা করিতেও চিন্তাবীদগণের শরীর শিহরিয়া উঠে।"

মোট কথা নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই সাব্যস্ত হয় যে ছেলেমেয়ে বালেগ হওয়ার পর আজকাল বিবাহে বিলম্ব করা অধিকাংশ দুর্ঘটনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যৌন বিজ্ঞানীগণ বলেন "যৌন স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তির জন্য যথা সময়ে বিবাহ করাই উত্তম। আমাদের দেশে যুবক ও যুবতীর যথাক্রমে ২২ ও ১৮ বছর বয়সে বিয়ে করা উচিৎ।" উপযুক্ত বয়সের পরেও বিয়ে না করা বর্ত্তমানে সমাজের উল্টো এক বৈকল্য (বিবাহ মঙ্গল ১৪০ পৃঃ)

ডাঃ মুয়াযযাম সাহেব বলেন "আজকাল বিলম্বে বিয়ে করার যে রেওয়াজ প্রচলিত তার প্রত্যক্ষ ফল ব্যভিচারের ব্যাপক প্রসার; অথবা

www.pathagar.com

সমাজে ব্যভিচার সহজ বলেই অনেকে দেড়িতে বিয়ে করতে চায় কারণ বিয়ের সঙ্গে বহু দায়িত্বভার জড়িত।" (কোঃ বিঃ)

বেশী বয়স ঢাকা দিবার যের

বলা বাহুল্য কেহ কেহ বাল্য বিবাহের প্রশ্নটা না বুঝিয়া ইছলামের বিরুদ্ধে নানা বাক্য উচ্চারন করিয়া থাকেন। অথচ বাল্য বিবাহ শর্ত সাপেক্ষে ইছলাম সম্মত। কিন্তু সন্তান বালেগ হইলে তাহাদেরকে নাবালেগ দেখানোর মশলা জোগার করিতে থাকেন। এই ব্যাপারে ইছলামের চিন্তাধারা যথা সাধ্য পেশ করিলাম।

আল্লাহ তায়ালা বলেন "(শয়তান বলিল) আমি নিশ্চয় আপনার (আল্লাহর) বান্দাগণের একটা নির্দিষ্ট অংশকে নিয়া নিব, ভ্রষ্ট করিব, কামনাযুক্ত করিব এবং তাহাদেরকে হুকুম করিবার পরে তাহারা অবশ্যই পশুদিগের কান কাটিবে এবং নিশ্চয় তাহাদেরকে হুকুম করিব এবং তাহারা আল্লাহর সৃষ্টিকে নিশ্চয় পরিবর্ত্তন করিবে।" (আল ক্বোরআন)

একদা একজন স্ত্রীলোক রাছূলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল যে আমার মেয়ের মাথায় টাক পড়ায় তাহার চুল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এবং আমি তাহাকে বিবাহ দিয়াছি তাহার মাথায় অন্য চুল জোড়া দিতে পারিবে? তখন রাছূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "যে আলাদা চুল লাগায় বা লাগানোর জন্য কাহারও নিকট আব্দার জানায় তাহাদের উপর আল্লাহতায়ালার অভিশাপ। ইহুদী মেয়েগণ যখন চুল সংযোজন করিতে আরম্ভ করে তখন তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।" আর যাহারা শরীরের বিশেষ স্থানে স্থায়ী দাগ নিজে দেয় বা অন্যকে দেয় তাহাদের উপর লানত" (মুত্তাকাফ)

রাছূলুল্লাহ (দ:) এই ব্যক্তির উপর লানত করিয়াছেন, যে তাহার বুরুর চুলকে সুন্দর দেখা যাইবার জন্য কাটিয়া ফেলে অথবা কম বয়স ও সুন্দর দেখাইবার জন্য সামনের দাঁতের মাঝে ফাক করিয়া আল্লাহতায়ালার সৃষ্টিকে পরিবর্ত্তন করে।

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন "তোমরা সাদা চুল উঠাইওনা কেননা নিশ্চয় উহা মুছলমানের জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর হিসাবে দেখা দিবে। আর কালো খেজাব দিও না।" (মুত্তফাক)

উল্লিখিত ক্বোরআন ও ছুন্নাহর দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে বয়স বাড়িয়া গেলে নিজকে কম বয়স্ক দেখাইবার জন্য অপচেষ্টা করা শরীঅত বিরোধী কেননা উহাতে বান্দাকে ধুকা দেওয়া হয়। এবং সমাজে নানা অসমাজিক কার্য্য সাধনে সাহায্য করা হয়।

www.pathagar.com

আভিজাত্যের দোহাই দিয়া অভিভাবকগণ শর্ত সাপেক্ষ কম বয়সে বিবাহ দেওয়া অকল্যান মনে করিয়া আজকাল যুবতী মেয়েদেরকে ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া নানা রকম উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য করিতেছেন। যাহার ফলে যে দেশে বার বৎসরে বালেগ হয় এরূপ মেয়েকে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত অসামঞ্জস্য যুক্তি ধার করাইয়া ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া নানা অসামাজিক সমস্যা ও দুরারোগ্যের দ্বারা জাতিকে বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন এবং নানা গোনাহর ভাগী হইতেছেন ও করাইতেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে প্রয়েডের মেয়ে চরিত্র নামক বই এর কিছু উদ্বৃতি দেওয়া গেল।

"শহরের সর্বত্র উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে কিশোরী ও যুবতী কুমারীদিগকে নিজেদের বয়স ধরিয়া রাখিবার ছোট সাজিবার ও সাজাইবার প্রাণ পণ প্রয়াস করিতে দেখি" কিন্তু এইরূপ রাখা ও দেখার পদ্ধতিটা সম্প্রতি ব্যাধি ও বাতিকের এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে। এই ব্যাধির মূলে বহু ক্ষেত্রে যে শতরূপা কুটৈষা উভয় তরফ হইতে নির্জনে ক্রিয়াশীল হয়।" (তাহা আপনারা মেয়ে চরিত্র বইটির সপ্তম ও ষষ্ঠ অধ্যায়দ্বয়ে পড়িয়া দেখুন)

কিছুকাল হইতে বিবাহ দিবার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক তাগিদকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য, মনকে চোখ ঠারিবার জন্য মেয়ের দেহের ভার কমাইবার জন্য ও তাহার বাল্যকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বিধি সংগত ও বিধি বহির্ভূত রকমারি চেষ্টা চলিতেছে। তাহাতে গম্ভীর কৌতুহলে পিতারা অশ্রু সরবরাহ করেন, মাতারা নিরুপায় হইয়া রশদ যোগান।"

আজকালকার বেবি ডলিরা, আঠারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শর্টস্কার্ট পড়িয়া বাড়িতে ছুটাছুটি দাপাদাপি করে, ট্রামে বাসে করিয়া স্কুল কলেজে যায়। পার্কে, বায়াস্কোপে থিয়েটারে, সিনেমা, ক্লাবে, ড্যান্স হোটেলে ও বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদের জায়গায় ঘোরে। তাহারা বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঝি চাকরের কোলে-কাখে চড়ে; চৌদ্দ পর্য্যন্ত বাবা, খুড়া, দাদা, মামার, অংকের উপর চাপিয়া বসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া, "এটা কিনে দাও, ওখানে নিয়ে চল, প্রভৃতি বলিয়া আবদার করে। উহারা ভিতরে ভিতরে পাকা বুড়ি হইয়া বাহিরে বাহিরে খুকি থাকে।" (৪৪৯ পৃঃ)

উল্লিখিত উদ্বৃতি হইতে পাঠক পাঠিকাগণের বুঝার বাক্বী নাই যে বয়স ধরিয়া রাখার ব্যাপারটা আজকাল যতখানি প্রসার লাভ করিয়াছে আগের চাইতে তাহা আরও বাড়িয়াছে। কারণ আজকাল সহ শিক্ষার ইউনিভারসিটি, কলেজ ও স্কুলগুলির দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে বয়স বাঁধিয়া রাখা এবং শরীরের নানান অংশ অনাবৃত রাখা একটা ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে ফ্যাশনে মেয়ে জাতির অবমাননা ও পুরুষ জাতির ছবরকে

www.pathagar.com

হার মানাইতেছে। যাহার ফলে নানা অশ্লিল ব্যাপার সংগঠিত হইতেছে যাহাদের বিবেকে অশ্লিল কথাটাই বুঝে আসে না তাহাদের নিকট উহা হইল সভ্যতার লক্ষন। আল্লাহতায়ালা মানব জাতিকে তাহার দেওয়া সভ্যতা বুঝিতে সাহায্য করুন।

অনেক আবার পাকা চুলকে খেযাব দিয়া কাল করিয়া যুবক সাজিতে ব্যস্ত দেখা যায়। ইছলামের দৃষ্টিতে একমাত্র যাহারা গাযী তাহারা দুশমনের নিকট ভীতি প্রদ দেখা যাইবার জন্য কাল খেযাব দিতে পারেন। এ ছাড়া যুবতী স্ত্রীকে খুশী করার জন্য কাল খেযাব দেওয়া মাকরুহ। অবশ্য কাল খেযাবের সঙ্গে যদি মেহেনদী রং মিশানো থাকে তবে এই জাতিয় রং যুবতী স্ত্রীকে খুশী করার জন্য ব্যবহার করা জায়েয আছে। আর সাদা চুলে মেহেনদীর খেযাব দেওয়া ছুন্নাত। কারন আবূ ক্বাহাফার সাদা চুলে রছূলুল্লাহ (দ:) মেহেন্দীর খেযাব দিতে বলিয়াছিলেন। (মেশকাত)

আলমগীরীতে আছে, "কাল খেযাব দেওয়া গাজীগণের জন্য এই শর্তে যায়েজ আছে যে, যাহাতে তাহারা শত্রুদের সম্মূখে ভীতিপ্রদ হইতে পারে, উহা হইল প্রশংসিত।"

মাশায়েখগণ বলেন আর যে ব্যক্তি স্ত্রীর নিকট সুন্দর দেখাইবার জন্য বা মহব্বত পাওয়ার জন্য কালো খেযাব দেয় তবে উহা মাকরূহ হইবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেন, কালো রং ছাড়া অন্যান্য রং দ্বারা যেমন- মেহদী, জর[illegible], রং সাদা চুলে লাগাইতে কোন দোষ নাই।

আর কোন রকম খেযাব না দিয়া চুল সাদা রাখাতেও কোন দোষ নাই। (মাওয়াত্বা)

জার্মানী ডক্টর জায়াফীফ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইছলামের বিবাহ প্রথার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন "আপনি এশিয়া মহাদেশে এইরূপ বেশী বয়সের সাবালিকা মেয়ে খুব কমই পাইবেন যাহাদের বালেগ হওয়ার পর যথা সময়ে বিবাহ না হওয়ার কারণে হিষ্ট্রিয়া নামক ব্যাধি হইয়াছে।" (হক্কানিয়াতে ইছলাম ৫ পৃঃ)

কিন্তু আজকাল ১৯৯৯ সনে এশিয়া এরূপ বহু অবিবাহিতা মেয়ে পাওয়া যায় যাহারা যথা সময়ে বিবাহ না হওয়ার ফলে হিষ্ট্রিয়া ইত্যাদি নানা প্রকার যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং দিন দিন উহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর উহার কারন একমাত্র বিবাহ সম্পর্কে ইছলামী আইনকে

www.pathagar.com

বিদায় দেওয়া। তাই জাতিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ইছলামী নিয়ম ও সংস্কৃতির প্রতি পূর্ণ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বয়স্কা মেয়েদেরকে আটকাইয়া রাখার ফলে অহরহ অনেক অঘটন হইতেছে যাহাতে সকলেই চিন্তিত।

কিরূপ যুবতীকে বিবাহ করা চাই

আল্লাহতায়ালা বলেন- "খাবীছ (অসৎ) পুরুষদের জন্য খাবীছ মেয়ে খাবীছ মেয়েদের জন্য খাবীছ পুরুষ। ভাল পুরুষদের জন্য ভাল মেয়ে ভাল মেয়েদের জন্য ভাল পুরুষ।" (আল ক্বোরআন)

"ব্যভিচারীনীকে ব্যভিচারী বা প্রতিমা পূজকই বিবাহ করিতে পারিবে মুমেনদের জন্য তাহাদেরকে বিবাহ করা হারাম।" (আল ক্বোরআন)

রাছূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন "চারটি গুণ সম্পন্না মেয়েকে বিবাহ করা যায়। ১) মাল থাকিলে ২) ভাল বংশ থাকিলে ৩) সুন্দরী হইলে ৪) ধর্মশীলা হইলে। হে আবু হুরাইরা (রা:) তুমি ধর্মশীলাকে যুবতীকে বিবাহ করিতে আগ্রহী হও এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" (বুখারী)

তিনি বলিয়াছেন "দুনিয়ার সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সব চেয়ে ভাল হাছানা (নেক) হইল নেক বিবি।" (মুছলিম)

তিনি বলিয়াছেন "মেয়েদের মধ্যে ভাল তাহারাই যাহারা উটে আরোহন করিতে পারে তাহারা শিশুদিগকে বেশী আদর করে আর স্বামীর মালকে বেশী হেফাজত করে।" (বুখারী)

তিনি বলিয়াছেন "তোমরা অমায়িক ও মিশুক মেয়েদেরকে বিবাহ কর। যাহারা বেশী সন্তান প্রসবকারীনী কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্যের জন্য অন্য উম্মতের উপর গর্ব করিব।" (মেশকাত)

রাছূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন "তোমরা বাকেরা (সতিচ্ছদ সম্পন্না) যুবতীকে বিবাহ কর। কেননা তাহারা সবচেয়ে মিষ্টভাষীনী বেশী সন্তান প্রসবকারীনী এবং কমে সন্তোষ্টিনী। (ইবনে মাজা)

রাছূলুল্লাহ (দ:) তালাক প্রাপ্তা বা বিধবা মেয়ে যাহার সন্তান আছে তাহাকে বিবাহ করিতে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিয়াছেন। সচরাচর দেখা যায় যে তালাক প্রাপ্তা রমনীর সন্তানে তুলনামূলক কিছু দোষ-ক্রটী পাওয়া যায়।

রাছূলুল্লাহ (দ:) যায়েদ (রা:) কে কলিলেন "তুমি বিবাহ কর তোমার স্ত্রী তোমার সৎভাবের কারণে সতী হইবে। কিন্তু পাঁচ প্রকারের যুবতীকে বিবাহ করিওনা। ১) শাহবারা (আকারে বড়) ২) লাহবারা (বেশী

www.pathagar.com

হাল্‌কা পাতলাও লম্বা) ৩) নাহবারা (বৃদ্ধা) ৪) হান্দারা (বেশী খাট) ৫) লাফ্‌ফুত (যে মেয়ের আগের স্বামীর সন্তান আছে)। (কাশফ)

একদা এক ব্যক্তি রাছূলুল্লাহ (দ:) এর নিকট আসিয়া বলিল যে, আমি এক অপরূপ সুন্দরী পাইয়াছি কিন্তু সে সন্তান দেয় না আমি কি তাহাকে বিবাহ করিব? তিনি বলিলেন "না" এইভাবে লোকটি তিনবার বলিলে তিনিও তিনবার মানা করিয়া বলিলেন বেশী সন্তান প্রসবকারীনী ও অমায়িক ব্যবহারকারীনিকে সাদি কর। আমি আমার উম্মতের সংখ্যাদিক্যের গর্ব করিব। (কাশফ)

অবিবাহিতা যুবতীকে বিবাহ করার হাদীছটি যাহা জাবের হইতে বর্ণিত তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

রাছুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন "আমার উম্মতের মেয়েদের মধ্যে তাহারাই বেশী ভাল যাহাদের মুখমন্ডল উজ্জল এবং মহর অতি কম।"

রাছূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি কোন মেয়ের সম্মান ইজ্জত দেখিয়া বিবাহ করিবে আল্লাহতায়ালা তাহার ইজ্জত নষ্ট করিবেন, যে তাহার মাল দেখিয়া বিবাহ করিবে আল্লাহতায়ালা তাহার অসুন্দরতা বাড়াইবেন,যে ব্যক্তি তাহার চক্ষুকে, লজ্জাস্থানকে এবং আত্মীয়তাকে রক্ষার জন্য বিবাহ করিবে আল্লাহতায়ালা তাহাকে সেই বিবাহে বরকত দিবেন এবং স্ত্রীলোকটিকেও বরকত দিবেন। নিশ্চয় কান বিহীন কাল দীনদার মেয়ে সর্বোত্তম।"

তিনি বলিয়াছেন "মানুষের সৌভাগ্য এই যে. তাহার স্ত্রীর নেককার হওয়া, সন্তাগণ নেককার হওয়া, বন্ধুবান্ধব নেককার হওয়া এবং তাহার জীবিকা তাহার নিজ শহরে হওয়া।

রাছূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন "তোমরা খাযরায়েদামন মেয়েলোককে বিবাহ করিওনা ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন প্রকার?" উত্তরে বলিলেন "খারাপ মেলে সুন্দরী মেয়ে" অর্থাৎ চরিত্রহীনা। (বুস্তানুল আরেফীন)

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন "বনী ইস্রাইলগণ ততদিন পর্য্যন্ত ঠিক পথেই ছিল যতদিন তাহারা যুদ্ধে ধৃত বন্দীনীগণের সহিত বিবাহ বন্দনে আবদ্ধ হয় নাই। তাহারা যখন ঐ বাদীগণের সহিত মিলিতে লাগিল তখন উহাদের গর্ভজাত শিশু জন্মলাভ করিল এবং তাহারা বড় হইয়া যতেচ্ছাচার মতবাদ প্রকাশ করিতে লাগিল যাহার ফলে তাহারা নিজেরাও অন্যদেরকে ভ্রষ্ট করিল। কেননা যুদ্ধে ধৃত যুবতীগণ সম্ভ্রান্ত ছিলনা। (নূরুল আনওয়ার ২২৪ পৃঃ)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা- উল্লিখিত হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, জানাশুনা ব্যতীত কোন মেয়ে সাদি করিলে সন্তানে উহার ছায়াপাত হয়।

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন "হারামযাদার আছর তাহার নাতী ও পোতি পর্য্যন্ত থাকে।" (কাশ্বাফ ২৯ পাড়া)

ব্যাখ্যা- শরীঅতের দৃষ্টিতে এরূপ সন্তানকে হারামযাদা বলা হয় যাহার পিতামাতাকে চারজন সাক্ষী এ অবস্থায় দেখে যে তাহারা অবৈধ মিলন হইতে পৃথক হইতেছে বা এরূপ মেয়ের সন্তান যাহার স্বামী নাই, তদ্রূপে কাউকে যিনাকার সাব্যস্ত করিতেও এরূপ চারজন সাক্ষীর দরকার পরে তন্মধ্যে একজনও যদি অস্বীকার করে তবে বাক্বী তিনজনকে ৮০ বেত মারিতে হয়। তাই ঠিকমত যিনাকারীকে না জানিয়া এরূপ বলা হারাম হইবে। আমাদের দেশে অনেক মেয়েরাই শরীঅত অনুযায়ী তালাক প্রাপ্তা না হইয়া অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ বসে অথচ সেই স্ত্রীলোকটি পূর্বের স্বামীর স্ত্রী থাকিয়া যায়। তাই এরূপ স্ত্রীও তাহার বংশধর যিনাকারীও হারামযাদা থাকিয়া যায়। দেশবাসী এইরূপ মেয়ে ও তাহার সন্তানদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিতে হুশিয়ার থাকুন। ইমাম গাযযালী (রা:) বলেন "সুখের সংসার গড়িয়া তোলার জন্য স্ত্রীর মধ্যে আটটি গুণ অবশ্য থাকা চাই। ১) ধর্মানুরাগী ২) সৎচরিত্রা ৩) সুন্দরী ৪) মহর কম ৫) কম সন্তান ৬) সতিচ্ছদ সম্পন্না ৭) উচ্চ বংশ উদ্ভূতা ৮) নিকট আত্মীয়া না হওয়া।

তিনি আরবগণ হইতে বর্ণনা করেন যে তাহারা ছয় প্রকার মেয়েলোককে বিবাহ করিতে মানা করে। ১) যে সব সময় নানান অভাবের কথা জানায়। তাহার মাথা সবর্দা ঢাকিয়া রাখিয়া রোগী বলিয়া প্রকাশ করে। ২) যে স্ত্রী স্বামীর জন্য এই করিয়াছে সেই করিয়াছে বলিয়া বর্ণনা করে। ৩) যে মেয়ে তার পূর্বের স্বামীর কথা স্বরণ করে অথবা তাহার পূর্বের স্বামীর সন্তানের কথা স্বরণ করে। ৪) যে স্ত্রী কোন কিছু দেখিবামাত্র উহা পাইতে চায় এবং স্বামীকে উহা খরিদ করার জন্য বানাওটি করে। ৫) যে মেয়ে দিনের বেশীর ভাগ সময় সাজ-গোজে কাটায় যাহাতে তাহাকে সুন্দর দেখা যায় অথবা একা খাইতে ভালবাসে এবং সব সময় তাহার অংশে কম পড়িয়াছে বলিয়া মনে করে। ৬) যে বেশী কথা বলে কারণ রাছূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন, "আল্লাহতায়ালা যে বেশী বেশী কথা বলে তাহাকে ভালবাসেন না।" মুহতারাম ইলয়াছ (রা:) ছায়ের যায়দীর সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকে বলিলেন, যে এই চার প্রকার মেয়েলোককে বিবাহ করিওনা। ১) যে মেয়ে সব সময় তাহার স্বামীর নিকট বিনা কারনে তালাক্বের প্রস্তাব করে ২)

www.pathagar.com

দুনিয়ার মাল পত্রে গর্বিনী ৩) ফাছেক্কা (পাপিষ্টা যাহার বন্ধু বান্ধব আছে) ৪) কথা বা কাজে স্বামীর উপরে থাকিতে চেষ্টা করে।

খালীফা আলী (রা:) বলেন "পুরুষের জন্য যে স্বভাবগুলি মন্দ মেয়েদের জন্য সেগুলি ভাল। যেমন ১) কৃপণতা (স্ত্রী কৃপণ থাকিলে স্বামী ও তাহার নিজের মাল রক্ষা করিবে)। ২) গর্ব (যদি গর্বিনী হয় তাহা হইলে কাহারও সঙ্গে সন্দেহের কথা বলিবেনা)। ৩) ভীত (ভীত হইলে ঘর হইতে বাহির হইবে না এবং প্রত্যেক বিষয়ে ভীত হইয়া আলাদা থাকিবে। (এহয়ায়ুল উলুম ২য় ভাগ ২৬ পৃঃ)

ফক্বীহ আবু লাইছ (রা:) বলেন "এরূপ যুবতী সব চেয়ে ভাল যে দূর থেকে দেখিতে উজ্জল ও সুন্দর দেখা যায়। কাছে আসিলে নম্রতা ও মিষ্টভাষীনী। (বুস্তানুল আরেফীন)

(অলী)

ছেলে বা মেয়েকে বিবাহ দিবার যাহার ক্ষমতা আছে তাহাকে অলি বলা হয়। অলীর জন্য আক্বিল (বুদ্ধি সম্পন্ন) বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) এবং ওয়ারেছ (আত্মীয়) হওয়া শর্ত।

ফেক্বাহর কিতাবে অলীর গুরুত্ব সম্বন্ধে লম্বা চৌড়া আলোচনা আছে। মোট কথা অলীর (অভিভাবকের) এই জন্য বুদ্ধিমান হওয়া চাই যে অলীর বিচার বুদ্ধির উপরই পাত্রীর ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ নির্ভর করে। তাই বিবেচনা সম্পন্ন ও দুরদর্শি অলী না হইলে বর বা কনে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যাহার ফলে বর ও কনের ন্যায় অদুরদর্শিদের মতে বিবাহ হইলে ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন সুখের হইতে পারেনা বা খুব কমই হইয়া থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক না হইলে কেহ অভিভাবক হইতে পারেনা কারণ বয়স্ক না হইলে দুরদর্শিতার অভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। অভিভাবকের আত্মীয় হওয়াও বাঞ্চনীয়। কারণ আত্মীয়ের সুখ-দুঃখের প্রতি আত্মীয়ের যতটুকু টান থাকে একজন অনাত্মীয়ের প্রতি ততটুকু টান থাকিতে পারেনা। তাই অলীর জন্য আত্মীয় হওয়াও শর্ত। অবশ্য নিকট আত্মীয় (রক্তের সঙ্গে যোগাযোগসম্পন্ন) অলী না থাকিলে দূরের আত্মীয় অলী হইতে পারে।

অলী যতটুকু বুদ্ধিমান হইবে বিবাহও তত উন্নত হইবে এবং সন্তানাদিও ভাল হইবে।

বর কনে উভয়ে সাবালেগ হইলেও মস্তিস্কে কোন রকম বিকৃতি না থাকিলে তাহারা অলী ছাড়াই তাহাদের বিবাহ শুধু সাক্ষীদের সম্মুখে সম্পাদন

www.pathagar.com

করিতে পারিবে অবশ্য অলীর ইজাজতে হইলেই ভাল ইহাই আবু হানীফার (রা:) এর মত। (হেদায়া)

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "লানিকাহা ইল্লাবিওয়ালীইন" অর্থাৎ অলী ছাড়া পুর্ণ বিবাহ হয় না। বরং মকরূহ হয়।

বর ও কনে নাবালেগ হইলে তাহারা তাহাদের বিবাহ অলীর ইচ্ছা ছাড়া সম্পাদন করিতে পারিবেনা। এবং অলী ইচ্ছা করিলে তাহাদেরকে বিবাহ দিতে পারেন। নাবালেগের বিবাহ সম্বন্ধে আবূল হাসানাৎ সাহেব আপত্তি জানাইয়া বলেন "নাবালেক ছেলের বিবাহ উহারা দিতে পারেন। সভ্য সমাজে এই ব্যবস্থা অচল হওয়াই উচিৎ।" (যৌন বিজ্ঞান ১ খন্ড ৩৫২)

প্রত্যেক বিষয়েই দুইটি দিক থাকে একটি ভাল অপরটি মন্দ। তদ্রূপ নাবালেগের বিবাহেও যে শুধু গুণই আছে তাহা নয় উহাতেও দোষগুণ উভয়ই আছে। নাবালেগের বিবাহ শরীঅত অনুযায়ী অলী ভাল মনে করিলে দিতে পারে উহাতে অলীর উপর কোন বাধ্যবাধকতা নাই। আর মেয়ে বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিবাহ ঠিক রাখা তাহার ইচ্ছায়ই থাকিয়া যায়।

বর্ত্তমানে প্রচলিত মতবাদ সমূহের সধ্যে ইহাও একটি মতবাদ যে ছেলে মেয়েদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া। তাহাদেরকে এক সঙ্গে থাকিতে পড়িতে দেওয়া। তবে তাহারা সভ্য ও প্রাকৃতিগত ও উন্নত মানুষ হইতে পারিবে।

উত্তর- ইছলাম এ ব্যাপারটি চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই ন্যায়সঙ্গত উপায়ে প্রবর্ত্তন করিয়াছে। আর উহার প্রকাশ নাবালেগ বিবাহের মাধ্যমে যাহাতে নাবালেগ মেয়ে ও ছেলের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর তাহারা উভয়ে ছোট বেলা থেকেই একে অন্যের অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হইবার তৈয়ার হয়। অবশ্য দুই একটা নজীর এর বিপরীতও ঘটে তাই বলিয়া উহাকে সভ্য সমাজে অচল হওয়াই উচিৎ মনে করা একগেয়েমি বা বৈজ্ঞানিক মতবাদের গোড়ামী ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন গণতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই আছে। দুনিয়াতে দুই প্রকারের রাষ্ট্র আছে। এবং দুই প্রকারের রাষ্ট্রই দোষ গুণে ভর্ত্তি। তাই বলে হওয়াই উচিৎ নয় এরূপ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

আমার মনে হয় ইউরোপের কোর্টশিপ প্রথা ইছলামের নাবালেগ বিবাহের প্রথা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্য কোর্টশিপে শতকরা ৭৫

www.pathagar.com

জন মেয়ে পুরুষ যীনা করে আর নাবালেগ বিবাহে যীনা হয় না বা উহার পাপও হয় না।

কুফু বা সমতা

কুফু অর্থ সমান সমান। দাম্পত্য জীবনকে সুখী করা এবং আখেরাতে সুখী হওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালা বর ও কনের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার বিধান দিয়াছেন। কারণ বিবাহের উদ্দেশ্য হইল অশান্তি দূর করিয়া শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করা ও স্বামী স্ত্রীর একত্রে মিল মহব্বতের সহিত জীবন যাপন করা। মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার সময় কুফুর প্রতি যতটুকু লক্ষ্য রাখার আদেশ আছে ছেলেকে বিবাহ করানোর সময় ততটুকু লক্ষ্য রাখার দরকার। সচ্চরিত্র, লজ্জাশীলা, ধার্মিক, স্বামী সেবিনী, সন্তান পালনকারিনী দেখিয়া বিবাহ করানোই উত্তম। আধুনিক যৌন বিজ্ঞানীগণ ও কুফু প্রথাকে আদর্শ বিবাহের জন্য দরকারী মনে করেন। মনে না করিয়াই করিবেন কি ইসলামের যে সকল বিষয় সবার জন্য বোধগম্য ঐগুলিকে অস্বীকার করার যে জো নাই।

কুফু প্রথাকে ইছলাম সুসন্তান হওয়ার সহায়তাকারী হিসাবেই ধার্য্য করিয়াছে। কেননা কুফু ছাড়া বিবাহ হইলে বিবাহ বন্ধন টিকিয়া থাকিতে দেখা যায় না। আর যদি টিকিয়া থাকে তবে পারিবারিক জীবন দুঃসহ হইয়া পড়ে। যাহার ফলে সব সময় ঝগড়া ঝাটি লাগিয়াই থাকে। এ অবস্থায় সন্তান হইলে পিতা মাতার মনোভাবের আছর সন্তানের উপর যে পড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফ্রায়েডও এই বিষয়ে একমত না হইয়া পারিলেন না।

ইমাম মালেক(রাঃ) বংশগত কুফুর বেলায় উদার পন্থী কারণ তিনি বলেন একমাত্র ধর্মের দিক দিয়া মিল থাকিলেই হইল বংশের কুফুর দরকার পড়েনা কারণ রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন "মানুষ চিরুনীর দাঁতের ন্যায় সমান মর্যাদা সম্পন্ন। আরবী মানুষের অনারবের উপর কোন মর্যাদা নাই মর্যাদার আসল গুন হইল পরহেযগারী মানে আল্লাহর ভয়, (বায়লয়ী ফখরুল ইসলাম ২৫০ পৃ) অনেক আধূনিক যৌন বিজ্ঞানী বংশের দিক দিয়া একরকম হওয়া ভাল মনে করেন আবার অনেকেই বহির্বিবাহকে ভাল মনে করেন তবে ইছলামের দৃষ্টিতে বহির্বিবাহই উত্তম। এবং আরব ও অনারব মুসলমানগন বেশীর ভাগ তাহাই করিয়া আসিতেছে।

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন " তোমরা মেয়েদিগকে কুফু ব্যতীত বিবাহ দিওনা। এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত অভিভাবক ব্যতীত কেহ বিবাহ দিতে পারিবেনা। দশ দিরহাম (পনে তিন তোলা রূপার) এর কম মহর হয় না।" (দার কুতনী)

ক্বোরআনে করীমে আছে " অর্থ-সেই আল্লাহ যিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদেরকে দাদীর ও শ্বশুরের গোষ্টির দ্বারা জড়িত করিয়াছেন।"আলেমগন উল্লিখিত আয়াত শরীফকে কুফুর আয়াত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন " মেয়ের যদি কুফু হয় তবে যাহাকে ভালবাসে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিয়া দাও।"

তিনি আরও বলিয়াছেন " যদি এরূপ ছেলে আসে যাহার ধার্মিকতা ও চরিত্রের উপর তোমরা রাজি হও তবে তোমাদের মেয়েদেরকে এরূপ পাত্রে বিবাহ দিয়া দাও।" এই বাক্যটি তিনি (তিনবার বলিয়াছেন)
ওমার (রাঃ) কণে ও বরের বয়সের দিকে লক্ষ্য রাখার তাকীদ করিতেন।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন তোমরা অমুক বংশে বিবাহ কর কারণ সে বংশের পুরুষগন সৎ তাহাদের মেয়েরাও সৎ আর অমুক বংশে বিবাহ করিওনা কারণ তাহাদের পুরুষগন অসৎ তাই তাহাদের মেয়েরাও অসৎ।"

ছাহাবায়ে কেরাম ভাই বৌ ও চাচীকে বিবাহ করিতেন না কারণ হাদীছ শরীফে আছে বড় ভাই পিতার জায়গায় এবং চাচা বাপের শামীল। বর্তমানে উহা প্রচলিত আছে তবে উহা না করাই ভাল।

হজরত ছালমান (রাঃ)বলেন " আমরা যাহাদের হাতে মুসলমান হইলাম তাহাদের নামাজের ইমামতি কি করিয়া করিতে পারি এবং তাহাদের স্ত্রীকে কি করিয়া বিবাহ করিতে পারি। অর্থাৎ এই জাতীয় মুরব্বিদের স্ত্রীগনকে বিবাহ না করাই ভাল উহাতে সন্তানের মধ্যে কিছুনা কিছু দোষ থাকিবে। (কাশফুল গুম্মা আন জামীইল উম্মা ৫৩ পৃঃ ২য় ভাগ)

ছাহাবায়ে কেরামের রুচির দিকে লক্ষ্য করিয়া সবারই চলা উচিৎ। আজকাল ছাত্র ছাত্রী ও উস্তাদের মধ্যে অবাধ মেলা মেশার ফলে বিবাহ বা যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে তবে উস্তাদের স্ত্রীকে বিয়ে করা রত প্রশ্নই আসেনা তাই চতুর্দিকে বেহায়ামীর প্রচলন দেখা যাইতেছে।

কুফু হইল কিনা তাহা বিচার করিবার বেলায় নিণ্মলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।

www.pathagar.com

১। বংশের দিক দিয়াঃ- অর্থাৎ শেখ ,ছৈয়দ, আনছারী এবং আরবী সকলকে একই শ্রেণী ধরা যায়। (শেখ বলিতে কোরায়শী ছাহাবাদের বংশধরকে বুঝায়) মোঘল পাঠান ইত্যাদি সব আজমীদিগকে (অনারব) বংশের দিক দিয়া একই শ্রেণীভুক্ত ধরা হয়। (যাহাদের আসলে ছৈয়দ, আনছারী, ক্বোরায়শী ইত্যাদি বংশের নছবনামা নাই বরং নাম হিসাবে এই সব উপাধি প্রচার করিয়া থাকে উহা সম্পূর্ণ নাজায়েয। বংশ ধরার বেলায় বাপের দিক দিয়া ধরা হয়। অবশ্য ছৈয়দ বংশ মার দিক দিয়াও ধরা হয়। আধুনিক যৌন বিজ্ঞানীগণও এই মতবাদকে বাদ দেননি উহার নাম হইল Heridity বংশানুক্রম।

২। মুছলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফু হওয়ার অর্থ এই যে, বর নিজে নুতন মুছলমান কিন্তু তাহার বাপ দাদা অমুছলমান সে সেই মেয়ের কুফু নহে যে নিজে মুছলমান এবং তাহার বাপও মুছলমান, যে ছেলে নিজেও মুছলমান এবং তাহার বাপও মুলছমান কিন্তু দাদা অমুছলমান সে ঐ মেয়ের কুফু নহে যাহার বাপ দাদা উভয়েই মুছলমান।

বাপ দাদা এই দুই পুরুষ পর্যন্ত মুছলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফুর হিসাব ধরা হইয়াছে। অবশ্য ইহুদী নাছারা স্ত্রীলোকগণকে বিবাহ করাতে বাধা নাই যাহার কথা পূর্বে লিখিয়াছি। তবে একত্ববাদী হইতে হবে।

আল্লাহতায়ালা ক্বোরআনে পাকে ঘোষণা করিয়াছেন যে "তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের সাধ্বী স্ত্রীলোকও হালাল, তবে তাদেরকে উপযুক্ত যৌতুক দিতে হবে। এবং সতিত্বই উদ্দেশ্য হবে যৌন ব্যভিচার নয় এবং গোপন অভিসারও নয়।" (মায়েদা)

আহলে কিতাব অর্থে এসব ধর্মানলম্বীগণকে বুঝায় যাহারা রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর পূর্বের কোন নাবীর দ্বীন মানে অবশ্য বর্ত্তমানে সেই দ্বীন বাতিল ঘোষিত হইয়াছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র একত্ববাদী নাছারা ও ইহুদীগণ আহলে কিতাব।

যাহারা ওজাইর (আঃ) ও ঈছা (আঃ) কে আল্লাহতায়ালার বেটা মনে করে তাহারা একত্ববাদী নহে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, আল্লাহ ও রাছুলকে অস্বীকারকারী কমিনিষ্ট, কনফুসিয়, শিন্টু, শিখ, জৈন, কাদীয়ানী, অগ্নি উপাশক, আলী (রাঃ) কে নবী মানে যে সম্প্রদায় ইত্যাদি আহলে কিতাব নয়। অবশ্য একত্ববাদে বিশ্বাসী খৃষ্টান ও ইহুদী রমনীকে মুছলমানের জন্য বিয়ে করা জায়েয কিন্তু উহাদের নিকট মুছলমান মেয়ে বিবাহ দেওয়া জায়েয নয়। বরং হারাম। (আহছান কাঞ্জ)

www.pathagar.com

ডাঃ গোলাম মুয়াযযাম সাহেব বলেন "পাশ্চাত্য দেশগুলোতে অবিবাহিত যুবক যুবতীরা কোর্টশীপ (Cortship) প্রথার মাধ্যমে এত ঘনিষ্ট ভাবে মেলামেশা করে যে তাদের মধ্যে যৌন সতীত্ব অতি দুর্লভ"

যদি তাহাই হয় তবে এই জাতীয় খৃষ্টান বা ইহুদীমেয়েকে সতী মনে করিয়া বিবাহ্ করিলে ক্বোরআনের অনুমতির বাহিরের কাজ হইবে। সেই হিসাবে তাহাদেরকে মুহচানা বা সতী বলা যাইবে না। আজকালের যারা শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করায় আগ্রহী তাহাদের এ বিষয়ে যথেষ্ট খুঁজাখুঁজি করিয়া বিয়ে করা উচিৎ। আর না হয় জীবন ভর ব্যভিচারের পাপে পাপী থাকিবে।

ডাঃ সাহেব বলেন "ব্যভিচারে অভ্যস্ত মেয়ে পরিবারের জন্য এক জ্বলন্ত অভিশাপ। বিধর্মী বিয়ের সামাজিক অন্যান্য বহু অসুবিধা রয়েছেই।" (কোঃ বিঃ)

অবশ্য আজকাল যদি সতী সাধ্বী ইহুদী বা নাছারা মেয়ে বিয়ে করতে পাওয়া যায় উহাতেই . দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক ভাল ফল আছে। যেমন আজকাল সারা দুনিয়ায় জাতীয়তাবদের দোহাই চলছে। তাই আপনি এক দেশের বা জাতের মানুষ হয়ে অন্যদেশে জাতীয়তা অর্জন করিতে পারেন না। কিন্তু কোন মুসলমান বিদেশে গিয়া কোন ইহুদী ও নাছারা মেয়ে বিয়ে করিলে তাহার সন্তান হইলে সেই সন্তান সেই দেশের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সেই দেশের নাগরীক তার অধিকার লাভ করে যদিও সেই সন্তানটি মুছলমান। সে বড় হইয়া ইছলামকে সেই দেশে থাকিয়াই প্রচার করিতে পারে এবং তাহাকে কোন আইনই সেই দেশ থেকে বাহির করতে পারে না। কারণ তাহার জন্মগতভাবে সেই দেশের নাগরীকতা আছে। আজকাল ইহুদী ও নাছারা যুবতীদিগকে বিয়ে করায় হাদীছ অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ মুছলমান ইউরোপ ও আমেরিকার নাগরিকতা অর্জন করিয়াছে ও করিতেছে। অথচ তাহাদের নাগরিকতা না থাকিলে লক্ষ লক্ষ মুছলমান সেইসব দেশে থাকিতে পারিত না, ইহাতে যে রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর মোজেযা আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আহলে কিতাব মেয়ের দুইটি গুণের দিকে অবশ্য লক্ষ্য করিতে হইবে।

১) একত্ববাদে বিশ্বাসী। ২) যীনাকারী না হওয়া। এ দুইটি গুণ যে ইহুদী বা নাছারা মেয়ের মধ্যে নাই সেই মেয়েকে মুছলমানের জন্য বিবাহ করা হারাম হইবে।

www.pathagar.com

৩) দীনদারী ও পরহেযগারীর দিক দিয়া কুফু হওয়ার অর্থ এই যে, চোর, লুচ্চা, বদমায়েশ, শরাবখোর, দুর্নিতিবাজ, বেনমাজী, সুদখোর, ঘুষখোর, ডাকাত, ফাছেক্ব, দাড়ীমুন্ডনকারী, পরদা অমান্যকারী ইত্যাদি শরীঅত গর্হিত কার্য্যকারী ছেলে, দানশীল, লজ্জাবতী, নেকবখত, সতী সাধ্বী, পরহেযগার মেয়ের কুফু হইতে পারেনা। এই সমস্ত গুণের মিলের স্বার্থকতার কথা বুদ্ধিজীবিদের অজানা নাই।

৪) মালদারীর দিক দিয়া কুফুর অর্থ ঃ- ছেলে যদি এত গরীব হয় যে স্ত্রীর ভাত কাপড় দেওয়ার ক্ষমতা নাই বা ঘরবাড়ী নাই, তবে সে মালদার মেয়ের কুফু হইবে না। কিন্তু যদি এমন গরীব না হয় বরং মেয়ের নগদ মহর যেওর রূপে বা নগদ ভাবে দিবার মত, এবং ভাত, কাপড় ও ঘর দিবার মত সঙ্গতিসম্পন্ন হয় তবে সেই ছেলেকে মালদার মেয়ের কুফু ধরা যাইবে।

বর্ত্তমানে মেয়েদের সংখ্যা বেশী থাকার ফলে অনেক মেয়েকে তাহার পিতা কিছু দিয়া বিবাহ দিয়া থাকেন যখন ঐ টাকা ফুরাইয়া যায় তখন অনেক বিবাহেই ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। তাই বরের মালের দিকে লক্ষ্য করাও উচিৎ।

৫) পেশা এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়া কুফু হওয়ার অর্থ এই যে যাহারা কাপড় সেলাই করে তাহারা, যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করে তাহাদের সমান নহে। কুলি-মজুর গৃহস্থের সমান নহে। ব্যবসায়ী রাজকর্মচারীর সমান নহে। রাজকর্মচারী আলেমের সমান নহে। কেননা উন্নত মানের পেশাদারগণ অনুন্নত পেশাদারদেরকে নীচ মনে করিয়া থাকে যাহার ফলে বিবাহে ঘুনে ধরিতে থাকে।

৬) স্বাস্থ্যের দিক দিয়া কুফু হওয়ার অর্থ এই যে বর বা কনের কেহ দুরারোগ্যে আক্রান্ত না হওয়া যথা পুরুষ্যত্বহীন, কুষ্ঠ, দবল কুষ্ঠ, পাগল, বন্দাত্ব ইত্যাদি রোগকে ছাপা দিয়া না রাখা। কারণ ইহাতে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে।

একদা রাছুলুল্লাহ (দ:) বনী গাফ্ফারের এক মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিলে তাহার শরীরে দবল কুষ্ঠ থাকায় সেই বিবাহ ত্যাগ করেন। এ ছাড়া তিনি বন্দা মেয়েকে সাদী করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

৭) এ ছাড়া রাছুলুল্লাহ (দ:) নিজ মেয়ে ফাতেমাকে আবুবকর (রা:) ও ওমরের নিকট বয়সে মিল না পড়ায় বিবাহ দেন নাই। বরং আলী (রাঃ) এর নিকট বিবাহ দেন, উহাতে বয়সের মিল থাকাও জরুরী এবং বিজ্ঞান সম্মত। তাই বর ও কনের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখিয়া বিবাহ দেওয়া উচিৎ। অনেক সময় দেখা যায় যে বর স্বাস্থ্যবান ও কনে স্বাস্থ্যহীনা বা কনে

www.pathagar.com

স্বাস্থ্যবতী কিন্তু বর স্বাস্থ্যহীন থাকার কারণে দাম্পত্য জীবন অসহনীয় হয়। যাহার ফলে বিচ্ছিন্নতা বা কলহের সৃষ্টি হয়। ফলে সন্তানাদিও দুর্বল ও স্মৃতিহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে।

১) এ কারণেই মনে হয় আধুনিক যৌন বিজ্ঞানীরাও ইছলামের উল্লিখিত দিক গুলিকে আদর্শ বিবাহের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন। (আলমগীরী, যাদুল মায়াদ)

অনেক সময় স্বামী পুরুষত্বহীন হইলে স্ত্রী তাহার ঘর সংসারে রাজি না হইলে স্বামীর উচিত তালাক দেওয়া বা খুলা তালাক করা। স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা হইলে তাহার উচিত স্বামীর জন্য দরকার বশত দ্বিতীয় বিবাহের এজাজত দেওয়া বা খুলা করা।

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন "তোমরা সতিচ্ছদ সম্পন্না যুবতীকে বিবাহ কর কারণ তাহারা স্বামীর সহিত অতি নম্র ব্যবহারকারিনী খুশ আলাপী ও স্বচ্ছ জরায়ু সম্পন্না। (কাঞ্জ)

উল্লিখিত হাদীছ হইতে দুইটি বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। একটি, এই সব মেয়েদেরকে বিবাহ করা যাহাদের আর বিবাহ হয় নাই। কারণ যে সব মেয়ের একবার বিবাহ হইয়াছে তাহার মনে কিছু না কিছু প্রথম স্বামীর ভালবাসার প্রধান্য থাকিয়াই যায়। দ্বিতীয়টি, যে মেয়ের একবার বিবাহ হইল বা না হইলেও ব্যভিচারিনী হইল তাহার জরায়ুতে যেহেতু একবার একজনের শুক্রকীট প্রবেশ করিয়াছে। এবং উহার সঙ্গে হরমুনও প্রবেশ করিয়াছে ইহার ফলে সেই জরায়ুর প্রথম অবস্থা আর থাকে না। তাই সেইরূপ জরায়ুর সন্তান বিজ্ঞান সম্মত কারণে আদর্শ সন্তান প্রসব করিতে অক্ষম হইয়া যায় তাই বুঝা যায় ইছলামের বিধানটি উত্তম।

একবার খালীফা উছমান (রা:) এক ছাহাবীকে বলিলেন "আমি কি তোমার সহিত একটি সতিচ্ছদ সম্পন্না মেয়ের বিবাহ দিব যাহাতে তোমার যৌবনের অনেক কিছু স্মরণ করাইয়া দেয়।" (মুছলেম)

আল্লামা নব্বী বলেন "উহার অর্থ হইল তুমি যখন তাহার সহিত তোমার যৌবনের সময়ের কাম উত্তেজনার কথাবার্তা বলিবে তবে উহা তোমার শরীরকে যৌবন দান করিবে।"

ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে অনেক বয়স্ক পুরুষই কুমারী মেয়ে বিবাহ করিয়া যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছেন। ইছলামই সর্বপ্রথম এই চিকিৎসাটি দুনিয়ায় প্রবর্তন করে, অবশ্য আজকাল কুমারী মেয়ে দ্বারা বহু যৌন রোগীর চিকিৎসা করা হইতেছে এবং উহাকে বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া গণ্য করা

www.pathagar.com

হইতেছে। ইছলামে একমাত্র বিবাহ করিয়াই সেই চিকিৎসা সম্ভব অন্যথায় হারাম হইবে।

উল্লিখিত দলীল দ্বারা বুঝা যায় যে বয়স্কদের জন্য কুমারী বিবাহ করা জায়েয আছে অবশ্য যৌন শক্তি থাকিতে হইবে। (ফাতহুলমুলহেম ৩ খন্ড)

অবশ্য বৃদ্ধা মেয়েকে যুবকের বিবাহ করাতে যুবকের স্বাস্থ্য হানীর আশংকা আছে।

মহর

আরবীতে মহর, নেহলা ও ছেদাক্ব শব্দগুলি প্রায় একই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। উহাদের আভিধানিক অর্থ যে কোন দানকে বুঝায়। শরীঅতের দৃষ্টিতে বিবাহের সময় স্বামী, স্ত্রীকে যে একটা নির্দিষ্ট দান করিয়া থাকে উহাকেই মহর, ছেদাক্ব বা নেহলা বলা হয়। এই দান দ্বারাই স্বামীর জন্য স্ত্রী হালাল হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, "তোমরা স্ত্রীগণের মহর তাহাদের নিকট দিয়া দাও"

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন নিশ্চয় সেই বিবাহেই সবচেয়ে বেশী বরকত হয় যাহাতে মহর খুব কম থাকে।" তিনি আরও বলিয়াছেন "এই মেয়ে সবচেয়ে ভাল যে দেখিতে খুব সুন্দরী এবং যাহার মহর অতি কম।" (বায় হাক্বী)

রাছূলুল্লাহ (দ:) বেশী মহর বাধিতে নিষেধ করিয়াছেন। আরও বর্ণিত আছে, যে মেয়ের তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়, তাড়াতাড়ি গর্ভ হয় এবং অতি কম মহর হয় সেই মেয়ে সবচেয়ে বরকত পূর্ণ। (এহয়া)

রাছূলুল্লাহ (দ:) নিজে কোন এক বিবির মহর মাত্র দশ দের হাম (পণে তিন তোলা রূপা) এবং ঘরের কিছু ছামান দিয়া আদায় করেন। ঘরে একটি চাক্কী একটি কলস, একটি বালিশ ছিল মাত্র।

রাছূলুল্লাহ (দ:) আম্মাজান আয়েশা (রা:) এর বিবাহে ৫০০ দেড়হাম (১৩৭।। তোলা রূপা) মহর দিয়াছিলেন। আর আম্মাজান ফাতেমা (রা:) এর মহর ছিল ৪৮০ দেড়হাম (১৩১।। তোলা রূপা) রাছূলুল্লাহ (দ:) নিজের কোন বিবাহেই নিজ হাত থেকে ৫০০ দেরহামের উপর মহর দেন নাই। অবশ্য কোন কোন ছাহাবী রাছুলুল্লাহ (দ:) এর পক্ষ হইতে ৪০০ দিনার (১৩৩ তোলা ৪ মাশা স্বর্ণ) আদায় করিয়াছেন। নাজ্জাশী (রা:) উম্মেহাবীবা (রা:) এর বিবাহে এই মহর আদায় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা

www.pathagar.com

হইলে বুঝা যায় ১০ দেড়হাম (পণে তিন তোলা রূপার) এর কম কোন মহর নাই। আর উপরে অবস্থা বুঝিয়া ধার্য্য হইতে পারিবে তবে ৫০০ দেড়হাম হওয়াই ছুন্নাত মোতাবেক।

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন- ব্যাখ্যাঃ- "এই শর্তটি আদায় করা সবচেয়ে হক্বদার (উচিৎ) যে শর্তের (মহরের) দ্বারা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের লজ্জা স্থান হালাল করিয়াছ।"

আমাদের দেশে অনেক সময় লোক দেখানো বা মান কুল রক্ষার খাতিরে, মানুষে কি বলিবে ইত্যাদি নাজায়েয কারণ সামনে রাখিয়া মহর নির্ধারিত করা হয়। যাহা আদায় করার ইচ্ছা থাকেনা। এসব নিয়াতে মহর বাধাতে গোনাহ্ হয়।

বিবাহের সময় যে মহর ধার্য হয় তাহা যদি স্ত্রী স্বামীকে খুশী হইয়া দিল খোলা ভাবে কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দেয় তবে তাহা মাফ হইয়া যাইবে। স্ত্রী কখনও ইহার পুনরায় দাবী করিতে পারিবে না । অবশ্য স্বামী নিজ ইচ্ছায় যদি দিয়া দেয় তবে তাহা ভিন্ন কথা। স্বামী যদি স্ত্রীকে ধমকি দিয়া, ভয় দেখাইয়া বা অন্য কোন প্রকার কৌশল ও অসদুপায় অবলম্বন করিয়া স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার দ্বারা মহর মাফ করাইয়া লয় তবে তাহাতে মহর মাফ হইবে না, বরং স্বামীর উপর মহর আদায় করা ওয়াজেব থাকিবে এবং না দিলে পাপী হইবে।

স্বামী যদি স্ত্রীকে খোরপোষ, কাপড় ও বাসস্থান ব্যতীত অন্য কোন টাকা পয়সা বা মাল দেয় তবে উহা মহর হইতেই কাটা যাইবে। স্ত্রীকে বলার আবশ্যক হইবে না যে, এই মালপত্র তোমার মহরের টাকার। অবশ্য পরিস্কার ভাবে বলিয়া দেওয়াই সবচেয়ে ভাল। এইরূপে ঔষধ পত্রের খরচও স্বামীর উপর ওয়াজেব নহে। (আলমগীরী)

তাই বলিয়া ডাক্তার দেখাবে না তা নয়। কারণ তাহার মহরের টাকা ত আছে ঐ টাকা দিয়া দেখাইবে আর যদি মহর পরিস্কার করিয়া দিয়া থাকে তবে তাহার ঔষধ করা মহ্বত ও মানবতার কারণে জরুরী। কেননা রাছুলুল্লাহ (সা:) তাহাই করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর মুখে লোকমা দিলে ছদক্বার ছাওয়াব হয়। উল্লিখিত আলোচনায় ইহাই বুঝা যায় যে মহর না হইলে স্ত্রী পূর্ণ ভাবে হালালই হয় না। তাই মহর আংশিক করিয়া বা সম্পূর্ণ দিয়া বিবাহ করাই সব চেয়ে ভাল এবং উহার প্রতিক্রিয়া সন্তানের উপর পড়া স্বাভাবিক কথা।

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) মহর বাকী থাকা অবস্থায় কোন বিবির সহিত মিলিত হন নাই। অবশ্য এ অবস্থায় মিলিতে কোন দোষ নাই কিন্তু সম্পূর্ণ মহর আদায় করিয়া মিলিত হওয়াই উত্তম। বর্ণিত আছে যে, মহর না দেওয়ার নিয়তে মহর বাকী রাখিয়া বিবির সহিত মিলিত হওয়াতে গোনাহ হয়।

একদা রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে বিবাহ করাইতে চাহিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার কোন মাল আছে যে মহর দিতে পার ? ব্যক্তিটি বলিল না। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কি ক্বোরআনের কোন আয়াত জান? তখন ব্যক্তিটি বলিল হ্যা। তারপর রাছুলুল্লাহ (সাঃ) তাহাকে বলিলেন যে তুমি তোমার স্ত্রীকে দশটি আয়াত শিখাইবে তবে তাহাই মহর হইবে। (বুলুগুল মোরাম)

হানাফী বর্ণনা মতে শুধু ক্বোরআনের আয়াত শিখানোর শর্তে বিবাহের মহর হইবে না বরং অন্য মালও কিছু দিতে হইবে। অবশ্য মহরের বেশী অংশ যে স্ত্রীকে ধর্মীয় শিক্ষা অনেকটা লাঘব হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অলীমা

অলীমা, শব্দের আভিধানিক অর্থ বৈবাহিক ভোজ আর শরীঅতের দৃষ্টিতে কনেকে বরের বাড়ীতে প্রথমবার নেওয়ার পর বরের পক্ষ থেকে কনের পক্ষকে যে খাওয়ার যিয়াফত করা হয় তাহাকে অলীমা বলা হয়।

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন-- অলীমা কর যদিও একটি বকরী দ্বারা হোকনা কেন। -- (বুখারী)

রাছূলুল্লাহ (দ:) মোহতারিমাহ যায়নাবের বিবাহে একটি বকরীর দ্বারা অলীমা করিয়াছিলেন এবং মেহমানদেরকে গোশত রুটি খাওয়াইয়াছিলেন। (ঐ) আম্মাজান ছুফাইয়্যাহ (রাঃ) এর বিবাহের অলীমা ছিল খেজুর, পনির ও মাখনের তৈরী মিষ্টি (বুখারী) এবং সাতূ যাহা মক্কা মদীনার মাঝখানে এক স্থানে সম্পন্ন হয়। (কাশফ)

রাছূলুল্লাহ (দ:) কোন এক বিবির (উম্মে ছালমা) অলীমা ছিল ১৩৫ তোলা গেহুর (বুখারী)

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন " তোমাদের কাউকে যদি অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় তবে হাজির হও। (ঐ)

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন "এই অলিমার খাদ্য সব চেয়ে মন্দ, যে অলিমায় শুধু ধনীদিগকে দাওয়াত করা হয়। এবং গরীবদিগকে দাওয়াত

www.pathagar.com

করা হয় না। যে ব্যক্তি দাওয়াত ছাড়িয়া দিল সে আল্লাহ ও রাসুলের নাফরমানী করিল। (বুখারী)

ব্যাখ্যা -- যেখানে দাওয়াত করা হইল সেখানে শরীয়ত বিরোধী কাজ হইলে বা অসৎ উপায়ের টাকা দিয়া খাদ্য খরিদ হইয়া থাকিলে সেই দাওয়াত খাওয়া দরকারী নয় বরং না খাওয়াই উত্তম যাহা অন্য হাদিছে বর্ণিত আছে।

আম্মাজান ফাতেমা (রা:) রাছূলুল্লাহ (দ:) কে দাওয়াত করিলে তিনি তাহার বাড়ীতে গিয়া ঘরের চৌকাটে হাত রাখিয়াই ফিরিয়া আসিলে ফাতেমা (রা:) উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ফরমাইলেন "আমার জন্য বা কোন নাবীর জন্য উচিৎ না যে, এরূপ ঘরে প্রবেশ করা যে ঘর সুসজ্জিত" আম্মাজান ফাতেমা (রা:) এর ঘরে ছবি অঙ্কিত ছিল। (ইবনে মাজা)

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি দাওয়াত না পাইয়াও দাওয়াতে গেল সে চোর হিসাবে প্রবেশ করিল এবং গছব (যুর পূর্বক কার্য কারী হিসাবে ফিরিয়া আসিল। (আবু দাউদ)

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন "বিবাহের প্রথম দিনের খাদ্য হক্ব দ্বিতীয় দিনের খাদ্য ছুন্নাত আর তৃতীয় দিনের খাদ্য লোক শুনানু। আর যে লোকদেরকে শুনায় আল্লাহ তায়ালাও তাহা শুনাইয়া দেন"। (তিরমিযী) অর্থাৎ ছাওয়াব হয় না।

রাছূলুল্লাহ (দ:) এই জাতীয় খাওয়া খাইতে নিষেধ করিয়াছেন যাহা গর্ব এবং ফখর করার উদ্দ্যেশে খাওয়ানো হয়। (মেশকাত)

কবীরাহ গোনাহকারীর (ফাছেক) খাদ্য খাইতে রাছূলুল্লাহ (দ:) নিষেধ করিয়াছেন। (মেশকাত)

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন " বিবাহের খাদ্যে বেহেস্তী খুশবুর মেছক্বাল (একমাশার ৪॥ এর সমান প্রায়) পরিমান আছে। (কাশফ)

আম্মাজান ফাতেমা (রা:) এর বিবাহে রাছূলুল্লাহ (দ:) একটি কাবশ (দুম্বা) দ্বারা অলীমা করেন। দুম্বাটি বনী ছায়াদের দেওয়া ছিল উহাতে সর্বসাধারণকে দাওয়াত করেন। (কাশফ)

রাছূলুল্লাহ (দ:) এর নিজের বিবাহে আবু ছাইদ আনছারী (রা:) কে খাওয়া দাওয়া ওপাক-সাকের ব্যবস্থার জন্য দাওয়াত করিয়াছিলেন। (কাশফ)

আম্মাজান ফাতেমা (রা:) বিবাহে রাছূলুল্লাহ (দ:) উম্মে আয়মানকে তাহার সঙ্গে তাহার যাবতীয় কাজ-কর্মে সহায়তার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। (ঐ)

www.pathagar.com

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন " তোমাদের মধ্যে কাউকে যদি অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় তবে দাওয়াত গ্রহন কর এবং খাও আর যদি রোজাদার থাক তবে (ঐ বাড়ীতে গিয়া)তাহাদের জন্য দোয়া কর। এবং ইহা বলিওনা যে আমি খাইব না।

রাছূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন " তোমাকে যদি দুই ব্যক্তি দাওয়াত করে তবে যে ব্যক্তির ঘর তোমার বাড়ীর নিকট তাহার দাওয়াত গ্রহণ কর। (কাশফ)

বরের ঘরে অলীমার দাওয়াত খাইতে গিয়া বারাকাল্লাহু লাকা বারাকাল্লাহু আলাইকা ওয়া জামায়াল্লাহু বায়নাকুমা ফি খাইরীন। বলা মুস্ত াহাব (এহয়া)

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাঃ) মতে অলীমার দাওয়াত বিবাহকে প্রকাশ করিয়া থাকে। (হুজ্জাতুল্লাহ)

বর্ত্তমানে যে কোন রকম দাওয়াতই যথা সম্ভব না খাওয়াই উত্তম কেননা কবীরা গোনাহ করে না এরূপ মানুষ খুবই কম। এছাড়া হালাল হারামের বিচার করনেওয়ালা পাওয়া যায় না। যেখানে পাওয়া যায় সেখানে দাওয়াত খাইলে যাহার বাড়ীতে দাওয়াত কবুল করা হইল না, সে রাগিয়া খানেওয়ালার সমূহ ক্ষতি করিতে পারে। তাই যথা সম্ভব নিরপেক্ষ ও নিরব জীবন যাপন করাই উত্তম। আর যদি এরূপ অবস্থা হয় যে দাওয়াত না খাইলে নিজের জান, মাল ও ইযযতের ভয় সেখানে দাওয়াত খাওয়া যায়েজ আছে অবশ্য ভাল নয়। এ অবস্থায় সেই খানা পরে ভমি করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে।

আলমগীরীতে আছে, কাউকে যদি অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় অথচ সেখানে গিয়া দেখে যে খেলাধূলা ও গান বাদ্য হইতেছে তবে যে গেল সে যদি ইমাম বা গন্যমান্য ব্যাক্তি হইয়া থাকে তবে তাহাদিগকে উহা হইতে মানা করিবে আর মানা করার শক্তি না থাকিলে দাওয়াত না খাইয়াই চলিয়া আসিবে। যদি সে ইমাম নয় বা গন্য মান্য ব্যক্তিও নয় তবে তাহার জন্য দাওয়াত খাইয়া আসাতে কোন দোষ নাই অবশ্য খাওয়ার মজলিছেই যদি ঐ সব কাজ হয় তবে তাহার খাওয়া উচিৎ নয়। বরং না খাইয়াই চলিয়া আসিবে। যদি সে তাহাদেরকে মানা করিতে পারে তবে মানা করিবে, না পারিলে চুপ করিয়া থাকিবে। উল্লিখিত অবস্থা দাওয়াতে হাজির হইবার পরে হইলে এই ব্যবস্থা। আর যদি দাওয়াতে যাইবার পুর্বে জানা থাকে তবে সেখানে যাইতে নাই। কারণ এ অবস্থায় তাহার উপর দাওয়াত খাওয়া জরুরী হইবে না।

www.pathagar.com

কোন মানুষ যদি কোন নেক মানুষকে দাওয়াত করে অথচ সেই মজলিছে ফাছেক্ব মানুষের সমাবেশই বেশী হয় বলিয়া জানে তবে সেই নেক মানুষটি যদি মনে করে যে সেই মজলিসে গেলে সে তাহাদেরকে ফাছেক্বী ও শরীঅত বিরোধী কাজ হইতে মানা করিতে পারিবে তবে সে সেই দাওয়াতে যাইয়া তাহাদেরকে ফাছেক্বী হইতে মানা করিবে। আর যদি নেক মানুষটি তাহা মানা করিতে পারিবে না বলিয়া বিশ্বাস করে তবে তাহার জন্য ঐ দাওয়াতে যাওয়া ও খাওয়াতে কোন গোনাহ নাই। অবশ্য সে তাহাদিগকে গোনাহর কাজ হইতে মানা করিতে চেষ্টা করিবে।

অলীমার দাওয়াত ছুন্নাত এবং উহাতে বড় রকম ছওয়াব হাছেল হয় উহার অর্থ এই যে বর যখন তাহার স্ত্রীকে ঘরে আনে তখন তাহার পরশী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের জন্য হালাল প্রাণী যবেহ করিয়া তাহাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করা ছুন্নাত্। দাওয়াত দেওয়া হইলে দাওয়াতে হাজির হওয়া উচিৎ। যাহাকে দাওয়াত দেওয়া হইল সে যদি হাজির না হয় তবে গোনহগার হইবে। অবশ্য অন্যকে পাঠাইতে পারে।

অলীমার দাওয়াত প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন দুরুস্ত আছে, তারপর অলীমা ও উরুছ (বিবাহের) এর দাওয়াত আর ছুন্নত হিসাবে থাকেনা বরং সাধারণ নিয়ত হইয়া যায়। (আলমগীরী, ৪র্থ খন্ড ১০৬ পৃঃ)

যিয়াফত ও বিবাহ মজলিছে মিষ্টি ও দেরহাম (পয়সা) ছিটাইয়া দেওয়া জায়েয আছে।

ফক্বীহ আবু লাইছ (রাঃ) বলেন-

তোমাকে যদি অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় আর দাওয়াত দাতার মধ্যে যদি কোন শরীঅত বিরোধী আমল না থাকিয়া থাকে এবং তাহার আমল হারাম না থাকিয়া থাকে তবে তাহার দাওয়াত ক্ববূল করাতে কোন দোষ নাই। অবশ্য মাল হারাম থাকিলে দাওয়াত কবূল করিওনা। (বুস্তানুল আরেফীন)

ক্বাযীখানে আছে-

বিবাহ সাদিও অলীমার খাদ্যের দাওয়াত তিন দিন পর্য্যন্ত দিতে পারিবে। বিবাহের দিন তার পরের দিনও তার পরের দিন চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত রাখা ছুন্নাতের খেলাপ।

রাছূল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমাদেরকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হইলে সেই দাওয়াত ক্ববূল কর আর যদি রোজাদার থাক তবে

www.pathagar.com

তাহার বাড়ীতে নামাজ পড়। (নফল রোজা ভাঙ্গিয়া পরে আদায় করাও জায়েয আছে)

আর যদি একই সময়ে দুইটি অলীমার দাওয়াত আসে তবে যে প্রথম দিল তাহার দাওয়াত গ্রহণ কর আর না হয় যে দাওয়াতকারী তোমার বেশী পরশী তাহার দাওয়াত ক্কবূল কর। (বুলুগুল মুরাম)

স্ত্রীর সংখ্যা

ইছলামের দৃষ্টিতে একজন স্বাধীন পুরুষ একজন যুবতীকে বিবাহ করিতে পারে এবং দরকার হইলে শর্ত সাপেক্ষে চারজনকে এক সঙ্গে বিবাহ করিতে পারে। অবশ্য খোরপোষ ও অন্যান্য বিষয়ে সবাইকে সমান ভাবে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। আল্লাহতায়ালা বলেন, "যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, এতিম স্ত্রীদিগের বিচার করিতে পারিবেনা তবে তাহা ভিন্ন অন্য মেয়েদিগের মধ্য হইতে তোমাদিগের যাহা ভাল বোধ হয় তবে দুই,তিন বা চারজন বিবাহ কর। অনন্তর যদি তোমরা ভয় কর যে ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবেনা, তবে একটি স্ত্রী মাত্র।" (আল ক্বোরআন)

ক্বাইছ (রা:) যখন মুছলমান হন তখন তাহার আটজন স্ত্রী ছিল। এই কথা রাছুলুল্লাহ (দ:) কে জানাইলে তিনি বলিলেন "উহাদের মধ্যে চারজন গ্রহণ কর।"

রাছুলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন, "কাহারও যদি একাধিক স্ত্রী থাকে এবং সবার সঙ্গে বিচার মত ব্যবহার না করে এবং একজনের প্রতি বেশী আদর দেখায় তবে সেই ব্যক্তি এইভাবে হাশর হইবে যে তাহার একদিক ঝুকিয়া থাকিবে।"

উল্লিখিত ক্বোরআনে কারীমের আয়াত ও হাদীছ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে একাধিক স্ত্রী থাকিলে তাহাদের সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করিতে হইবে। কাপড়-চোপড়, খাওয়া-পড়া, রাত্রে থাকা, আলাদা ঘর ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে যদি সমানে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে তবে এইরূপ ব্যক্তির জন্য একাধিক বিবাহ করা জায়েয আছে।

এখন চিন্তার বিষয় যে, বর্তমানে এক স্ত্রীকেই তাহার ন্যায্য পাওনা দিয়া রাখা যেখানে কঠিন সেখানে ইছলাম কিভাবে একাধিক স্ত্রীকে রাখা আইন সম্মত মনে করিতে পারে?

উত্তর ঃ না বুঝিয়া অন্ধের মতো ইছলামের বিধানের উপর কথা-বার্তা বলা বোকামী ও কুফরী। বর্তমানে নানা বিষয়ের দিকেই শুধু লক্ষ্য

www.pathagar.com

করিয়া বিশ্ব মানবের কল্যাণ হইতে পারেনা। বিশ্ব-মানবের কল্যাণের জন্য এবং সকল যোগের উপযোগী আইন কানুনের চাহিদা মিটাইবার জন্য শুধু এক সময় বা এক স্থানের মানুষের দিকে লক্ষ্য করিয়া কোন জীবন পদ্ধতি (Code of life) হইতে পারে না। কেননা সবার স্বাস্থ্য সমান হয় না কাহার ও রতি শক্তি বেশী কাহারও কম হয়। সেই হিসাবে যে বেশী কামুক তাহার জন্য চার স্ত্রী যথেষ্ঠ হইতে পারে, যেমন প্রথম বিবাহ করার পর গর্ভবতী হইলে তাহার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করিয়া তিন মাসের গর্ভের সময় হইতে তাহার সঙ্গে বেশী মাত্রায় সহবাস করা উচিৎ নয়। তাই স্বামীর উত্তেজনা মাত্রা অনুযায়ী প্রশমিত না হওয়ায় তাহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যাহা নিষেধ উহা হইতে বাঁচিবার জন্য তাহাকে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী যখন তিন মাসের গর্ভবতী হয় তখন ও স্বামীর প্রথম স্ত্রীর বেলায় যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাই এবারও হইল। তাই তাহাকে তৃতীয় স্ত্রী গ্রহন করিতে হয়। তৃতীয় স্ত্রী যখন তিন মাসের গর্ভবতী হইল তখন স্বামীর পূর্বের অবস্থার কারনে চতুর্থ বিবাহের দরকার হয়। এই স্ত্রীও যখন তিন মাসের গর্ভবতী হইবে তখন তাহার প্রথম স্ত্রী সন্তান প্রসব করিয়া পাক হইয়া পড়িবে। তাই স্বামী প্রথম স্ত্রীর সহিত বিনা দ্বিধায় মনমত মিলিতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যবান স্বামীর কোন অসুবিধায় পরিতে হইবে না। আর এক স্ত্রী থাকিলে নেক স্বামীর জন্য কষ্ট হইবে আর ফাসেক স্বামীর জন্য গোনাহ করার সম্ভাবনা বাড়িবে। যে নিয়ম বর্ণনা করিলাম এই নিয়ম যে, সকল স্ত্রীর বেলায়ই পাওয়া যাইবে তা নয় বরং একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। তাই যাহার আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ আছে তাহার জন্য চার স্ত্রী গ্রহণ করাতে কোন অসুবিধা নাই বরং এরূপ ব্যক্তির জন্য যদি এই ব্যবস্থা না করা হয় তবে তাহার স্বাধীনতায় হাত বাড়ান হইবে। এ ছাড়া বর্তমানে মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ইহাই উত্তম সমাধান। ইছলাম বিচারের শর্তে একাধিক স্ত্রী গ্রহন করার অনুমতি দিয়াছে। কেহ যদি প্রশ্ন করে যে পুরুষ যদি এত বলিষ্ট হয় তবে সে কয়েকজন স্ত্রী গ্রহনকরিতে পারে। মেয়ে যদি তদ্রূপ হয় তবে কেন কয়েকজন স্বামী গ্রহন করিতে পারিবেনা ? উত্তরে বলা যায় যে মেয়ে কামউত্তেজনা সকল সময়ই সমান থাকেনা বিশেষ করিয়া ঋতুর সময়, সন্তান প্রসবের পর। এ ছাড়া তাহাদেরকে সুসন্তান প্রসব করিতে হয়। সুসন্তান প্রসব করিতে হইলে এক স্বামী ছাড়া সম্ভব নয়। যে মেয়ে কয়েক পুরুষের সঙ্গে মিলে প্রধানতঃ যে কারনেই হোক তাহার সন্তান হয় না বা বন্ধা হইয়া যায় রুগ্ন সন্তান পয়দা হয়। তাই মেয়ের বেলায় একাধিক স্বামী

www.pathagar.com

গ্রহন করার কথাটা মানবতার বাহিরের কথা। তাই ইছলাম ইহাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেনা। কারণ ইছলাম মানব জাতির কল্যাণের ধর্ম।

ইতিহাস সাক্ষ্য যে অনেক সময় মানুষ বাড়ানোর দরকার হইয়াছে। তাই একাধিক বিবাহ করার প্রয়োজন ছিল ভবিষ্যতে যে তাহা হইবে না ইহা বলা যায় না।

কারণ নানা আকস্মিক দুর্ঘটনা বা যুদ্ধের কারণে লক্ষ্য লক্ষ্য, কোটি, কোটি মানুষ কয়েক সেকেন্ডে মৃত্যু বরণ করিতেছে ও করিবার সম্ভাবনা রাখে। তখন পুনরায় বেশী মানুষের দরকার হইবে।

তাই ইছলামের বিধান প্রয়োজনের সময় একাধিক স্ত্রীকে ন্যায় সঙ্গত মনে করিয়াছে আবার প্রয়োজন না হইলে উহা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়াছে। ইহাই হইল সত্যমতবাদ যাহা সকল চিন্তাশীলদের নিকটই গ্রহণ যোগ্য।

আবুল হাসানাত সাহেব একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে অনেক কিছুই একতরফা ভাবে লিখিয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার কলম হইতে নবী রাছুলগণ রেহাই পান নি। তিনি বলেন, "হজরত মুছা, ইব্রাহীম, দাউদ, ছুলেমান প্রভৃতি নবী ও বাদশাহের বহু পত্নী ছিল। (যৌন বিজ্ঞান ১ খন্ড ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

ইতিহাস সাক্ষ্য যে রাসুল মুছা (আঃ) নবী শুয়াইব (আঃ) এর এক মেয়েকে সাদি করিয়াছিলেন। নবী ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই স্ত্রী ছিল দুই সংখ্যায় বহু বচনের ব্যবহার এই প্রথম দেখিলাম। রাসুল দাউদ (আঃ) সম্পর্কে আমাদের দেশে যে ৯৯ বিবির কিচ্ছা বিখ্যাত, তাহা ক্বোরআন ও হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত। (কেঃ কোঃ)

সবারই জানা যে পত্নী ও দাসী দুই কথা কিন্তু আবুল হাসানাৎ সাহেব এই সত্যটিকে গোপন রাখিয়া নবী রাছুলকে অযথা দোষারূপ করিয়াছেন। যাহার ফল তিনি ভোগ করিবেন।

একাধিক বিবাহের পক্ষে ডাঃ মুয়াযযাম সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা খুবই যুক্তি সঙ্গত। তিনি বলেন, "উল্লেখিত আয়াত ওহোদ যুদ্ধের পর বিধবা ও ইয়াতিম বালক-বালিকার সমস্যার সমাধানকল্পে নাজিল হয়। কিন্তু ক্বোরআনের আয়াত শাশ্বত ও চিরন্তন এবং সর্বকালে প্রযোজ্য। এখনও এতিম ছেলে-মেয়ে বা বিধবা রমনীর প্রতি সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ের প্রয়োজন হ'তে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে এবং উদ্বাস্তু সমস্যা জর্জরিত পাক-ভারতে ও বাংলাদেশে বহু বিধবা ও

www.pathagar.com

এতিম সমাজের গলগ্রহ হয়ে রয়েছে। এদেরকে পূনর্বাসন করার অন্যতম সুষ্ঠু উপায় বহু বিবাহ জায়েজ রাখা। কিন্তু ব্যভিচার জর্জরিত পাশ্চাত্য সভ্যতা তা সহ্য করবে না; কারণ তারা ইছলামের কঠিন শর্তসহ চার বিবাহ করবে না বরং এক বিয়ের আড়ালে অসংখ্য রমনীকে ভোগ করবে।" পাশ্চত্য দেশে ব্যভিচারের জন্য ব্যবহৃত রমনীদের বিগত যৌবন অবস্থায় রক্ষণা-বেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই তেমনি আমাদের দেশেও নাই।

পাশ্চাত্য ব্যভিচার থেকে লক্ষগুণে ভাল। যুদ্ধ বিগ্রহের পর বিধবাদের যৌন সমস্যা সমাধানের ইহাই একমাত্র সুষ্ঠু ব্যবস্থা। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াও কাল মেয়ে, গরীব বাপের মেয়ে, অশিক্ষিতা, কুরূপা মেয়ে ইত্যাদিও অনেক সমস্যা হয়ে দাড়ায়। একটি মাত্র বিয়ে করতে বাধ্য হলে কেউ এদেরকে বিয়ে করতে রাযী হবে না; কিন্তু সুবিচারের শর্তে ইছলামী বহু বিবাহ চালু থাকলে এ সব মেয়েও সমাজে সম্মান ও অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। নতুবা সমাজে পতিতাবৃত্তি ব্যভিচার নাইট ক্লাব ও তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করার এই ফল যে কোন আধুনিক সমাজেই স্পষ্ট দেখা যায়। (ক্বোরআনে বিজ্ঞান ১২১ পৃ)

"বহু বিবাহে যাহারা নারাজ তাহাদের এই দিকে লক্ষ করার দরকার, যে সমস্ত দেশে মেয়ের সংখ্যা বেশী সেই সব দেশে বহু বিবাহ আইনতঃ না হইলে সেই দেশে বেশ্যাবৃত্তি বাড়াটা স্বাভাবিক। যে দেশে বেশ্যাবৃত্তি বেশী আছে সেই দেশে যৌন রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। যেমন ১৯৪১ সনে আমেরিকায় যৌন রোগীর সংখ্যা দাড়ায় এক কোটি, লন্ডনের ৭৫ পারসেন্ট রোগী, কুপেনহেগেনের ২০ থেকে ৩০ বৎসর বয়স্করা সবাই যৌন রোগে আক্রান্ত হয়। পল বুরানের মতে সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৩ কোটি মানুষ সিফিলিসে ভোগে। ৩০ পারসেন্ট সন্তান সিফিলিসের কারণে জন্মের পর মারা যায়। ৫০ পারসেন্ট অন্ধ জন্ম গ্রহণ করে। ৫০ পারসেন্ট রমণী বন্ধা হয়। সুস্থ হওয়ার জন্য মানুষ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের উপর হামলা চালায় (Vide. Sexin Relation to Socity P. 337.) Rising Islam P.121) ডাঃ আন বলেন, "আমরা যখন হাজার হাজার দুঃখী মেয়েদেরকে পাশ্চাত্য দেশের শহরের অলিতে গলিতে রাত্রের বেলায় কাঁদিতে দেখি তখন নিশ্চয় আমরা অনুভব করি যে পাশ্চাত্যগণের ইহা উচিত নয় যে ইছলামকে উহার বহু বিবাহেরে জন্য নিন্দা করা। একজন স্ত্রীলোকের জন্য ইহাই উত্তম যে মুছলমানী বহু বিবাহ মতে একজন পুরুষের তত্বাবধানে তাহার বাহুতে বৈধসন্তান ধারণ করিয়া বসবাস করা, যাহাতে সম্মানও আছে, উহা অবৈধ সন্তান কাকে নিয়া আশ্রয় হীন অবস্থায় রাতের পর রাত কাটানোর চেয়ে

www.pathagar.com

বহুগুণে উত্তম যাহাতে সবাইকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। (Risinng Islam P. 123)

জার্মানী ডকটর জাওয়াকীম দি ইউলফ ইছলামের বহু বিবাহ প্রথা জাতির সংখ্যা কম হইতে বাচাঁনোর এবং জাতিকে সংখ্যায় উন্নত রাখার জন্য একটা বেনজীর আইন যাহাকে আমাদের অনন্তরের অন্তঃস্থল দিয়া সম্মান করা উচিত। যাহার যথা সময়ে প্রয়োগের ফলে জাতির মধ্যে প্রজনন, জাতীয় দুরারোগ্য প্রসার লাভ করা হইতে বাঁচা যায়। (হক্কানিয়াতে ইছলাম)

বর্তমানে মুছলমানদের উপর সকল প্রকার কাফেরগণ জুট হইয়া বিশেষ করিয়া এজুজ ও মাজুজের পূর্ব পুরুষগণ জঘন্য আক্রুশ মূলক হামলা চালাইতেছে। অতিথেও চালাইয়াছে। যুদ্ধে বেশির ভাগ পুরুষ, মুছলিম মুজাহিদদিগকে শহীদ করিতেছে। তন্মধ্যে মিন্ধানাও, তিমুর, কাশমীর, আফগানিস্তান, সিংকিয়াং, চেচনিয়া, কুসুবো, বসনিয়া, ইরাক, ইরত্রিয়া ও লেবাননের হাজার হাজার মুছলমানগণকে শহীদ করা হইয়াছে ও হইতেছে। যাহার ফলে হাজার হাজার মুছলিম যুবতী ও বিধবাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছে। তাই তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য ও মুছলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য চার বিবি এক সঙ্গে রাখার আইনটি খুবই ন্যায় সঙ্গত ভাবে ইছলাম সমর্থন করে।

বিবাহ হওয়ার তদবীর

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "কাহারও যদি আল্লাহতায়ালার নিকট নিকট কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন বা কোন জরুরত থাকে তবে ভাল করিয়া অজু করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িবে। ছালাম ফিরাইয়া আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করতঃ তাহার রাছুলের উপর দরুদ পাঠ করিয়া এই দোয়া পাঠ করিবে। (হেছন) (বিবাহ বা অন্য যে কোন দরকারে)

উচ্চারণঃ- লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম। ছুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আছ আলুকা মুজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযাইমা মাগফিরাতিকা ওয়া ইছমাতাম মিন কুল্লি যানবীন। ওয়াল গানীমাতা মিনকুল্লি বিররিন ওয়াচ্ছালামাতা মিন কুল্লি ইছমিন। লা তাদা লীযান বান ইল্লা গাফ্‌ফরতাহু ওয়ালা হাম্মানইল্লা ফার্‌রাজতাহু ওয়ালা হাজাতান হীয়ালাকা রেজান ইল্লা ক্বাযাইতাহা ইয়া আরহামাররাহিমীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ আলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বিমুহাব্বাতি নাবিইকা মোহাম্মাদিন নাবিইররাহমাতি ইলা রাব্বী ফীহাজাতী হাযিহি (বিবাহ বা যে কোন দরকারের নাম বলিবে) লিতাক্বযীয়া লী আল্লাহুম্মা ফা শাফে্‌ফয় হু ফিয়্যা।

www.pathagar.com

অর্থঃ- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, তিনি মহা সহিষ্ণু ও দয়ালু। তিনি পবিত্র বড় আরশের মালিক। সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত আলামের প্রতিপালকের জন্য, আমি আপনার রহমতের, মাগফেরাতের ও প্রত্যোক গোনাহ হইতে বাঁচিবার ও নেক কাজ করিবার প্রার্থনা করিতেছি। আমার সকল গোনাহ আপনি মাফ করিয়া দিন। যে কোন চিন্তা দূর করিয়া দিন। আর আমার এরূপ দরকার যাহাতে আপনি রাযী তাহা পূরণ করিয়া দিন, হে সবচেয়ে রহমতকারী। হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট আপনার নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর মহব্বতের ও এত্তেবার অছিলায় প্রার্থনা করিতেছি ও আপনার দিকে ফিরিতেছি। আমার অমুক দরকার আপনি পূর্ণ করিয়া দিন (দরকারের নাম বলিবে) ইয়া আল্লাহ আপনি আমার বিবাহের হাজত পূরণ করিয়া দিন।

২। নিম্ন লিখিত আয়াত সমূহ যে কোন চন্দ্র মাসের ১৫ তারিখে গোলাব যাফরান দ্বারা হরিণের চামড়ায় লিখিয়া একটি নলী (নলের) মধ্যে রাখিয়া নূতন মৌচাকের মোম দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করিয়া উহাকে চামড়ায় সিলাইয়া যাহার বিবাহ হয় না তাহার ডান হাতে (স্ত্রীলোক হউক বা পুরুষ হউক) বাধিয়া রাখিলে যাহা কিছু আল্লাহর নিকট চাইবে তাহাই ইনশাআল্লাহ্ পূর্ণ হইবে এবং শীঘ্র বিবাহ হইবে। এবং শিশুর গলায় বাধিয়া দিলে বালা মছীবত হইতে বাঁচিবে। (আমালে ক্বোরআনী)

আয়াত সমূহঃ বাকারার প্রথম হইতে মুফলেহুন পর্যন্ত, আলি ইমরান এর প্রথম হইতে ফোরক্বান পর্যন্ত, আলিফ, লাম, মিম, সোয়াদ হইতে মোনেনীন পর্যন্ত, আলিফ, লাম, মিম, তিলকা হইতে লা ইউমিনুন পর্যন্ত, ক্বাফ, হা, ইয়া, আইন, সোয়াদ হইতে যাকারিয়া পর্যন্ত, ওয়া, হা হইতে লিতাশকা পর্যন্ত, তোয়া, সিন, মিম হইতে মোবিন পর্যন্ত, তোয়া, সীন, হইতে মোবিন পর্যন্ত, ইয়া, সীন হইতে হাকীম পর্যন্ত, সোয়াদ হইতে সেক্বাক্ব পর্যন্ত, হা, মিম, তানযিল হইতে মাসির পর্যন্ত, হা, মিম, আইন, সীন, ক্বাফ হইতে হাকীম পর্যন্ত, ক্বাফ হইতে মাজীদ পর্যন্ত এবং নূন অলক্বালামে অমাইয়াসতোরন। (একজন আলেম দ্বারা লিখাইয়া নিবে।)

৩। যে ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব লইয়া যাইবে তাহার বাজুতে নিম্ন লিখিত আয়াত কাগজে লিখিয়া বাঁধিয়া দিলে ইনশাহল্লাহ্ বিবাহের প্রস্তাব মঞ্জুর হইবে। (আমালে ক্বোরআনী)

ক্বুল ইন্নাল ফাদলা বে ইয়া দিল্লাহ ইউতিহি মাইয়াশায়ু ওয়াল্লাহু ওয়াসিয়ুন আলীম ইয়াখতাচ্ছু বেরাহ্ মাতিহী মাইয়াশায়ু ওল্লাহু যুল ফাদলীল আজীম।

www.pathagar.com

৪। ছুরায়ে তোয়াহা লিখিয়া উহাকে রেশমের কাপড়ে মুড়িয়া সঙ্গে রাখিলে বিবাহের প্রস্তাব ক্ববুল হইবে। (আমালে ক্বোরআনী)

৫। নিম্নলিখিত আয়াত লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে যাহার বিবাহ হয় না তাহার বিবাহ হইয়া যাইবে। (আমালে ক্বোরানী)

লা তামুদ্দান্না আইনাইকা হইতে তাকওয়া পর্যন্ত

৬। ছুরায়ে আহযাব (পূর্ণ) কাগজে বা হরিণের চামড়ায় লিখিয়া একটি ডিব্বায় বন্ধ করিয়া রাখিলে বিবাহের প্রস্তাব অধিক পরিমানে আসিবে। (আমালে ক্বোরানী)

৭। যাহার বিবাহ হয় না সে ফজরের নামাজের পর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিয়া আল্লাহর "ইয়া ফাত্বাহু" নামটি ৪০ বার করিয়া ৪০ দিন যিকির করিলে ৪০ দিনের মধ্যে ইন্‌শা আল্লাহ বিবাহের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। (নিয়ামূল ফোরকান)

৮। ওযুর পর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া একশতবার ইয়ালাতীফু যিকির করিলে বিবাহের সুব্যবস্থা হয়। (নিয়ামুল ফোরকান)

৯। অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে প্রত্যেহ ৪০ বার করিয়া ছুরায়ে নেছা তেলাওয়াত করিলে ইন্‌শা আল্লাহ তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইবে। (নিয়ামূল ফোরকান)

১০। ছুরায়ে তাহা লিখিয়া পানির দ্বারা ধৌত করিয়া সেই পানির দ্বারা যাহার বিবাহ হয় না তাহাকে গোসল করাইলে শীঘ্র বিবাহ হইবে। (আমালে ক্বোরআনী)

এই ছুরা লিখিয়া সবুজ বর্ণের রেশমী কাপড়ে জড়াইয়া রাখিয়া বিবাহের পয়গাম দিলে সাফল্য মন্ডিত হইবে। (আমালে ক্বোরআনী)

২ নং তদবীর হইতে ১০ নং তদবীর জরুরী মনে না করিয়া আম ল করিতে পারিবে।

বিবাহের এস্তেখারা

ইছলামের দৃষ্টিতে যাহা কিছু চাহিতে হয় তাহা আল্লাহতায়ালার নিকটই চাহিতে হয়। তাই রাছুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে তাহাদের যে কোন জায়েজ কাজ আরম্ভ করার পূর্বে সেই কাজটি তাহার জন্য মঙ্গলের না অমঙ্গলের তাহা জানিয়া শুনিয়া আরম্ভ করার জন্য তাহাদেরকে এস্তেখারা করিয়া লওয়ার তাগিদ করিয়াছেন এবং যে ভাবে ক্বোরআনের ছূরা শিখাইতেন সেই ভাবে উহার তালীম দিতেন। (বুখারী)

www.pathagar.com

এস্তেখারা শব্দের অর্থ আল্লাহর নিকট কোন কিছুর ভাল মন্দ সম্পর্কে প্রার্থনা করিয়া উহা জানা। এক এক প্রকার উদ্দেশ্যের জন্য এক এক প্রকার এস্তেখারার দোয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণিত আছে। এশার পর এস্তেখারার নামাজ ও দোয়া পাঠ করিয়া শুইয়া স্বপ্নে যে কাজের জন্য এস্তেখারা করিবে সেই কাজে তাহার ভাল মন্দ স্বপ্নে দেখিতে পাইবে বা তাহার মনের গতি একদিকে বেশী বুঝিবে। এইরূপে কম পক্ষে তিন দিন ও বেশী করিলে ৪০ দিন করিবে। তারপর তাহার কাজ আরম্ভ করিবে এবং বলিবে আল্লাহুম্মাখিরলি ওয়াখতারলি। অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ এই ভাল কাজটি আপনি পছন্দ করিলে আমাকে উহা করার তাওফিক দিন ও কবুল করুন।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কেহ যদি বিবাহ করিতে চায় তবে যে বিবাহের প্রস্তাব করিতে চায় সেই বিবাহের কথা মনে করিয়া ভাল ভাবে অজু করিবে তারপর কমপক্ষে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করতঃ এই দোয়া পাঠ করিবেঃ-

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু ওয়া তালামু ওয়ালা আলামু ওয়া আন্তা আল্লামুল গুয়ুব। ফা ইন রাআইতা ফী (অমুক মেয়ের বিবাহ) খাইরান লী ফীদীনী ওয়া দুনয়ায়া ওয়া আখেরাতী ফাক্বদিরহালী। বা ফাকদ্দীরহু লী।

১। আমার জন্য ভাল কাজটি পছন্দ করলে আমার বিবাহের তাওফিক দিন ও করুনা।

অর্থঃ- ইয়া আল্লাহ নিশ্চয় আপনি সবকিছু পারেন আমি পারিনা, আপনি সব কিছু জানেন আমি জানিনা, আর আপনি অলক্ষের সব কিছু জানেন। অমুক (মেয়ের নাম বলিবে) যুবতীর সহিত বা যুবকের সহিত বিবাহে যদি আমার দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল থাকিয়া থাকে তবে তাহাকে আমার জন্য নির্দিষ্ট করুন।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন- "আদম সন্তানের ভাগ্যের কথা এই যে, আল্লাহর নিকট এস্তেখারা করা, আর মন্দের কথা হইল আল্লাহর নিকট এস্তোখারা না করা। (হেছনে হাছীন ২০ পৃঃ)

বিবাহের প্রস্তাব

আল্লাহতায়ালার নিয়ম মোয়াফিক পৃথিবীর যে কোন জিনিষ একে অন্যের সাহায্য না নিয়া থাকিতে পারে না। তাই একে অপরের নিকট যে কোন বিষয়ে প্রস্তাব করিতে বাধ্য হয়। আর প্রস্তাবের আদব ক্বায়দা দেখিয়াঅনেক সময় প্রস্তাব গৃহীতও হয়। বিবাহ যেহেতু দুনিয়া ও

www.pathagar.com

আখেরাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই আল্লাহতায়ালা রাছুলে মাক্বুল (দঃ) কে বিবাহের প্রস্তাবের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়াছেন। এবং আলেমগণ শরীয়তের অন্যান্য দরকারী বিষয়গুলির ন্যায় বিবাহ সংক্রান্ত হাদীছ সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বর বা কনে উভয়ে নিজে বা তাহাদের পক্ষ হইতে একপক্ষ অপর পক্ষের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারিবে। হাদীছে বর ও কনে উভয়ের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাই উভয় প্রকার প্রস্তাবই ছুন্নাত মোতাবেক। প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে বর বা বনের পক্ষ কিভাবে প্রস্তাব করিবে তাহা এইঃ-

নববী (রাঃ) আল আযকার নামক কিতাবে লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিবে, প্রস্তাবের পূর্বে নিম্ন লিখিত দোয়া পড়িয়া বলিবে যে, "আমি তোমাদের অমুক যুবতী মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব নিয়া আসিয়াছি তাহার পিতার নাম অমুক" এই ভাবে প্রস্তাব করা মুস্তাহাব। দোয়াটি এই-

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহে ওয়াচ্ছানাউ আলাল্লাহে ওয়াচ্ছালাতু আলা রাছুলিল্লাহে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছালাম আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু ওয়াআশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাছুলুহু ।

অর্থঃ-"সমস্ত প্রশংসা ও ছানা আল্লাহ তায়ালার জন্য আর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর দরুদ। আমি সাক্ষীদিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আরও সাক্ষীদিতেছি যে, মোহাম্মাদ আল্লাহর রাছুল ও বান্দা।"

রাছুল মাক্বুল (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে কোন কথা বা কাজ আলহামদু লিল্লাহ বা বিছমিল্লাহ না বলিয়া আরম্ভ করা হয়, উহা কুষ্ঠ রোগীর ন্যায় বা কাটা" অর্থাৎ বরকত শূণ্য।

তিনি বলিয়াছেন ঃ- "যে খুৎবা (বক্তৃতা) বা যে খিৎবায় (বিবাহের প্রস্তাবে) কলেমায়ে শাহাদাত নাই উহা কুষ্ঠরোগীর হাতের ন্যায় এখন চিন্তা করুন বিবাহের প্রস্তাবের গুরুত্ব কতটুকু। প্রস্তাবকারীর প্রস্তাবের উপর বিবাহের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। যে বিবাহের প্রস্তাব শরীয়ত মোতাবেক্ব হয় না সেই বিবাহে বরকত কম হয়। তাহা হইলে কি করিয়া সেই সব বিবাহের দ্বারা ভালো সন্তানের আশা করা যাইতে পারে? ঘাদীছ অনুযায়ী সেই সব বিবাহের সন্তানাদী স্বভাবত শরীয়ত মোতাবেক্ হওয়ার আশা কম। প্রস্তাব দেওয়ার সময় আরেকটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যে কনের জন্য

www.pathagar.com

বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হইতেছে সেই কনের জন্য অন্য কোন জায়গা হইতে প্রস্তাব আসিয়াছে কি না? কেননা রাছুলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, "কাহারও বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেওয়া যাইবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত যাহারা প্রস্তাব দিয়াছে তাহাদের সঙ্গে কথা শেষ না হয়।" (মেশকাত)

মোট্ কথা প্রস্তাবের উপর যেহেতু ভবিষ্যত বৈবাহিক জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভ‍র করে তাই সব কিছু পূর্বেই জানিয়া শুনিয়াই বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া চাই।

ভাল পাত্রের নিকট নিজ মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া

বুখারী শরীফে আছে খালীফা ওমর (রাঃ) এর মেয়ে হাফছা (রাঃ) এর স্বামী মারা গেলে, তিনি উসমানের নিকট তাহার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দেন। উত্তরে তিনি বলিলেন "একটু চিন্তা করিয়া লই।" এই ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে উসমান (রা:) বলিলেন, "আমি এখন বিবাহ করিবনা বলিয়া মনে করিয়াছি।" তারপর সাহাবী আবুবকর (রাঃ) এর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে আবুবকর (রা:) কোন উত্তর দেন নাই। কারন তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে রাছুলুল্লাহ (দ:) হাফছা (রা:) কে বিবাহ করার ইচ্ছা রাখেন।

(বর্ণিত আছে যে, তিনি আরও অন্যান্য কয়েকজন আযওয়াজে মুতাহ্যারাতকেও আল্লাহ তায়ালার হুকুমে নিজ ইচ্ছায় বিবাহের প্রস্তাব দিয়া ও অন্যান্যদের দ্বারা দেওয়াইয়া বিবাহ করিয়াছেন ও নিজের মেয়েদেরকে বিবাহের প্রস্তব দিয়া উছমান (রাঃ) এর নিকট বিবাহ দিয়াছেন।)

তারপর ওমর ফারুক (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট হাফছা (রাঃ) এর বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং তিনি সেই বিবাহের প্রস্তাব ক্ববুল করেন। (নাছায়ী) উল্লিখিত বর্ণনা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে সুপাত্রে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া ছুন্নাত। অবশ্য প্রস্তাব দেওয়ার পর গ্রহনীয় হওয়া প্রস্তাবকারীর কাজ নয়। কারণ গ্রহনীয় হইতেও পারে নাও হইতে পারে। যদি গ্রহণীয় নাও হয় তথাপি প্রস্তাব কারী নেক নিয়তের কারণে ছাওয়াব পাইবে।

মুখ দেখা

কনের মুখ দেখা বা কনেকে দেখা এবং ভাল মন্দ বিচার করার ব্যাপারে আমাদের দেশে বর্ত্তমানে বরের অভিবাবক ও বরের মধ্যে মন কষাকষি হইয়া থাকে। এই মন কষাকষির একমাত্র কারণ শরীঅতে অজ্ঞ

www.pathagar.com

থাকা। পৃথিবীর বুকে যিনি স্বাধীনতার বাণী নিয়া আসিলেন তাহার উম্মতের কেন স্বাধীনতা থাকবেনা। সাহাবী মুগীরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, " আমি একটি বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলাম ইহা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইলেন "তুমি ঐ মেয়েটিকে দেখিয়াছ?" আমি বলিলাম "না" তিনি বলিলেন তুমি ঐ মেয়েটিকে দেখিয়া লও, কারণ দেখিয়া লওয়াটা তোমাদের বন্ধনকে আরও বেশী দৃঢ় করিতে সহায় ও মুনাছিব হইবে।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমরা কেহ যদি কোন মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দাও এবং তাহার ঐ সব গুণাবলী দেখিয়া লইতে সামর্থ হও যে সব গুণাবলী দেখিলে তাহাকে বিবাহ করিতে পার। তবে তাহাকে দেখিয়া লও। (আবু দাউদ) আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন "আমি কখনও রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর লজ্জাস্থান দেখি নাই বা নজর করি নাই তিনি কখনও আমার লজ্জা স্থান দেখেন নাই। (ইবনে মাজা)

আলমগীরীতে আছে, "কেহ যদি কোন মেয়েকে বিবাহ করিতে চায় তবে সে তাহাকে দেখিয়া লওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। যদিও তাহাকে দেখিলে কাম ভাবের সৃষ্টি হয়। আলমগীরীতে আছে

আলমগীরীতে আছে, "আজনবী (অপরিচিতা) মেয়ে লোকের প্রকাশ্য সৌন্দর্য্য স্থানগুলি দেখা জায়েজ আছে উহা হইল, মুখমন্ডল ও হাতদ্বয়। আর যদি দেখিলে কাম ভাব সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয় তবে ইহাও হারাম (বিবাহের উদ্দেশ্য ছাড়া)"। স্বামী নিজেই স্ত্রীকে দেখিয়া বিবাহ করা ছুন্নাত। আর দেখার সময় কাম ভাব উদয় হইলেও তাহাতে কোন পাপ হইবে না। সচরাচর যে সব অঙ্গ খোলা থাকে ঐগুলিই দেখিতে পারিবে। আর ইচ্ছা করিয়া কোন বিশেষ অঙ্গ খুলাইয়া দেখিতে পারিবেনা। কেননা যে মেয়েকে দেখিতে যাইবে সে এখনও তাহার স্ত্রী হয় নাই বরং আনাড়ী মেয়ে। তাই অন্যান্য অনাত্মীয়া যে সব অঙ্গ সমূহ দেখা জায়েজ অর্থাৎ হাত, পা ও মুখ মন্ডল কাম ভাব না হইলে দেখিতে পারিবে আর কাম ভাবের সম্ভাবনা থাকিলে দুরস্ত হইবে না। অবশ্য প্রস্তাবিত স্ত্রীর উল্লিখিত অঙ্গ সমূহ কাম ভাব হইলেও দেখিতে পারিবে। আলমগীরীতে আছে, "অপরিচিতা মেয়ের মুখ দেখার বেলায় মনে কাম ভাবের উদয় না হইলে উহা হারাম হইবে না কিন্তু মাকরুহ হইবে।

ক্বাজী খানে আছে, "চিকিৎসা করার জন্য পুরুষ পুরুষের, মেয়েরা মেয়েদের লজ্জাস্থান দেখিতে পারিবে।

www.pathagar.com

তদ্রুপ ছুন্নাত কামকারী বালেগ লোকের ছুন্নাত কাম করার সময় এবং ধাত্রীগণের সন্তান প্রসব করানোর সময় লজ্জাস্থানের দিকে দেখিতে পারিবে।" (১ম খন্ড ৩৬৫ পৃ:)

এছাড়া মেয়ে ডাক্তার না পাওয়া গেলে জরুরাতান পুরুষ ডাক্তারগণও মেয়ে রোগীর রোগের স্থান দেখিতে ও স্পর্শ করিতে পারিবে।

এখন চিন্তা করুন ছেলের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ভাবি পুত্র বধূ পিতার জন্য আজনবী (পর) মেয়ে তাই পিতার জন্য ভাবি পুত্র বধূকে বিবাহের পূর্বে দেখা (মাকরুহে তাহরীমা) আর তা হইল মনে মনে কাম ভাবের উদয় না হইলে, আর যদি উদয় হয় তবে সম্পূর্ণ হারাম হইবে। এই ভাবে বরের অভিবাবকগণের জন্যও বধূকে বিবাহের পূর্বে কোন রকম (মোহরাম) নিকট আত্মীয়তা না থাকিলে দেখিতে পারিবে না। মোট কথা বর কনেকে দেখিয়া লওয়াই ছুন্নাত। তবে বরের পিতা বা অভিভাবক এইটুকু করিতে পারেন যে কোন বুদ্ধিমতি মেয়ের দ্বারা কনের সর্ব বিষয়ের খোজ খবর নিয়া সব কিছু ঠিক করিয়া বর কর্তৃক কনেকে দেখার উপর পরবর্তী সব কিছু নির্ভর করিয়া বর কনেকে দেখিলে সবদিক দিয়াই ভাল হয়। কারণ যে ছেলের প্রথম বিবাহ তাহার মেয়েলী ব্যাপারে বেশী জ্ঞান থাকেনা। তাই যে কোন মেয়েকে দেখা মাত্রই পছন্দ হইয়া যাইতে পারে। শরীঅত অলীর প্রর্বতন করিয়া সেই সব অসুবিধা কিছুটা লাঘব করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তাই বলিয়া সব কাজই সমান ভাবে নয়।

বর যেমন কনেকে দেখিতে পারে তেমনী কনেও বরকে পছন্দ করিতে পারে। এই ভাবে বরও কনে উভয়ের দেখা দেখির ফলে বিবাহ বন্দন অধিকতর শক্ত হয় এবং পারিবারিক জীবন সুখের হয় । ফলে সন্তানাদির মধ্যেও মিল মহব্বতের ভাব ছোট বেলা থেকে গড়িয়া উঠে। আল্লাহ তায়ালা বলেন কোন মেয়ে যদি তাহাকে নবীর নিকট ছপোর্দ করে আর নবী তাহাকে পছন্দ করে তবে বিবাহ করিতে পারিবে। (আল কোরআন)

এই আয়াতে মেয়ের পুরুষকে পছন্দ করার স্পষ্ট দলীল আছে। আমাদের গ্রাম বাংলায় এই মাছয়ালাটার প্রয়োগ খুব কমই হইতেছে। তাই এই দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বর্ণিত আছে যে একদা দুইজন ছাহাবী একটি মেয়েকে বিবাহ করিতে যান তন্মধ্যে মেয়েলোকটি উহাদের মধ্যে যুবকটিকে পছন্দ করিল এবং বিবাহ বসিল। (মেশকাত)

ছাহাবী জায়িদ (রাঃ) এর সহিত তাহার বিবি মিল না হওয়াহ বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায়। পরে তাহার সেই বিবিকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বিবাহ করেন।

www.pathagar.com

পর্দা

মুছলমান মেয়ে লোক যদি আযাদ বালেগ, বালেগের কাছাকাছী, যুবতী হয় তবে, যাহাদের নিকট বিবাহ বসা স্থায়ী ভাবে হারাম তাহাদের সম্মুখে যাওয়া জায়েয আছে, আর যাহাদের নিকট বিবাহ বসা অস্থায়ী ভাবে নিসিদ্ধ তাহাদের সামনে যাওয়া হারাম। উহাদের বর্ণনা পূর্বে করিয়াছি। পর্দা তিন রকমেরঃ-

১। শুধু মুখ মন্ডল, কুবজা পর্যন্ত হাতদ্বয়, কাহারও মতে গোড়ালি নীচ পর্যন্ত পা দুটি ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখা জরুরী। ইহা একে বারে নিম্ন স্তরের পর্দা। যেসব মেয়েদের উল্লিখিত অঙ্গ গুলি বাহির নাকরিয়া কাজ কাম করা মুস্কিল হয় এবং কাজ নাকরিলে খাওয়া পরার সংস্থান নাহয় তাহাদের জন্য এই প্রকারের পর্দা জায়েয আছে।

২। মুখ মন্ডল হাত দ্বয় ও পা দুটি বুরকা বা অন্য কিছুর দ্বারা ঢাকিয়া রাখা, যাহাতে দূর থেকে একটি মানুষের ছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এরূপ পর্দাকে দ্বিতীয় স্তরের পর্দা বলা হয় যাহা মধ্যবর্তী পর্দা। যে সব মেয়েদের এই ভাবে চলা ফিরা না করিলে অসুবিধায় পড়িতে হয় তাহাদের জন্য এই প্রকারের পর্দা জায়েয আছে।

৩। সমস্ত শরীরকেই কোন দেওয়ার বা পর্দার আড়ালে রাখা যাহাতে আড়ালে মানুষ আছে বলিয়া বুঝা যায় না।

রাছুলুল্লাহ (দ:) নিজ বিবিগণকে এই পর্দায় রাখিতেন। এই জাতীয় পর্দাই হইল সব চেয়ে উত্তম পর্দা। অবশ্য বিপদাপদের সময় এই পর্দাও কিছুটা ভঙ্গ করা জায়েজ আছে।

পর্দা না করার যের হিসাবে রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "চোখের যিনা (ব্যভিচার) হইল দেখা বা লক্ষ্য করা, হাতের যিনা হইল ছোয়া, মুখের যিনা হইল অশ্লীল কথা বলা। ঐ রকমের যিনার সত্যতা বা অসত্যতা লজ্জা স্থানেই প্রমান করে। (মেশকাত) ইহার ব্যাখ্যা পূর্বে করিয়াছি। (অর্থাৎ লজ্জাস্থানই অনুভূতি আসা)।

তাই যে মেয়ে লোক উল্লেখিত তিন রকমের কোন রকম পর্দাই সাধ্যমত পালন না করে. সে সব মেয়ে লোকের সন্তানের উহার মন্দ আছর হইতে পারে। পিতা মাতার উপর কর্তব্য যাহাতে সন্তানাদি লজ্জাবতী হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা। ইহাও বর্ণিত আছে যে কুদৃষ্টি পাতকারী পুরুষ বা রমনী হউক তাহাদের চোখে ক্বিয়ামতের দিন গরম সীসা গলাইয়া দেওয়া হইবে। তাই পুরুষ মেয়ে উভয়কেই পর্য্যায় ক্রমে সংযত থাকা অবশ্য কর্তব্য।

আদর্শ বিবাহ

www.pathagar.com

এক বর্ণনায় আছে যে, মেয়ে লোকে আওয়াজ ও পর্দা, অবশ্য জরুরাতান গলার স্বর বদলাইয়া কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে। এমনকি আবশ্যকের সময় সর্তকতার সহিত ফোনেও উত্তর দিতে পারিবে।

শুধু পর্দার বিষয়ে বাংলায় অনেক বই পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে আমি বেশী লিখা দরকার মনে করিলাম না। পর্দা প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। সুস্থ মস্তিস্কে চিন্তা করিলে উহা যে দরকারী না তাহা কেহই মনে করিতে পারেনা।পর্দা করার সুফল ও পর্দা না করার কুফল সম্মন্ধে নিম্নে কিছু আলোচনা করিলাম।

রাছুলুল্লাহ(দঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের কাহারও যদি কোন মেয়ে লোক দেখিয়া আসক্তি হয় তবে সেই সময়েই তোমার স্ত্রীর সহিত মিলিত হও, তাহা হইলে মনের কুভাব দুর হইয়া যাইবে। আর যে মেয়ের দিকে আসক্তি হইয়াছে তাহার মধ্যে যে সব গুণ (অবয়ব) আছে ঐ সব তোমার স্ত্রীর মধ্যেও আছে। (মুছলেম)

অবশ্য নিয়াত নিজ স্ত্রীরই থাকিতে হইবে আর না হয় গোনাহ হইবে।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "মেয়ে লোক চলা ফেরার সময় শয়তানের ছুরতে আসে ও শয়তানের ছুরতে ফিরিয়া যায়। তোমাদের কেহ যদি কোন মেয়ে লোককে দেখ এবং মনে আসক্তি হয় তবে নিজ স্ত্রীর সহিত মিলিত হও তাহা হইলে মনের কুভাব দুর হইয়া যাইবে।(মোসলেম)

স্ত্রী যদি কোন কাজে ব্যস্ত থাকে তবেও সেই সময়ে কাজ বন্ধ রাখাইয়া তাহার সহিত মিলিত হওয়া দুরস্ত আছে।

উল্লিখিত হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, মেয়ে লোককে যে কোন দিক দিয়া দেখা যায় সেই দিকই পুরুষের জন্য ক্ষতিকর। তাই সৎ পুরুষের উচিৎ তাহাদের দিকে লক্ষ্য না করা। আর সৎ মেয়েলোকের উচিৎ আকর্ষণীয় পোষাক পড়িয়া ঘরের বাহিরে না যাওয়া ও পর পুরুষের দিকে না তাকানো। কারণ মেয়েদেরও পর পুরুষের দিকে তাকানো গুনাহ। (ফাতহুল মুলহেম)

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা

ডাঃ আবদুল কাদির " বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা " নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, " হেরেম প্রথা বা অবরোধ প্রথার উৎপত্তি, বিস্তার ও প্রভাব সম্পর্কে অমুসলমান এমন কি অনেক মুছলমানের মধ্যেও যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান আছে। মেয়েদের মর্যাদা ও শিক্ষা , স্বাস্থের অবনতি শিশু মৃত্যুর অনুপাত বৃদ্ধি প্রভৃতির দায়িত্ব অনেকে বেচারা পর্দার ঘাড়ে চাপাইয়া দেন।

www.pathagar.com

কেহ কেহ ইহার প্রতিষ্টার জন্য আল্লাহর রাছুল , মোহাম্মাদ (দঃ) কে দায়ী করিয়া থাকেন। কাহারও মতে " পর্দা প্রথা ভারতীয় মেয়ে জাতির অবমাননা" (আবুল হাসানাৎ ই, পি, পি, সচিত্র যৌন বিজ্ঞান, ২২৮) কাহারও মতে ইহা বর্বর প্রথা (Mrs. Aruna Asef Ali Statesman, May 29,1946) অনেকেরই ধারণা মেয়েদের প্রতি অবিশ্বাসই ইহার উৎপত্তির মূল।

জনৈক বিদুষী মেয়েলোক লিখিয়াছেন, মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের (মুছলমানদের) বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস ছিলনা। সর্বদাই তাহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। নিজেদের চরিত্রের কলঙ্ক ঢাকা দেবার জন্যই যেন পর্দা বা বুরকা পরার নিয়ম প্রবর্তন করেন।" (শ্রী সীতাদেবী বি, এ পারস্যের নারী, বঙ্গ লক্ষ্মী, চৈত্র ১৩৪৭) অথচ তিনি সুবিধাজনক ভাবে ভুলিয়া যান যে, তাহারই স্বদেশী ও স্বধর্মাবলম্বী চানক্য, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্মের ৯০০ বৎসর পূর্বে ঘোষণা করেন "নদীনাঞ্চ, নখীনাঞ্চ শৃঙ্গী নাম শস্ত্র পানি নাম। বিশ্বাসো নৈব বক্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজ কুলেষু চ" (নদী, নখরধারী, শৃঙ্গধারী জন্তু শসস্ত্র ব্যক্তি, স্ত্রীলোক ও রাজ পুরুষকে বিশ্বাস করিতে নাই।")

মিঃ থিওডোরলেন্ট বলেন, "তিনি (রাছুল মোহাম্মদ) (দঃ) বলিতেন নারী বিশ্বাসের অযোগ্য। তজ্জন্য তিনি অবগুণ্ঠনের প্রতিষ্ঠা করিয়া হ্যারেমে নারীর স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন।" (Story of Islam) কি চমৎকার গবেষণা? এরূপ ধারণা ও প্রচারনার মুলে কতটুকু সত্য আছে, ন্যায় ধর্মের খাতিরে ইতিহাসের কষ্টি পাথরে তাহা যাচাই করিয়া দেখা দরকার।

চেম্বার্স বিশ্ব কোষে আছে "এই পরিচিত পরিচছদ দ্রব্য অবগুণ্ঠন প্রাচীনতম কাল হইতে ব্যবহৃত দ্রব্য গুলির অন্যতম। চীনারা অবগুণ্ঠন পরিত বলিয়া ও ভিডোতে উল্লেখ আছে (Chambers Eneyelapaedia, VOI, IX739.)

জাপানে অবরোধের কড়াকড়ি না থাকিলেও পুরুষ ও মেয়েদের স্বাতন্ত্র রক্ষার কঠোর ব্যবস্থা ছিল।" (Craner Byunh and Kapida, woman and wisdome of Japan. 34.)

ক্যামব্রিজ ভারত ইতিহাসে আছে, "প্রাচীন ভারতে পর্দার অস্তিত্ব আংশিক ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। মহাকাব্য ও আইন সংহিতা সমূহে দুশ্চরিত্রায় শাস্তি হিসাবে মেয়েদেরকে অবরোদ্ধ রাখার কথা আছে। (মনুসংহিতা ৮-৩৬৫) উভয় কাব্যেই অবগুণ্ঠন পরিয়া বাহিরে যাওয়ার উল্লেখ আছে।"

www.pathagar.com

শ্রীযুক্তা অনুরুপা দেবী, জোরের সহিত বলেন "ভারতবর্ষে অবরোধ প্রথা যে আদৌ ছিলনা তা নয়। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পার্সী সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয়, পূর্বকালেও রাজান্তঃপুরবাসিনী কন্যাগণকে অসূর্য্যস্পশ্যা বলিয়া গর্ব্ব করা হইত।"

অতএব বুঝা যায় যে ইছলাম আসার পূর্বে এমনকি আরও প্রাচীনকাল হইতেই ধনী সম্প্রদায়ে অবরোধ এবং অবগুণ্ঠন প্রথা আরম্ভ হইয়াছিল। (পর্দা প্রথা বিচিত্রা মাঘ ১৩৩৫)

"হিন্দু ভারতে পুরুষ সমাজ হইতে মেয়েলোক বর্জন ছিল সমগ্র জাতীয় ব্যাপার। গৃহই ছিল তাহদের কর্মক্ষেত্র" (Ashraf 249) অধ্যাপক গজেন্দ্র গদকর বলেন "অনেকের ধারণা মুছলিম বিজয়ের সহিত এই প্রথা ভারতে আসে ইহা ভুল, খৃষ্ট জন্মের পূর্বেই এই প্রথা বর্ত্তমান ছিল। (Abhignan Sakuntala 385-6)

অতএব দেখা যাইতেছে যে খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ ৬০০ বৎসর পূর্বে অবরোধ প্রথা আসমমুদ্র হিমাচলে পরিব্যপ্ত হইয়াছিল। এমনকি সমুদ্রেও ঢুকিয়া পড়িয়াছিলঃ- মানব, দানব, বানরদের সকলেই ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। কাজেই মুছলমান আমলের পুর্বে পূর্ণ অবরোধ ও প্রতি বন্দক ভারতে অজ্ঞ ছিল, রমেশ বাবুর এই অভিযোগ তোপের মুখে তূলার ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে।

কেবল তাহাই নহে, ইহার বিপুল বিস্তৃতির জন্য ইছলামকেই দায়ী করিতে হইবে, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাসের এই যুক্তিও ধুপে টিকিতেছেনা। ইহার যতটুকু বিস্তার সাধন সম্ভবপর তাহার গৌরবান্বিত পূর্ব পুরুষেরা ভারতে ইছলামের আগমনের অন্তত ১৫০০ বৎসর পূর্বে তাহারও সবটুকু করিয়া গিয়াছিলেন। বেচারা মুছলমানদের জন্য কিছুই বাক্বী রাখিয়া যান নাই।"

"জগতের প্রধান ধর্ম ছয়টিঃ- হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী কনফুসিয়ান ও ইছলাম। প্রত্যেকেই নুন্যধিক পরিমাণে পর্দা বা বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের পৃথক রাখার নীতির সমর্থন করে।"

ইছলামী পর্দা খুব কঠোর নহে আবার শিথিলও নহে। বরং মাঝা মাঝি রকমের। (Malcalm Iayall Darling Rustices loquitter 254)

টড সাহেব বলেন "Of one thing we are certain- Seclusion of famales could only originate in a comparatively advenced stage of civilization.`` (Annals of Rajastan Vol 1.693)

www.pathagar.com

অর্থঃ- একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত, কেবল সভ্যতার অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থাই মেয়েলোকের অবরোধের প্রথা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।"

মিঃ হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন "Men and women being the unlikeness of their function in life exrosed to unlike influencess begin from the first to assume unlike position in the community as they do the family (Universal Histouy of thi world vol 3982.)

বর্ত্তমানে অমুছলিম জগতে পর্দা

Its use now extended that it may be found in every part of the civilized world. (Chambers Encyelapoedia)

"কেবল মুছলমানেরাই পর্দা করেন ইহা ঠিক নহে বরং জগতের বহু অমুছলমান জাতির মধ্যেও ইহা নানা আকারে বিদ্যমান।"

"বর্ত্তমানে জাপানে, মেয়ে পুরুষকে পৃথক রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে।"

"কোরিয়ার মেয়েদিগকে কঠোর অবরোধে রাখা হয় বলিয়া তাহাদিগকে কদাচিৎ পথে দেখা যায়, "They are rarly seen in the street for they are kept in stict seclusion, (Lands and people, vol. V. 1859)

চীনের অবস্থা এই, দশ বৎসরের মেয়েদেরকে পূর্ণ পর্দায় রাখা হয়। After the tenth year these taboas impose copplete Seclusion (Granet 152,355)

"কেবল প্রাচ্যের সভ্য জাতি গুলির মধ্যে নহে সুসভ্য পাশ্চাত্যের বহু জাতির মধ্যেও অদ্যাপি নুন্যাধিক পরিমানে পর্দা প্রথা প্রচলিত আছে।" (বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা ১২০পৃঃ)

"গ্রীক গৃহিনীদের প্রকান্ড মস্তকাবরন অদ্যাপি বহু তুর্ক রমনীর অনুরূপ পোষাকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"

"ইতালীর কোন কোন মেয়ে হ্যাটের পরিবর্তে কাল বা সাদা অবগুন্ঠন পরে।" (ঐ)

বর্তমানের পৃথিবীর যে সব দেশে যত বেশী পর্দা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে, সেখানে তত ধর্ষণ, মেয়েলোক জনিত সুরসুরী, মারামারি,

www.pathagar.com

হাইজ্যাকিং, মেয়ে জনিত হত্যা গণরিয়া, সিবিলিস, এইডস রোগ ব্যাধিতে অনেক লোক মারা যাইতেছে ও কষ্ট পাইতেছে, যাহার ফলে পুনরায় বিশ্ববাসীর মধ্যে পর্দা প্রথা আসিতেছে ও যিনা কমিতেছে।

ইসলামে অবরোধ

বাবু গোবিন্দ দাস বলেন "ভারতে পর্দা প্রথার প্রবর্তনের জন্য আমরা ইসলামকেই দায়ী করিয়া থাকি । অনেকে শুনিয়া হয়ত অবাক হইবেন যে, ইহা মেয়েদেরকে লুক্কায়িত রাখিবার আদেশ দেয় নাই।কোরআনের কোথায় ও জেনানা প্রথার বিধান নাই। (Hindu Ethics 86)

"It was Mohammad himself who materially improved their social position." (Baibel 153)

"আল্লাহর রাছূল মোহাম্মাদ (দঃ) মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন।"

"তাহার পত্নীরা আদৌ অবরোধের মধ্যে অলস জীবন যাপন করিতেন না বরং অত্যধিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেন।"

Maharani of Baroda and S.M. Mitra position of women of Indian life)

অধ্যাপক যোসেফ হেল বলেন, " High inded was the status of women in the earliest time unhampered was their freedoms, socially intercourse with them was common. (Anale Civilization-54)

"ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মেয়েদের মর্যাদা ছিল বাস্তবিকই উচ্চ। তাঁহারা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। তাহাদের সহিত সামাজিক মেলামেশা ছিল সাধারন ব্যাপার।

নাবী মোহাম্মাদ (দঃ) মেয়েদেরকে অবরূদ্ধ রাখার বিধান দেন বলিয়া পাশ্চত্যে যে ধারনা প্রচলিত আছে তাহা সম্পূর্ন ভ্রান্ত। কথায় বা কাজে কখনও তিনি কঠিন অবরোধের আদেশ দেন নাই। তাহার নিজ পত্নীদের ইতিহাসই ইহার প্রমাণ। তাহাদিগকে অবশ্যই তিনি বিশেষরূপে রক্ষনাবেক্ষন করা উপযুক্ত মনে করিতেন।"(S.H.bedor. veiled my-Stories of Egypt vol.1136-2)

" এ জন্যে (বর্তমানের অবরোধ প্রথার) দায়ী অনেকটা মেয়েদের সত্যিকারের পর পুরুষ "প্রীতি আব্বাসীয় যুগে খলীফাদের বিশেষ করিয়া

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ওলিদের উশৃঙ্খল স্বভাব বা তাদের সন্দেহ প্রবন মন " (রেবেকা সুলতানা চৌধুরী, পর্দার অভিশাপ, বেগম চৈত্র ৬,১৩৫৫)

অবরোধ প্রথা কেন আরম্ভ হইল সে সম্পর্কে স্যার মোহাম্মাদ ছুলাইমান বলেন, " প্রথমে তাহারা ছিল সংখ্যা লঘিষ্ট। সংখ্যা গরিষ্ট শত্রু কর্তৃক অপহৃতা ও উৎপীড়িতা হওয়ার ভয়ে মুছলমান রমণীদের পক্ষে অবগুণ্ঠন পরিয়াও বাহিরে যাওয়ার উপায় ছিল না। কাজেই নিজেদের ধনপ্রান অপেক্ষাও ইজ্জত রক্ষার জন্য মুছলমানেরা তাহাদিগকে জেনানায় আবদ্ধ করিল। (স্যার ছুলাইমানের মাদ্রাজ বক্তৃতা ২৭/১২/৭২)

ডাঃ এম, আব্দুল ক্বাদের পর্দা প্রথা যে নানা রকম অত্যাচারের ফল তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, "কোম্পানীর হিন্দু কর্মচারীরাও পশ্চাতে ছিল না যখন মুহাম্মাদ রেজা খান নায়েব সুবাদার ছিলেন, তখন রাজা দেবী সিংহ পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হলেন। তাহার অত্যাচারে পূর্ণিয়া প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। (১৭৭০ সনের দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন জমিদারদাদের হাতে একেবারে টাকা ছিলনা, শত প্রহার করিয়াও দেবী সিংহ তাহাদের নিকট হইতে টাকা বাহির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি জমিদার তালুকদারদিগের পরিবারস্থ কুল কামিনীদিগকে পর্যন্ত ধৃত করিয়া কাছারীতে আনিবার হুকুম দিলেন। দেবীসিংহের প্যাদা ও বরকন্দাজ সেই কুল কামিনীদিগের অঙ্গের স্বর্ণ ভরণ পর্যন্ত কুড়িয়া নিতে লাগিল। কোন কোন জমিদার, তালুকদারকে অপমান করিবার নিমিত্ত তাহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে বিবস্ত্রাবস্থায় কাছারীতে দাঁড় করিয়া রাখিতে লাগিল। তাহার লোকেরা স্বামীর আলিঙ্গন হইতে স্ত্রীকে কাড়িয়া আনিয়া কারাগারে ফেলিয়া ধর্ষন করিতে লাগিল। অনেক সময় তাহারা তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া উলঙ্গ করিয়া ও তাহাদের স্তনের বোটায় ফাটা বাঁশ আটকাইয়া তাহাদিগকে কষাঘাত করিত। অসূর্য্যস্পর্সা কুমারীদিগকে পবিত্রতম জেনানা হইতে টানিয়া আনিয়া প্রকাশ্য আদালতে মাতা-পিতা ও অন্যান্যদের সম্মুখে ধর্ষন করার নিমিত্ত তাহাদের ব্যর্থ রোদন ও জনতার চিৎকার ধ্বনির মধ্যে মানব জাতির সর্ব্বাপেক্ষা হীন ও দুষ্ট লোকের হাতে অর্পন করা হইত।" (দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ, Vide Also Edmund Burks speech 177/8/ and 189/90)

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ণিত ইংরেজের মেয়ে জাতির সন্মান না করার ইহাই প্রকৃত চিত্র। এই লোম হর্ষক ভয়াবহ পরিস্থিতি বাংলাদেশ পাক ভারতে অবরোধ প্রথার কঠোরতার জন্য নিঃসন্দেহে অনেকটা দায়ী।" (বিঃ দ্রঃ পঃ)

www.pathagar.com

ডাঃ গোলাম মোয়ায্‌ যাম সাহেব পর্দা সম্পর্কে বলেন, " এ কথা সর্বজন বিদিত যে গুন্ডা বদমায়েশেরা বেপর্দা বা অশালীন (দেহের সৌন্দর্য প্রকাশক) পোষাক পরিহিতা মেয়েদের প্রতিই দুর্ব্যবহার বা অশ্লীল ইঙ্গিত করে থাকে। পর্দা মেয়েদেরকে সম্ভ্রান্ত সতী-সাধ্বী ও শালীনতাময় করে তাদের সন্মানের পাত্রী করে তুলতে সাহায্য করে।"

"মেয়েলোকের স্বাধীনতার নামে মেয়েদেরকে বেপর্দা করে স্বার্থপর যৌন বিলাসী পুরুষেরা মেয়েদেরকে খেলার পুতুল ও ভোগের সামগ্রী করে তাহাদের বিকৃত ও গভীর যৌন লালসা চরিতার্থ করচে মাত্র। চিন্তাশীল মেয়েদেরকে এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে এবং সমাজের বেপর্দা মেয়েদের শেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করতে অনুরোধ জানাই। আর সঙ্গে এ কথাও যেন স্মরণ রাখেন যে আল্লাহর সকল বিধান মানবের অশেষ কল্যানেরজন্য।" (কোঃ বিঃ)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " তোমরা (স্ত্রী ব্যতীত) অপর মেয়েদের কাছে যাইওনা। ইহা শুনিয়া এক আনছারী বলিয়া উঠিলেন যে, ভাবীর নিকটে যাওয়াকে আপনি কি মনে করেন ? তিনি বলিলেন ভাসুর বা দেবর হইল মৃত্যু। অর্থাৎ ভাসুর বা দেবর হইতেও মেয়েগনকে পর্দা করিতে হইবে। তদ্রুপ স্বামীর পিতা . চাচা, চাচাত ভাই এই জাতীয় আরও অনেকেই এই আওতায় পড়ে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যে স্বামীর পিতা হইল মোহারম তাহার সামনে যদি একা অবস্থায় যাওয়া অনুচিত হয় তবে স্বামীর অন্যান্য দূর আত্মীয় স্বজনের সামনে যাওয়া কেমন হইতে পারে।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমাদের কেহ যেন বেগানা মেয়েদের নিকট কোন মোহারাম না থাকা অবস্থায় না যাও । কেননা এ অবস্থায় দুই জনের একজন থাকে শয়তান । আর তাহারাই এরূপ করে যাহারা আল্লাহতায়ালা ও ক্বিয়ামতকে বিশ্বাস করেনা।(তারগীব ও তারহীব ৩য় খন্ড)

বেপর্দার পরিনাম

Besides food however there is a second elemental condition which vitally effects the human race and that is sex (Marett)

"মানব জাতীর খাদ্যের পরেই কাম প্রবৃত্তির প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। যেখানে মেয়ে পুরুষের অবাধ মিলন ঘটিয়াছে সেখানেই সমাজ দুর্নীতির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।"

www.pathagar.com

আশ্চর্যের বিষয় সাম্প্রতিক তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্বেও দেশ সেবার নামে এখনও তরুণিদিগকে বিভ্রান্ত করা হইতেছে। গৌরবের যুগে মুছলমান পুরুষেরা মেয়েদের সাহায্য ব্যতিরেকেই অর্দ্ধ সভ্য জগত কবজ করে। যে দুই একটি ক্ষেত্রে রমণীরা যুদ্ধে নামে তাহা শুধু নিজেদের ধর্ম ও প্রাণ রক্ষার খাতিরে কিংবা প্রতিহিংসার বসে। তখন সৈনিকেরা সংগে পরিবার লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইত বলিয়াই আহতদের সেবা শুশ্রূষার সুযোগ পাইত (১৬১)

যেখানে পুরুষ ও মেয়ে লোকের অবাধ মিলন ঘটিয়াছে সেখানেই সমাজ দুর্নীতির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে প্রাচ্য বিশেষত: প্রতীচ্যের কত বড় বড় পরিবারের ইতিহাস মসি মলিন হইয়া গিয়াছে কত রাজ বংশের উৎথান পতন ঘটিয়াছে কে তাহার ইয়াত্বাকরে? (১৪১)

যেমন মুছলমানের স্পেনের রাজত্ব, মোঘল সাম্রাজ্য, আব্বাসীদের পতন, টারকিদের পতনের পিছনে মেয়েলী ব্যাপার কাজ করিয়াছে এমন কি সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত আমাদের বাংলাদেশে যদি পাঞ্জাবীরা মেয়েদের উপর নির্যাতন না চালাইত তবে হয়ত আরো কিছু দিন থাকিতে পারিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানীর উচ্চ সমাজের নৈতিক অবস্থা ছিল অতি হীন। মদ ও মেয়ে বহু গৃহের অশান্তির কারণ হইয়া দাড়ায়। তাহারা মনে করিত বিবাহ বন্ধনে ইজ্জত নষ্ট হইয়া যায়।

"যুবক যুবতী অবাধে মেলা মেশা করিত মফস্বলের জেলা গুলিতে এই স্বাধীনতা উশৃঙ্খলতায় পরিণত হয়।

Young people of different sex associated with less restraint than a latar approved and in rural district this freedom often degenerated into licence (Universal History of the World vii.39,67.)

"পর্দা ছাড়িয়া মুছলমানদেরও ভাল হয় নাই। যুবকদের সহিত অবাধে মেলামেশা. ঘন ঘন বল নৃত্যে যোগদান ও ফ্যাশনের বাড়াবাড়িতে ইউরোপীয় ভগিনীদের সমকক্ষা হওয়ায় এমন কি তাহাদিগকেও ডিঙ্গাইয়া যাওয়ার আকাঙ্খার ফলে তুর্ক নারীদের মধ্যে স্বভাবতঃই কিছু নৈতিক উশৃঙখলতা দেখা দিয়াছে।" (Dr.Knuger. Turkey and the middle East 88)

পাশ্চাত্যের রীতিনীতি আমদানীর ফলে তুর্কদের মধ্যে পাশ্চাত্যের পাপাচার ও ব্যভিচার ঢুকিয়াছে বলিয়া এবিদ হানুম স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন (Turkey faces West 229)

www.pathagar.com

পাক ভারত ও বাংলাদেশের অবস্থাও অনুরুপ। সদ্য স্বাধীনকা প্রাপ্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যুবক যুবতীরা কি ভাবে যে ব্যবহার করিবে তাহা ঠাহর না পাইয়া বেপর্দার মাত্রা বড়াইয়া দেশে উশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করিতেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে যাহারা পর্দায় থাকে তাহাদেরকে তিরস্কারও করিতেছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর যুবক যুবতীরা নানা রকম সংঘ প্রতিষ্ঠা করে নানা রকম সাহায্য তহবীল ইত্যাদি করিতে আরম্ভ করে এবং শহর বন্দর, গ্রামে গঞ্জে নানা রকম নাটক, গান বাদ্য ইত্যাদি করা আরম্ভ করে সেগুলিতে যুবতী মেয়েরা অংশ গ্রহন করায় নানা রকম অঘটণ অহরহ ঘটিতেছে। যাহার ফলে নাগরিক জীবনে বাধার সৃষ্টি হইতেছে। অবশ্য এ অবস্থা বেশী দিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। আর যদি থাকেই তবে দেশে শান্তি ফিরিতে বিলম্ব না হইয়া পারে না।

"বস্তুত পাশ্চাত্য জগৎ আজ (এ বিষয়ে) বন মানুষের যুগে ফিরিয়া গিয়াছে।" (M. M. Hossain 251-2)

প্রলোভনে পড়িয়া অনেক মেয়ের, ইহ পরকাল দুইই নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের ধনবান ও সাংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবারের ছেলেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরল অনভিজ্ঞা মেয়েদিগকে ফুসলাইয়া লইয়া গিয়া শেষে বর্জনের অধিকার আছে বলিয়া মনে করে। এ সকল নির্বান্ধব নিরানন্দ মেয়েরা সহজেই চিত্তাকর্ষক, সুদর্শন যুবকদের শিকারে পরিনত হয়। ইহার ফল কোন সময় আত্মহত্যা বা শিশু হত্যায়ও পর্যবশিত হয় যাহাতে মহাপাপ হয়।

বেপর্দার ফলে মেয়ে মহলে নৈতিক অধপতন ও অন্যান্য অপরাধের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া রেডিও, টিভি, ভি,সি,আরের অশ্লীল নাচ গান ও নাটক দেখার ফলে মেয়েদের মধ্যে বেপর্দা প্রথা বাড়িয়া চরিত্র স্খলন হইতেছে এমকি কোন সময় ফোনের দ্বারাও অঘটন ঘটিয়া থাকে।

বেপর্দা মেয়েদের প্রতি ইউরোপীয় জ্ঞানিদের কথা

ইউরোপীয় মেয়েদের মধ্যে পূর্বের ন্যায় সরলতা নাই, ভালবাসা নাই, সাম্যতা নাই, সময়ের তালে মেয়েগন বদলিয়া গিয়াছে।মেয়েগন স্ত্রী হওয়ার গুণাগুণ ত্যাগ করিয়া বান্ধবীর গুনাগুনকে মিজস্ব করিয়া নিয়াছে। অবশ্য বান্ধবীর বিশেষত্ব নিঃসন্দেহে প্রানিধান যোগ্য।ইহাতে আমাদের মন তুষ্টি হইতে পারে কিন্তু এই জাতীয় গুণাগুণ দ্বারা আমরা কখনও সামাজিক শান্তি পাইতে পারিনা। আমরা যদি সামাজিক শান্তি চাই তবে আমাদের জন্য

www.pathagar.com

একজন সহনশীল স্ত্রীর দরকার বান্ধবীর মওজুদ আমাদের জন্য নিস্ফল।" ও পাপের বোঝা।"

"ইউরোপে আপনার স্ত্রী আপনার সহিত বেশ ভালবাসা দেখাইবে, আসলে কিন্তু ইহা একটি আর্ট বা ছলনা মাত্র যাহা দ্বারা স্বামী দিগকে আহাম্মাক বানান হয়। আর যদি ছলনা নাই হইত তবে ইউরোপের শত শত বিবাহে তালাক হইত না। মোট কথা স্ত্রীদের মধ্যে ভালবাসা করার একটি বিষয় আসিয়া পড়িয়াছে স্ত্রী একজন নায়কের ন্যায় নিজের পার্ট আদায় করে তাহাদের ভালবাসা এর চেয়ে বেশী কিছু নয়।"

ইউরোপের একজন দুইজন নয় হাজার হাজার মেয়েদেরকে দেখা গিয়াছে যে তাহারা বাহ্যত স্বামীর প্রতি গাঢ় ভালবাসা ও স্বামীর জন্য পাগল। ভিতরের মনোবৃত্তির দিকে খেয়াল করিলে দেখা যায় যে আসলে তাহারা অন্য একজনকে পূর্ণ মাত্রায় ভালবাসে যিনি দেখিতে বন্ধু এবং প্রকৃতভাবে সেই গাঢ় ভালবাসার হক্দার। এ সব দ্বারা বুঝা যায় যে ইউরোপীয় লেডীগণ আসলেএকটা পেশাদার বান্ধবী মাত্র।

বর্তমান সময়ের ইউরোপীয় লেডিদিগে সাজ গোজের দিকে তাকাইলে, তবে আপনার এই অনুমান হইবে যে, এই কাপড় চোপর দ্বারা শরীর ঢাকা নয় বরং শরীর সুন্দর করিয়া শরীরের কোন কোন অংশ খোলা রাখিয়া ভিন্ন পুরুষের কাম উত্তেঝনাকে বাড়ানো হয়। একজন সতী সাধ্বী স্ত্রীর জন্য অন্যের কাম উত্তেজনা বাড়ানার কোন দরকার হয়না। এ সব যে উদ্দেশ্যে করা হইতেছে ইহা একেবারে স্পষ্ট যাহার কারণে মেয়ে জাতির জাতীয়তা একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে।"

" আজকাল মাটির পোকা মাকরের মত ভালবাসা পাত্রী ও বান্ধবী পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু একজন নেক ভদ্র বিবির খোঁজ পাওয়া কঠিন।" (একটি ইংরেজী প্রবন্ধের তরজমা, কাশকুল)

সহশিক্ষা

What happens in Denver ....happens in every other city (Ben Lidgay)

." হাই স্কুলের যে সকল তরুণ তরুণী ছাত্র ছাত্রী ভোজে একত্র হয়, নাচে যোগ দেয় বা একত্রে মোটর ভ্রমন করে, তাহাদের শতকরা ৯০ জনের ও অধিক অবাধ আলিঙ্গন ও চুম্বনে লিপ্ত হয়। কতকগুলি মেয়ে সহযাত্রী, ছেলেদের নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার আদায়ের জন্য জেদ করিতে থাকে।

www.pathagar.com

এবং ছেলেদের ন্যায় নিজেরাও বেশ চালাকি করিয়া গায়ে পড়িয়া এ সকল পুলক আদায় করে।"

মেয়ে ছোট এ ধারনায় অনেক অভিভাবকই যুবকদের সহিত তাহাদের মেলামেশায় আপত্তি করেনা কিন্তু এ ধারণা ভুল । উপরোক্ত ৭৯৬ টি মেয়ের ৩১৩ টিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ২৬৫ জন ১১ ও ১২ বৎসরে, ২০ জন ১৩ বৎসরে ও মাত্র ২৮ জন ১৪-১৬ বৎসরে বালেগা হয়।"

(Judge Benlin dasy and Mr.Wevane Revolt of modern youth.) These familiarities quite a part from the abvious danger that they may lead to other thingts are responsible for much nerveous trouble among young girls and for the provealence of certain physical ailments which are peculer to them the effects of such half way improprioties is just as dangerous as if the yielded completly. (L dasy 60)

অর্থাৎ ঃ- উহাতে কেবল যে পদস্খলনাদি ঘটিবার স্পষ্ট আশঙ্খা থাকে তাহা নহে।(চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি) এ সকল ঘনিষ্টতাই হইল যুবতীদের অনেক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও কতকগুলি রমনীসুলভ দৈহিক ব্যধির মূল।অধিকাংশ মাতা পিতা ও শিক্ষক এ বিষয়ে সম্পূর্ন অজ্ঞ। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদের মতে এরূপ অর্দ্ধ অনুচিত কাজের নৈতিক ও দৈহিক ফল পূর্ণ আত্ম সমর্পনের ন্যায়ই অনিষ্টকর এমনকি অপকারিতা নিবারনের জন্য আলাদা শিক্ষা ও পর্দার দরকার।

পুরুষ ও রমনীর জীবনে তাহাদের ক্রিয়ার বৈসাদৃশ্যবশতঃ বৈসাদৃশ্য প্রভাবের অধীন হইয়া প্রথম হইতেই পরিবারের ন্যায় সমাজে স্বতন্ত্র স্থান গ্রহন করিতে আরম্ভ করে।"

Sprit of laws নামক গ্রন্থের দার্শনিক লেখকের মতেও "কামাদি রিপুর উপর আবহাওয়ার অপ্রতিরোধনীয় প্রভাবের দরুন অবরোধ অপরিহার্য্য" শীত প্রধান পাশ্চাত্যে এ বালাই নাই।

Deenon seclusion necessary from irresis lable influence of climate one the passing . (todi 643)

সহ-শিক্ষার ব্যাপারে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা ধরা যাক, আমাকে এম,এ, প্রথম বর্ষ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ১২/৯/৭২ হইতে কিছুদিন মহসিন হলে থাকিতে হয় এবং পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ইউনিভার্সিটিতে যাইতে হয়।

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটির ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া মেয়েদের দৌড়াত্বের ফলে আমাকে ঢুকিতে বেশ বেগ পাইতে হইত। ইউনিভার্সিটির মেয়েদের মধ্যে বেশ চক্ষুলজ্জা আছে বলিয়া বুঝিলাম না, যেহেতু আমি গা ঘেষিয়া রাস্তা করিতে রাজি ছিলাম না। তাই আমাকে খুব সতর্কতার সাথে রাস্তা করিতে হয়েছিল। এ ছাড়া আমার চোখে আরও যাহা কিছু দেখলাম এবং বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে যাহা শুনলাম, ইউনিভার্সিটিতে তাহাই যদি কিছু দিন চলে তবে দেশের মানুষের চরিত্র গঠন হওয়া বিলম্বিত হইবে। আল্লাহতায়ালা দেশবাসীকে শুভবুদ্ধি দান করুন।

যাহাতে স্কুল-কলেজের ন্যায় মেয়েদের জন্য আলাদা ইউনিভার্সিটি আগ্রহান্বিত হন। এবং দুনিয়ার উন্নত রাষ্ট্র ও আখেরাতে উন্নত উম্মতে মোহাম্মাদি হইতে সাহায্য হয় সে জন্য দোয়া করি ও বিজ্ঞজনদের প্রতি অনুরোধ জানাইলাম।

এ ছাড়া গার্লস স্কুল ও কলেজের ন্যায় মেয়েদের চরিত্রকে গঠন করার জন্য, জায়গায়, জায়গায়, গার্লস মাদ্রাসা করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে জাহাঙ্গীর নগর ও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সহ শিক্ষার কুফল দৈনিক পত্রিকা গুলিতে দেখিয়া নীতিবান অভিবাবকগন মেয়েদেরকে ভার্সিটিতে পড়াইতে হিমশিম খাইতেছেন। অনেক গার্জিয়ান মেয়েদেরকে পড়ানোর জন্য সুষ্ঠু ও শরই পরিবেশ সম্বলিত ভার্সিটি না পাইয়া তাহাদের লেখাপড়াই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাই মেয়েদের জন্য আলাদা ভার্সিটি, কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাদের লেখাপড়ার সুযোগ বাড়িয়া যাইবে। সামাজিক ব্যবস্থারও উন্নতি হইবে ও আখেরাতে কামিয়াব হইবে।

বলা বাহুল্য, আমি গত ৬/৬/১৯৭৯ তারিখে কিশোরগঞ্জ শহরে বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতায় "নূরূল উলুম মহিলা আলীয়া মাদ্রাসা " প্রতিষ্ঠা করার পর কিছু লোকের বিরোধিতা সত্বেও প্রতিষ্ঠানটি আল্লাহর রহমতে টিকিয়া যায়। যাহার ফলে কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রায় ৩০ টি ও সারা বাংলাদেশ প্রায় ৪০০ টি মেয়েদের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯৯৬ সনে কিশোরগঞ্জ শহরে মেয়েদের ঈদের আলাদা মাঠ চালু করি এবং বড় বাজার জামে মসজিদে আলাদা পর্দা করিয়া মেয়েদের আলাদা জুম্মার নামাজে শরীক হওয়ার ব্যবস্থা করি। দেশের সকল মসজিদে মেয়েদের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা হইলে তাহারা ওয়াজ শুনিয়া তাহাদের আত্মশুদ্ধি করিতে পাড়িত এবং সামাজিক অনাচার অনেকাংশে কমিয়া যাইত।

www.pathagar.com

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জমানা হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্বের সকল দেশে মেয়েরা প্রতি মসজিদে পুরুষের পিছনে ফরজ, ওয়াজেব নামাজ পড়িয়া যাইতেছেন। হুনাফী বর্ণনা অনুযায়ী মুফতী সারান বেলালী তাহার তাহ্‌তাবী কিতাবে উহার জায়েজের ফতোয়া দিয়াছেন।

বিবাহ করার ছুন্নাতী তরীকা

এখানে উম্মুল মুমেনীন আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) র বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করিলাম, যাহাতে সবাই বিবাহ করার যাবতীয় ছুন্নাত পূণ মাত্রায় আমল করিতে পারেন।

আম্মাজান খাদীজা (রাঃ) এর যখন ৪০ বৎসর বয়স তখন ছিলেন বিধবা। তাহার প্রস্তাবে রাছুল মাক্ববুল (দঃ) তাহাকে ২৫ বৎসর বয়সে সাদী করেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন রাছুলুল্লাহ (দঃ) আর কোন সাদী করেন নাই। আম্মাজান খাদীজা (রাঃ) এর ওয়াফাতের পর রাছুলুল্লাহ (দঃ) স্বাভাবিক ভাবে একটু চিন্তিত ও দুঃখিত না হইয়া পারিলেন না। এবং দ্বিতীয় সাদী করিবেন কি না সেই চিন্তায় দ্বিধাবোধ করিতে ছিলেন।

একদা খাওলা নাম্নী রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর এক আত্মীয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন "এখন কি আর খাদীজা (রাঃ) এর মত চিন্তাশীলা, স্বামীর প্রতি ভক্তি ও সত্য দরদী মেয়েলোক পাওয়া যাইবে? তখন খাওলা বলিয়াছিলেন কেন পাওয়া যাইবে না। এখনও মক্কা শহরে এরূপ মেয়েরা আছে যাহাদের মধ্যে উল্লিখিত গুনাবলী পাওয়া যাইবে। তম্মধ্যে আবুবকর (রাঃ) মেয়ে আয়েশা (রাঃ) যিময়া (রাঃ) এর মেয়ে ছওদার (রাঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন তাহা হইলে বিবাহের কথাবার্তা চালান।

খাওলা (রাঃ) আবুবকর (রাঃ) এর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন "আয়েশা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর ভাতিজী তাই কিভাবে বিবাহের সম্পর্ক হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "আবুবকর (রাঃ) আমার ধর্মের ও মুখে ডাকার ভাই এইরূপ ভাইয়ের সন্তানের সহিত বিবাহ দুরস্ত আছে।" (বুখারী)

আয়শা (রাঃ) এর বিবাহের ব্যবস্থা

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) ছোট ছিলেন। সঙ্গীগনের সহিত খেলা করিতে ছিলেন। এমন সময় তাহার আম্মা, আসিয়া তাহাকে খেলা হইতে

www.pathagar.com

ধরিয়া লইয়া গেলেন। তিনিই তাহাকে গোসল করাইয়া মাথা আচড়াইয়া কাপড় পরাইলেন। তারপর আবুরকর (রাঃ) আসিয়া কোন রকমে আড়ম্বর না করিয়া তাহার মৌখিক বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। এই সময় তাহার বয়স ৬ থেকে ৭ বৎসর ছিল। আর রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর বয়স ছিল ৫০ বৎসর। (তাবাক্বাত)

এই বিবাহে কোন জেহেয দেওয়া হয় নাই অবশ্য ৫০০ দেড়হাম মহর নির্ধারিত হইয়াছিল। (১৩৭।। তোল রূপা)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সমস্ত বিবিগণের মধ্যে একমাত্র আয়েশা (রাঃ) ছিলেন কুমারী।

হিজরতের পর আবুবকর (রাঃ) তাহার পরিবারের লোকদেরকে নিয়া (যাহাদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) ও ছিলেন।) বনু হারেছের পাড়ার পার্শ্বে থাকিতে থাকেন। কিছুদিন পর আবুবকর (রাঃ) খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িলে আয়েশা (রাঃ) পিতার খেদমত করিতে থাকেন। আবুবকর যখন সুস্থ হইয়া উঠিলেন আয়েশা (রাঃ) অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। যাহাতে পিতা চিন্তিত হইলেন। এই অসুখে আয়েশা (রাঃ) এর মাথার চুল পর্য্যন্ত ঝড়িয়া গিয়াছিল। তিনি সুস্থ হইতেই আবুবর (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আরজ করিলেন "আপনি আপনার স্ত্রীকে উঠাইয়া নিতেছেন না কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন "এখন আমার হাতে মহরের টাকা নাই। আবুবকর (রাঃ) বলিলেন "তবে আমার টাকা কোন্ দিনের জন্য আছে।"

ইহা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) মুসকী হাসিলেন এবং বলিলেন "তাহা হইলে একশ দেড়হাম ক্বরজ বাবৎ দিয়া দিন।" এই টাকা পাইয়া তিনি আয়েশা (রাঃ) এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইহাকেই শরীয়াত মহর মোয়াজ্জাল (অগ্রীম) বলে। (তাবাক্বাত)

উঠাইয়া নেওয়ার সময় হইলে আনছারী স্ত্রীলোকগণ দুলহানকে নিতে আসিলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) এর মাতা বিবাহের উৎসবের কথা মনে করিলেন। এসময় আয়েশা (রাঃ) সঙ্গীদের সহিত দুলনায় ঝুলিতে ছিলেন। তাহাকে উঠাইয়া নেওয়ার খবর তাহার ছিল না। মাতা যখন ডাক দিলেন তখন দৌড়িয়া আসিয়া মাতার পায়ের নিকট বসিয়া গেলেন। মাতা (উম্মেরূমান) তাহার মুখ ধুইয়া চুল ঠিক করিলেন এবং যে কাপড় ঘরে ছিল তাহাই পরাইয়া দিলেন। তারপর আগত আনছারী মেয়েলোকগণ যে কামড়ায় অপেক্ষা করিতে ছিলেন তাহাকে সেখানে নিয়া যাওয়া হইল।

www.pathagar.com

আয়েশা (রাঃ) সেই কামড়ায় ঢুকিবা মাত্র ঘরের সবাই তাহার জন্য দোয়া করিলেন এবং ভাল ও রহমতের গীত গাহিতে লাগিলেন। (বুখারী)

সূর্য উদয় হওয়ার কিছুক্ষণ পর রাছুলুল্লাহ (দঃ) তথায় তশরীফ আনিলেন। এবং বিবাহ উৎসব এইভাবে আদায় হইল। রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সামনে দুধের একটি পেয়ালা পেশ করা হইলে উহা হইতে তিনি কয়েক চুমুক পান করিয়া পেয়ালাটি আয়শা (রাঃ) এর দিকে বাড়াইয়া দিলেন ইহাতে আয়শা (রাঃ) লজ্জাবোধ করিলেন? আয়েশার খেলার সাথী আছমা (রাঃ) তাহা দেখিয়া আয়েশা (রাঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "লজ্জাবোধ করিওনা বরং পান করিয়া ফেল।" তাহাতে পেয়ালা হাতে নিয়া এক আধ চুমুক পান করিয়া পেয়ালাটি রাখিয়া দিলেন। ইহাতে রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন রাখার কি দরকার বরং উহা তোমার খেলার সাথীগণকে (বান্ধবীগণকে) দিয়া দাও, যাহাতে তাহারাও মিষ্টি মুখ করিতে পারে।"

এই বিবাহ প্রথম হিজরী শওয়াল মাসে হয় ইংরেজী মোতাবেক্ব আগষ্ট ৬২৩ খৃষ্টাব্দ। (মুছনাদে আহমাদ)

জেহেয

কাইয়্যেদুল মুরছালীন (দঃ) এর সবচেয়ে প্রিয় বিবি এবং ক্বোরায়েশ বংশের সরদারের কন্যার রখচুতী হইল, কিন্তু জেহেয বাবৎ কোন কিছু মিলিল না। না কোন রকমের আরম্বর হইল। বরং মাতা উঠিয়া মেয়ের হাতে ধরিয়া জামাতার নিকট অর্পন করিলেন। সে সময় আয়েশা (রাঃ) এর শরীরে কোন জেওর বা রেশমী কাপড় ছিলনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল এরূপ হইলে লোকের সম্মুখে মুখ দেখাইবার আর যু থাকেনা। অতচ সাধ্যের বাহিরে আড়ম্বর করা অজ্ঞ তার পরিচায়ক এবং বেহুদা খরচ যাহা ইছলাম কখনও পছন্দ করেনা।

অলীমার দাওয়াত

বিবাহে যেমন আড়ম্বর হয় নাই তেমনি অলীমায় ও আড়ম্বর হয় নাই। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন যে "আমার বিবাহের অলীমায় কোন বকরী বা উট যবেহ করা হয় নাই। বরং এক পেয়ালা দুধ তাহাও আবার ছায়াদিবনে লুবাদার ঘর থেকে পাঠানো ছিল। আর ছিল কিছু খেজুর। ঐগুলি রাছুলুল্লাহ (দঃ) সেই বান্ধবীদের দিকে বাড়াইয়া দেন। যাহারা দুলহানকে উঠাইয়া নেওয়ার জন্য আসিয়াছিলেন। আয়েশা (রাঃ) এর বান্ধবীগণের একজন খানাপিনার পর টাট্টা করিয়া

www.pathagar.com

বলিলেন "আমি খাবনা, আমি রোজা।" রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহা শুনিয় বলিলেন "খাও মিথ্যা বলিও না।" (বুখারী)

তাহার শিক্ষা এরূপ শিক্ষা কেন্দ্রে লাভ হয় যাহার ন্যায় শিক্ষা কেন্দ্র পৃথিবী কখনও দেখে নাই বা দেখিবে না। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) ছোট বেলা থেকে বুদ্ধিমতি থাকায় রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকটে ভালভাবে যাবতীয় বিষয় শিক্ষা লাভ করেন। আলেমগণ বলেন "এই উম্মতের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে উপরের মুফতীয়া ছিলেন আম্মাজান আয়েশা (রাঃ)।"

বর্ণিত আছে যে, রাছুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা (রাঃ) কে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে কোন ত্রুটি করেন নাই। তাহার নগণ্য ভুলত্রুটিও ধরিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য তালিমের বর্ণনা দেওয়া হইলঃ-

১। একদা আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর কোন এক দুশমনের উপর লানত (অভিশাপ) করিতে ছিলেন। ইহা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন "তুমি ইহা করিতেছ কেন? নম্রতা গ্রহণ কর, কেননা নম্রতা আল্লাহাতায়ালার নিকট প্রিয়।".

২। একদা ঘর হইতে কোন দ্রব্য চুরি হইয়া যাওয়ায় আয়েশা (রাঃ) চুরের উপর বদদোয়া করিলেন। ইহা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন "তুমি বদদোয়া দিয়া তোমার ছওয়াব ও চুরের পাপ কমাইওনা।

৩। একদা আয়েশা (রাঃ) কোন মেয়েলোককে দেখিয়া বলিলেন ইহা একটি নটি। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "এরূপ বলিও না ইহা গণিমত।"

৪। একদা আয়েশা (রাঃ) এর হাতে স্বর্ণের চুরি ছিল, ইহা দেখামাত্র রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "নবীর বিবির জন্য উহা পরিধান করা উচিৎ নয়। ইহা রাখিয়া দাও। আর যদি পরিতেই চাও তবে চান্দির চুরির উপর দিয়া জাফরান রং দিয়া পরিধান কর। (ইহা পরহেযগারীর কথা অবশ্য তিনি মেয়েলোকদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়াছেন।)

৫। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন তাকওয়াই হিসেবে রাছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে পাচটি দ্রব্যের ব্যবহার করিতে মানা করিয়াছেন।

১) রেশমী কাপড় ২) স্বর্ণের অলঙ্কার ৩) রূপার বর্তন ৪) নরম গাদ্দী ৫) মূল্যবান পোষাক ব্যবহার করিও না।

ঘরের কাজ

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) ঘরের কাজ নিজেই করিতেন। চাক্কী চালনা, রুটির জন্য আটা গোলা, খাদ্য তৈরী করা ইত্যাদি নিজ হাতেই

করিতেন। অবশ্য বয়স কম থাকার কারণে ভুলত্রুটি যে হইতনা তা নয়। একবার নিজ হাতে আটা পিসিয়া রুটি প্রস্তুত করিয়া উনুনে চেকিয়া চারপায়ার উপর শুইয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন, রাছুলুল্লাহ (দঃ) আসিতে একটু দেড়ি হইল। এমন সময় ঘুমাইয়া পড়িলেন। পার্শ্বের বাড়ীর একটি বকরী আসিয়া সব রুটি খাইয়া ফেলিল (বুখারী)

কম বয়সে বিবাহ হওয়ায় পাক সাকে তত পটু ছিলেন না। এছাড়া সব সময় রাছলুল্লাহ (দঃ) এর তালীমের প্রতি লক্ষ্য রাখার কারণে পাক সাক শিখার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই যে রকম জানিতেন সেই রকম পাক করিতেন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই চুপচাপ খাইয়া ফেলিতেন। আমাদের মত মরিচ কম, কি লবন বেশী ইত্যাদির প্রশ্ন তুলিতেন না। কোন সময় রাছুলুল্লাহ (দঃ) ও আয়েশা (রাঃ) কে ঘরের কাজে ব্যস্ত দেখিলে তিনি তাহার কাজে সাহায্য করিতেন। (ছিরতে আয়েশা)

দুঃখের দিন

আম্মাজান আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) ছোটবেলা থেকেই অতি আদর যতনে উচ্চ পরিবেশে লালিত পালিত হন। কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া এত আরামে সময় কাটাইতে পারেন নাই। সব সময় শুকুর ও ছবর করিতেন। তিনি বলেন "পূর্ণমাস এইভাবে কাটিয়া যাইত যে, ঘরে আগুন জ্বলিত না। পানি আর খেজুর ছাড়া আর কিছুই থাকিত না, কোথা হইতে যদি কিছু গোশত উপঢৌকন স্বরূপ আসিত, তখন আমরা স্বামী স্ত্রী খুশী হইয়া খাইয়া ফেলিতাম। (বুখারী)

তিনি আরও বলিয়াছেন "কখন কখন একাধারে দুইদিন এইভাবে যাইত না যে খাওয়ার জন্য যবের রুটি মিলিত। একদিন রুটি মিলিলে অন্য দিন খেজুর খাইতে হইত। আর পেট ভরিয়া খাওয়ার মত মিলিত না। এ অবস্থা রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর ওয়াফাতের পূর্ব পর্য্যন্ত ছিল। (বুখারী)

তিনি বলেন, একবার রাছুলুল্লাহ (দঃ) ক্ষুধার্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন "হে আয়েশা খাওয়ার কিছু আছে নাকি? আমি বলিলাম "হে আল্লাহার দুস্ত কিছুই নাই। রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন "তবে আমি রোযা রাখিয়া ফেলিলাম।" দ্বিতীয় দিন এইভাবে আসিয়া আমার নিকট খাদ্য চাহিলেন। আমি বলিলাম "এক ব্যক্তি মালীদা (খিছুড়ী জাতিয়) উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়াছে। তিনি উহা ভক্ষণ করিয়া বলিলেন "আজও আমি রোজার নিয়াত করিয়াছিলাম।" (তিরমিযী)

www.pathagar.com

খাদ্য না থাকিলে আয়েশা (রাঃ) ও রোযা রাখিয়া ফেলিতেন। কিন্তু খাদ্য হাজির হইলে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। কেননা রাছুলুল্লাহ (দঃ) হুকুম করিয়াছিলেন যে, খিদার সময় খাদ্য হাজির হইলে খাইয়া ফেলিও এবং পরে ক্বাজা করিয়া ফেলিও।

বর্ণিত আছে কখনও এরূপ হইত যে, কোন আনছারী ছাহাবির বাড়ী হইতে এক গ্লাস দুধ আসিত এবং উভয়ে পান করিয়া সারাদিন কাটাইতেন। (মুছনাদে আহমাদ)

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) নিজে খিদায় কষ্ট পাইতে রাজি থাকিতেন। কিন্তু রাছুলুল্লাহ (দঃ) কে ক্ষুধার্ত দেখা সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন সময় রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর খিদা দেখিয়া আয়েশা (রাঃ) কাদিতেন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর পেটে হাত বুলাইয়া বলিতেন "আপনি কেন আল্লাহর নিকট দোয়া করেন না যে, ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদিগকে পেট ভরিয়া খাইতে দিন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন "হে আয়েশা আমি যদি দোয়া করি তবে আল্লাহতায়ালা মদীনার পাহাড়গুলিকে স্বর্ণ ও রূপায় রূপান্তরিত করিয়া দিবেন। কিন্তু আমি খিদাকে পেট ভরার উপর, গরীবীকে আমীরীর উপর, চিন্তাকে খুশীর উপর গুরুত্ব দিয়াছি। হে আয়েশা শুন " দুনিয়াকে ভালবাসা আমাদের জন্য উচিৎ নয়।" (এহয়াউল উলুম ৪র্থ খন্ড)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর, এক জোড়া কাপড় থাকিত। উহা ময়লা হইয়া গেলে নিজ হাতে ধুইয়া পরিধান করিতেন। কোন কাপড় এমন হইতনা যাহাতে তালি না থাকিত। কোন সময় এই পয়সাও থাকিতনা যে, বাতি জ্বালানোর জন্য ঘরে তৈল খরিদ করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন " যেদিন রাছুলুল্লাহ (দঃ) ওয়াফাত পান, সেই দিনের পূর্বের রাতে বাতি জ্বালানোর জন্য ঘরে তৈল ছিলনা। আমি পরশীর নিকট হইতে ক্বরজ করিয়া তৈল আনিয়া বাতি জ্বালাই। (বুখারী)

এ অবস্থার ভিতরেই আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) তাহার যৌবন কাটাইলেন। আর কোন দিন ইঙ্গিত ইশারায়ও কোন আপত্তি করেন নাই। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েগণ নিজেদেরকে আভিজাত্যের বান্দি মনে করিয়া বৈবাহিক জীবনকে সুন্দর করিতে গিয়া স্বামীকে হারাম রুজি রোজগারে বাধ্য করিতেছে। আল্লাহতায়ালা সকল মুছলীম মেয়েগণকে ছুন্নাত মোতাবেক চলার তওফীক্ব দিন আমীন।

www.pathagar.com

স্ত্রীর প্রতি মহব্বত

কেহ কেহ ধারণা করিয়া থাকেন যে, রাছুলুল্লাহ (দঃ) আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) কে তাহার সৌন্দর্য্য ও কম বয়সের জন্য বেশী ভালবাসিতেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কেননা রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর অন্যান্য বিবিগণ যেমন আম্মাজান ছুফাইয়া (রাঃ) ও আম্মাজান যায়নাব (রাঃ) সৌন্দর্যের দিক দিয়া আয়েশা (রাঃ) হইতে কম ছিলেন না। তিনি আয়েশা (রাঃ) কে তাহার বুদ্ধি মত্ত্বার দরুন বেশী ভাল বাসিতেন। এ ছাড়া সবকিছু বুঝা ও উপস্থিত বুদ্ধির মত গুন ও অন্যান্য নেক অভ্যাসগুলির ত আর কথাই নাই।

বিবাহের পর আয়শা (রাঃ) এর বয়স ছিল ৭ বছর। রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহার মাতা উম্মেরুমান (রাঃ) কে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আমার কারণে আয়েশাকে ধমকাইবেন না। এক দিন রাছুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবী আবু বকর (রাঃ) এর বাড়ীতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আয়েশা (রাঃ) দরজায় ঠেস দিয়া কাদিতেছেন। তিনি উম্মেরুমানকে বলিলেন "আমার কথার দিকে আপনি খেয়াল করেন নাই। তখন উম্মেরুমান (রাঃ) বলিলেন "আয়েশা আমার কথা তাহার পিতার নিকট লাগাইয়া আসে।" তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "আয়েশা যাহাই করুক না কেন তাহাকে বিরক্ত করিবেন না "। (মুস্তাদরাক)

একবার আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে কথা কাটা কাটি করিতেছিলেন। এমন সময় আবু বকর (রাঃ) আসিয়া এ অবস্থা দেখিয়া তাহাকে প্রহার করিতে চাহিলেন। কিন্তু রাছুলুল্লাহ (দঃ) পিতা ও কন্যার মাঝখানে আড় হইয়া দাড়াইলেন। এবং কথা বার্তা শেষ হইয়া গেল। আবু বকর (রাঃ) যখন চলিয়া গেলেন তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "দেখিয়াছ ? আজ আমি তোমাকে কি ভাবে বাচাইলাম"। (আবু দাউদ)

একবার রাছুলুল্লাহ (দঃ) ও আয়েশা (রাঃ) এর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। উভয়ই আবু বকর (রাঃ) কে বিচারক করিলেন। তিনি আসিলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "আয়েশা প্রথমে তুমি বল। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন "আপনিই প্রথমে বলুন কিন্তু সত্য সত্য বলিবেন" বেটীর এই রূপ কথা আবু বকর (রঃ) বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তাই তাহাকে এরূপ থাবা মারিলেন যে তাহার মুখ লাল হইয়া গেল। আয়েশা (রাঃ) ভাগিয়া পিছনে চলিয়া গেলেন। ইহাতে রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর খুবই কষ্ট হইল। তিনি দুঃখের সুরে বলিলেন "আবু বকর আপনাকে এইরূপ করিবার জন্য ডাকি নাই, আপছোছ আপনি কি করিলেন।"

www.pathagar.com

আরও বর্ণিত আছে যে আবু বকর তাহাকে আরও শাস্তি দিতে চাহিলে আয়েশা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর কোলে আশ্রয় নিলেন। তাই আবু বকর (রাঃ) তাহাকে শাস্তি দিতে পারিলেন না। আবু বকর (রাঃ) চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ পর রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন "আজ তোমাকে কি আমি বাচাই নাই "? তখন আয়েশা (রাঃ) উহা স্বীকার করিতে ইতস্তত করিতে ছিলেন।

একবার রাছুলুল্লাহ (দঃ) ভ্রমণে ছিলেন, এমন সময় আয়েশা (রাঃ) এর উট তাহাকে নিয়া এক দিকে ভাগিয়া গেল। তাহতে রাছুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতিবস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বেকরার হইয়া বলিলেন (ওয়ারোছা) হায় আমার দুলহান কোথায়? (মুছনাদে আহমাদ)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) খাওয়া দাওয়ায়ও আয়েশা (রাঃ) কে সঙ্গে রাখিতেন। একবার কেহ রাছুলুল্লাহ (দঃ) কে দাওয়াত করিলে তিনি বলিলেন "আয়েশাও থাকিবে" দাওয়াতকারী বলিল 'না' তখন তিনি বলিলেন "তবে আমি দাওয়াত কবূল করিলাম না।" সে ব্যক্তি আবদার জানাইলে তিনি আয়েশা (রাঃ) এর কথা বলিলেন। এই ভাবে তিনবার বলিলেন শেষ পর্য্যন্ত দাওয়াতকারী আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) কেও দাওয়াত করিলেন। (ছীরতে আয়েশা)

ঐতিহাসিকগণ বলেন সে সময় বোধ হয় ঘরে খাবার ছিল না তাই তিনি আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত দাওয়াত গ্রহণ করেন নাই। তিনি খাইবেন আর আয়েশা (রাঃ) ক্ষুধার্থ থাকিবেন। তাহা কেমনে হইতে পারে।

বর্ণিত আছে যে, রাছুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়া একই পাত্রে বসিয়া খাইতেন। আয়েশা (রাঃ) যে হাড্ডিটি খাইতেন তিনি সেই হাড্ডিটি যে দিক দিয়া আয়েশা (রাঃ) খাইয়া দিতেন সেই দিক দিয়া খাইতেণ। পানির গ্লাসের এই দিক দি"য়া তিনি পান করিতেন আয়েশা (রাঃ) যে দিক দিয়া মুখ রাখিয়া পান করিতেন। (মুসলিম)

সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম ও উম্মাহাতুল মুমেনীনদেরই জানা ছিল যে রাছুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা (রাঃ) কে বেশী ভালবাসিতেন। তাই যেদিন রাছুলুল্লাহ' (দঃ) আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে থাকিতেন ছাহাবায়ে কেরাম সেইদিন রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর জন্য বেশী বেশী উপঢৌকন পাঠাইতেন।ইহা দেখিয়া অন্যান্য বিবিগনের মনে নাড়া লাগিল। কিন্তু কেহ বলিতে সাহস করিতে পারিল না। তাই ফাতেমা (রাঃ) কে সবাই মিলিয়া এই ব্যপারে আবদার করার জন্য পাঠাইলেন। ফাতেমা (রাঃ) এই বিষয় নিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন "হে আমার কন্যা আমি

www.pathagar.com

যাহাকে ভালবাসি তুমি কি তাহাকে ভালবাসিবে না? ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন "কেন ভালবাসিব না"। তারপর ফাতেমা (রাঃ) ফিরিয়া আসিলেন।

আরও একদিন এই ব্যপারে উম্মেছালমাকে সুপারিশ বানাইয়া পাঠাইলেন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "হে উম্মেছালমা, আমাকে আয়েশা (রাঃ) এর সম্পর্কে ফেরেশান করিওনা।" (তিরমিযী) তাই শেষপর্য্যন্ত উম্মেছালমাও লজ্জীত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

একবার হাদীয়া হিসাবে একটি মূল্যবান হার আসিলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "আমি তাহাকেই দিব যাহাকে বেশী ভালবাসি। সকলেই মনে করিলেন যে আয়েশাকেই দিবেন। পরে দেখা গেল তিনি সেই হার খানি উমামা (রাঃ) কে দিলেন। (রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর মেয়েরদিগের নাতনী)

একদা আমরিবনে লআছ রাছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার নিকট কে বেশী প্রিয় তিনি বলিলেন "আয়েশা" আমর বলিলেন পুরুষের মধ্যে? তিনি বলিলেন "তাহার পিতা আবু বকর। (বুখারী)

আয়েশা (রাঃ) এর প্রতি রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর মহব্বত মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত বজায় থাকে। মৃত্যুর পূর্বে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন আজ কার ঘরে থাকিব? সবাই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি আয়েশা (রাঃ) ঘরে থাকিতে চাহিতেছেন। তাই আয়েশা (রাঃ) এর ঘরেই নেওয়া হইল। সেখানেই তিনি তাহার গলাও বুকের মাঝখানে মাথা রাখিয়া ওয়াফাত পান এবং এখনও সেখানেই আছেন (অর্থাৎ রাওযা শরীফ আয়েশা (রাঃ) কামড়ায়)

অভিমান ও সন্তুষ্টি

যখন আয়েশা (রাঃ) এর রখচুতি হইল তখন মাত্র ৯ বৎসর। সাথীদের সঙ্গে থাকা, ঝুলনায় ঝুলা এবং পুতুল দিয়া খেলা করা তাহার প্রিয় অভ্যাস ছিল। রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহার খেলাধুলায় বাধা সৃষ্টি করিতেন না বরং তাহার মনকে খুশী রাখিতেন।

একবার আয়েশা (রাঃ) সাথীদেরকে নিয়া খেলায় মত্তছিলেন। এমন সময় রাছুলুল্লাহ (দঃ) তশরীফ আনা মাত্রই সাথীরা সবাই পালাইয়া গেল। রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহা দেখিয়া বাহিরে গিয়া সাথীদেরকে বলিলেন "যাও তোমরা আয়েশার (রাঃ) সঙ্গে খেলা কর।" (মুছলেম)

একদিন রাছুলুল্লাহ (দঃ) একটি ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়া আয়েশা (রাঃ) এর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "তুমি কি তাহার কবিতা শুনিবে?

www.pathagar.com

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন 'হা' মেয়েটি যখন সুরে কবিতা পড়িল তখন তিনি বলিলেন "তাহার ঠুটে শয়তান বাজনা বাজাইতেছে। (মুছনাদে আহমাদ)

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) একটি আনছারী মেয়েকে পালন করিয়া ছিলেন। তিনি তাহার বিবাহ সাদাসিদা ভাবে সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। এমন সময় রাছুলুল্লাহ (দঃ) তশরীফ আনিয়া ফরমাইলেন "আয়েশা! "না গীত গাওয়া হইতেছে না বিবাহের (জায়েয) আওয়াজ। উহা কি রকম সাদী? এই বাক্যটি তিনি শুধু আয়েশা (রাঃ) এর মন খুশী করার জন্য বলিয়াছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন "আমি একবার রাছুলূল্লাহ (দঃ) এর নিকট ছিলাম, এমন সময় বাহির হইতে ছেলেদের হট্টগোল শুনিতে পাইলাম। রাছুলুল্লাহ (দঃ) বাহিরে গিয়া দেখিলেন যে, হাবশী ছেলেরা যুদ্ধের নানা রকম কৌশল দেখাইতেছে। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "আয়েশা তুমিও আস" আয়েশা উহা দেখিতে গেলেন। তিনি তাহার মুখ মন্ডল রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর কাধের নিকট রাখিয়া দেখিতে লাগিলেন। ছেলেরা অনেক্ষণ পর্য্যন্ত তরবারী, তীর ও ডাল দ্বারা যুদ্ধ কলা প্রদর্শন করিতে থাকে। রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রশংসা করিতে থাকেন। যুদ্ধের মহরা দেখিতে দেখিতে আয়েশা (রাঃ) যখন অতিষ্ট হইয়া পড়িলেন তখন তিনি আয়েশা (রাঃ) কে বলিলেন "যাও এখন গিয়া বিছানায় শুইয়া থাক। (তিরমীযী)

আবু দাউদ শরীফে আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, একবার রাছুলুল্লাহ (দঃ) আমার সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিলে আমি তাহাকে পিছনে ফেলিয়া দেই। বহুদিন পর আবার পাল্লা দিলে তিনি আমাকে পিছনে ফেলিয়া দিলেন। তখন আমি ভারী হইয়া গিয়াছলাম।

রাছুলল্লাহ (দঃ) যখন ঘরে তশরীফ আনিতেন তখন মিষ্টি সুরে বলিতেন আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইতি ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু (গৃহবাসির প্রতি ছালাম তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযেল হউক।) উত্তরে আয়েশা (রাঃ) বলিতেন ওয়া আলাইকুমুচ্ছালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। (আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত এবং রহমত হউক)

অভিমান করা মেয়েদের স্বভাব তাই আয়েশা (রাঃ) অনেক সময় অভিমান করিতেন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহার অভিমানকে দূর করিতেন। (মুছনাদে আহমাদ)

বর্ণিত আছে "একবার কোন মেয়ে কয়দী আনা হইলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে আয়েশা (রাঃ) এর কামড়ায় আটকাইয়া রাখিলেন। আয়েশা

www.pathagar.com

কোন রকম চিন্তা না করিয়াই সেই ক্বয়দীর সহিত কথা বার্তা বলিতে লাগিলেন হঠাৎ মেয়েটি পালাইয়া গেল। রাছুলুল্লাহ (দঃ) আসিয়া মেয়েটিকে না পাইয়া রাগান্বিত হইয়া বলিলেন "আয়েশা তোমার হাত কাটিয়া যাউক" ইহা বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। তারপর রাগ থামিলে ঘরে আসিয়া দেখিলেন যে আয়েশা তাহার উভয় হাত উলট পালট করিয়া দেখিতেছেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কি করিতেছ ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন " দেখিতেছি যে আজ কে হাত কাটিবে" ইহা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) খুবই কষ্ট পাইয়া তৎক্ষনাত আল্লাহর দরবারে পূর্বের দোয়া খন্ডনের মোনাজাত করিলেন। (মুছনাদে আহমাদ)

একবার আয়েশা (রাঃ) এর মাথায় বেদনা ছিল রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "তুমি যদি আমার সামনে মরিতে তবে আমি তোমাকে গোসল দিতাম, কাফন পড়াইতাম এবং মাগফেরাতের দোয়া করিতাম। ইহা শুনিয়া আয়েশা (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন আপনি আমার মৃত্যু কামনা করেন। যাহাতে আমার কামরায় একজন নূতন বিবি নিয়া বাস করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) হাসিতে লাগিলেন। (বুখারী)

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) এর উপর তহম্মতের পর আল্লাহতায়ালা যখন তাহার পবিত্রতার আয়াত নাযেল করিলেন, তখন আয়েশা (রাঃ) এর মাতা উম্মেরুমান (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে বলিলেন যে, উঠ এবং স্বামীর পায়ে ক্বদমবুছি কর" তখন আয়েশা (রাঃ) অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন " আল্লাহ আমার পবিত্রতা জাহের করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আমি আর কাহারও কৃতজ্ঞ নই। (বুখারী)

একবার রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন " আয়েশা তোমার না রাজির আন্দাজ আমার সহজেই হয়। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন "কি ভাবে?" তিনি বলিলেন "যখন আমার প্রতি নারাজ হও তখন কছম খাইতে বল যে, ওয়া রাব্বি, ইব্রাহীম" (ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতিপালকের দোহাই) আর যখন খুশী থাক তখন বল ওয়া রাব্বি, মোহাম্মাদ" (মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রতিপালকের দোহাই)। আয়েশা বলিলেন "হে আল্লাহর রাছুল শুধুমাত্র মুখে আপনার নাম নেই না কিন্তু দিলে অবশ্যই থাকেন।" (বুখারী)

একবার কোন কথায় রাছুলুল্লাহ (দঃ) নারাজ হইয়া গেলে আয়েশা (রাঃ) অতিশয় অভিমানের সহিত বলিলেন "বছ এই কথার উপর আপনি বলেন যে, আপনি পয়গাম্বর" ইহা শুনিয়া রাছুল্লাহ (দঃ) মুস্কী হাসিলেন, রাগিলেন না। (বুখারী)

www.pathagar.com

ইমাম গাযযালী (রাঃ) বলেন " আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) নারাজ হইয়া গেলে রাছুলুল্লাহ (সাঃ) অস্বস্থিবোধ করিতেন। আর আয়েশা অভিমান করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে, তখন রাছুল্লাহ (দঃ) এই বাক্যের দ্বারা তাহার অভিমান ভাঙ্গিতেন। তাকাল্লামুইয়া হুমাইরা (হে হোমায়রা কথা বল)। হুমাইরা , আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) এর একটি ডাক নাম ছিল, উহার অর্থ, হে লাল বৌ। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) তাহাকে এই নামে ডাকিতেন।

স্বামীর প্রতি মহব্বত

যেমন ভাবে রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাহার প্রিয়তমা পত্নীর অভিমান নানাভাবে দূর করিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) ও পবিত্র স্বামীর প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা প্রদর্শন করিতেন। সব সময় তাহার প্রতি অনুগত থাকিতেন। যাবতীয় খেদমতের পূর্ণ হক্ক আদায় করিতেন। (মুছনাদে আহমাদ)

স্বামীর প্রতি মহব্বতের অবস্থা এই ছিল যে রাত্রে জাগ্রত হইয়া স্বামীকে বিছানায় তালাশ করিতেন। না পাইলে বেচৈন হইয়া যাইতেন। একবার নিদ্রা থেকে জাগিয়া দেখিলেন যে, রাছুযলুল্লাহ (দঃ) বিছানায় নাই। তাহাকে তালাশ করিতে করিতে বাক্বী নামক গোরস্থানে গিয়া দেখিলেন যে, তিনি গোরস্থানবাসীদের জন্য মাগফেরাতের দোয়ায় লিপ্ত আছেন। তখন ছিল ১৫ ই শাবানের রাত্রি। (নাছায়ী বাবে যিয়ারাতে ক্কবর)

আর একবার রাত্রে জাগ্রত হইয়া বিছানায় রাছুলুল্লাহ (দঃ) কে না পাইয়া মনে করিলেন যে হয়ত তিনি অন্য বিবির নিকট চলিয়া গিয়াছেন। তাই বিছানা হইতে উঠিয়া এদিক উদিক দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে মছজিদে নব্বীতে অন্ধকারে তালাশ করিতে লগিলেন হঠাৎ আয়েশা (রাঃ) এর হাত রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর পায়ে লাগিল যে তিনি ছেজদায় রত। ইহাতে তিনি লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "আমার পিতামাতা আপনার জন্য ক্বোরবান হউক। আমি কি চিন্তায় ছিলাম আর আপনি কোন অবস্থায়।" (নাছায়ী)

একদিন রাছুলুল্লাহ (দঃ) জুতা সেলাই করিতে ছিলেন আর আয়েশা (রাঃ) চরকা চালাইতে ছিলেন, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর কপালে পড়িল, কপাল হইতে ঘাম নির্গত হইতেছিল যাহা মতির টুকরার ন্যায় দেখা যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া আয়েশা (রাঃ) হঠাৎ আবু কবীর হুদমীর এই

www.pathagar.com

কবিতা আবৃত্তি করিলেন। "রাম ধনুককে দেখ যে উহা কিরূপ চমৎকার দেখা যাইতেছে, যেমন ভাবে বৃষ্টি ধারায় বিজলী কে চমৎকার দেখা যায়"

এই কবিতা শুনা মাত্র রাছুলুল্লাহ (দঃ) এত খুশী হইলেন যে তৎক্ষনাৎ তিনি আয়েশা (রাঃ) এর কপালে চুমু দিয়া বলিলেন "হে আয়েশা আল্লাহতায়ালা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন" আজ তুমি আমাকে খুশী করিয়াছ। (রাহমাতাল্লিল আলামীন)

যে সমস্ত মেয়েলোক আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) এর সঙ্গে দেখা করিতে আসিত তাহাদের সামনেও স্বামীর প্রশংসা করিতেন এবং সৌন্দর্য্যের গুণ গাহিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন "রাছুলুল্লাহ (দঃ) সব চেয়ে বেশী সুন্দর ও উজ্জল ছিলেন, চেহারা চৌদ্দ তারিখের রাতের চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর দেখা যাইত। কপালের ঘাম মতির ন্যায় চমৎকৃত হইত, আর ঘামের গন্ধ মেস্কের গন্ধের ন্যায় ছিল। (রাহমাতাল্লিল আলামীন)

স্বামীর প্রতি ভক্তি ও খেদমত

আয়েশা (রাঃ) পূর্ণ নয় বৎসর রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু একদিনও এরূপ হয় নাই যে, রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে কোন কাজের হুকুম দিয়া ছিলেন আর তিনি উহা করেন নাই। বরং যখনই বুঝিতে পারিতেন যে, ঐ কাজটি রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর রুচীর বিরুদ্ধে তখনই তিনি উহা ত্যাগ করিতেন।

একবার আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) ঘরের দরজায় অতি সখের একটি সুন্দর পরদা টানাইলেন। যাহার মধ্যে পাখীর ছবি অঙ্কিত ছিল। রাছুলুল্লাহ (দঃ) যখন ঘরে ঢুকিতে ছিলেন উহার দিকে দৃষ্টি পড়িলে উহাতে তিনি নারাজ হইলেন, যাহার ফলে চেহারা লাল হইয়া গেল।

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর অবস্থা দেখামাত্র বুঝিতে পারিয়া মনে ভয় নিয়া রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলিলেন, আমাকে মাফ করুন, এরূপ আর করিব না। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "আয়েশা, যে ঘরে ছবি থাকে উহাতে রহমতের ফেরেস্তা ঢুকেনা"। (মেশকাত)

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে যে পিতামাতার রাগকে বরদাশত করিয়া নিতেন কিন্তু স্বামীর ফরমাবরদারীতে কোন ক্রটি দেখাইতেন না। এক ছফরে রাছুলুল্লাহ (দঃ) আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) এর কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে ছিলেন এমন সময় কোন দরকারী কাজে আবুবকর তশরীফ আনিয়া আয়েশা (রাঃ) এর প্রতি রাগান্বিত হইয়া তাহার কোমরে আঘাত করিলেন। কিন্তু আয়েশা কোন প্রতি উত্তর করিলেন না। এমন কি শরীরকেও নড়তে দিলেন না, যাহাতে রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর আরামের ব্যঘাত না হয়। (বুখারী)

একবার রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন "আয়েশা তুমি যদি আমার সঙ্গে বেহেস্তে মিলিতে চাও তবে কায়ক্লেসে জীবিকা নির্বাহ করিও।" আয়েশা (রাঃ) রাছুলূল্লা (দঃ) এর মৃত্যুর পরও তাহার প্রতি মহব্বতের কারণে তিনি সব সময় কায়ক্লেসে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। (সীরতে আয়েশা) যদিও লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা হাতে আসিত। তিনি সব কিছুই আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিতেন। আর নিজে হয়ত কম খাইতেন, রোজা রাখিতেন বা অনাহারে দিন কাটাইতেন। ইহা ছিল স্বামীর প্রতি ভক্তি, স্বরুপ।

আর খেদমতের কথা বলিতে গেলে ঘরের যাবতীয় কাজ নিজেই করিতেন। অবশ্য দাসী-বাঁদীও ছিল, পবিত্র স্বামীর বিছানা নিজেই বিছাইতেন। কাপড়ে আতর লাগাইয়া দিতেন এবং সকল কাপড় নিজে ধুইয়া দিতেন।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) রাত্রে যখন শুইতেন, তখন তাহার মাথার পার্শ্বে মেছওয়াক ও পানি রাখিয়া দিতেন। মোট কথা ঐ সব কাজ তিনি নিজ হাতে করিতেন।

একবার রাছুলুল্লাহ (দঃ) চাদর উড়িয়া মছজিদে আসিলে একজন ছাহাবী বলিল "উহাতে মনে হয় রক্তের দাগ" তিনি দাগটি ধরিয়া চাদরটিকে আয়েশা (রাঃ) এর নিকট ধুইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। আয়েশা (রাঃ) উহাকে তৎক্ষনাৎ ধুইয়া শুকাইয়া রাছুলূল্লাহ (দঃ) এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। (আবু দাউদ)

আবু দাউদ শরীফে আছে, আয়েশা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর মাথা মোবারক নিজ হাতে আচড়াইতেন। মধ্যভাগে নাক বরাবর সীতা কাটিয়া দিতেন, কপালের চুলগুলিকে দুই চক্ষুর উপর রাখিয়া দিতেন।

www.pathagar.com

মোট কথা তিনি রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর খেদমত এইভাবে করিতেন যে কোন সময় মাসিকের ক্বাজা রোজাও যথাসময়ে আদায় করিতে পারিতেন না। বর্ণিত আছে যে রমজানের ক্বাজা রোজা শাবানে আদায় করিতেন। যখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) বেশী বেশী এবাদত করিতেন ও রোজা রাখিতেন । (মেশকাত)

স্বামীর প্রতি ভক্তি ও খেদমতের সাথে সাথে সব সময় স্বামীর সঙ্গে সব কাজে সহযোগিতাও করিতেন। রাত্রে তাহাজ্জুদের সময় রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ডাকিতেই, তিনি জাগিয়া তাহাজ্জুদ আদায় করিতেন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইতেন আর আয়েশা (রাঃ) মুক্বতাদী হইতেন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) মছজিদে জমাত পড়াইবার সময় আয়েশা (রাঃ) নিজ কামড়ায় থাকিয়া জামাতে শরীক হইতেন।

এইভাবে রোজা ও হজ্বে সবসময় রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। কোন সময় সঙ্গে না থাকিতে পারিলে বেচৈন হইয়া পড়িতেন।

একদা বিদেশে সফর করার সময় আয়েশা (রাঃ) ও হাফছা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে ছিলেন, আয়েশা (রাঃ) এর উট ছিল রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে তিনি চলার সময় তাহার সহিত কথাবার্তা বলিতেন। উহা দেখিয়া হাফছা (রাঃ) ভাবিলেন যে আয়েশা (রাঃ) এর উটের সাথে যদি আমার উট বদল করিয়া ফেলি তবে রাস্তায় চলার পথে রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিব। তাই কোন এক মঞ্জিলে হাফছা (রাঃ) আয়েশা (রা) এর নিকট বলিলেন যে, তোমার উটের সহিত আমার উটের বদলী কর। উহার কারণ না বুঝিতে পারিয়া আয়েশা (রাঃ) রাজি হইয়া গেলেন। চলার সময় রাছুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশার উটের দিকে গেলেন কিন্তু তাহাকে উহাতে দেখিলেন না, তাই চলার পথে হাফছা (রাঃ) এর সাথেই কথাবার্তা বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন। আয়েশা (রাঃ) তখন উট বদল করার অর্থ বুঝিতে পারিয়া উহা বরদাশত করিতে পারিলেন না। আবার এক মঞ্জিলে পৌছিলে ছওয়ারী হইতে নামিয়া নিজের পা ঘাসের উপর গড়াইতে গড়াইতে বলিলেন " হে আল্লাহ আপনি কোন বিচ্ছু বা সাপকে পাঠাইয়া দিন যে আমাকে দংশন করে আর তিনি হইলেন তোমার প্রেরিত রাছুল তাহাকে আমি কিছু বলি না।" (বুখারী)

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (দঃ) যুদ্ধে যাওয়ার সময়ও বিবিগনের নামে ক্বোরা (লটারী) দিতেন এবং তিনি চাইতেন যে আয়েশা (রাঃ) এর নাম উঠুক প্রায়ই তাহাই হইত। হজরত আয়েশা (রাঃ) বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধে রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে ছিলেন এবং যুদ্ধের কাজে সাহায্য করিতেন। (ছিরতে আয়েশা)

বিবাহ দেওয়ার ছুন্নাতী ত্বারীক্বা

নাছায়ী শরীফে বর্ণিত আছে যে ছাহাবী আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও ওমর ফারুক (রাঃ) উভয়েই আম্মাজান ফাতেমা (রাঃ) কে বিবাহ করার প্রস্তাব করিলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন " ফাতেমা এখনও ছোট" (অর্থাৎ তোমাদের তুলনায়) (এযালাতুল খিফা)

তারপর তাহারা দুইজনই আলী (রাঃ) এর নিকট আসিয়া ফাতেমা (রাঃ) কে বিবাহ করার পরামর্শ দিলেন। উহাতে আলী (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া ফাতেমা (রাঃ) কে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন যে " হে আলী তোমার নিকট মাল আছে?" আলী বলিলেন " একটি ঘোড়া ও একটি যুদ্ধের পোষাক আছে" রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন ঘোড়াটি রাখিয়া পোষাকটি বিক্রি করিয়া দাও। তারপর উহার মূল্য আমার নিকট নিয়া আস। আলী (রাঃ) উহার মূল্য বাবদ ৪৮০ মেছক্বাল রূপার মুদ্রা আনিয়া দিলেন "উহা হইতে রাছুলুল্লাহ (দঃ) বিলালকে কিছু দিয়া বলিলেন যে, খুশবু নিয়া আস।

তারপর বিবাহের জেহেযের তৈয়ারীর হুকুম দিলেন। ফাতেমা (রাঃ) কে জেহেয বাবৎ যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সময় ফাতেমা (রাঃ) বয়স ছিল ১৫ বৎসর ছয় মাস ও আলীর (রাঃ) বয়স ছিল ২১ বা ২৫ বৎসর।(এযালাতুল খিফা)

ছাহাবী আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন " রাছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, যাও আবু বকর, ওমর, উছমান, আবদুর রহমান ও আনছারীগণকে ডাকিয়া নিয়া আস।" তাহারা আসিয়া যখন মজলিছে বসিয়া পড়িলেন তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) বিবাহের খুৎবা পাঠ করিলেন (বিবাহের খুৎবা পরে বর্ণনা করা হইয়াছে) এবং বলিলেন " আল্লাহতায়ালা আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, ফাতেমাকে আলীর সহিত বিবাহ দিয়া দাও। তাই তোমরা সাক্ষী থাক যে আমি ফাতেমাকে আলীর সহিত চার শত মেছকাল (বা ১৫০ তোলা চার মাশা রূপা.মেছবাহ, পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি যে ফাতেমা (রাঃ) এর মহর ছিল ৪৮০ দেরহাম উহা ইযালা হইতে বর্ণিত) চান্দির মহরে বিবাহ দিয়া দিলাম। এই বর্ণনাটিই সবচেয়ে

www.pathagar.com

নির্ভর যোগ্য মনে হয়। আলী (রাঃ) প্রস্তাব কবুল করিলেন। তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন " আল্লাহতায়ালা তোমাদের মধ্যে মিল মহব্বত করিয়া দিন, তোমাদেরকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে ফিরাইয়া রাখুন। তোমাদেরকে আল্লাহতায়ালা বরকত দিন, এবং নেক ও পবিত্র সন্তান দান করুন।"

আনাছ (রাঃ) বলেন " আল্লাহতায়ালা তাহাদেরকে অনেক পবিত্র সন্তান দান করিয়াছেন।" তারপর রাছুলুল্লাহ (দঃ) খেজুরের খণ্ডা আনাইলেন এবং উহা ডালিয়া দিলেন।(নাছায়ী)

আবু দাউদ শরীফে আছে যে, আলী (রা) এর বাড়ীতে গিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) আছমা বিনতে আমীছকে দেখিয়া বলিলেন তুমি ওকি ফাতেমার সাদীতে আসিয়াছ? আছমা বলিলেন হা, রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন " আল্লাহতায়ালা তোমাকে বরকত দিন" তারপর রাছুলুল্লাহ (দঃ) আলীর ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমার ভাই ঘরে আছে কি? বলিলেন হা! তারপর ফাতেমাকে বলিলেন "পানির কায়াবে (পাত্রে)পানি ভরিয়া আন। ফাতেমা (রা) পাত্র ভরিয়া পানি আনিলে তিনি উহাতে কুলি করিলেন , ফাতেমাকে কাছে আসিতে বলিলে ফাতেমা নিকটে আসিলে তাহার বুকে ও মাথায় সেই পানি ঢালিয়া দোয়া করিয়া বলিলেন -

উচ্চারণঃ-আল্লহুম্মা ইন্নী উইযুহা বিকা ওয়া যুররীয়াতাহা মিনাশ শাইতানির রাজীম ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ আমি ফাতেমা ও তাহার বংশধরকে বিতারিত শয়তান হইতে আপনার আশ্রয়ে রাখিলাম। তারপর ফাতেমাকে পিঠ ফিরাইতে বলিলে ফাতেমা (রাঃ) পিঠ ফিরাইলে ঐ পাত্রের পানি পিছনে দুই বাজুর মাঝখানে ঢালিয়া দিলেন এবং উল্লেখিত দোয়া পুনরায় পাঠ করিলেন।

তারপর আলীর দিকে ফিরিয়া আলীকে ঐ পাত্রে পানি আনিতে আদেশ দিলে আলী (রাঃ) পাত্র ভরিয়া পানি আনিলে যে ভাবে ফাতেমার পানিতে কুলকুচা করিয়া ছিলেন সেই ভাবে আলীর পানিতেও করিয়া ঐ পানি প্রথমে আলীর বুকে ও মাথায় ঢালিয়া উল্লিখিত দোয়া পাঠ করিলেন কিন্তু "উইযুহা" আম্মাজান ওয়া যুররীয়াতাহা" জায়গায় উইযুহু" ওয়া যুররীয়াতুহু" শব্দ বলিলেন। তারপর আলীকে পিঠ ফিরাইতে বলিলে তিনি পিঠ ফিরাইলে তাহার পিছনে দুই বাজুর মাঝখানে বাঁকী পানি ঢালিয়া দিলেন। এবং সেই দোয়া পুনরায় পড়িয়াছিলেন। তারপর আলীকে সম্বোধন করিয়া

www.pathagar.com

বলিলেন " তুমি তোমার বিবির নিকট আল্লাহর নাম ও বরকতের সহিত প্রবেশ কর 'বিছমিল্লাহে ওয়াল বারকাতে '(হেছনে হাছীন, ছাওয়ায়েক্ব)

আম্মাজান ফাতেমার (রাঃ) মৌখিক বিবাহ গযওয়ায়ে বদরের পর রমজান মাসেই সম্পন্ন হয় কিন্তু রখছুতী হয় যিলহজ্জ মাসে ১ম তারীখে।

আম্মাজান ফাতেমা (রাঃ) স্বামীর ঘরে

আবুল বুহতারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে সাহাবী আলী (রাঃ) পরদার হুকুম নাযেল হওয়ার পূর্বে তাহার মাতা ফাতেমা বিনতে আছাদের নিকট আরজ করিলেন যে,আপনি ঘরের কাজে রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর মেয়ের সঙ্গে শরীক থাকিতে পারেন যাহাতে ঘরের সাকুল্য কাজ তাহার উপর না পরে। পানি ও বাহিরের কাজ আপনার জিম্মায় এবং আটা পেষা ও পাকের কাজ ফাতেমা যুহরা করিবে। তারপর পরদার হুকুম নাযেল হইলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) আলী (রা)কে আম্মাজান বাহিরের কাজ করিতে হুকুম দিলেন। একদিন আলী (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ) কে বলিলেন "পানি টানিতে টানিতে আমার বুকে ব্যাথা পাই. শুনিলাম রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট গনীমতের বহু দাস দাসী আসিয়াছে. তাই তুমি যাও এবং খেদমতের জন্য একটি বাঁদী নিয়া আস। তখন ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন "আল্লাহর কছম আটা পিষতে পিষতে আমার হাতে পুটলা বাঁধিয়া গিয়াছে। তারপর ফাতেমা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে হাজির হইলে তিনি তাহাকে হাজির হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন আব্বাজান "সালাম দেওয়ার জন্য আসিয়াছিলাম" তারপর ফাতেমা (রাঃ) লজ্জাবোধ করিয়া বাঁদীর প্রস্তাব দিতে পারেন নাই। তিনি যখন আলীর নিকট ফিরিলেন, আলী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "লজ্জাবোধ করিয়া কিছুই বলিতে পারি নাই" তারপর আলী ও ফাতেমা উভয়ই আসিলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কষ্ট রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে. আপনার নিকট বাঁদী অনেক আছে তন্মধ্যে একজনকে অমাদের খেদমতের জন্য দিন" রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "আল্লারহর কছম তোমাদেরকে বাঁদি দিব না।" কারন আহলে ছুফ্‌ফাদের পেটে ক্ষিদার জ্বালায় পাথর বাঁধা আছে তাহাদেরকে খাওয়ার কিছুই দিতে পারিতেছিনা দাস দাসী বিক্রি করিয়া তাহাদেরকে খাদ্য দিব। ইহা শুনিয়া উভয়ই নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া উভয়ে একটি চাদর পড়িয়া শুইয়া গেলেন চাদরটি ছোট থাকায় মাথা ঢাকিলে পা বাহির হইয়া যাইত আর পা ঢাকিলে, মাথা বাহির হইয়া যাইত। এমন

www.pathagar.com

সময় রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের ঘরে তশরীফ নিলে তাহারা তাহাকে দেখিয়া বিছানা হইতে উভয়ে উঠিতে চাহিলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদেরকে শুইয়া থাকিতে বলিয়া তিনি তাহাদের মাঝখানে এই ভাবে বসিলেন যে তাহার পা দুইটি দুইজনের পেটের বরাবর ছিল। আলী (রা) পেটে তাহার পায়ের ঠান্ডা অনুভব করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন "তোমরা আমার নিকট যাহা চাহিয়াছিলে আমি তোমাদের জন্য তাহার চেয়ে ভাল বিষয় অবগত করাইতেছি।যাহা আমাকে জিবরাইল(আ:)অবগত করাইয়াছেন। প্রত্যেক নামাজের পর ছুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, এই প্রত্যেকটি বাক্য ৩৩ বার করিয়া পড়িবে এবং শুইবার সময় ও প্রত্যেকটি বাক্য ৩৩ বার করিয়া পড়িবে যাহাতে খাদেমের চেয়ে ভাল হইবে। (অর্থাৎ খাদেম কাজ করিলে সেই অবসরে যে এবাদত করিবে উহার চেয়ে ভাল হইবে, হেছনে হাছীন)

সাহাবী আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে একদিন ফাতেমা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনি আমাকে আলীর সহিত বিবাহ দিয়াছেন অথচ আলী ফক্কীর তাহার মাল নাই। তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "তুমি কি রাজি না যে আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার দুইজন মানুষকে পছন্দ করিয়াছেন একজন তোমার পিতা অপর জন তোমার স্বামী (এযালা)

সাহাবী আলী (রাঃ) বলেন, একবার ক্ষিদার তাড়নায় কাজের তালাশে মদীনা শহর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম যে একটি মেয়েলোক মাটির ঢিলা জমা করিতেছে উহা হইতে বুঝিলাম যে তাহাদের উহাতে পানির দরকার আছে। মেয়েলোকটি আমাকে প্রত্যেক বালতী পানি একটি খেজুরের বদলায় নির্দ্ধারিত করিলে সেই পানি উঠাইতে উঠাইতে আমার হাতের চামড়া উঠিয়া গেল। মেয়েলোকটি যখন আমার হাতের অবস্থা দেখিল তখন আমাকে ১৬টি খেজুর দিলে আমি ঐ গুলো রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট নিয়া আসিলে তাহাকে সঙ্গে নিয়া ঐ খেজুর গুলি খাইলাম । (এযালা)

বিবাহের তারিখ

দিন, সপ্তাহ মাস ও বৎসর সবই আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি সেই হিসেবে সবই ভাল। কিন্তু ক্বোরআন ও হাদীস অনুযায়ী বুঝা যায় যে বিশেষ কোন তারিখ অন্য তারিখের চেয়ে ভাল । সেই হিসাবে অনেকেই বিবাহের জন্য ভাল তারিখ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন। অবশ্যই ইহা জরুরী নয়।

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন "আমার বিবাহ (মৌখিক) ও রখছুতী উভয়ই শওয়াল মাসে হইয়াছে (বুখারী) তাই ওলামাগন বলেন বিবাহের

www.pathagar.com

সবচেয়ে ভাল সময় হইল শাওয়াল মাস । এছাড়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) যিল হজ্জ মাসে নিজে বিবাহ করিয়াছেন এবং আম্মাজান ফাতেমা (রাঃ) কে বিবাহ দিয়াছেন।

অনেকেই মহররম মাসে বিবাহ করা, দেওয়া বা অন্য কোন ভাল কাজ করাকে অমঙ্গল মনে করেন । উহা সম্পুর্ণ ভুল ধারনা । কারন হাদীছ শরিফে রাছুলুল্লা (দঃ) এর ওয়াফাতের পূর্ব পর্য্যন্ত মহররম মাসে সংঘটিত ঘটনাসমূহ ফজিলাতে পরিপূর্ণ। তাই মহররম মাসে বিবাহ সাদী বা অন্য কোন ভাল কাজ করাতে কোন অসুবিধা হয় না।

রাছুলুল্লাহ ফরমাইয়াছেন "যে কোন কাজ বুধবারে আরম্ভ করা হয় উহা পূর্ণ হইবে ।(তালীমেমুতায়াল্লিম)

নি... কাববীনী (রাঃ) লিখিত আজায়েবে মাখলুকাত কিতাব থেকে দিন রাত্র তারিখ সম্বন্ধে মোটামোটি আলোচনা করিলাম। যাহাতে পাঠক পাঠিকা নিজেরাই কোন, দিনে, কিরূপ ভালমন্দ বুঝিতে পারিবেন।"

জুমার দিন

"রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "জুমার দিন সবচেয়ে ভাল দিন সেইদিন আদমকে সৃষ্টি করা হয়, তাহাকে বেহেস্তে দেওয়া হয়, তথা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার তওবা ক্ববুল হয় । সেই দিনে ক্বিয়ামত হইবে আর সেইদিনে একটি বিশেষ সময় আছে যে সময় বান্দা যাহা চাহিবে আল্লাহতায়ালা তাহাই ক্ববুল করিবেন।

ওলামাগন বলিয়াছেন "আল্লাহতায়ালার নিকট বরাদ্দকৃত রিযিক ছাড়াও রিযিক আছে। তিনি তাহা একমাত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ও জুমার দিনের সন্ধ্যায় তাহার নিকট প্রার্থনাকারীদেরকে দিয়া থাকেন।

ইবনে মাছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, শুক্রবার দিন নখ কাটিলে আল্লাহতায়ালা তাহার রোগ সারাইয়া দেন। বাদশাহ হারুন বলিয়াছেন যে, শুক্রবার দিন নখ কাটিলে আল্লাহতায়ালা তাহার রোগ সারাইয়া দেন ও গরীবী থাকেনা।

হাদীছে বর্নিত আছে "জুমার দিন যখন খাছবান্দার মছজিদে আসিতে দেড়ী হয় তখন ফেরেস্তাগণ তাহার জন্য আল্লাহতায়ালার দরবারে দোয়া করিতে থাকে যে, হে আল্লাহ যদি সেই ব্যক্তি দরিদ্রতার জন্য জুমায় আসিতে দেরী করিতেছে তাহা হইলে তাহাকে ধনী করিয়া দিন। যদি অসুখের জন্য দেরী করিয়া থাকে তবে তাহারকে সুস্থ্য করিয়া দিন। যদি কোন কাজের চাপে দেরী করিয়া থাকে তবে কাজ সমাধা করিয়া দিন। আর

www.pathagar.com

যদি খেলাধূলা বা অলসতায় তাহাকে দেরী করিয়া থাকে তবে তাহার দিলকে আপনার [illegible] দিকে ফিরিবার তওফিক দিন।

"জুমার দিন হইল আমাদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। উহা হইল সকল দিন সমুহের রাজা (মেশকাত)

ইবনে মাছউদ (রাঃ) বলিতেন যে, রাছুল্লাহ (দঃ) প্রায় জুমায় রোজা রাখিতেন অবশ্য শুধু জুমার দিনের রোজা রাখিতে নিষেধ করিতেন। (কাশফ)

শনিবার

এই দিন হইল ইহুদীদের ঈদের দিন, এই দিনে আল্লাহতায়ালা আকাশ, পৃথিবী ও অন্যান্য সৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া আরশে এস্তেবা করেন।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "শনিবার ও বৃহস্পতিবারের সকাল বেলাকে আমার উম্মতের জন্য বরকতময় করা হইয়াছে। রাছুলুল্লাহ (দঃ) প্রায়ই শনিবার ও রবিবারে রোজা রাখিতেন। (কাশফ)

রবিবার

নাছারাদের (খৃষ্টান) সাপ্তাহিক ঈদের দিন, রবিবারই হইল দুনিয়ার প্রথম দিন, সেইদিন আল্লাহতায়ালা সৃষ্ট সমুহের সৃষ্টি আরম্ভ করেন। ঐদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন ঐদিন নখ কাটা ভাল নহে। (আলমগীরী)

সোমবার

ইহা একটি মোবারক দিন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) সোমবার এবং বৃহস্পতিবার প্রায়ই রোজা রাখিতেন। কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ফরমাইয়াছিলেন "এই দুইবারে বান্দার আমল আল্লাহ তায়ালার দরবারে উঠানো হয়। তাই আমি ভাল মনে করি যে আমার আমল রোজার অবস্থায় উঠানো হোক। আল্লাহতায়ালা আমার উম্মতের জন্য বৃহস্পতিবারের সকালকে বরকতময় করিয়াছেন। (কাশফ)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর জন্ম সোমবারে, ওহী প্রথমে ঐ দিন আসে মক্কা [illegible] ঐ দিন হিজরত করেন মদীনায়, ঐ দিন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। (মুছনাদে ইবনে আব্বাছ ইমাম আহমাদ)

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে প্রতি সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে প্রত্যেক মুছলমানকে মাফ করা হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি কাহারও সহিত আড়ি ধরে। (কথা কয় না) তাহাকে মাফ করা হয় না। ঐ দিন বেহেস্তের দরজা সমূহ খোলা হয়।

মঙ্গলবার

ঐ দিন নানা রকম বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয। নিজের সবকিছুর পরিপাঠি করা, সিঙ্গা লাগানো ভাল, বর্ণনা করা হয় যে ক্বাবীল হাবীলকে মঙ্গলবারে হত্যা করিয়া ছিল, ঐ দিন যাবতীয় প্রাণী সৃষ্টি হয় ঐ দিন নখ কাটা ভাল নহে। (আলমগীরী)

বুধবার

এইদিন গোছলখানায় গোছল করা ভাল। ঐ দিন সমুদ্র, নদনদী, বৃক্ষলতা সৃষ্টি হয়। বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোজা রাখিবে সে দুজখ হইতে পরিত্রান পাইবে ও তাহার জন্য বেহেস্তে একটি ঘর বানান হইবে আর যে ঐ দুই দিনের রোজা রাখিয়া জুমার দিন দান করিবে সে যেমন নিষ্পাপ হইয়া নুতন ভাবে জন্মলাভ করিবে। (কাশফ)

বর্ণিত আছে, বুধবারে যে কোন নেক কাজ আরম্ভ করা হয় আল্লাহ তায়ালা উহা সুন্দর ভাবে পূর্ণ করেন। (তালীমে মোতায়াল্লীম)

বৃহস্পতিবার

ইহা একটি বরকতপূর্ণ দিন, দরকারী কাজ করার জন্য খুব উপযোগী। সেইদিন বিদেশে যাত্রা করা ভাল। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ঐদিন বিদেশাভিমুখে রওয়ানা করিতেন। ঐদিন সিঙ্গা লাগানো খুব খারাপ কেননা বর্ণিত আছে যে ঐ দিন সিঙ্গা লাগাইলে জ্বর আসিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে। ঐ দিন বেহেস্ত ও দুজখ সৃষ্টি করা হয়।

বিবাহের মাস

পূর্বে দিনসমুহের ভাল মন্দের কথা বলা হইয়াছে, এখন মাস সম্বন্ধে মোটামোটি আলোচনা করা গেল। আল্লাহতায়ালা বলেন "আল্লাহর নিকট মাসসমূহের সংখ্যা হইল ১২ টি যাহা তিনি তাহার কিতাবে যমীন ও আছমান সৃষ্টির সময় লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে চার মাস হইল সবচেয়ে পবিত্র (আশহুরে হুরুম)" উহারা হইল ১) রজব ২) জিলক্বদ ৩) জিলহজ্জ ৪)

www.pathagar.com

তের বৈধ কাজসমূহ করিলে বেশী বেশী ছওয়াব হয় এবং পাপ কাজ করিলে বেশী বেশী পাপ হয়।

মহররম মাসের দশ তারীখ

ঐ দিনটি সমস্ত কিতাবী ধর্মাবলম্বীদের নিকট সম্মানী, কেননা ঐ দিন আদম (আঃ) এর তওবা ক্ববুল হয়, নুহ (আঃ) এর কিস্তি, জুদী পাহাড়ে লাগে, ঐদিন ইব্রাহীম, মুছা ও ইছা (আঃ) এর জন্ম হয়, ইব্রাহীম (আঃ) কে যে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় উহা নিবিয়া যায়, ইউনুছ (আঃ) এর ক্বওমের উপর হইতে আজাব উঠাইয়া লওয়া হয়, আইয়ুব (আঃ) এর অসুখ সাড়ে, ইয়াক্বুব (আঃ) এর চক্ষু ভাল হয়, ইউছুফ (আঃ) কূপ হইতে ছাড়া পান, ছুলাইমান (আঃ) তাহার রাজ্য ফিরে পান, যাকারিয়া (আঃ) সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিলে আল্লাহ তাহাকে, এহইয়া নামক ছেলে দান করেন, মুছা (আঃ) ফেরআউনের যাদুকরদের উপর জয়ী হন, ফেরআউন ডুবিয়া মরে, মুছা (আঃ) তাহার দলসহ নাজাত পান, ঐদিন ইমাম হুছাইন (রাঃ) শহীদ হন।

ঐদিন চোখে সুরমা লাগাইলে চক্ষু রোগ থেকে ঐ বৎসরের জন্য রেহাই পাওয়া যাইতে পারে। (শামীতে উহার অনুমতি আছে।)

মহররমের ১৬ তারিখ বায়তুল মোক্বাদ্দাছের দিকে ক্বেবলা করা হয়, ১৭ ই মহররম আবরাহার হাতীর সেনাদল বায়তুল্লাহ আক্রমন করে। আল্লাহতায়ালা আবাবীল পাখীর দ্বারা তাহাদেরকে ধ্বংস করেন।

আমাদের দেশে অনেকেই মহররম মাসে বিবাহ সাদী, ঘর দোয়ার নির্ম্মাণ ইত্যাদি কাজ করেনা উহাতে অমঙ্গল নিহিত আছে বলিয়া মনে করে। অথচ উল্লিখিত আলোচনায় ইহাই প্রমাণ করে যে আল্লাহতায়ালা তাহার খাছ বান্দাদেরকে ঐ মাসে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়াছেন এবং তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাই ঐ মাস কি করিয়া অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে। ইমাম হুছাইন (আঃ) দশই মহররমে শহীদ হওয়ার কারনে ঐ দিন বা মাসে কোন ভাল কাজ না করার কোন দলিল হয় না। কারণ ঐ দিন তাহার শহীদ হওয়াতে তিনি আল্লাহর নিকট অতি উচ্ছ আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি যে শহীদ হইয়া আখেরাতে যুবকদের রাজা হইবেন রাছুলুল্লাহ (দঃ) উহা পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি শহীদ হইয়া আল্লাহর নিকট যতটুকু মরতুবা পাইয়াছেন শহীদ না হইলে তাহা পাইতেন না। ঐদিন এবং মাস যে বরকতময় উহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেহ যদি ঐ দিন বা মাসে কোন রকম খুশীবাসী বা ভাল কাজ না করে তবে উহা না করার কোন দলীল নাই।

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি মহররমের দিন পরিবারের জন্য বেশী খরচ করিবে আল্লাহতায়ালা তাহাকে সারা বৎসর সচ্ছল রাখিবেন। এই মাসে তওবা কবূল হয়। (কাঞ্জ)

ছফর মাস

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন "ছফর মাসে কোন খারাবী নাই" (মেশকাত)

রবীউল আওয়াল

ইহা একটি মুবারক মাস, এই মাসে আল্লাহতায়ালা ভাল ও নেক কাজের দরজাসমূহ খুলিয়া দেন, ইহা রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর জন্মের কারণে আরও বরকতময় হয়। এই মাসের ৮ তারিখে রাছুলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় হিজরত করেন। ১০ তারিখ খাদীজা (রাঃ) কে রাছুলুল্লাহ (দঃ) বিবাহ করেন। ১২ তারিখ তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ও ওয়াফাত পান। কেহ বলেন এই মাসে মেরাজ হয়।

রবীউল আখের

এক বর্ণনায় ২১ তারিখ রাছুলুল্লাহ (সাঃ) জেহাদ আরম্ভ করেন।

জামাদাল উলা

ইহাতে যে ছাওয়াবের কাজ করিবে ছাওয়াব হইবে না এরূপ কিছু নয় অবশ্য তুলনামূলক কম হয়।

জামাদাল উখরা

এই মাসে অনেক গঠনাবলী সংঘটিত হয়। এই মাসের প্রথম তারিখ রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট ফেরেস্তা আসে। ১০ তারিখ ইবনে যুবাইর (রাঃ) কাবাকে নতুনভাবে তৈরী করার উদ্দেশ্যে ভাঙ্গিয়া আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী কাবার পূর্ব পশ্চিমের দেওয়ালে দুই দরজা করিয়া নির্ম্মাণ করেন।

পরবর্তীতে বাদশাহ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান পশ্চিমের দরজাটি বন্ধ করিয়া দেন। যাহা বর্তমানেও বন্ধ আছে। পশ্চিমের বন্ধ দরজার দেওয়ালে পাথরের গাথঁনীতে দরজার নমুনা দেখা যায়। এই মাসের ২০ তারিখে ফাতেমা (রাঃ) এর জন্ম হয়।

www.pathagar.com

রাজব

উহা বরকতের মাস। বর্ণিত আছে যে, রজবের প্রথম রাত্রি দোয়া ও এবাদাত ক্বূলের রাত্রি। এছাড়া সারা মাসই বরকতপূর্ণ এবং দোয়া ক্ববুলের সময়। প্রথম তারিখে নূহ (আঃ) কিস্তিতে উঠেন। ২৭ তারিখে রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর মেরাজ হয়, বর্ণিত আছে ঐ মাসের এক দিনের রোজা এক বৎসরের রোজার সমান হয়। দুজখের দরজা সমূহ বন্ধ হয় ও বেহেস্তের দরজা সমূহ খুলা হয়। ঐ মাসের শেস তিন দিনের অনেক ফযিলাত আছে। (কাশফ)

শাবান

এই মাসও বরকাতপূর্ণ। এই মাসের নুতন চন্দ্রকে রাছুলুল্লাহ (দঃ) রমজানের প্রথম তারীখ নির্ধারণের জন্য বেশী করিয়া লক্ষ্য রাখিতেন। এই মাসের ১৫ তারিখ শবেবারায়াত বা মুক্তির রাত্র। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "ঐ রাত্রে সন্ধ্যার সময় হইতে আল্লাহতায়ালা মানুষকে ডাকিয়া বলেন "কেহ আছ? যে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে? আমি তাহাকে ক্ষমা করিব। এইভাবে ফজর পর্য্যন্ত ডাকিতে থাকেন।"

ঐ রাত্রে আগামী এক বৎসর কে মরিবে, কে জন্ম নিবে, তাহা লিখা হয়। এছাড়া রিযিক্বও লিখা হয়। হাদীছে ১৫ ই শাবানের রোজা রাখা ও রাত্রে নফল নামাজ পড়ার কথা বর্ণিত আছে। (ইবনে মাজা) নবী (দঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে শাবান আমার মাস।

রামাজান

এই মাসে বেহেস্তের দরজা খুলা হয় ও দুজখের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শয়তানের চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। এই মাসের তিন তারিখে ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর ছহীফা নাযেল হয়। সাত তারিখে তাওরাত নাযেল হয়। ৮ তারিখে ইঞ্জীল নাযেল হয়। এই মাসের শেষের বিজোড় রাত্রগুলির মধ্যে ২১।২৩।২৫।২৭ ও ২৯ তারিখের যে কোন একরাত্র শবে ক্বদরের রাত্র হইতে পারে, যে রাত্রির এবাদত এক হাজার মাসের এবাদাতের চেয়েও ভাল। ১৭ তারিখ বদরের যুদ্ধ হয়, যাহাতে ফেরেস্তাগণও অংশ গ্রহণ করেন। এই মাসের শেষ তারিখ আল্লাহতায়ালা অসংখ্য গোনাহগার বান্দাকে দুজখ থেকে রেহাই দেন।

www.pathagar.com

এই মাসের ফজিলতও মাছায়েল এর উপর আমার লিখা "ওয়াহ্বীওচ্ছিয়াম বা রোজার ওয়াহী নামক একটি বই প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পড়ুন।

শাওয়াল

ইহা হজের প্রথম মাস। প্রথম তারিখ ইদুল ফিতর ঐ দিনকে রহমতের দিনও বলা হয়। হাদীছে আছে ঈদের দিন পুরস্কার প্রাপ্তির দিন। ঐ দিন মৌমাছিকে মধু তৈয়ারের হুকুম দেওয়া হয়। এই মাসের চার তারিখ নাছারাগণের সহিত রাছুলুল্লাহ (দঃ) মুবাহেলা (চ্যালেঞ্জ) করিতে বাহির হন। কিন্তু নাছারাগণ ভয়ে বাহির হয় নাই। ১৭ তারিখে উহুদের যুদ্ধ হয় ঐ মাসের ২৫ তারিখ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দিনগুলিতে আল্লাহতায়ালা, আদ সম্প্রদায়কে কুফুরীর কারণে নিশ্চিহ্ন করেন। শাওয়ালের ছয় দিন রোজা রাখিলে সারা বৎসরের রোজার ছওয়াব হয়। (মেশকাত)

যীলক্বাদ

ইহা হজের দ্বিতীয় মাস এবং আশহুরে হারামের প্রথম মাস। এই মাসের প্রথম তারিখে আল্লাহতায়ালা মুছা (আঃ) কে ত্রিশ দিন, তুর পর্ব্বতে কিতাবের জন্য অপেক্ষা করার হুকুম দেন। ৫ তারিখে ইব্রাহীম (আঃ) কাবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, কাহারও মতে ২৫ তারিখ। ৭ তারিখ আল্লাহর কুদরতে মুছা (আঃ) এর জন্য সমুদ্রের পানি ফাঁক হইয়া শুকাইয়া রাস্তা হইয়া যায়, ১৪ তারিখ মাছের পেট হইতে ইউনুছ (আঃ) মুক্তি পান। ১৯ তারিখ তাহার জন্য আল্লাহতায়ালা, কদুর গাছ জন্ম দেন, ঐ দিন জিব্রাঈল (আঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে দেখা করেন।

যীল হাজ্ব

ইহা হইল হাজ্বের তৃতীয় মাস। যাহাতে হাজ্বের সকল প্রকার আমলের কাজ শেষ হয়, এই মাসের ৯ তারিখে আহকাম অনুযায়ী আরাফাতে উপস্থিত থাকিলে হাজ্বে আকবার হইয়া যায়। (সপ্তাহের যে কোন দিন হোক না কেন) হাদীছে আছে, যে হাজ্ব কবূল হইল উহার বদলা বেহেস্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মাসের প্রথম দশ দিন আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়। ঐ মাসের প্রথম তারিখ আলী (রাঃ) ফাতেমাকে (রাঃ) বিবাহ করেন। ৮ তারিখ উট ও প্রাণী সকলকে হাজ্বের ছফরে লইয়া যাওয়ার জন্য পানী পান করান হয়। ৯ই তারিখ আরাফার দিন। দশ তারিখ ক্বোরবানীর দিন। এই

www.pathagar.com

তারিখ বেহেস্তী দুম্বা ইব্রাহীম এর হাতে জবেহ হয়। ১১।১২।১৩ আইয়ামে তাশরীক্ব ঐ দিন সমূহে বেশী বেশী তকবীর বলিতে হয়। ২৬ তারিখ দাউদ (আঃ) এর তওবা ক্ববূল হয়।

প্রতি মাসের ১৩।১৪।১৫ তারিখ আইয়ামে বেজের রোজা রাখা ছুন্নাত। এছাড়া প্রতি মাসের প্রথম তিন দিন মাঝের তিন দিন ও শেষ তিন দিন নফল রোজা রাখার কথাও বর্ণিত আছে যাহাতে অনেক ছাওয়াব হয়। আরবী মাসের প্রথম তারিখ স্বামী স্ত্রীর মিলন উত্তম নয়, এ ছাড়া প্রতি আরবী মাসের শেষ বুধবারে অন্যান্য বুধবার হইতে বরকত বলিয়া বর্ণিত আছে। শওয়াল মাসের ২৫ তারিখ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দিনগুলিতেও বরকত অন্যান্য দিনের তুলনায় কম। অবশ্য সব দিনই বিবাহের তারিখ হইতে পারে উহাতে শরীঅতের দিক দিয়া কোন অসুবিধা নাই। অবশ্য শাওয়াল মাসেই রাছুলুল্লা (সাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে বিবাহ করেন এবং ঘরে স্ত্রী করে নেন। (বুখারী)

ইছলামের দৃষ্টিতে সপ্তাহের সবচেয়ে উত্তম দিনের পর্যায়ক্রমিক এই- জুমার দিন, সোমবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শনিবা, রবিবার, মঙ্গলবার।

বিবাহে শর্ত করা বা কোন চাওয়া

আমাদের দেশের প্রথা অনুযায়ী বিবাহের প্রথমে অনেক রকম কথা পাকা পাকী হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকেই সেই কথা বার্তা শরীঅত মোতাবেক হইল কিনা উহার বিচার করে না। তাই শরীঅত বিরোধী কথাবার্তা ও শর্ত ইত্যাদির কারনে বিবাহের মধ্যে নানা রকম দোষ ত্রুটি দেখা দেয়। ছুন্নাত মোতাবেক মেয়ের পিতা বা অভিভাবক যথাসাধ্য মেয়েকে সাজাইয়া গুজাইয়া ঘর সংসার করার আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র দিয়া দিবে ইহাই উত্তম তবে তাহা মেয়ের অলীর খুশীতে হইতে হইবে।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) আম্মাজান ফাতেমা (রাঃ) এর বিবাহে তাহাই করিয়াছিলেন। অবশ্য বরের পক্ষের চাহিদায় নয়। কারণ এরূপ চাহিদা জায়েয নয়। বরং মেয়ের কর্তৃপক্ষের মনের আবেগে হওয়া চাই।

ছুন্নাত মোতাবেক্ব বর বা কনের কোন পক্ষই অন্য পক্ষের নিকট কোন কিছু চাহিয়া লওয়া দুরস্ত নয় যে, চাহিদা মোতাবেক্ব না দিলে বিবাহ হইবে না। কোন রকমের চাহিদা ছাড়া বিবাহ হইয়া যাওয়াই ছুন্নাত মোতাবেক বিবাহ। যে সমস্ত বিবাহে চাহিদা বেশী থাকে সে সমস্ত বিবাহে কলহও বেশী হইয়া থাকে। যাহার ফলে অনেক বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায়।

www.pathagar.com

অথবা ভঙ্গ না হইলেও স্বামী স্ত্রী সব সময় ঝগড়া ঝাটি করিয়া থাকে। যাহার কারনে সন্তানও কলহ প্রিয় হইতে পারে। মেয়ের পক্ষের মানানসহি চাহহদা কিছুটা শরীঅত সম্মত হইলেও বরের পক্ষের চাহিদাটা একেবারে শরীঅত গর্হিত।

ইমাম গাযযালী (রাঃ) বলেন- মেয়ের পক্ষে বেশী মহর চাওয়া যেমন মাকরূহ তেমনি বরের জন্য মেয়ের পক্ষের মাল চাওয়াও মাকরূহ। কারণ মালের আশায় বিবাহ করা উচিৎ নয়।

ইমাম ছাওরী (রাঃ) বলেন "কেহ যদি বিবাহ করে এবং প্রশ্ন করে যে কনের কি পর্য্যন্ত মাল আছে? তবে জানিয়া রাখ যে সে ব্যক্তি "চোর" আর যদি তাহাদেরকে উপঢৌকন দেওয়া হয় তবে বেশী উঢৌকন দেওয়ার জন্য বাধ্য করা উচিৎ হইবে না। সেইরূপে বেশী পাওয়ার আশায় তাহাদের উঁঢৌকন দেওয়ার নিয়াত হইল নাজায়েয।

অবশ্য কোন সরমের বদলা পাওয়ার আশা ছাড়া উপঢৌকন দেওয়া মুস্তাহাব। কেননা ইহার দ্বারা দুই পক্ষের মধ্যে দুস্তী বারে। রাছুলুল্লাহ (দঃ)ফলমাইয়াছেন "তোমরা একে অন্যকে উপঢৌকন দাও এবং মহব্বত বাড়াও।" (৩৮ পৃষ্ঠা ২য় খন্ড। আলমগীরীতে আছে-

ব্যাখ্যা - "মেয়েকে স্বামীর নিকট দেওয়ার সময় মেয়ের অভিভাবক যদি স্বামীর নিকট হইতে কোন কিছু লইয়া থাকে তবে স্বামী ইহা ফিরাইয়া লইতে পারিবে কেননা ইহা ঘুষ। এই প্রথাকে আমাদের দেশে পণ প্রথা বলে। আজকাল কনের পক্ষ বাধ্য হইয়া বরের পক্ষকে দিয়া থাকে যাহা ঘুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। উহাকে বর্তমানে যৌতুক দেওয়া বলে। (আলমগীরী ৩৩ পৃ ২য় খন্ড)

"এই শর্তের উপর কেহ যদি বিবাহ করে যে মেয়ের পিতাকে বর এক হাজার দেড়হাম দিবে তবে সেই এক হাজার রূপ্য মুদ্রা মেয়ের মহর হিসাবে কর্তন হইবে। এখন চিন্তার বিষয় বরের পক্ষ যে টাকা লইয়া থাকে উহাতে পরিশোধ ছাড়া কর্তন করার কোন রাস্তা নাই। তাই ইহা বরের উপর ঋণ হিসাবে থাকিয়া যায়।

"কনের অভিভাবকগণ যদি বলে যে, তোমাকে আমরা এই শর্তে মেয়েকে বিবাহ দিলাম যে, তোমার মোট এক হাজার দেড়হাম মহরের ৫০ টি স্বর্ণমুদ্রা আমাদের তবে রূপ্য মুদ্রা ও স্বর্ণ মৃদ্রা সবই কনেরই থাকিবে।" (মুহীত) তাহা হইলে বুঝা যায় যে কনের পক্ষ বরের নিকট মহরের দাবী করা আইন সম্মত এবং উহা লইয়া কনের পক্ষ যদি কনেকে না দিয়া নিজেরা গ্রহণ করে তবে উহা বেআইনি। তবে বরের পক্ষের কনের বা কনের অলীর

www.pathagar.com

নিকট কোন কিছু চাওয়া আইন সম্মত নয়। তাই যাহা লয় তাহা কিরূপে জায়েয হইবে? অর্থাৎ বরের পক্ষ কনের পক্ষ হতে কোন প্রকার যৌতুক লওয়া জায়েয হইবে না।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যে সমস্ত শর্ত হাদীছ ক্বোরআনে নাই উহা পূর্ণ করা কর্তব্য নহে।" যদিও একশত শর্ত হইয়া থাকে।" (কাশফুলগুম্মা)

জেহেযের কথা

রাছুলুল্লাহ (দঃ) আম্মাজান ফাতেমা (রা) কে বিবাহ দেওয়ার সময় নিম্ন লিখিত জিনিষ পত্র বিনা চাহিদায় জেহেয বাবৎ দিয়া ছিলেন।

১) দুইটি চাঁদর ২) দুইটি তোষক (বিছানা) ৩) চারটি বিভিন্ন রকমের বালিশ ৪) দুইটি বাজুবন্দ (জেওর) ৫) একটি কম্বল ৬) একটি পিয়ালা ৭) এক জোড়া আটা পিষার চাক্কি ৮) একটি পানি আনার মশক ৯) দুইটি পানি রাখার কলসী ১০) একখানা পালঙ্ক।

সাধ্যমত এইরুপ জিনিসপত্র বিবাহের সময় মেয়েকে দিয়া দেওয়া ছুন্নাত। অবশ্য বরের চাহিদা ও চাওয়ায় নয়।

কনের পক্ষ যদি দেশের অবস্থা এরুপ দেখে যে বরের চাহিদা পূরণ করিলে মেয়েকে বিবাহ দেওয়া অসম্ভব মনে করে এবং সে কারণে মান ইজ্জতের ভয় করে তবে একমাত্র মান ইজ্জতের ভয় ও কনের অবিবাহিতা জীবন যাপনের ভয়ে মাকরুহসহ বরপক্ষের চাহিদা পূরণ করিয়া দিতে পারিবে। তাই বলিয়া বরের জন্য সেই মাল গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না। কনের পক্ষ ততদিন পর্য্যন্ত হক্কুল এবাদ নষ্টকারীর মধ্যে গণ্য হইবে। এবং ঐ মাল বরের জন্য খরচ করা হারাম থাকিবে। (ফয়জুল বারী আইনী)

কনের অলী খুশী হইয়া কনেকে ও তাহার জামাতাকে যে কোন মাল দান করিতে পারিবে। যাহাতে উপকার হইবে নেক হইবে।

বিবাহের খুৎবা

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন- যে কথা বা কাজ আল্লাহর প্রশংসা ছাড়া আরম্ভ করা হয় উহা অসম্পূর্ণ বা বরকতশুন্য। সেই হিসাবে বিবাহের কথাবার্তা পাকাপাকি হইয়া গেলে, ভাই বেরাদর, পাড়া প্রতিবেশী, আত্নীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগনের প্রকাশ্য সভায় প্রথমে বিবাহের খুৎবা পাঠ করিয়া পরে বিবাহ পড়াইয়া দেওয়া ছুন্নাত। মেয়ের পক্ষ থেকে বিবাহের

www.pathagar.com

খুৎবা পাঠ করাই উত্তম। অবশ্য বিবাহের প্রথমে খুৎবা পাঠ না করিলেও ওলামাদের নিকট বিবাহ দুরস্ত হইবে কিন্তু বরকত কম হইবে। ইমাম দাউদে জাহেরীর (রাঃ) মতে বিবাহের খুৎবা ভিন্ন বিবাহই দুরস্ত হয় না। বিবাহের খুৎবা যে কেহ পড়িলেই আদায় হইয়া যাইবে।

ছাহাবী ইবনে মাছউদ (রাঃ) বলেন "রাছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে যে কোন কাজের প্রথমে খুৎবা পাঠ করার তালীম দিয়াছেন।"

আলহামদু লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাছতাইনুহু ওয়া নাছতাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুছিনা, ওয়া মিন ছাইয়্যিয়াতি আমালিনা মাইয়্যাহদি হিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহু ওয়ামাইউদলিলহু ফালা হাদীয়া লাহু। ওয়া আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু, ইয়া আইয়্যু হাল্লাযীনা আমানুত্বাক্কুল্লাহা হাক্কা তুক্বাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুছলিমুন। ইয়া আইয়্যু হান্নাছুত্বাক্কু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাক্বাকুম মিন নাফছিওয়া হিদাতিন ওয়াখালাক্বা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাচ্ছা মিনহুমা রিজালান কাছীরাওয়া নিছাআ। ওয়াত্বাক্কু ল্লাহাল্লাযী তাছয়ালুনা বিহি ওয়াল আরহাম। ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাক্বীবা। ইয়া আইয়্যু হাল্লাযীনা আমানু ত্বাক্কুল্লাহা উয়াক্কুলূ ক্বাউলান ছাদীদা ইউছলিহু লাকুম আমালাকুম ওয়ায়্যাগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়ামাই ইউতিইল্লাহা ওয়া রাছুলাহু ফাক্বাদ ফাযা ফাওযান আযীমা। ওয়া রাছুলাহু আরছালাহু বিলহাক্বি বাশীরাওয়ানাযীরাম বাইনা ইয়াদাইচ্ছাআহ। মাইয়্যুতিইল্লাহা ওয়া রাছুলাহু ফাক্বাদ রাশাদা। ওয়া মাইয়্যাছিল্লাহা ওয়া রাছুলাহু ফাইন্নাহু লায়্যাদুররু ইল্লা নাফছাহু ওয়া লায়াদুররু ল্লাহা শাইয়া। ওয়া নাছয়ালুল্লাহা আইয়াজয়ালানা মিম্মাইউ্যুতিউহু ওয়াইউ্যুতিয়ু রাছুলাহু ওয়া এয়াবতাগী রেযওয়ানাহু ওয়াইয়াজতানিবু ছাখাতাহু ফাইন্নামা নাহনুবিহি ওয়া লাহু।

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাহার প্রশংসা করিতেছি, তাহার নিকট সাহায্য চাহিতেছি, তাহার নিকট মাফ চাহিতেছি। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের নিজের নফছের মন্দ সমূহ হইতে ও আমাদের মন্দ আমল সমূহ হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত করেন তাহাকে কেহ ভ্রষ্ট করিতে পারেনা।আর যাহাকে তিনি ভ্রষ্ট করেন তাহাকে কেহ হেদায়েত করতে পারেনা। আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আর মোহাম্মাদ তাহার বান্দা ও প্রেরিত পয়গাম্বর। হে মুমিনবান্দাগন তোমরা আল্লাহকে যেরুপ ভয় করা দরকার সেইরুপ ভয় কর আর তোমরা মুসলমান না হইয়া মরিওনা।

www.pathagar.com

হে বান্দাগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ তোমরা তোমাদের র‌্যবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি নফছ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তাহা হইতে তাহার জোড়াকেও, আর এই দুইয়ের দ্বারাই বহু মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।

তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর যাহার নিকট পরস্পর চাহিতেছ এবং তোমাদের আত্মীয়তা রক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি লক্ষ্যকারী।

হে লোকজন যাহারা ঈমান আনিয়াছ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সহজ অর্থপূর্ণ ইমানের কথা বল। তিনি তোমাদের আমলসমূহকে ঠিক করিয়া দিবেন, তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাহার রাছুলকে মানিবে সে নিশ্চয় বিশেষভাবে জয়ী হইবে।

তিনি তাহার রাছুলকে হক্ব দ্বারা খুশখবরী ও ভয় দেখাইয়া কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ের পূর্বে পাঠাইয়াছেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাহার রাছুলের কথা মানিবে সে ঠিক পথ পাইল আর যে আল্লাহ ও তাহার রাছুলের কথা মানিবে না সে নিশ্চয় নিজ ব্যতীত আর কাহারও ক্ষতি করিতে পারবে না। আর আল্লাহর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করি যে তিনি আমাদেরকে তাহাদের মধ্যে গণ্য করুণ যাহারা আল্লাহ ও তার রাছুলের কথা মানে। এবং তাহাদেরকে খুশী করিতে চায় ও তাহাদের রাগ হইতে বাঁচিতে চায়। কেননা নিশ্চয় আমরা আল্লাহর রহমতে বাচিঁয়া আছি ও তাহার জন্যই আছি।

উল্লেখিত খুৎবাটি কেহ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে এই ছোট খুৎবাটি পড়িলেও চলিবে।

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াছছালাতু ওয়াছছালামু আলা রাছুলিল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামা উছী বিতাক্ব ওয়াল্লাহি।

অর্থ- সমস্ত প্রসংসা আল্লাহর আর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লহু আলাইহি ছাল্লামের উপর আল্লাহতায়ালার রহমত ও দোয়া রহিল। আল্লাহকে ভয় করিবার জন্য ওছিয়ত করিতেছি। (আযকার)

বিবাহ পড়াইবার ছুন্নাতী ত্বারীকা

বিবাহের খুৎবা পাঠের পর কনের পিতা বা অভিভাবক কম পক্ষে দুইজন মুসলমান পুরুষের সামনে বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিবে-

www.pathagar.com

"আলহামদু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলারাছুলিল্লাহি যাওয়াজতুকা ইবনাতী ফুলানাতা আওবিন্তা ফুলানাতা।

অর্থ- সমস্থ প্রশংসা আল্লাহর আর দরুদ সালাম রাছুলুল্লাহর উপর। তোমার নিকট আমার মেয়ে বা অমুকের মেয়ে অমুককে সাদী দিলাম।
তারপর বর বলিবে-

"আলহামদু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাতু ওয়াছছালামু আলা রাছুলিল্লাহি কাবেলতু নিকাহাহা আলা হাযাচ্ছেদাক্বি।

অর্থ- সমস্থ প্রশংসা আল্লাহর আর রাছুলুল্লাহর প্রতি দরুদ ও সালাম। উল্লিখিত মহরে আমি তাহার কনে মাযকুরার সহিত আমার বিবাহ কবুল করিলাম।

কনে যদি বালেগা হয় এবং তাহার অভিভাবক না থাকে তবে সে নিজেই এযিন দিয়া বিবাহ বসিতে পারিবে তখন উল্লিখিত দোয়ার যাওয়াজতুকার জায়গায় যাওয়াজতু নাফছী (আমাকে) বিবাহ দিলাম বলিবে আর স্বামী নিকাহাহার জায়গায় নিকাহাকার (আমার সহিত তোমার বিবাহ) বলিলেই চলিবে।

আমাদের দেশের প্রথা অনুযায়ী ভরপুর মজলিছে বিবাহ হইয়া গেলে বরকে মহফীলে দাঁড়াইয়া হাজেরানে মহফীলকে ছালাম করিতে হয় এবং মুছাফাহা মুয়ানাকা বা ক্বদমবুছি না করিলে তাহার বেয়াদবী ধরা হয়। ইহা শরীয়ত বিরোধী ও বেদাত প্রথা, কারণ ছালাম দেওয়ার ছুন্নাতী ত্বারীক্বা হইল, প্রথমে যখন দেখা হয় তখন এবং বিদায়ের বেলায়।

অথচ ভরপুর মজলিছে ছালাম দেওয়ার অর্থ দ্বিনে মোহাম্মদীতে নূতর কোন কিছু দলীল ছাড়াই সৃষ্টি করা যাহা বিদাত।

ইজাব ক্ববুলের সময় শুধু কাবেলতু ক্ববুল করিলাম বলিলেও বিবাহ দুরস্থ হয়। আর উল্লিখিত ভাবে ক্ববুল করিলেও কোন অসুবিধা নাই।

(আযকার)

বিবাহের দোয়া

বিবাহ পড়ান হইয়া গেলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) বর ও কনের জন্য য়ে দোয়া করিতেন উহা নিম্নরুপ-

"বরাকাল্লাহু লাকা, ওয়া বারাকাল্লাহু আলাইকা ওয়া জামায়া বাইনাকুমা ফী খাইরিন আল্লাহুমা বারিক লাহুম ওয়া বারিক আলাইহিম।" বারাকাল্লাহু ফীকা ওয়া বারাকাল্লাহু লাকা ফীহা।".

www.pathagar.com

অর্থ- আল্লাহতায়ালা তোমাকে বরকত দিন, তোমার উপর বরকত দিন এবং তোমাদের মধ্যে মধুর মিলন করুন। হে আল্লাহ আপনি তাহাদের প্রতি এবং তাদের উপর বরকত দিন। আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দিন, তোমার জন্য তাহার মধ্যে বরকত দিন।

বিবাহের দোয়া

এছাড়া হাজিরানে মহফীল ইচ্ছা করিলে অন্যান্য মাছনুন দোয়াও করিতে পারেন, তবে উল্লিখিত দোয়াটি করা উত্তম। কারণ রাছুলুল্লাহ (দঃ) হইতে উল্লিখিত দোয়াই বর্ণিত আছে। ঐ সময় নেক সন্তানাদি হওয়ার জন্য দোয়া করার কথাও কোন কোন কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে যাহা ফাতেমা (রাঃ) এর বিবাহে প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি।

কাবিন নামা

বর্তমানে প্রচলিত নিকাহ নামার দুই নম্বর ফরম অনুযায়ী যে সব বিষয় কাবিন নামায় থাকে উহাদের সংক্ষিপ্ত সার এইঃ- বর ও কনের পূর্ণ ঠিকানা, তাহাদের বয়স, উভয়ের প্রথম বিবাহ না দ্বিতীয় বিবাহ, দ্বিতীয় বিবাহ হইলে উহার কারণ, বরের পক্ষের দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষর, বরের উকীলের স্বাক্ষর, কনের উকীলের স্বাক্ষর, তাহার পক্ষের দুইজন স্বাক্ষীর স্বাক্ষর, বর ও কনের স্বাক্ষর। মহরের পরিমান, উসল (আদায়কৃত মহর) খোরাকীর পরিমান, তালাক্বে তাফবীজের শর্ত, শরীঅতের দৃষ্টিতে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সবগুলি জরুরী কিন্তু কাবিন নামায় হামদ ও ছানা না থাকায় উহা অসম্পূর্ণ থাকে তাই ক্বাজী সাহেব হামদ ও ছানা পড়িয়া নিবেন ও কাবিন নামার উপর লিখিয়া কাবিন নামার বিবরণ লিখা আরম্ভ করিবে, ইহাই মুস্তাহাব।

তালাক্বে তাফবীজের শর্তটি অতি সর্তকতার সহিত লিখা উচিত, কারণ উহা ঠিকমত না লিখা হইলে উহার দ্বারা তালাক্ব হয় না। তাই অনেক শরীঅত বিরোধী কাজ হইতে পারে। শরীঅতের দৃষ্টিতে স্ত্রী কখনও স্বামীকে তালাক্ব দিতে পারে না। কারণ স্ত্রীর তালাক্ব দেওয়ার ক্ষমতা নাই। তালাক্ব দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র স্বামীর। বর্ত্তমানে অনেক সময় যেমন ভাবে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না তেমনি স্বামীকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। তাই কাবিন নামা লিখার প্রচলন অনিবার্য্য হইয়া দাড়াইয়াছে। আল্লাহতায়ালা

www.pathagar.com

ক্বোরআনে কারীমে পার্থিব কাজে কাগজ পত্র লিখিয়া লওয়ার তাকীদ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন- "তোমরা যখন ঋণ কর তখন উহা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিখিয়া রাখ। এবং তোমাদের মধ্যে একজন সৎ লোক উহা লিখুক"

তাই কাবিন নামা লিখাতে কোন দোষ নাই বরং উহা ভাল কাজ এবং জরুরী।

আমাদের দেশে অনেকেই ধারনা করেন যে তালাক্বে তাফবীজ (যাহাকে প্রচলিত ভাষায় নূতন আইন বলা হয় বা বিবি বরাবর কাবিন বলা হয়।) ইহা যে নূতন সৃষ্টি তা একেবারে ভুল ধারনা কারণ হাদীছে পূর্ব থেকেই তালাক্বে তাফবীজের প্রমান আছে।

তাই উহা নূতন আইন নামে অবিহিত হইলেও আসলে ইহাও জামাই বরাবর কাবিন নামার ন্যায় পুরাতন। তালাক্ব দেওয়ার ক্ষমতা যেহেতু স্বামীর উপর তাই অনেক সময় বিবাহে অসুবিধা দেখা দিলে স্বামী স্ত্রীকে তালাক্ব না দিয়া তাহাকে জ্বালাতন করিতে থাকে। যাহা শরীয়ত গর্হিত। এই জ্বালাতনকে লাঘব করার জন্য তালাক্বে তাফবীজের প্রচলন হয়। যাহার ফলে স্বামী স্ত্রীর বিবাহের সময় উভয়ই উভয়কে একে অন্যের অরাজিতেও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। তাহার কথা কাবিন নামায় উল্লেখ থাকে। স্বামী স্ত্রীকে যে শর্তে যে কয় তালাক্বের ক্ষমতা দিবে স্ত্রী সেই শর্ত মোতাবেক্ব সেই কয় তালাক্ব তাহার নিজের উপর দিতে পারিবে। উহাতে স্বামীর তালাক্ব প্রদানের ক্ষমতার কোন খর্ব হয় না। স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক্বের ক্ষমতা দেয় এবং স্ত্রীও শরীঅতমত পূর্ণ তিন তালাক্ব শর্ত সাপেক্ষে নিজের উপর পতিত করে তবে সেই স্ত্রী পূর্বের স্বামীর নিকট পুনরায় যাইতে অন্য আর এক স্বামীর নিকট বিবাহ বসিয়া তাহার সহিত মেলা মেশা (সহবাস) করিয়া সেই স্বামী ছাড়িলে ঈদ্দতের পর পূর্বের স্বামীর ঘরে যাইতে পারিবে। অন্যথায় হারাম হইবে। অবশ্য শর্তের মধ্যে এক তালাক্ব বা দুই তালাক্বের কথা থাকিলে সেই অনুযায়ী স্ত্রী তাহার উপর এক তালাক্ব বা দুই তালাক পতিত করিলে এই স্বামীর ঘরে অন্য জায়গায় বিবাহ না বসিয়াও নিয়ম মোতাবেক যাইতে পারিবে। এমন কি শর্তে তিন তালাক্বের ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকিলেও স্ত্রী যদি তালাক্ব দেওয়ার সময় দুই তালাক্ব দেয় তবুও তাহার এক তালাক্ব পতিত করা বাক্বী থাকায় প্রথম স্বামীর ঘরে দ্বিতীয় বিবাহ না বসিয়াও যাইতে পারিবে।

www.pathagar.com

অনেক সময় শর্ত না পাওয়া গেলেও স্ত্রী মিথ্যার আশ্রয় নিয়া স্বামীকে অন্যায় ভাবে তালাক্ব দিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করে। যাহা শরীয়অতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম।

যাহাদের কাবিন নামায় স্ত্রীর তালাক্বের ক্ষমতা থাকে না তাহারাও ১৯৬১ সনের মুছ্লিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী স্বামীকে তালাক্ব প্রদান করিয়া থাকে যাহা হানাফী বর্ণনা মোতাবেক কোন সময়েই জায়েজ হয় না। অবশ্য . স্বামীর, স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ হইলে মুছলমান হাকীম তাহাদের মোকাদ্দামার শর্ত অনুযায়ী শুনিয়া বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া দিতে পারেন।

তাল্লাক্বপ্রাপ্তা যুবতীকে বিবাহ করিয়া ভাল সন্তানের আশা করা কঠিন।

হাদীছে বর্ণিত আছে যে, "তালাক্ব প্রাপ্তা মেয়েলোক জরুত ছাড়া বিবাহ করিও না। "কেননা তাহাদের মধ্যে হয়ত কোন না কোন দোষ থাকিতে পারে।"

যে স্বামী তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিয়া দিল সেই স্বামী সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে চাহিলে হিলার দরকার হয়, কারণ হিলার প্রথা না থাকিলে স্বামীগণ তাহাদের স্ত্রীদিগকে প্রতিদিন কয়েক বার ছাড়িত ও কয়েক বার ফিরাইয়া আনিত। যাহাতে স্ত্রীগণের কোন ব্যক্তিত্বই থাকিত না। সেই দিকে লক্ষ্য করিয়াই হয়ত শরীঅত ইহার ব্যবস্থা করিয়াছে। অবশ্য আরও বহু কারণ থাকিতে পারে

এতদ্বসত্যেও আমাদের দেশে তালাক্বের সংখ্যা কম নয়। আর যদি হিলা না করিতে হইত, তাহা হইলে তালাক্ব দাতার সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব হইত।

অবশ্য তিন তালাক একসঙ্গে দেওয়াকে তালাক্বে বেদয়ী বলা হয়। আর প্রতি তিন হায়েজ পর পর এক তালাক্ব দেওয়াকে তালাক্বে ছুন্নী বলা হয়। যাহার কথা হাদীছে বর্ণিত আছে। তালাক্বে রেজয়ী রাছূলুল্লাহ (সাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যাহা মাছনুন। যাহাতে স্ত্রী সংশোধনের সময় পায়।

বিবাহ ভঙ্গের কথা

রমনিগণ দুই প্রকারে বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারেঃ- ১) কাবিনে কোন শর্ত থাকিলে সেই শর্ত স্বামী ভঙ্গ করিলে ২) মুছলমান হাকীম মোক্বাদ্দামা শুনিয়া বিবাহ বিচ্ছেদ করিলে।

www.pathagar.com

সাধারণত আমাদের দেশে ইজাব কবূলের পূর্বেই কাবিন লিখা হয়। তাই কাবিন নামায়, "যদি আমি বিবি মযকূরাকে বিবাহ করি" কথাটি উল্লেখ থাকা দরকার; নতুবা শর্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কাবিন নামায় তিন তালাক্ব বায়েন যেন না লিখা হয়, ইহা অত্যন্ত গর্হিত কথা। কারণ শরীঅত অনুযায়ী উহাতে গোনাহ হইবে অবশ্য তালাক্ব হইয়া যাইবে। তা ছাড়া দুনিয়াতেও অনেক মনঃকষ্ট ভোগ করিবে এইরূপ কাবিনে এক তালাক্ব বায়েন লিখাই উত্তম।

সাধারনতঃ কাবিনে শুধু 'যদি' শব্দ লেখা হয় যাহাতে শুধু সেই মজলিছে থাকা কালে তালাক্ব দেওয়ার ক্ষমতা বুঝা যাইতে পারে। অথবা একেবারে ব্যাপক ভাবে "যে কোন সময় লিখা হয়" তাহাতে অত্র বিবাহের পরেও তিন তালাক্ব না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতা থাকে। কাজেই "যদিও" ও "যে কোন সময়" লিখা ভাল।

দ্বিতীয় উপায় এই যে, মুছলমান হাকীমের নিকট বিচার প্রার্থী হইতে হইবে। কারণ বিবাহ বন্ধন এতই শক্ত বন্ধন যে, তাহা ছিন্ন করার মাত্র তিনটি উপায়- ১। স্বামীর মৃত্যু হইলে। ২। বালেগ স্বামী স্ত্রীকে তালাক্ব দিলে। ৩) মুছলমান হাকীম বিরাহ বিচ্ছেদের হুকুম করিলে, মুছলমান হাকীমের হুকুম হইতে হইবে, হাকীমের জন্য মুছলমান হওয়া শর্ত এবং মুছলমান হাকীমের জন্য আবার পুনরায় শরীঅত মোতাবেক মোক্বাদ্দামার শুনানীর এবং হুকুম জারী করা শর্ত।

যদি কোন অমছুলমান হাকীম মোকদ্দামার শুনানী লইয়া ফয়ছালা লিখিয়া যায় পরে কোন মুছলমান হাকীম হুকুম জারী করে অথবা মুছলমান হাকীমও শরীঅতের নিয়ম পালন না করিয়া বিচার করে তবে বিবাহ বন্ধন নষ্ট হইবে না। কিন্তু অমুছলমান দেশে বা মুছলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশে শর্ত অনুযায়ী মুছলমান হাকীম পাওয়া বড় দুষ্কর। কেননা এরূপদেশে গভর্মেন্টের আইনে আমাদের এই বিবাহ দুরস্ত করিবার জন্য আলাদা কোন মুছলমান হাকীম নাই। অবশ্য যে দেশে ইছলামী আইন চালু আছে সেই সব দেশে হাকীম মুছলমান থাকেন সেই সব দেশে মোকাদ্দমাটি প্রেরণ করিলে সেই হাকীম বিবাহ বিচ্ছেদ করাইতে পারিবেন। আমাদের দেশের সরকারের প্রতি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য আলাদা মুছলমান হাকীম নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ জানাইলাম। আমাদের ধর্মের বিধান অনুসারে মুছলমান হাকীম ব্যতিরেকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়ার অন্য কোন উপায় নাই।

বিশেষত মোকাদ্দামার শুনানী এবং হুকুম জারী উভয় ব্যাপারেই মুছলমান হাকীমের হাতে হওয়া শর্ত থাকার কারণে, হয়ত হাকীম বদল

www.pathagar.com

হইয়া গেলে অমুছলমান হাকীমের হাতে মোকাদ্দামা পড়িলে সব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

কাজেই কোন মুছলমান স্বাধীন বা করদ মিত্র রাজ্যে গিয়া হুকুম আনীতে হইবে। না হয় "আদেল জামায়াতে মুছলিমিনের" উপর বিচারের ভার ন্যাস্ত করিতে হইবে।

আদেল জামায়াতে মুছলেমীন (ন্যায়পরায়ন পরহেযগার মুছলমানদের জামাত) যদি বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম জারী করে তবে ইহার জন্য ৫টি শর্ত আছে.... ১। কমপক্ষে তিনজন লোকের জমাত হইতে হইবে। ২। জমাতের প্রত্যেক মেম্বারকেই আদেল হইতে হইবে। অর্থাৎ এরূপ হওয়া চাই যে, কেহই গোনাহে কবীরা তো আদৌ করে নাই, ছগীরা গোনাহও পর পর বিনা তওবায় তিনবার করে নাই। যদি কোন সময় ভূল বশতঃ গোনাহ হইয়া যায় তবে অবিলম্বে তওবা করিয়া লয়। অতএব সুদখোর, ঘোষখোর, মিথ্যাবাদী, বেনামাজী, অত্যাচারী, মদখোর, জুয়ারী দাড়ি মুন্ডনকারী, পর্দা ছেদনকারী প্রভৃতি লোকের এই জমাতের মধ্যে (কমিটির মধ্যে) মোটেই থাকা উচিৎ নয়। তাই এরূপ দোষে গোনাহগারের জামাতের লোকদের বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম জারী করিলে উহা ছহীহ্ হইবে না। ৩। বিচার পদ্ধতি শরীঅতের নিয়ম অনুযায়ী হওয়া চাই। তাই জমাতের সব মেম্বার জ্ঞানী আলেম হওয়া চাই। অন্তত একজন জ্ঞানী আলেম হওয়া চাই-ই। জ্ঞানীর অর্থ হইল, তিনি যেমন শরীঅতের মাছয়ালা ম্যাছায়েল ওয়াক্বিফ থাকিবেন তেমন বিচার বিষয়ক পদ্ধতির জ্ঞানেও পরিপক্ষ থাকিবেন। ৪। জমাতের সদ্যদের মধ্যে বিচারে কাহারও আদৌ মতভেদ না থাকা চাই। হুকুমের বেলায় সকলকে একমত হইতে হইবে। যদি একজনেরও সামান্য মতভেদ থাকে তবে হুকুম ছহীহ্ হইবে না। ৫। বিচার পদ্ধতি, তাহক্বীক্বাত, সাক্ষী, জবানবন্দী, হুকুম জারী সবই শরীঅতের বিধান মতে হওয়া চাই।

এই পাঁচ শর্তের একটি শর্তেও বিন্দুমাত্র খেলাফ হইলে বিবাহ বন্ধন ভঙ্গ হইবে না, এইরূপ হুকুমকারীদের হুকুম জারী করায় ঐ মেয়েকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া দুরুস্ত হইবে না। (বাংলা বেহেস্তী যেওর ৪র্থ খন্ড ৫৪ পৃঃ মোতাবেক)

www.pathagar.com

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে আমাদের দেশে যে সব কাবিনে তালাক্বের ক্ষমতা দেওয়ার পর তালাক্ব দেওয়া হয় ঐগুলি এবং যাহারা এপিডিভিড করিয়া কাবিনে শর্ত না থাকিলেও তালাক্ব দেন তাহাদের দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ শরীঅত গর্হিত ছাড়া আর কি হইবে। তাই এরূপ কনেকে বিবাহ করা বর্জন করা কর্তব্য, আর না হয় সন্তানাদির মধ্যে উহার মন্দ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

স্বামীর কাম উত্তেজনা না থাকিলে বিবাহ ভঙ্গের জন্য স্ত্রী মুছলমান হাকীমের নিকট আবদার করিতে পারিবে। হানাফী বর্ণনা অনুযায়ী স্বামী যদি ধ্বজভঙ্গ, কাটা লিঙ্গ বা খাসী হইয়া থাকে তবে স্ত্রী তালাক্ব চাইতে পারিবে। এইরূপ স্ত্রীর যদি মুখে দুর্গন্ধ থাকে, লজ্জাস্থানে, শরীরে বা জরায়ুতে কোন দোষ ত্রুটি থাকে তবে স্বামীও তাহাকে তালাক্ব দিতে পারিবে। (কিতাবুল ফেক্বাহ ৪র্থ খন্ড ১৮ পৃঃ)

মিষ্টিমুখ ও বিবাহের ঘোষণা

বিবাহ পড়ান হইয়া গেলে মিষ্টিমুখ করানো মুস্তাহাব যাহা আম্মাজান ফাতেমা ও আয়েশা (রাঃ) বিবাহে বর্ণনা করিয়াছি।

বিবাহ হইয়া গেলে উহা বিশেষ ভাবে প্রকাশ করা ছুন্নাত। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "শরীঅত সম্মত বিবাহ ও হারাম উপায়ে প্রণয়ের মধ্যে ব্যবধান হইল, বিবাহে দফ দ্বারা ঘোষণা করা হয় ও অবৈধ প্রণয়ে তা করা হয় না। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "বিবাহকে প্রকাশ কর ও উহাতে গেরবাল (পরদা) টানাও"।

খালীফা ওমার (রাঃ) যখন কোন শুরগোল অথবা দফের আওয়াজ শুনিতেন তখন বলিতেন উহা কি? যখন বলা হইত যে উহা বিবাহ অথবা খতনার উৎসবের আওয়াজ তখন তিনি চুপ থাকিতেন।

www.pathagar.com

একবার আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) নিজে একটি মেয়েকে সাজাইয়া একজন আনছারী ছাহাবীর নিকট বিবাহ দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। এমতাবস্থায় রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন "তোমাদের সঙ্গে কি কোন আমুদ ফুর্তির ব্যবস্থা নাই? কেননা আনছারগণ আমুদ ফুর্তির উপর খুব তায়াজ্জব হয়। আমি গোপনীয় বিবাহকে মাকরূহ মনে করি। কোন কিছু না হইলেও অন্তত ধুমা বা দফের আওয়াজ হওয়া চাই।"

অন্য আর একটি বিবাহে আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) কে রাছুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহাদের সঙ্গে কি গীতিকার পাঠাইয়াছ? আমরা বলিলাম 'না'। তখন তিনি বলিলেন "যদি তাহাদের সঙ্গে এই কথা বলিবার লোক পাঠাইয়া দিতে তবে ভাল হইত। কথাগুলি এই- আতাইনাকুম আতাইনাকুম ফাহাইউনা নুহাইইকুম লাওলাল হিন্তাতুচ্ছামরা লাম্মা ছামেনাত আযারীউকুম।

অর্থ ঃ আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি, আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি, তোমরা আমাদেরকে সমাদর কর আমরা তোমাদেরকে সম্মান করিব। তামাটে রংয়ের গম যদি না হইত তবে তোমাদের পরদানশীনগণ কখনও মোটা তাজা হইত না"।

বর্ণনাকারী বিন্তে মুয়াওবেজ (রাঃ) বলেন "আমার বিবাহের প্রথম দিন সকালে রাছুলুল্লাহ (দঃ) আমার ঘরে তশরীফ আনিয়া আমার বিছানায় বসিলেন এই সময় সেই ঘরেই কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে দফ বাজাইয়া বদরের শহীদ ছাহাবায়ে কেরামগণের গুণ কির্ত্তন করিতেছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল "আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন যিনি আগামী দিনের কথাও বলিতে পারেন। তখন উহা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "তোমরা যাহা বলিতেছিলে তাহাই বলিতে থাক। এখন যাহা বলিলে তাহা বলিও না। কেননা নবী(সাঃ) গায়েব জানেন না।" (কাশফুল গুম্মা আন জামীইল উম্মা)

www.pathagar.com

রাছূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট উয়াহী না আসা পর্যন্ত তিনি গায়েবী কথা জানিতেন না। এবিষয়ে অনেক আয়াত হাদীছে দলীল আছে।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "বিবাহকে প্রচার কর, উহা মছজিদে সম্পন্ন কর এবং উহার সময় দফ বাজাও। (হুজ্জাতুল্লাহ)

উল্লেখিত হাদীছ সমূহের দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় য, বিবাহের এলান করা মুস্তাহাব এবং শরীঅতের মাফকাটি অনুযায়ী কিছু কিছু আমুদ প্রমোদ করাও জায়েজ আছে। যুদ্ধের সময় আওয়াজ হয় এই জাতীয় বা কথা বুঝা যায় এরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা জায়েয আছে একমাত্র ঈদ, বিবাহ ও খতনায় দফ ব্যবহার করা তেমন কোন দোষণীয় নয়। অবশ্য মাইকে ঘোষনা দিতে পারিলে দফে না দেওয়াই ভাল। বিবাহ বা মেহেনতের কাজ করার সময় অনেকে মিলিয়া বা একা হামদ ও ছানা জাতীয় কবিতা সুর করিয়া পাঠ করাতে কোন দোষ নাই অবশ্য শেরেকী, কুফুরী ও অশ্লিল কথার কবিতা নহে। নাবালেগ মেয়েরাও উহা গাইতে পারিবে।

এছাড়া মনে কুভাব সৃষ্টি করেনা এরূপ কবিতা আবৃত্তি করাও জায়েয আছে। কাম উত্তেজক গান সমূহ হারাম। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে দফ ছাড়া অন্যান্য হাতের বাজানো যন্ত্র হোক বা মুখের বাজানো যন্ত্র হোক সবই ব্যবহার করা হারাম। এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানে দফসহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হারাম। রাছূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "আল্লাহতায়ালা আমাকে মায়াযীফ ও মাযামির (মুখ ও হাতে ব্যবহৃত বাদ্য যন্ত্র) ধ্বংস করার জন্য পাঠাইয়াছেন। তিনি আরও ফরমাইয়াছেন "শয়তানী কাজে মানুষকে ডাকার জন্য শয়তান বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজ ব্যবহার করে। (বায়হাক্বী)

আলমগীরীতে আছেঃ- যে সমস্ত কবিতায় কোন প্রকার দোষণীয় কথাবার্তা নাই ঐগুলি শুধু মুখে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া উচ্চারণ করা বিবাহ মজলিশে সুর করিয়া পড়া জায়েয আছে।

তবে ছোট মেয়েরা গাইবে আর বড় মেয়েরা গাইলে শুধু বড় মেয়েরাই শুনিতে পারিবে পুরুষগণ শুনিতে পারিবে না।

www.pathagar.com

আরও আছে- কবিতায় যদি জীবিত নির্দিষ্ট বালেগা মেয়ে বা ছোট ছেলেদের অঙ্গভঙ্গির ছায়াপাত থাকে তবে উহা পাঠ করা মাকরূহে তাহরীমা।

তদ্রূপ যে সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকদের কবিতায় ও বর্ণনায় ও প্রবন্ধে, ফাছেকী বর্ণনা, কাজ, মদ্যপান ইত্যাদি জঘন্য ফাহেশা কার্যের বিবরণ থাকে সেই কবিতা বা সাহিত্যের বই পড়াও মাকরূহে তাহরীমা।

ইমাম আবু ইউছুফ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে বিবাহ ব্যতিত কি দফ বাজানো জায়েজ আছে যে, কোন মেয়ে লোক কোন ফাছেকী মহফীলে নয় বরং ছোটদের সামনে বাজায়? উওরে তিনি বলিলেন "এইরূপ দফ ব্যবহার আমি মাকরুহ মনে করি না। হাঁ যদি খারাপ ও অশ্লিল খেলাধুলায় ব্যবহার করা হয় তবে আমি উহাকে মাকরুহ মনে করি।"

আল্লামা কাশমীরী (রাঃ) ফয়জুল বারীতে লিখিয়াছেন- ফতহুল ক্বাদীরের তাকমেলা হইতে বুঝা যায় যে দফ ব্যবহার জায়েয আছে। কারণ উহাতে নফছের কোন স্বাদ নাই। হা যহার স্বভাব বিগড়ীয়া গিয়াছে তাহার নফছ উহাতে মজা পায় (তাই তাহার জন্য নাজায়েজ হইবে) ইহাই আমার নিকট গ্রহনীয় অর্থাৎ যে বাদ্যের আওয়াজে মনে স্বাদ আনে উহাই নাজায়েয।

বর্ণিত আছে- "গান বাদ্য শুনা গুনাহের কাজ, উহার মজলিশে বসা ফাছেক্বী ও উহাতে মনে মনে মজা আনা কুফুরী।"

বিবাহের বা অন্য যে কোন জরুরী জায়েয বিষয়ের) ঘোষণার জন্য দফ ব্যবহার করাতে কোন দোষ নাই। উল্লেখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে বিবাহে কিছুটা আমুদ স্ফূর্তি জায়েয আছে অবশ্য কেহ যদি দফ না বাজাইয়াও বিবাহের ঘোষনা অন্য কোন জায়েজ উপায়ে করেন তবে তাহাই ভাল হইবে এবং ইহাই উত্তম। কারণ ফিকাহর কিতাবে যেখানে "কোন দোষ নাই বাক্য ব্যবহার করা হয় সেখানে কিছু দোষ থাকিয়া যায়। তাই যাবতীয় দোষ মুক্ত বিবাহ সব চাইতে ভাল। কেননা বর্ত্তমানে মানুষের নৈতিক চরিত্রে যেহেতু অধপতন আসিয়াছে তাই এই জাতীয় কাজ করা কখনও উচিত নহে যাহার দ্বারা ফাসেক্বগণ ছুতানাতা ধরিয়া আরও ব্যাপক নাযায়েজ কাজে লিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। (কাযীখান ৪র্থ খন্ড, ৩৬৪ পৃঃ)

আরও আছে, কেহ যদি সহসা গানের আওয়াজ অনিচ্ছায় শুনিয়া ফেলে তবে তাহার ইচ্ছা না থাকায় গুনাহ হইবে না। অবশ্য গান না শুনার জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবেই। কেননা বর্ণিত যে, হঠাৎ রাছূলুল্লাহ (সাঃ) এর কানে গান বাজনার আওয়াজ আসিলে তিনি তৎক্ষনাত দুই কানে

www.pathagar.com

দুই আঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন যাহাতে কানে গান বাজনা আওয়াজ না শুনা যায়। (মেশকাত)

বিবাহ মজলিশে কিছু খুশী বাসী ও বেশরা না হইলে গীত গাওয়া যায়েজ আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের দেশে বিবাহ শাদীতে বেশীর ভাগই নানা বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় ও অশ্লীল কবিতা বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া হয়, ফিল্মের গান ও অশ্লীল উলঙ্গ ভিডিও এবং নাচ দেখানো হয় এবং মাইকে প্রচার করা হয়।

এঅবস্থায় কোন ইমাম সাহেব ঐ বিবাহের দাওয়াত খাইতে গেলে বাড়ীওয়ালাকে বলিবেন "আপনাদের গান বাজনা বন্ধ করুন" তাহা না হইলে আমি আপনার দাওয়াত খাইব না। যদি বাড়ীওয়ালা ইমাম সাহেবের কথায় গান বাজনা বন্ধ করেন তবে তিনি ঐ দাওয়াত খাইতে আসিতে পারিবেন। আর যদি বন্ধ না করেন তবে ইমাম সাহেবের ঐ বাড়ীতে খানা খাওয়া ঠিক হইবে না। তিনি ফিরিয়া যাইবেন।

সাধারণ দাওয়াতী মেহমানগণ এইরূপ বাড়ীতে দাওয়াত খাইতে গেলে বাড়ীওয়ালার নিকট গান বাজনা বন্ধ করার প্রস্তাব করিবে। প্রস্তাবের পরও গান বাজনা বন্ধ না করিলে সাধারণ মেহমানগণও ঐ বাড়ীতে দাওয়াত খাইতে পারিবেন। আর দাওয়াত খাওয়া শেষ হইলে সেই বিবাহ বাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন।

স্ত্রীর ঘর

স্ত্রী একজন থাকুক বা শরীঅতের হুকুম মোতাবেক্ব একাধিক থাকুক। সবার জন্যই আলাদা ঘর করিয়া দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজেব। রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিজের আমলে এবং হুকুমে ইহাই পাওয়া যায়। উম্মাহাতুল মুমেনীনদের প্রত্যেকের জন্য তিনি আলাদা ঘর নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

স্ত্রী একজন বা একাধিক হোক না কেন আলাদা ঘর না হইলে সন্তানাদির মধ্যে লজ্জাবোধ না হওয়াই স্বাভাবিক। আলমগীরীতে আছে -

"স্বামীর উপর স্ত্রীর জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা এইরূপ ঘরে করা ওয়াজেব যে ঘরে স্বামীর ও স্ত্রীর পরিবারের কেহই থাকেনা, আর যদি স্ত্রী সেই কামরায় থাকিতে রাজী হয় তবে জায়েয হইবে।

চিন্তা করিয়া দেখুন ইছলামী হুকুমগুলি কতটুকু সূক্ষ্ম স্বামী স্ত্রীর যদি আলাদা কক্ষ না থাকে তবে তাহাদের জীবন অসহনীয় না হইয়া পারে না।

www.pathagar.com

তাই ইছলামের হুকুমটি বৈজ্ঞানিক দিক দিয়া যাচাই করিলে দেখা যায় যে ইহা একটি জরুরী বিষয়।

ছেলের বিবাহ হইয়া গেলে পিতা কি বলিবে

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " ছেলের বা মেয়ের বিবাহ হইয়া গেলে পিতা ছেলের হাতে ধরিবে বা সামনে বসাইয়া বলিবে আমি তোমাকে আদব ক্বায়দা শিক্ষা দিয়াছি প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত করাইয়াছি এখন আমি আল্লাহর নিকট তোমার ব্যাপারে দুনিয়ার ফেতনা ও আখেরাতের আযাব হইতে আশ্রয় চাহিতেছি" । আরবীতে এই ভাবেও বলিতে পারিবে- "লা জায়ালাকাল্লাহু আলাইয়্যা ফেতনাতান"। অর্থ ঃ- আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমার জন্য তোমাকে ফেতনা যুক্ত না করে।(হেচন)

অর্থাৎ ছেলে মেয়ে বালেগ হওয়ার পর অভিভাবকের যাবতীয় কর্তব্য সমাধা করিয়া তাহাদেরকে সব কিছু বুঝাইয়া দিয়া নিজের দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহন করা উচিৎ। তাহাকে ছেলে মেয়েদের মনে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হইবে এবং কামখেয়ালী দুর হইয়া যাইবে। এবং এই ভাবেই আদর্শ পরিবার গড়িয়া উঠিবে।

স্ত্রীকে ঘরে নেওয়ার পর

স্ত্রীকে প্রথমবার ঘরে নেওয়ার পর প্রথম সাক্ষাতে স্বামী বিছমিল্লাহ বলিয়া তাহার কপালের চুলে ধরিয়া নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করিবে উহা পাঠ করা ছুন্নাত।

উচ্চারন- বারাকাল্লাহু লিকুল্লি ওয়াহেদিম্মিন্না। ফী ছাহিবিহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআঁলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রামা জাবালতাহা আলাইহি।

অর্থ- আমাদের উভয়কে আল্লাহ বরকত দিন, হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট আমার স্ত্রীর গুন ও তাহার স্বভাবে যে শ্রেষ্ঠ গুন আপনি দান করিয়াছেন তাহা কামনা করি। আর তাহার মন্দ অভ্যাস ও মন্দ স্বভাব যা আপনি তাহাকে দিয়াছেন উহা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

উল্লেখিত দোয়াটি কোন দাস দাসী খরিদ করিয়া আনিয়া বা কোন প্রাণী খরিদ করিয়া তাহার গজে ধরিয়া পড়ার কাথাও রাছুলুল্লাহ (দঃ) নির্দেশ দিয়াছেন।

কিন্তু আফছোছের বিষয় এই যে আমাদের দেশে ছুন্নাতে রাছুলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিবাহের প্রথম দিকে অনেক শেরেকী ও গোনাহর

www.pathagar.com

কাজ করা হয়। যাহা একেবারে শরীয়ত বিরোধী যেমন-১) স্ত্রীর সঙ্গে প্রথমবার তাহার আত্মীয় স্বজন আসিয়া স্বামীর ঘরে বেতী বাঁধে। ২) স্বামী স্ত্রীর কাপড়ে জুড়া দিয়া তাহাদের আম পাতার পানি দ্বারা গোছল দেওয়া হয়। ৩) ঘরের দরজায় ঢাকনা রাখা হয় যে ঢাকনা স্বামী পারা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে ।৪) স্বামী ঘরে ঢুকার সময় কোন বাচ্চা কোলে নিয়া ঢুকে, খালী কোলে ও বাহির হয় না। মনে করে উহাতে বাচ্চা হইবে ইত্যাদি কুসংস্কার ভিন্ন কিছুই নয়। যাহা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী কাজ, সকল মুছলমানের ঐ জাতীয় কাজ হইতে বাচিয়া থাকা অত্যন্ত দরকারী আর না হয় উহাদের আছর সন্তানে পরিতে পারে।

উল্লেখিত দোয়ায় ইহাই প্রমানিত হয় যে স্বামী স্ত্রীর সব কার্যেই আল্লাহর ধ্যান রাখা উচিৎ। সব কাজেই আল্লাহর প্রতি খেয়াল রাখিলে ইনশা আল্লাহ সন্তান ভাল হইবে। এবং এই দোয়ার বরকতে উভয়ের মন মেযাজ ভাল হইয়া যাইবে এবং হাসি খুশির মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত হইয়া যাইবে।

স্বামী স্ত্রীর ছালাম

রাছুলুল্লাহ (দঃ) যখন বিদেশ থেকে বাড়ী ফিরিতেন তখন প্রথমে মছজিদে গিয়া দুই রাকাত নামাজ আদায় করিতেন এবং উম্মাহাতুল মুমেনিনদেরকে তাহার আসার খবর জানাইয়া দিতেন। যদি দিনের প্রথম দিকে তশরীফ আনিতেন তবে কিছুক্ষন পরে তাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া হালপুরছি করিতেন। যদি সন্ধার সময় , রাতে, বা সন্ধার কিছু পূর্বে আসিতেন তবে সেই দিন আর তাহাদের সহিত দেখা করিতেন না।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " তোমরা হঠাৎ করিয়া স্ত্রীর নিকট যাইওনা কারণ সে কি অবস্থায় আছে তোমার জানা নাই। তাই তাহাকে সাজিয়া -গুজিয়া নিতে সময় দাও যাহাতে ক্ষৌর ইত্যাদির কাজ সাড়িয়া নিতে পারে, চুল আচড়াইতে পারে ।"

রাছুলুল্লাহ (দঃ) যখনই ঘরে যাইতেন তখনই বিবিগনকে ছালাম করিতেন যাহার বর্ণনা আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহের বর্ণনায় লিখিয়াছি।

আরও বর্ণিত আছে যে তিনি ছালামের পর তাহাদেরকে চুম্বন ও করিতেন। ইহাও বর্ণিত আছে যে তিনি ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময়ও চুম্বন দিয়া বাহির হইতেন। এমন কি ওজুর পরও এমন করিবার বর্ণনা আছে।(নাছায়ী) (অন্যদের বেলায় নয়)

www.pathagar.com

কিন্তু বর্তমানে এই ছুন্নাতটি আদায় না করার কারণে স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে যতটুকু মহব্বত হওয়া দরকার ততটুকু হইয়া উঠেনা যাহার ফলে সন্তানদের মধ্যে উহার আছর হয়। এছাড়া অনেকেই মনে করিয়া থাকে এরূপ করা পশ্চিমা ক্বায়েদা। আমার মনে হয় পাশ্চাত্যবাসী এসব ক্বায়েদা ইছলাম থেকেই শিখিয়াছে। এবং উহা দ্বারা তাহারা লাভবান হইতেছে। অথচ আমরা বাঙ্গালী মুছলমানদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর বেশী বেশী চুম্বন আলিঙ্গন করার প্রথা খুব কমই আছে। যাহাদের মধ্যে আছে অন্যেরা তাহাদেরকে এ কাজের জন্য অনার্থক তিরস্কার করিয়া থাকেন। আসলে ইহা ছাওয়াবের কাজ। অবশ্য এ কাজটি পরদার আড়ালে হওয়া চাই। তা না হয় লজ্জাহীনতা প্রকাশ পাইবে অথচ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

স্বামীর হক্ব স্ত্রীর উপর

১। আল্লাহতায়ালা বলেন "পুরুষগণ মেয়েদের চালক। (আল ক্বোরআন)

২। উম্মে ছালমা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণনা করেন "যে স্ত্রী মারা গেলে. তাহার স্বামী তাহার প্রতি রাজি থাকিলে সে বেহেস্তে যাইবে।"

৩। রাছুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন "আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ছেজদা করার অনুমতি দিতাম তবে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম যে, স্বামীকে ছেজদা করুক। (তিরমীযী)

৪। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্বামী যখন স্ত্রীকে স্বামীর বিছানায় যাইতে ডাকে অথচ স্ত্রী তাহা শুনে না। এ অবস্থায় স্বামী রাগ করিয়া রাত্রি যাপন করে। সেই স্ত্রীর উপর ফেরেস্তাগণ সকাল পর্য্যন্ত অভিশাপ করিতে থাকে। (বুখারী) অসুখ থাকিলে ভিন্ন কথা।

৫। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্ত্রী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও রোজা রাখিয়া লজ্জাস্থানকে হেফাজত করিয়া স্বামীর আদেশ মানিয়া চলে তবে সে বেহেস্তের যে কোন দরজা দিয়া বেহেস্তে যাইতে পারিবে। (মেশকাত)

৬। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে উত্তম যে (শরীঅত মোতাবেক) তাহার স্ত্রীর নিকট ভাল, আর আমি আমার বিবিগণের নিকট ভাল, স্বামী স্ত্রীর যে কেহ মরিয়া গেলে যে জীবিত থাকিবে সে মৃতের জন্য দোয়া করিবে"। (তিরমীযী)

www.pathagar.com

৭। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "স্ত্রী যদি চুলার উপরও থাকে আর এ অবস্থায় স্বামী তাহাকে কোন কাজের জন্য ঢাকে তবে তাহার ডাকে সাড়া দেওয়া উচিৎ"। (তিরমীযী)

৮। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "দুনিয়ায় যে স্ত্রী স্বামীকে কোন কাজে কষ্ট দেয় তবে সেই স্বামীর জন্য বেহেস্তে রক্ষীত হুর সেই স্ত্রীর প্রতি ঘলিতে থাকে।" "আল্লাহতায়ালা তোমাকে কৃতল করুক তিনি তোমার নিকট গরীব, অচীরেই তিনি তোমাকে রাখিয়া আমাদের নিকট চলিয়া আসিবেন"। (তিরমীযী)

৯। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "সে-ই শ্রেষ্ট ও পূর্ণ ঈমানদার যাহার ব্যবহার ও চরিত্র উত্তম এবং বিশেষ করিয়া বাড়ীর মানুষের (বিবির) নিকট মধুভাষী"। (তিরমীযী)

১০। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহতায়ালা, (শরীঅত সম্মত কারণে) স্ত্রী প্রহার করার জন্য জিজ্ঞাসা করিবেন না"। (তিরমীযী)

১১। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন নফল রোজা রাখিবে না"। (আবু দাউদ)

১২। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "স্বামী যদি স্ত্রীকে এক পাহাড়ের পাথর অন্য পাহাড়ে সরাইতে আদেশ করে তবে স্ত্রীর জন্য উহাই করা উচিত। (অবশ্য শরীঅত সম্মত হওয়া চাই) (আহমাদ)

১৩। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "তিন রকম মানুষের নফল, নেক কাজ আল্লাহতায়ালার দরবারে পৌছে না।" ১) পলায়নকারী গোলাম যতক্ষণ পর্য্যন্ত মালিকের নিকট ফিরিয়া না আসে। ২) যে স্ত্রীর প্রতি স্বামী নারাজ। ৩) নিশাযুক্ত মানুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত হুস না হয়। (মেশকাত)

১৪। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কে, কোন প্রকার মেয়েলোক ভাল সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ফরমাইলেন "যে স্ত্রীকে দেখিতে স্বামীর খুশী লাগে, হুকুম করিলে পালন করে, আর স্বামী যাহা খারাপ মনে করে তাহা হইতে বাচিঁয়া থাকে এবং মানুষকেও বাচাঁয়।" (নাছায়ী)

১৫। এক ব্যক্তি বিদেশে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলিয়া গিয়াছিল যে তুমি নীচের তলায় নামিও না। নীচের তলায় তাহার পিতা থাকিত। তাহার অসুখ হইলে মেয়েলোকটি রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট বলিলে তিনি ফরমাইলেন "তোমার স্বামীর কথা মান।" তারপর তাহার পিতা মারা গেলে আবার অনুমতি চাহিলে তিনি পূর্বের ন্যায়ই স্বামীর কথা মানিতে আদেশ দিলেন। তারপর দাফন হইয়া গেল রাছুলুল্লাহ (সাঃ) সে মেয়েটির নিকট

www.pathagar.com

খবর পাঠাইলেন যে, "আল্লাহতায়ালা তাহার স্বামী ভক্তির কারণে তাহার পিতাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

১৬। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " দুজখের বেশী অধিবাসী মেয়েলোক, উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন " তাহারা বেশী বেশী অভিশাপ দেয় এবং স্বামীর অবমাননা করে।

১৭। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "বেহেস্তে মেয়েলোককে খুবই কম দেখিলাম, তখন বর্ণনাকারী বলিলেন "মেয়েলোকেরা কোথায়? তিনি বলিলেন " তাহাদিগকে স্বর্ণ ও বিভিন্ন রংয়ের পোষাকে ব্যস্ত রাখিয়াছে।

১৮। কোন এক যুবতী রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, আমি বিবাহকে অপছন্দ করি, তবে স্ত্রীর উপর স্বামীর কি হক্ক? তখন উত্তরে তিনি বলিলেন " যদি স্বামীর সাড়া শরীরে পুজ ভর্তি ঘা থাকে এবং ঐ পুজঁ স্ত্রী জিহ্ববায় চাটিয়া পরিস্কার করে তবেও তাহার স্বামীর হক আদায় হয় না।" যুবতীটি বলিল, তবে আমি কি বিবাহ বসিব? তিনি বলিলেন "হা কেননা বিবাহেই মঙ্গল। (এহয়া)

১৯। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন স্বামীর মালদান করিতে পারিবে না।"

২০। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্ত্রী স্বামীর বিছানায় এরূপ কাউকে বসাইবে না যাহাকে স্বামী অপছন্দ করে। যদি স্ত্রী এরূপ করে তবে তাহাকে মাঝারী রকম শাস্তি দাও। (হুজ্জাতুল্লাহ)

২১। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্বামী স্ত্রী যদি ছওয়ারীর (কোন যান বাহনের) উপরও থাকে এ অবস্থায় স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করা স্ত্রীর উপর কর্তব্য। (কাশফ)

২২। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "আল্লাহতায়ালার নিকট এইরূপ মেয়ে লোক আদরনীয় যে, তাহার স্বামীর সহিত কথা-বার্তায় অতি মিষ্ট ব্যবহার করে ও লজ্জায় সংকোচিত না হয়।" (ঐ)

২৩। রাছুলুল্লাহ (দঃ) একজন মেয়েলোককে হেদায়াত করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন "তোমার স্বামীই তোমার বেহেস্ত ও দোজখ।" (ঐ)

আলমগীরীতে আছে- "সন্তান পিতা মাতাকে ও স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরিয়া ডাকিলে মাকরূহ হইবে।"

২৪। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্ত্রীলোকের উপর কাহার হক্ক বেশী? উত্তরে তিনি ফরমাইলেন "স্বামীর হক্ক বেশী।" আয়েশা (রাঃ) বলিলেন তবে পুরুষের উপর হক্ক কাহার বেশী? উত্তরে তিনি বলিলেন "মাতার হক্ক বেশী।"

www.pathagar.com

২৫। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যে স্ত্রীর উপর স্বামী নারাজ তাহার উপর আল্লাহতায়ালা নারাজ, কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীকে হারাম কাজের আদেশ দেয় তবে স্ত্রীর উহা করা কর্তব্য নয়। (ঐ)থ

২৬। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্ত্রীলোকগণ যদি স্বামীর হক্ব বুঝিত তবে স্বামীর সকাল ও বিকালের খাওয়া দাওয়া শেষ না করা পর্য্যন্ত বসিত না।" (ঐ)

২৭। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্বামী ভক্তি ও তাহার হক্ব বুঝা জেহাদের ন্যায়। (ঐ)

২৮। ছাইদ ইবনে মুছাইয়াব (রাঃ) বলেন "যে স্ত্রীর উপর স্বামী হক্ব কছম খাইল, আর স্ত্রী তাহা পূর্ণ করিল না তাহার ৭০ টি নামাজ বাজেয়াপ্ত হইল।" (ঐ)

২৯। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "আমি তোমাদেরকে বেহেস্তী স্ত্রীদের কথা বলিব? ছাহাবায়ে কেরা বলিলেন "হ্যা!" তিনি বলিলেন "প্রত্যেক মহব্বতকারীনী স্ত্রী যে বেশী সন্তান দেয়।" যখন সে রাগান্বিত হয় অথবা স্বামী রাগান্বিত হয় তখন স্ত্রীলোকটি বলে "আমার হাত তোমার হাতে আমি তাকাইব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার প্রতি রাজি না হও।" (ঐ)

৩০। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কাহারও স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিও না। (ঐ)

৩১। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "আল্লাহতায়ালা এরূপ স্ত্রীর প্রতি রহমতের নজর করেন না যে স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং তাহার প্রতি খুশী হয় না ।" (ঐ)

৩২। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যে স্ত্রী রাত্র কাটাইল অথচ তাহার স্বামী তাহার উপরে নারাজ তবে তাহার কোন নেক কাজ ক্ববুল হইবে না ও কোন নেক উপরে উঠিবে না, যতক্ষণ তাহার স্বামী তাহার উপর রাজী না হইবে।" (কাশফুল গুম্মা আন জামিইল উম্মা)

৩৩। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্ত্রী যদি স্বামীর বাড়ী হইতে বাহির হয় অথচ স্বামী বাহির হওয়াকে মাকরূহ (খারাপ) মনে করে, তবে আছমানের প্রত্যেক ফেরেস্তা, মেয়েলোকটি যেদিক দিয়া যাইবে সেই দিকের সকল বস্তু তাহার উপর লানত করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসে।" (অবশ্য উহাতে জ্বিন ও মানুষ সামীল নয়) (ঐ)

৩৪। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "সেই স্ত্রী আল্লাহর হক্ব আদায় করে না যে স্বামীর সমস্ত হক্ব আদায় করে না, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন নফল

www.pathagar.com

রোজা রাখাও তাহার জন্য যায়েজ হইবে না, যদি রাখে তবে তাহা মাকরূহ হইবে এবং সে উপবাস ও পিপাসীতা থাকিবে।" (ঐ)

৩৫। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "কোন স্ত্রীর জন্য ইহা হালাল হইবে না যে স্বামী যাহাকে খারাপ মনে করে তাহাকে বাড়ীতে আসার অনুমতি দেয়, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন সে বাহিরে যায়, স্বামীর হুকুম ব্যতীত কাহারও কথা শুনে, স্বামীর বিছানা হইতে আলাদা থাকে, স্বামীকে মারে, আর যদি স্বামী অতিশয় জালেম হইয়া থাকে তবে স্ত্রী তাহার নিকট গিয়া রাজী করাইবে। যদি স্বামী রাজী হইয়া যায় ভাল কথা। আল্লাহতায়ালাও তাহার ওজর কবুল করিবেন।, তাহার দলীল (প্রমানাদি) শক্ত করিবেন। এবং তাহার উপর কোন পাপ থাকিবে না। যদি স্বামী রাজী না হয় তবে স্ত্রীর দলীল আল্লাহতায়ালার নিকট পৌঁছিয়া যাইবে তাহাতে স্ত্রীর কোন দোষ থাকিবে না।" (ঐ)

৩৬। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্বামীর অনুমতি ভিন্ন নফল নামাজ পড়ার জন্য স্ত্রী বিছানা হইতে উঠিতে পারিবে না।"

৩৭। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "ক্বেয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালার নিকট সবচেয়ে বড় বিশ্বাস ঘাতক সেই স্বামী বা স্ত্রী, যে স্ত্রীর কথা অপরের নিকট বলে বা স্ত্রী স্বামীর কথা অপরের নিকট বলে। (আবু দাউদ)

৩৮। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যে সমস্ত কাজ করা জায়েজ আছে, তন্মধ্যে তালাক্ব দেওয়াকে নিকৃষ্টতম জায়েজ মনে করি। যে স্ত্রীলোক কোন ভয়ে বা কোন জরুরত ভিন্ন তাহার স্বামীর নিকট তালাক্বের প্রস্তাব করিল সেই স্ত্রীলোকের উপর বেহেস্ত হারাম। (এহয়া)

৩৯। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "পুরুষের জন্য ইহা উচিৎ যেন সে তাহার ঘরের লোকের নিকট কোন কিছু চায় তবে তাহাকে পুরুষের ন্যায় পাওয়া যায়।" (কাশফ)

৪০। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " যে কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে কম মহরে বা বেশী মহরে সাদী করে অথচ সেই মহর আদায় করার ইচ্ছা মনে না রাখে এবং তাহাকে ধোকা দেয় আর এ অবস্থায় মারা যায় সে ক্বিয়ামতের দিন যিনাকারী হিসাবে আল্লাহর দরবারে হাজির হইবে।" (কাশফ)

www.pathagar.com

৪১। রাছুলুল্লাহ (দঃ) যখন বিবিগনের নিকট যাইতেন তখন অতি নম্রতা ও মহব্বতের সহিত কথা বলিতেন এবং অতি ভদ্রতা দেখাইতেন, হাসি মুখে কথা বলিতেন।”

৪২। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন “ স্ত্রীর সহিত নম্র ব্যবহার কর, তবে খুশির জীবন কাটাইতে পারিবে। (কাশফ)

৪৩। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন “ তোমরা তোমাদের স্ত্রীগনকে কম পোষাক পড়িতে সাহায্য কর, কেন'না মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ যখন বেশী হইয়া যায় এবং সৌন্দর্য প্রসাদনী বেশী হয় তখন তাহারা ঘর হইতে বাহিরে যাইতে ভালবাসে।” (কাশফ)

৪৪। বিদায় হজের ভাষনে রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছিলেন “তোমরা শুনিয়া রাখ যে, আমি তোমাদেরকে তোমাদের স্ত্রীগনের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে অছিয়াত করিতেছি কারণ তাহারা তোমাদের সাহায্যকারী। তোমরা তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য ব্যতীত আর কোন কিছুর মালিক নও। হা যদি তাহারা অশ্লিল কাজ করে তবে তাহাদের নিকট হইতে আলাদা বিছানায় থাক। আর কারণ বসত তাহারা অন্যায় করিলে এরূপ প্রহার করিতে পার যাহার দাগ হয় না যেমন মেছওয়াক দ্বারা প্রহার করা। উহাতে যদি তাহারা ঠিক হইয়া যায় তবে তাহাদেরকে তালাক্ব দিও না।

তোমরা শুনিয়া রাখ যে তোমাদের স্ত্রীগনের উপর তোমাদের হক্ব আছে, তদ্রূপ তোমাদের স্ত্রীগনেরও তোমাদের উপর হক্ব আছে।

তাহাদের উপর তোমাদের হক্ব এই যে, তাহারা তোমার বিছানায় এমন কাউকে জায়গা দিতে পরিবেনা। যাহাকে তুমি ভালবাস না তোমাদের বাড়ীতে এমন কাউকে ঢুকার অনুমতি দিবে না যাহার প্রবেশে তুমি রাজি না।

তোমাদের উপর তাহাদের হক্ব এই যে, তোমরা তাহাদেরকে দরকার অনুযায়ী খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করিবে, তাহাদের মুখমন্ডলে প্রহার করিবে না। (উহাতে মুখে দাগ পড়িয়া যাইতে পারে) তাহাদেরকে গালী দিওনা, তাহদেরকে ঘর ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিও না, তাহাদের বিছানা আলাদা করিয়া দিতে পার। (তিন দিনের অধিক কথা না বলা দুরস্ত নয়) (কাশফ)

কারনবশত মেশওয়াক দ্বারা মারা যায় যাহাতে দুঃখ না পাইলেও লজ্জা হয়।

৪৫। রাছুলুল্লাহ (দঃ) তিন জায়গা ব্যতীত অস্পষ্ট কথা বলার এজাযত দিতেন না। ১) কোন বিবাদকে মিটাইতে গিয়া ঘুরাইয়া কথা বলা

www.pathagar.com

২) ধর্মীয় যুদ্ধে দুশমনকে বোকা বানানোর জন্য বলা। ৩) স্বামী স্ত্রীকে খুশী করার জন্য এবং স্ত্রী স্বামীকে খুশী করার জন্য বলা।

৪৬। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " তুমি তোমার পরিবারের সবার জন্য সাধ্যমত খরচ কর এবং তাহাদের উপর হইতে তোমার লাঠি রাখিওনা বরং তাহাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাও। (কাশফ)

৪৭। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " ঘরের যে জায়গায় সচরাচর নজর পরে সেই জায়গায় বেত্র টাঙ্গাইয়া রাখ, কেননা ইহাই ঘরের সবার জন্য আদব শিক্ষা দিবে। (কাশফ)

৪৮। গোনহর কাজ ব্যতীত সব কাজে স্বামীর কথা মানা।

৪৯। স্বামীর শক্তির বাহিরে ভরণ-পোশণ দাবী না করা।

৫০। স্বামী মিলিতে চাহিলে শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত অস্বীকার না করা।

৫১। নিজ স্বামীকে গরীব ও কুৎসীত বলে ঘৃণা করবে না।

৫২। স্বামীর মধ্যে কোন শরীয়ত বিরোধী বিষয় দেখিলে ভদ্রতার সহিত তাহাকে হেদায়েতের দাওয়াত দিবে।

৫৩। স্বামীর নাম ধরিয়া না ডাকা।

৫৪। কাহারও সামনে স্বামীর বদনাম না করা।

৫৫। স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিবে না। (এমদাদুল ফাতাওয়া)

অনেক সময় কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া ফেলিলে হিলা ছারা তাহাকে পুনরায় আনা যেহেতু সম্ভব হয় না সেহেতু ইহা মনে করিয়া হিলা দেয় না ও পুনরায় আনে না যে, হিলা দিলে হিলার স্বামীর দ্বারা গর্ভবতী হইয়া যাইতে পারে। এমন অবস্থায় হিলা যে স্বামীর নিকট দেওয়া হইল সে স্বামী যদি মিলনের সময় এরুপ কোন দ্রব্য তাহার অঙ্গে পরিয়া লয় যাহা পরা অবস্থায় লজ্জাস্থান চালনা করিলে স্ত্রীর লজ্জাস্থানের উষ্ণতা স্বামীর লজ্জাস্থানে অনুভূত হয় তবে এইরুপ কন্ডম, পেসারী ইত্যাদি সহ হিলাওয়ালী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে যদিও জরায়ুতে বীর্য ঢুকিতে না পারে তথাপি হিলার কাজ চলিবে। (আলমগীরী মুছাহেরা)

স্ত্রীর হক্ব

১। আল্লাহতায়ালা বলেন " ইহাও আল্লাহতায়ালার নিদর্শন সমুহের মধ্যে যে, তিনি তোমাদের মধ্যে হইতে তোমাদের স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে

www.pathagar.com

তোমরা তাহার কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে দুস্তি ও রহমত সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য বহু নিদর্শন।"(রুম)

২। "বিবির সহিত ভাল ব্যবহার করিয়া বসবাস কর। (নাছা)

৩। রাছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলা হইতেছে "নবী নিজ বিবিগনের মন রক্ষার চেষ্টা করেন।" (তাহরীম)

৪। "আর তাহারাই আল্লাহর প্রকৃত বান্দা যাহারা আল্লাহর নিকট এই দোয়া করে যে, আমাদের প্রতিপালক। আমাদেরকে আমাদের বিবিগনের তরফ হইতে ও আমাদের সন্তানগনের তরফ হইতে চোখের তৃপ্তি দান করুন, আর আমাদেরকে পরহেজগারদের ঈমাম বানান।(আল কোরআন)

৫। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "মেয়েদের সহিত ভাল ব্যবহার করার জন্য আমি তোমাদেরকে অছিয়ত করিতেছি। কেননা তাহাদেরকে বাম পাঁজরের বক্র হাড় হইতে তৈয়ার করা হইয়াছে। পাঁজড়ের হাড়ের মধ্যে যদি বক্রতা থাকে তবে উহা উচ্চ দেখাইবে, তুমি যদি উহা সোজা করিতে যাও তবে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আর যদি সোজা না কর তবে উহা বক্র থাকিবে।

আরও বর্ণিত আছে যদি তুমি স্ত্রী হইতে লাভবান হইতে চাও তবে বক্রতা সহই স্বার্থ উদ্ধার করিবে।স্ত্রী কখনও তোমার জন্য এক অবস্থায় থাকিবে না। তুমি যদি তাহাকে সোজা করিতে চাও তবে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে আর ভাঙ্গিয়া ফেলার অর্থ তালাক দেওয়া। (মুছলিম)

৬। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " মুমিন স্বামী মুমীনা স্ত্রীকে দুশমনি করিবে না। স্বামী যদি তার কোন কাজ মাকরুহ (অপছন্দ) মনে করে তবে অন্য কাজে রাজি হইবে। (মুছলিম)

৭। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যদি বনি ইছরাইল না হইত তবে গোস্ত পচিত না বা দুর্গন্ধযুক্ত হইত না আর যদি হাওয়া (আঃ), আদম (আঃ) কে গন্ধম না খাওয়াইতেন তবে কোন স্ত্রী তাহার স্বামীর অবমাননা করিত না।"

৮। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " তোমাদের কেহ কেহ তাহার স্ত্রীকে দাস-দাসীদের ন্যায় প্রহার করে। তার পর দিনের শেষে তাহার সহিত আবার মিলিত হয়। তাহার ন্যায় হইওনা। (বুখারী)

অর্থাৎ শাস্তি দিবার বেলায় একেবারে চরম আবার আদর করার বেলায় মাত্রাধিক আদর করা ভাল না।

৯। একজন স্ত্রীলোক রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট বলিল "আমার সতীন আছে, আমি যদি সতীনের সম্মুখে এরুপ ভাব প্রকাশ করি যে স্বামী আমাকে তাহার চেয়ে বেশী দেয় তবে কোন গোনাহ হইবে কি ? রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "কিছু না পাইয়াও যে বেশী পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে তবে সে যেমন মিথ্যার দুইটি পোষাক পরিধান করিল।"

১০। একদা প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে গিয়া দেখিলেন যে বহু লোক প্রবেশের অনুমতির জন্য দরজায় অপেক্ষা করিতেছে,

www.pathagar.com

অথচ কাহাকেও রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না। এমন সময় আবুবকর (রাঃ) কে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইল। তারপর ওমর (রাঃ) আসিলে তাহাকেও প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইলে তিনি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকটে তাহার বিবিগণ উপস্থিত অথচ তিনি চিন্তাযুক্ত। ওমর (রাঃ) বলিলেন "আমি এরুপ কথা বলিব যাহার দ্বারা রাছুলুল্লাহ (দঃ) হাসিবেন"। ওমর (রাঃ) তারপর বলিলেন "ইয়া রাছুলাল্লাহ, খারেজার মেয়ে (ওমরের স্ত্রী) যদি আমার নিকট খোরপোষ চাইত তবে তাহার গরদানে মারিতাম।" এই কথা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) হাসিয়া বলিলেন "এই আমার বিবিগণ তাহারা সবাই আমার নিকট পরিমাণের বেশী খোরপোষ চাহিতেছে" ইহা শুনিয়া আবুবকর (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) এর গর্দানে আঘাত করিলেন, তদ্রুপ ওমর ও হাফছার (রাঃ) এর গর্দানে আঘাত করিলেন। উভয়ই তখন বলিতেছিলেন যে, রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট যাহা নাই তোমরা তাহাই চাহিতেছ। তখন বিবিগণ সবাই বলিয়া উঠিলেন "আল্লাহর কছম আমরা রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট ইহা কোন সময় চাহিব না যাহা তাহার নিকট নাই।

তারপর রাছুলুল্লাহ (দঃ) সব বিবিগণ হইতে এক মাস বা ২৯ দিন সরিয়া থাকেন তারপর এই আয়াত নাজিল হইল ।"হে নবী, তুমি আপন বিবিগণকে বল, যদি তোমরা দুনিয়ার জেন্দেগীর ও তাহার শুভা চাও তবে এস তোমাদিগকে কিছুকাল ভুগ করাই এবং তোমাদিগকে বিদায় করি উত্তম বিদায় করা। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাহার রাছুলকে এবং পরকালের ঘরকে চাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে সৎকার্য্যকারীনীদিগের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।" (আহযাব)

এই আয়াত নাযেল হইলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) সর্বপ্রথম আয়েশা (রাঃ) এর নিকট গিয়া বলিলেন " আমি তোমার নিকট একটি প্রস্তাব করিতে চাই যাহার সম্বন্ধে রায় দিতে তুমি তাড়াতাড়ি করিবে না ইহাই আমার কামনা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি তোমার পিতামাতার নিকট পরামর্শ না করিবে।" ইহা শুনিয়া আয়েশা (রাঃ) বলিলেন "ইয়া রাছুলাল্লাহ ইহা কি শুনিতে চাই" তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) উল্লিখিত আয়াত পাঠ রিয়া শুনাইলেন। আয়েশা (রাঃ) তাহা শুনিয়া বলিলেন "ইয়া রাছুলাল্লাহ আপনার বিষয়ে আমি কি আমার পিতামাতার নিকট পরামর্শ নিব ? না কখনও নয়। বরং আল্লাহ্ এবং রাছুল ও আখেরাতকেই চাই।" তারপর আয়েশা (রাঃ) "রাছুলুল্লাহ (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আমার এই কথা অন্য কোন বিবির নিকট বলিবেন না।" ইহা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন "যে কোন বিবি এ সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিবে তাহাকেই আমি বলিব কেননা আল্লাহতায়ালা আমাকে কাহাকেও কষ্ট দিতে পাঠান নাই বরং আমাকে শিক্ষক হিসাবে পাঠাইয়াছেন। (মুছলিম)

১১। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্বামীর উপর স্ত্রীর হক্ক এই যে খাদ্যের দরকার হইলে খাদ্য দেওয়া, কাপড়ের দরকার হইলে কাপড় দেওয়া। আর

www.pathagar.com

স্বামী যদি (শরীঅত সম্মত কারণে) স্ত্রীকে প্রহার করে তবে তাহার মুখমন্ডলে প্রহার করিবে না তাহাকে ঘর ছাড়িতে বাধ্য করিবে না বরং ঘরে রাখিয়াই বিছানা আলাদা করিবে। (আবু দাউদ)

১২। লাক্বীতিবনে ছাবিরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি রাছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিলেন যে, "ইয়া রাছুলাল্লাহ আমার স্ত্রী, অশ্লিল গালীগালাজ করে। উত্তরে রাছুলুল্লাহ (দঃ) রলিলেন " তা হইলে তাহাকে তালাক দিয়া দাও" লাক্বীত (রাঃ) বলিলেন "তাহার গর্ভজাত সন্তান আছে এবং অনেক দিন যাবৎ আমার এক সাথে থাকিয়া আসিতেছি।" তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন " তাহা হইলে তুমি তাহাকে ওয়াজ নছিহত কর। যদি নছিয়তে ভাল হয় তবে তাহাকে রাখিবে আর তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার দাস দাসীর ন্যায় শাস্তি দিবে না। (আবু দাউদ)

১৩। একবার রাছুলুল্লাহ (দঃ) নির্দেশ দিলেন যে, স্ত্রীগণকে প্রহার করিও না। এ অবস্থায় খালীফা ওমর (রাঃ) রাছুরুল্লাহ (দঃ) এর নিকট স্ত্রীগণের স্বামীর উপর বেপরোয়ার কথা জানাইলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদেরকে প্রহার করার অদেশ দিলেন। তার পরদিন রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদেরকে প্রহার করার আদেশ দিলেন। তার পরদিন রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট প্রায় ৭০ জন স্ত্রীলোক তাহাদের স্বামীর বিরোদ্ধে তাহাদেরকে প্রহার করার নালিশ করিলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "আজ মোহাম্মাদ (সাঃ) এর বাড়ীতে বহু স্ত্রীলোক তাহাদের স্বামীর বিরোদ্ধে নালিশ করিয়াছে, যাহাদের বিরোদ্ধে নালিশ করা হইয়াছে তাহারা তোমাদের মধ্যে ভাল নয়। (আবুদাউদ)

১৪। ছাফওয়ানিবনে মুয়াত্ত্বাল (রাঃ) এর স্ত্রী রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করিল যে, আমার স্বামী আমি নফল নামাজ পড়িলে আমাকে প্রহার করে, নফল রোজা রাখিলে এফতার করাইয়া ফেলে, আর তিনি ফজরের নামাজ সূর্য্য না উঠিলে পড়েন না।" তখন ছাফওয়ান সেই দরবারে হাজের ছিলেন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে তাহার স্ত্রীর জবানবন্দীর সত্যতা জিজ্ঞাসা করিলে ছাফওয়ান (রাঃ) বলিলেন "ইয়া রাছুলাল্লাহ (দঃ) আমার স্ত্রীকে নামাজ পড়িলে প্রহার করি. উহার প্রমান এই যে সে লম্বা লম্বা ছুরার দ্বারা নামাজ (নফল) পড়ে অথচ আমি তাহাকে লম্বা ছুড়ার দ্বারা নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছি। তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন "একটি ছুড়া হইলে সবার নামাজই জায়েয হয়। ছাফওয়ান বলিলেন, তাহার রোজা ভাঙ্গাই, উহার ব্যখ্যা এই যে, আমার স্ত্রী সব সময় (নফল) রোজা রাখিতে থাকে অথচ দেখিতেছেন, আমি যুবক মানুষ, তাই কাম ভাব হইতে ছবর করিতে পারি না।" তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন "কোন স্ত্রী তাহার স্বামীর অনুমতি ভিন্ন নফল রোজা রাখিবে না। " ছাফওয়ান বলিলেন "আমি বেলা না উঠিলে ফজরের নামাজ পড়ি না, উহার ব্যখ্যা এই যে, আমি এই বাড়ীর লোক যে, আমাদের বাড়ীর লোকেরা অনেক রাত্র পর্য্যন্ত হস্ত শিল্পের

www.pathagar.com

কাজ করে। তাই ঘুমের ঘুরে বেলা উঠিয়া পড়িয়াছিল। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন " হে ছাফওয়ান (অসুবিধার দরুন) ঘুম হইতে জাগিয়াই নামাজ পড়িয়া নিও।"

ব্যখ্যা- রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " যে ব্যক্তি কোন নামাজ পড়িতে ভুলিয়া গেল বা ঘুমাইয়া পড়িল (কাছে ডাক দেওয়ার কেহ নাই) যখন তাহার মনে হইবে বা জাগিবে তখন নামাজ পড়িয়া নিবে।"

কিন্তু সর্বদাই ইচ্ছা করিয়া যে ব্যক্তি এমন ভাবে নামাজ তরক করিবে তবে সে দোযখে যাইবে।

১৫। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যথাসম্ভব স্ত্রীদেরকে তাহাদের ইচ্ছার উপর রাখ।

১৬। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমরা প্রত্যেকেই চালক এবং তোমাদের কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে। ইমাম (রাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক) হইলেন চালক তাহাকে তাহার প্রজা বা অধীনস্থ মুছুল্লী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। স্ত্রী তাহার স্বামীর ঘরের রক্ষক, তাহাকে রক্ষনাবেক্ষন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। দাস তাহার মালিকের মালের রক্ষক, তাহাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তোমরা প্রত্যেকেই হেফাজতকারী এবং প্রত্যেককেই হেফাজত বা কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (কাশফ)

১৭। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন " যে স্ত্রীর স্বামী বাড়ীতে নাই, এ অবস্থায় সেই স্ত্রী স্বামীর মাল ও নিজেকে হেফাজত করিল এবং সৌন্দর্য্য বিকাশ করিল না, পাগুলি আবদ্ধ রাখিল, নামাজ আদায় করিল তবে সে স্ত্রীকে কিয়ামতের দিন কম বয়স্ক মেয়ে হিসাবে হাশর করা হইবে। তাহার স্বামী যদি মুমিন হইয়া থাকে তবে তাহার সঙ্গে বেহেস্তে থাকিবে আর যদি তাহার স্বামী মুমিন না হইয়া থাকে তবে আল্লাহতায়ালা তাহাকে শহীদদের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিবেন। যদি সেই স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতে নিজের পেট খুলিয়া অপরকে দেখায় এবং অপরের জন্য সুসজ্জিত হইয়া সৌন্দর্য্য বিকাশ করে, স্বামীর মাল ক্ষতি করে, আর তাহার পা দুটি গোপনে রাখে (অর্থাৎ যীনা করে) তবে তাহাকে মাথা নত অবস্থায় দুজখে নিক্ষেপ করা হইবে। (কাশফ)

১৮। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমি এইপ্রকার স্ত্রীগণদের প্রতি অসন্তুষ্ট যাহারা কাপড়ের আঞ্চল লটকাইয়া স্বামীর বিরোদ্ধে কথা বলিয়া বাহিরে আসে। (কাশফ)

১৯। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্ত্রীগণের স্বামীর বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার কোন অনুমতি নাই, হাঁ, ঘোর বিপদে পরিলে, জরুরত হইলে

www.pathagar.com

পারিবে। তাহারা রাস্তা দিয়া চলার সময় রাস্তার পার্শ্ব দিয়া চলার অধিকার রাখে।"

বর্তমানে মেয়েগণ রাস্তা দিয়া চলার সময় যথাসম্ভব পুরুষগণ হইতে বাচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে, কেননা আজকাল মেয়ে পুরুষ সবারই রাস্তার পার্শ্ব দিয়া চলিতে হয়। আবশ্যক বোধে বাহির হওয়ার অর্থ খাওয়া দাওয়া বা এই জাতীয় অতি আবশ্যকীয় কাজসমূহের জন্য বাহির হইতে পারিবে। যে সমস্ত কাজ পুরুষের অভাবে নিজেকেই করিতে হয় এবং পরদাসহ বাহির হইবে। এবং পর্দাসহ শরীঅত মত চাকুরী করিতে পারিবে।

২০। কোন একজন স্ত্রীলোক আমীরুল মুমেনীন ওমর (রাঃ) এর নিকট গিয়া বলিল যে, আমার স্বামী সাড়া রাত্র নামাজ পড়ে ও দিনে রোজা রাখে। ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন যে, তুমি কি আমাকে বল যে আমি তাহাকে নামাজ পড়িতে ও রোজা রাখিতে নিষেধ করিব ? ইহা শুনিয়া কিছু না বলিয়াই মেয়েলোকটি চলিয়া গিয়া আরও দুইবার আসিয়া পূর্বের কথাই বলিল। আর ওমর (রাঃ) তাহাকে একই জওয়াব দিতে থাকিলেন। এই ঘটনা দেখিয়া কায়াব (রাঃ) ওমর (রাঃ) কে বলিলেন," মেয়েলোকটিরও হক্ব আছে।" ওমর (রাঃ) বলিলেন " তাহার কোন, হক্ব?" কায়াব (রাঃ) বলিলেন " আল্লাতায়ালা তাহার স্বামীর জন্য যোগ্যতা সাপেক্ষে চার বিবি রাখা হালাল করিয়া দিয়াছেন, অথচ স্ত্রীদের জন্য একজন স্বামীই নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাই আপনি এই মেয়েলোকটিকে চারজনের একজন মনে করিয়া প্রত্যেক চার রাত্রির মধ্যে এক রাত্রি প্রত্যেক চার দিনের মধ্যে একদিন তাহার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিন।" তারপর ওমর (রাঃ) তাহার স্বামীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তুমি প্রত্যেক চার রাত্রির মধ্যে এক রাত্রি তাহার সঙ্গে থাকিবে। আর প্রত্যেক চারদিনের মধ্যে একদিন নফল রোজা রাখিতে পারিবেনা। (কাশফ)

২১। রাছুলুল্লাহ (দঃ) পুরুষদেরকে মেয়েদের হায়েয দেখিয়া হাসিতে মানা করিয়াছেন। (ঐ)

২২। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্বামী তাহার স্ত্রীকে প্রহার করার জন্য বিকট মূর্তি ধারণ করিয়া মারিতে আমি, ভালবাসি না। (ঐ)

২৩। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন,"মেয়েরা যেন ঘর থেকে বাহির না হয় এবং তাহারদেরকে আব্যশক ছাড়া এরূপ শিক্ষা দিও না যাহাতে তাহারা চরিত্রহীনা হইয়া যায়।" বরং সুতা কাটিতে শিক্ষা দাও ও ছুরায়ে নূর পড়াও। (ঐ)

www.pathagar.com

২৪। মেয়েদেরকে পড়িতে বা শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে কোন দোষ নাই। বরং উহার জন্য রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাক্বীদ করিয়াছেন। উল্লিখিত হাদীছেও তাহার প্রমান আছে। কিন্তু লিখিতে মানা করার অর্থ এই যে. বেশী লিখিতে শিক্ষা দিও না কারণ উহাতে তাহারা বাড়ী ঘরের কাজ ছাড়িয়া বাহিরের কাজ করিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে দুনিয়া ও আখেরাতের বহু কাজে স্বামীর অসুবিধা সৃষ্টি করিবে। তাই মানান সই লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়াই দরকার, বেশী না। কারণ বেশী শিক্ষায় শিক্ষিতা করিলে যে সব অসুবিধার সম্মুখিন হইতে হইবে উহা পাঠক পাঠিকা নিজেরাই অনুমান করুন।

সুতা কাটা শিক্ষা দেওয়া অর্থাৎ শিল্প ও হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া যাহাতে বাড়ীতে বসিয়া করা যায় এবং বেশ আয় করা সম্ভব হয়। আধুনিক জগৎ ও গ্রাহাস্থ্য বিজ্ঞানকে সমর্থন করিয়াছেন এবং বিশ্বের সব জায়গায় উহার প্রসার হইতেছে। ইহা ইছলামের দান।

২৫। খালীফা আবু বকর (রাঃ) এর ম আছমা (রাঃ) বলেন যে, যুবায়ের (রাঃ) (তাহার স্বামী) এর ঘরের যাবতীয় কাজ আমার উপর ছিল। যুবায়েরের ঘোড়ার যত্নের ভার ছিল, আমার উপর। ঘোড়াটির যত্ন করা আমার উপর কঠিন মনে করিতাম। আমি ঘোড়াটির ঘাসের ব্যবস্থা করিতাম। এ অবস্থা দেখিয়া রাছূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে একজন চাকর দিলেন উহাতে মনে হইল তিনি আমাকে শাস্তি হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

আরও বর্ণিত আছে যে, যুবায়েরের মাল বলিতে কিছুই ছিল না, একমাত্র ছিল তাহার ঘোড়াটি, ঘোড়াটির ঘাস আমি (আছমা) নিজেই যোগাইতাম কোন সময় খেজুরের বীচি ভাঙ্গিয়া উহাকে খাওয়াইতাম। পানি পান করাইতাম, বালতি দিয়া কুপ হইতে পানি উঠাইতাম, আটার মুন্ডু তৈয়ার করিতাম, উহাতে আমি পটু ছিলাম না। তাই পরশী আনছারী মেয়েরা আমাকে সাহায্য করিত। তাহারা অতি অন্তরঙ্গ সত্যবাদী মেয়েলোক ছিলেন,

যুবায়েরকে রাছুলুল্লাহ (দঃ) যে, একখন্ড ভুমি ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন আমি (আছমা) নিজে তথা হইতে খেজুর মাথায় করিয়া আনিতাম।যাহার দুরত্ব এক ফারছাখের তিন ভাগের দুই ভাগ ছিল (দুই মাইল) একদিন মাথায় খেজুরের বুঝা এ আবস্থায় রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হইল। সেখানে তখন একদল আনছারী বসা ছিল। এমন সময় রাছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "আস আমার ছওয়ারীতে উঠিয়া পড়।"

উহাতে আমি লজ্জিত হয়ে জুবায়েরের অসহনশীলতার কথা স্মরন করিলাম। রাছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে শরমিন্দা দেখিয়া আমাকে রাখিয়াই

www.pathagar.com

চলিয়া গেলেন। আর আমি বাড়ীতে গিয়া ঘটনাটি যুবায়েরকে জানাইলে যুবায়ের বলিলেন "তোমার মাথায় খেজুর বহন করা আমার নিকট রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর ছওয়ারীতে উঠার চেয়ে বেশী কষ্টদায়ক মনে হয়। (কাশফ)
(আছমা রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আত্মীয়া ছিলেন)

২৬) আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রাছুলুল্লাহ (দঃ) বিবিগণের নিকট থাকার বেলায় একজনের চেয়ে অন্যজনের নিকট বেশী থাকিতেন না বরং সমান ভাবেই থাকিতেন এবং তিনি একই দিনে প্রত্যেক বিবিগনের সহিত দেখা করিতেন, তাহাদেরকে স্পর্শ করিতেন, চুম্বন করিতেন. কিন্তু মিলিত হইতেন না, প্রত্যেক বিবির সহিত সপ্তাহে বা মাসে কতদিন কাহার নিকট থাকিতেন তাহা পূর্বেই নির্ধারিত করিয়া রাখিতেন। এই নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট বিবিগণ ছাড়া মিলিত হইতেন না। তিনি প্রতিদিন আছরের নামাজের পর প্রত্যেক বিবিগনের কামড়ায় যাইতেন। এবং জিজ্ঞাসা করিতেন যে কাহারও কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা? তিনি বৎসরে ৮০ ওয়াছাক্ব (প্রায় ৪.৬ মণ) খেজুর ও বিশ ওয়াছাক্ব গোস্ত প্রত্যেক বিবিকে দিতেন।

রাত্রে নফল পড়ার সময় যে বিবির ঘরে থাকিতেন সেই বিবি হইতে নফল পড়ার অনুমতি চাইতেন, (১৫ শাবানের রাত্রিতে একবার আয়েশা (রাঃ) এর নিকট হইতে অনুমতি চাহিলে তিনি অনুমতি দিয়া ছিলেন। (ঐ)

২৭) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তির দুই বিবি আছে. অথচ, এক বিবির দিকে বেশী টান রাখে, ক্বিয়ামতের দিন তাহার অর্ধেক শরীল হেলিয়া থাকিবে। (ঐ)

২৮) রাছুলুল্লাহ (দঃ) বিবিগনের মধ্যে দিন ও অন্যান্য জিনিস পত্র সমানভাবে বন্টন করিয়া দিয়া বলিতেন, "হে আল্লাহ আমি যাহার মালিক তাহা বন্টন করিয়া দিলাম। তাই আপনি মনের মালিক, আমি মনের মালিক না. তাহার জন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না, ইহা হইল একদিকে দিলের টান থাকা জিনিষ পত্রে নয়।" (কাশফ)

২৯) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যাহারা সবকিছু ঠিক ঠিক ভাবে ওজন করে তাহারা নূরের মিম্বারের উপর থাকিবে, আল্লাহর দুটি হাতই ডান। এই সকল লোকেরা যাহারা তাহাদের পরিবারে ঠিক ঠিক বিচার করে। (কাশফ)

৩০) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, স্ত্রীর গোলাম হালাক হইয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ তাহার কোন কাজে উন্নতি নাই। অবশ্য যে স্বামী বেওক্বুফ

www.pathagar.com

তাহার জন্য বুদ্ধিমতি স্ত্রীর পরামর্শে চলা ভাল।এ ছাড়া স্বামী স্ত্রী উভয়েই পরামর্শ করিয়া কাজ করা উত্তম) (এহ্য়া) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ও অনেক বিষয়ে স্ত্রী পরামর্শ নিয়াছেন এবং সেই মতে কাজও করিয়াছেন।

৩১) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "নেককার স্ত্রীর দৃষ্টান্ত হইল একশত কাকের মধ্যে একটি সাদা কাক।"

৩২) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমরা মন্দ স্বভাব স্ত্রী হইতে বাঁচ। কেননা উহারা বার্দ্ধক্যে উপনিত হইবার পূর্বেই বার্দ্ধক্য আনয়ন করে।"

৩৩) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফাতেমা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্ত্রীদের জন্য কি ভাল? উত্তরে ফাতেমা(রাঃ) বলিলেন "যে স্ত্রী অন্য পুরুষকে দেখে না ও তাহাকেও অন্য পুরুষ দেখে না" উহা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে আদর করতঃ জড়াইয়া ধরিলেন।অর্থাৎ যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি বেশী টান রাখে ও যে স্বামীর প্রতি বেশী টান রাখে।

৩৪) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমরা যদি একটি স্ত্রী থাকা সত্বেও সতিচ্ছদ সম্পন্না আর একটি স্ত্রীকে বিবাহ কর তবে তাহার নিকট একটানা সাতদিন থাকিবে, তারপর উভয়ের মধ্যে বা চারজনের মধ্যে সমান ভাবে থাকিবে। আর যদি সতিচ্ছদ সম্পন্ন স্ত্রীর উপর বিবাহিতা মেয়েকে বিবাহ কর তবে তাহার নিকট একটানা তিন দিন থাকিবে। তারপর সমান সমান থাকিবে। (কাশফ)

৩৫) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " কোন মুছলমান পুরুষ তাহার মছলমান স্ত্রীর সহিত কীনা রাখিবে না।"

৩৬) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " স্ত্রীর জন্য স্বামীর ঘর হইতে অপরকে, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোন কিছু খাওয়ানো দুরস্ত হইবে না, অবশ্য খেজুর ইত্যাদি এই সকল খাদ্য খাওয়াইতে পারিবে, যাহা রাখিয়া দিলে পচিয়া যওয়ার আসঙ্খা আছে। যদি স্বামীর অনুমতি লইয়া খাওয়ায় তবে স্বামী যতটুকু ছওয়াব পাইবে স্ত্রীও ততটুকু পাইবে। যদি স্বামীর অনুমতি ভিন্ন খাওয়ায় তবে স্বামীর ছওয়াব ঠিকই হইবে অথচ স্ত্রীর গোনাহ হইবে। (এহয়া)

৩৭) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর মন্দ আচার ব্যবহারে ছবর করিবে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে এতটুকু ছওয়াব দিবেন যতটুকু নবী আইয়ুব (আঃ) কে তাহার মছীবতের উপর ছবরের কারণে দিয়া ছিলেন । আর যে স্ত্রী তাহার স্বামীর খারাপ আচার ব্যবহারে ছবর করিবে সে ফেরআউনের স্ত্রী আছিয়ার সমান ছাওয়াব পাইবে। (এহয়া)

www.pathagar.com

৩৮) রাছুলুল্লাহ (দঃ) প্রত্যেক পুরুষের জন্য উহা ধার্য্য করিয়াছেন যে, তাহারা যেন তাহাদের স্ত্রীগনের সহিত খুশ আলাপ করে এবং তাহাদের মেজাজ বুঝিয়া আচরণ করে ও তাহদের খুশি করিবার উপায় জানিয়া লয়।

৩৯) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " তোমরা তোমাদের স্ত্রীগনকে ঘর ব্যাতিত অন্য কোথাও গালী দিওনা।"

৪০) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "মেয়েলোকগন লজ্জা ও ওয়াদা পূরণের নিদর্শন, তাহাদেরকে মহব্বত করা উচিৎ, তাহাদেরকে ভালবাসার কারনে মানুষ, মানুষ হইতে পারে।"

৪১) রাছুলুল্লাহ (দঃ) যখন নিজ বিবিগণের কামড়ায় ঢুকিতেন তখন "আচ্ছালামু আলাইকুম" বলিতেন। রাত্রির বেলায় মৃদুস্বরে ছালাম দিতেন যে, স্ত্রী জাগ্রত থাকিয়া থাকিলে শুনিতে পারেন, আর যদি ঘুমাইয়া থাকেন তবে যেন ঘুমের ব্যঘাত না হয়।

তিনি বিবিগনের মন রক্ষার প্রতি খুব খেয়াল রাখিতেন, তাদের কাজে সাহায্য করিতেন, আর যদি কোন কাজ সময় মত না হইত তবে তাহাদের প্রতি নারাজ হইতেন না বরং নম্রতার সহিত বুঝাইতেন। তাহাদের দুঃখ-দরদে শরীক থাকিতেন। তাদের খুশীতে তিনিও খুশী হইতেন।

৪২) একবার উম্মে হাবীবা (রাঃ) এর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাহার ভাই মাবীয়া (রাঃ) তশরীফ আনিলে তাহারা উভয়ে কথা বার্তায় লিপ্ত ছিলেন, এমন সময় রাছুলুল্লাহ (দঃ) তশরীফ আনিয়া উম্মে হাবীবা (রাঃ) দিকে লক্ষ করিয়া বলিলেন "কি তুমি মাবিয়াকে খুবই আদর কর ? "তুমি যদি তাহাকে আদরনীয় মনে কর, তবে আমিও তাহাকে আদরনীয় মনে করি।" (কিতাবুল মুয়াশেরাত)

৪৩) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্ত্রীগণ এই সময় আল্লাহতায়ালার অতি নৈকট্য হাছেলকরে যখন তাহারা ঘরের ভিতর পর্দায় থাকে। স্ত্রীদের ঘরের বারান্দায় নামাজ পড়া, মছজিদে নামাজ পড়া হইতে উত্তম, ঘরের ভিতর নামাজ পড়া বারান্দায় নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম, আর ঘরের ভিতরের কামড়ায় নামাজ পড়া ঘরে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। (এহয়া)

অবশ্য পর্দার খেলাফ না হইলে বা কোন অঘটনের ভয় না হইলে পাঁচ ওয়াক্ত, জুময়া ও দুই ঈদের নামাজ মছজিদে ও ঈদের মাঠে জামাতের সহিত পড়িতে পারিবে। (তাহতাবী)

৪৪) বর্ণিত আছে যে, "মেয়েদের দশঠি পর্দা আছে, তন্মধ্যে বিবাহ হইয়া গেলে একটি পর্দা হাছেল হইল। আর মরিয়া গেলে দশটি।"

www.pathagar.com

৪৫) স্ত্রীর উপর স্বামীর বহু হক আছে তন্মধ্যে বিশেষ রকমের দুইটি ১) স্বামীর মাল রক্ষা করা ও পর্দায় থাকা ২) আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ব্যতিত স্বামীর নিকট ন্না চাওয়া, স্বামী যদি হারাম রোজগার করে তবে অতি কম খরচ করা, যাহাতে স্বামীর হাল্লাল রোজগারে সাহায্য হয়।

৪৬) ইবনে ছীরীন (রাঃ) বলেন "সপ্তাহে জুমার দিন (ফালুজা) বা অন্য যে, ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা করা মুস্তাহাব। যাহাতে ঘরের সবাই খুশী থাকে। (এহয়া)

৪৭) স্ত্রী কখনও তাহার স্বামীর নিকট তাহার সৌন্দর্যের গর্ব করিবে না। আর স্বামীও তাহার স্ত্রীর দোষ বলিতে পঞ্চমুখ হইবে না।

৪৮) আছমায়ী (রাঃ) বলেন "আমি একদিন একগ্রামে গিয়া দেখিলাম যে একজন সুন্দরী, একজন কুৎসিত পুরুষের স্ত্রী যাহার মুখ দেখিতে বিভৎস। তখন আমি স্ত্রীলোকটিকে বলিলাম "তুমি কি করিয়া এরুপ স্বামীর ঘর করিতে রাজী হইয়াছ" স্ত্রীলোকটি বলিল "তুমি চুপচাপ থাক " কারণ আমার স্বামী হয়ত আল্লহর নিকট নেক কাজ করিয়াছেন তাই উহার বদলে আমাকে তাহার ছওয়াবের বিনিময় দিয়াছেন। অথবা আমি পাপ করিয়াছি তাই আমাকে শাস্তি হিসাবে তাহার নিকট দিয়াছেন। আমি কি আল্লাহর রেজামন্দীর উপর রাজী হইব না? ইহা শুনিয়া আমি একেবারে লাজওয়াব হইয়া গেলাম।

৪৯) আছমায়ী (রাঃ) বলেন "গ্রামের একটি মেয়েকে লাল জামা পরিহিতা ও খেজাব দিয়া সুসজ্জিতা ও তাহার হাতে তছবীহদানা দেখিয়া বলিলাম, তোমার এ পোষাক একটি অপরটির বিপরিত তখন স্ত্রীলোকটি বলিল "আমার একদিক আল্লাহর জন্য যাহা আমি নষ্ট করিব না আর খেলার জন্য এক দিক।" আছমায়ী বলেন তখন আমি বুঝতে পারিলাম যে, সে বিবাহিতা অতি সতী সাধবী ও ধার্মীক স্ত্রীলোক।"

স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে খুশী করার জন্য কালো মেহদীর রং একত্রে মিশাইয়া খেজাব দিতে পারিবে।

৫০) স্বামী বাড়ীতে না থাকিলে তাহার সবকিছু হেফাজত করা, আর বাড়ীতে থাকিলে হাসি, মযাখ, খুশগল্প, হাসিমুখে খেলা- ধুলা করিয়া তাহার হৃদয় জয় করা , কখনও স্বামীর মনে আঘাত না দেওয়া, স্ত্রীর জন্য অবশ্য কর্তব্য।

৫১) স্বামীর উপর ইহা ওয়াজেব যে স্ত্রী যাহাতে ঠিক ভাবে নামাজ আদায় করিতে পারে ততটুকু কোরআনের আয়াত স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া। (আলমগীরী ৪র্থ ১১৪)

www.pathagar.com

৫২) ছুফিয়ান ছাওরী (রাঃ) বলেন " জানিতে পারিয়াছি যে পরিবারের সবাই একত্রে বসিয়া খাইলে আল্লাহ ও ফেরেস্তাগণ তাহাদের উপর দরুদ পড়েন। (এহয়া)

৫৩) হাদীস শরীফে আছে, যখন বান্দার গোনাহ বাড়িয়া যায় তখন আল্লাহতায়ালা তাহার উপর পরিবারের লোক সমুহের দ্বারা ঐ গোনাহ মোচন করান। (এহয়া)

৫৪) স্ত্রীর সহিত সৎ ব্যবহার করা উচিৎ।

৫৫) স্ত্রী কতৃক দেওয়া কষ্টকে ইনছাফের সহিত সহ্য করা।

৫৬) স্ত্রীর প্রতি সুচিন্তা রাখিবে আবার একেবারে গাফেলও থাকিবেনা।

৫৭) ভরণ-পোষণে মধ্যম পথ অবলম্বন করিবে।

৫৮) হায়েজ ইত্যাদি মেয়েলী বিষয় সমুহের মাছয়ালা শিক্ষা করিয়া স্ত্রীকে শিক্ষা দিবে। নামাজ রোজা ইত্যাদির মাছয়ালাও শিক্ষা দিবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির যাহাতে আদায় করে সেদিকে পুর্ন নজর রাখিবে। শরীয়ত বিরোধী কার্য্য হইতে বিরত রাখিবে।

৫৯) কয়েকজন স্ত্রী হইলে তাহাদের প্রত্যেকের হক্ব সমান সমান আদায় করিবে।

৬০) স্ত্রীর প্রয়োজন মত মিলিত হইবে।

৬১) স্ত্রীর অনুমতি ভিন্ন সাময়িক বন্দাভ গ্রহন করিতে পারিবে না।

৬২) খুব বেশী অসুবিধা ভিন্ন তালাক না দেওয়া

৬৩) স্ত্রীর প্রয়োজন মত ঘরের ব্যবস্থা করা।

৬৪) স্ত্রীর মোহরেম আত্নীয়-স্বজনের সহিত দেখা করিতে দেওয়া।

৬৫) স্ত্রীর সহিত মিলনের খেলা-ধুলার কথা অন্যকে না বলা।

৬৬) সীমার বাহিরে না মারা।

৬৭) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন,"তোমরা দুনিয়া ও মেয়েগন হইতে বাঁচ কারন ইবলিছ শিকার ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে, আর মুত্বাক্বীদের বেলায় তাঁহার ফাঁদ হইল মেয়েগন। আর মেয়েদের কথায় চলা হইল লজ্জাস্পদ। (অবশ্য শরীয়তের পক্ষে হইলে জায়েজ আছে) পুরুষগন যখনই মেয়েদের কথায় চলিবে তখন ধ্বংস অনিবার্য্য।

৬৮) "বিবাহের পূর্বে বধুর চুলের কথাও জিজ্ঞাসা করিবে, যেমন অন্যান্য সৌন্দর্য্যের কথাও জিজ্ঞাসা কর। কেননা চুল প্রধান দুইটি সৌন্দর্য্যের একটি।"

www.pathagar.com

৬৯) "দাসী বাঁদীরা ঘরের ধ্বংসকারী আর সাধারণ (বাঁদী ছাড়া) মেয়েরা ঘর মেরামতকারী।"

৭০) "সতীচ্ছদ সম্পন্না মেয়েকে বিবাহ কর, কেননা সে তোমাকে হাসাইবে ও তুমি তাহাকে হাসাইবে।"

৭১) "কোন কনের বিবাহের প্রস্তাবের পর তাহার সম্পর্কে কল্পনা করাতে কোন দোষ নাই।"

৭২) " নূতন বধু দেখার সময় কোন মেয়ে পাঠাইয়া তাহার শরীরের গন্ধ ও তাহার পায়ের গীরা ভাল করিয়া জানিয়া নেও।"

৭৩) "তোমাদের বীর্য পাতের জন্য ভাল কনে বাছিয়া নাও, এবং প্রশস্তবন্তী দেশওয়ালী মেয়ে বিবাহ কর কারন তাহারা ভদ্র ও বেশ্রী সন্তান প্রসবকারীনী।"

৭৪) "গাড় নীল চক্ষু বিশিষ্ঠা রমনীকে বিবাহ কর, কারন এরুপ মেয়েতে বরকত আছে।"

৭৫) "যে অলীমার খাদ্যে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয়, গরীবদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় না, সেই খাদ্য কতইনা মন্দ।"

৭৬) "অলীমা করা দরকারী , যে করিল না সে আল্লাহ ও রাছুলের অবমাননা করিল, আর যাহাকে দাওয়াত দেওয়া হইল না আর দাওয়াত খাইতে গেল সে, যেমন চোর হিসাবে গেল আর লুণ্ঠনকারী হিসাবে ফিরিয়া আসিল।"

৭৭) " কোন মেয়েলোক অন্য মেয়েকে বিয়ে দিবে না, আর কোন মেয়ে নিজেকেও অলী ছাড়া বিয়ে দিবে না কেননা ব্যবসায়ী মেয়েই নিজেকে দান করিয়া থাকে।"

৭৮) "যে মেয়ের বিবাহের জন্য এরুপ বর হইতে প্রস্তাব আসিল, যাহার দীনদারী ও চরিত্রের প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তাহার নিকট বিবাহ দিয়া দাও, আর তাহা না করিলে নানা অসুবিধা ও ফেতনায় দুনিয়া ভরিয়া যাইবে।"

৭৯) "যে ব্যক্তি মহর না দেওয়ার নিয়াতে কোন যুবতীকে বিবাহ করিবে, তবে সে যিনাকারী হিসাবে মারা যাইবে। "

৮০) কনের উপর সবচেয়ে বড় হক্বদার হইল তাহার স্বামী, আর পুরুষদের উপর সবচেয়ে বড় হক্বদার তাহার মাতা।"

৮১) যে বধু তাহার স্বামীর যাবতীয় হক্ব আদায় করে, স্বামীর ভাল ব্যবহার স্মরন করে, নিজে ও স্বামীর মালে ধোকা না দেয়, তবে সেই বধু আর শহীদ গনের মধ্যে বেহেস্তে মাত্র একটি স্তরের ফাক থাকিবে। তাহার

www.pathagar.com

স্বামী যদি মুমিন হইয়া থাকে তবে সেই বধু বেহেস্তে তাহার বিবি হইবে। আর না হয় সেই বধুকে শহীদ বেহেস্তীর সহিত আল্লাহতায়ালা বিবাহ করাইয়া দিবেন।"

৮২) "তোমাদের কেহ যদি স্ত্রীসহবাস করিতে চাও তবে পর্দার সহিত কর। যদি পর্দা না কর তবে ফেরেস্তা গন চলিয়া যায় এবং তাহার জায়গায় শয়তান আসে এবং সেই সময় কোন সন্তান জন্ম হইলে সেই সন্তানের মধ্যে শয়তানের অংশ থাকে।"

৮৩) "সঙ্গমের সময় স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখাতে চোখের জ্যোতি কমিয়া যায়।" (অর্থাৎ উত্তেজনা ভোতা হইয়া যায়)

অবশ্য সঙ্গমের সময় ছাড়া সময়ে দেখার অনুমতি আছে। ছাইদিবনি মাছউদ বলেন" আমি আমার স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখি।"

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন "দেখাতে লজ্জত বেশী হয়।" (আলমগীরী)

৮৪) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "প্রথমে আমার সহবাসে শক্তি অতি কম ছিল। কিন্তু পরে আল্লাহতায়ালা আমার উপর কাতি (অর্থাৎ এক প্রকার গোস্ত ভর্তি পাত্র) নাযেল করিলে উহা খাওয়ার পর থেকে এত শক্তি হইয়াছে যে ইচ্ছা করিলেই শক্তি পাই। এবং আমাকে বেহেশতী ৪০ জন মানুষের সহবাসের শক্তি দেওয়া হইয়াছে। আর বেহেস্তের একজনের শক্তি হইল দুনিয়ার ১০০ জনের সমান তাহা হইলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) শরীরের ৪০০০ চার হাজার পুরুষ শক্তি ছিল।"(হুলিয়া)

৮৫) "বর্ণিত আছে, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমায় স্ত্রী সহবাস করিতে পারিবে, তাদের জন্য দুইটি ছাওয়াব, একটি নিজের গোসলের ছাওয়াব, অপরটি স্ত্রীর গোসলের ছাওয়াব। একজন মুমিনের জন্য প্রতিমাসে একবার সহবাসই যথেষ্ট হইতে পারে।"

৮৬) "তোমাদের কেহই পায়খানার হাজতের অবস্থায় সহবাস করিবানা, কারন উহা হইতে অর্শ রোগ হয় আর প্রশ্রাবের হাজত থাকার অবস্থায় করিলে, পায়খানার রাস্তার পার্শ্বস্থ জায়গায় এক প্রকার রোগ হয় যাহার নাম বাওয়াছীর (Fistula ভগন্দর)।"

৮৭) "মিলনের সময় কথাবার্তা বলা যেমন দুইটি গাধার খোলা রাস্তায় মিলন হওয়া।"

৮৮) "মিলনের পর স্বামী স্ত্রীর সহিত কি করিল উহা অন্যের নিকট বলা এবং স্ত্রী স্বামীর সহিত কি করিল উহা অন্যের সহিত বলা যেমন একটি পুরুষ শয়তান অপর একটি মেয়ে শয়তানের সহিত কোন অলিগলিতে দেখা

www.pathagar.com

করে এবং সেখানেই মিলনের কাজ সমাধা করে আর মানুষ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে ।"

৮৯) "সকল রীর্যের দ্বারাই সন্তান হয় না। তোমাদের পুরুষদেরকে ছুড়ায়ে মাইদা শিখাও ও মেয়েদেরকে ছুড়ায়ে নূর শিখাও।"

৯০) "আল্লাহতায়ালার নিকট সবচেয়ে বড় আমানত এই যে স্বামী স্ত্রী মিলনের পর তা উহার ব্যাখ্যা অন্যের নিকট না করা।"

৯১) "আমি এই ব্যক্তির প্রতি রাগান্বিত যে তাহা স্ত্রীকে অন্যায় ভাবে মারে।"

৯২) "মেয়েদেরকে পাঁজড়ের হাড় ও লজ্জাস্থানের অংশের দ্বারা বানানো হইয়াছে।"

৯৩) "যে ব্যক্তি তাহার পরিবারের লোকের সহিত সদয় ব্যবহার করে আল্লাহতায়ালা তাহার এই কাজের জন্য অন্য আমল কম থাকিলেও বেহেস্ত দান করিবেন।"

৯৪) "যে ব্যক্তি তাহার পরিবারের লোকের মধ্যে হাসি ফুটাইয়া তুলিবে, আল্লাহতায়ালা সেই হাসি খুশি হইতে এক জাতি সৃষ্টি করিবেন যাহারা তাহার জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার নিকট মাফ চাহিতে থাকিবে।"

৯৫) " কোন মেয়েলোক যদি খুশবু লাগাইয়া বাহিরে যায় যাহাতে সেই খুশবু অন্যেরা পায় তাহা হইলে সেই মেয়ে যিনাকারী"

৯৬) "যে কোন মেয়ে অন্যায় ভাবে তাহার স্বামীর নিকট তালাক চায় তাহা হইলে সেই স্ত্রীর জন্য বেহেস্তের সুগন্ধী হারাম।"

৯৭) "দুই জাত মানুষ বেহেস্তে যাইবে। এক জাত হইল যাহারা অন্যায় ভাবে মানুষকে গরুর কানের ন্যায় বেত্রাঘাত করে আর অপর জাত হইল এইজাতীয় মেয়েরা যাহারা এই জাতীয় কাপড় পড়ে যাহা দ্বারা শরীর দেখা যায় এবং তাহারা হেলিয়া ঢলিয়া চলে এবং অপরকে তাহাদের দিকে ঝুকায় এবং তাহাদের মাথায় এক প্রকার টুপি থাকে। তাহারা বেহেস্তে যাইতে পারিবে না. এমনকি উহার গন্ধও পাইবে না, অথচ বেহেস্তের সুগন্ধী ৪০ বৎসরে অতিক্রম করার মত দুরের রাস্তা হইতে পাওয়া যায়, আর মেয়েরা হইল বেশী দুজখী যেমন ভাবে কাঁকের মধ্যে কদাচিৎ এরূপ কাক পাওয়া যায় যাহার পা এবং ঠুট লাল হয়। যে সব মেয়েরা পুরুষের বেশ ধারন করে তাহাদের উপরও লানত আর যে সমস্ত পুরুষেরা মেয়েদের পোষাক ধারন করে তাহাদের উপরও লানত।"

www.pathagar.com

৯৮) "আমি বেহেস্তে গিয়ে দেখিলাম উহার বেশীর ভাগ অধিবাসী মুমিনদের সন্তানাদী ও গরীবগন। আর কম অধিবাসী হইল মেয়েগণ ও ধনীগন।

অন্য বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক বেহেস্তী পুরুষের জন্য কমপক্ষে দুইজন করিয়া দুনিয়ার বিবি দেওয়া হইবে। এই হিসাবে বেহেস্তী মেয়েদের সংখ্যা বেশী হইতে পারে। হয়ত এই হাদীসটি সর্বশেষে বর্ণিত হইয়াছে।

৯৯) "যে মেয়েলোক, দেখানোর জন্য স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিল তাহাকে সেই স্বর্ণ গলাইয়া ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হইবে।"

১০০) "যে মেয়ে ঝগড়া ঝাটি করে ও সৌন্দর্য্য অন্যকে প্রদর্শন করে সেই মেয়ে মুনাফিক।"

১০১) "মেয়েদের জন্য কান বরাবর চুল রাখা নিষিদ্ধ।"

১০২) "বালেগ অনাত্মীয়গন যেমন বালেগা মেয়েদেরকে ছালাম দিবে না তেমনি বালেগা মেয়েগনও অনাত্বীয় বালেগগনকে ছালাম দিবে না।"

১০৩) "আল্লাহতায়ালা যেমন শরীয়াত বিরোধী গাণবাজনার প্রতি নারাজ ও শাস্তিদানকারী তেমনি যে মেয়ে পায়ে নূপুর পড়ে তাহার উপর নারাজ।"

১০৪) "হে মেয়েগন তোমারা বেশীর ভাগ দুজখের লাকড়ী হইবে। কেননা তোমাদেরকে কিছু দেওয়া গেলে শুকরিয়া আদায় করনা আর যদি কোন কিছুর অভাবে পরীক্ষা করা হয় তবে ছবর কর না। আর যদি কিছু না দেওয়া হয় তবে নালীশ কর। আর তোমরা নেয়ামতের কুফুরী কর। স্ত্রী স্বামীর সহিত বাস করে এবং দুইটি বা তিনটি সন্তান হয় তার পরেও কোন অসুবিধা দেখিলে বলিয়া ফেলে জীবনে কখনও তোমার মধ্যে ভালগুণ দেখি নাই।"

১০৫) "শতকরা একজন মেয়ে বেহেস্তী স্ত্রী আর বাকীরা দুজখী। মুছলিম মেয়ে যখন গর্ভবতি হয় তখন সে রোজাদার নামাজী ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীর সমান ছাওয়াব প্রসব হওয়া পর্যন্ত পাইতে থাকে। আর সন্তানকে প্রথমবার দুধ দেওয়ার ফলে একটি সন্তানের প্রান বাঁচানোর সমান ছাওয়াব পায়।"

১০৬) "কোন অসৎ মেয়ে অসততা এক হাজার অসৎ পুরুষের অসততার সমান, আর মুমিন মেয়ের কোন, ছাওয়াব ৭০ জন ছিদ্দিকের আমলের সমান।"

www.pathagar.com

১০৭) "মেয়েদিগকে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তারপর স্বামী সম্পর্কে যে, তাহার সহিত কিরুপ ব্যবহার করিয়াছ।"

১০৮) "মেয়েরা যেন তাহাদের হাতের নখে মেহেন্দি দেয়।

১০৯) "কোন স্ত্রীলোকের যখন প্রসব বেদনা আরম্ভ হয় তখন আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের মাধ্যে কেহই জানে না যে তাহার জন্য আল্লাহতায়ালা কতকিছু রাখিয়াছেন, যাহা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। প্রসবের পর সন্তানকে প্রতি টান দুধ দেওয়ার জন্য একটি করিয়া নেক হয়। যদি সন্তানের কারণে একরাত্র জাগিয়া থাকে তবে ৭০ জন দাস মুক্ত করিয়া আল্লাহর রাস্তায় দান করিলে যে পুন্য হয় সেই পুন্য পায়। এই ছাওয়াব এরূপ মেয়েগনই পাইবে যাহারা স্বামীর কথা মানিয়া চলে বিরোধিতা করে না। (অবশ্য শরীয়ত মোতাবেক হইতে হইবে)

১১০) "মেয়েগন পুরুষের অংশ (আদম আঃ) এর অংশ হইতে তৈয়ার। যে স্ত্রীর তিনটি সন্তান মারা গেল সেই স্ত্রীর জন্য উহরা দুজখ হইতে পর্দা করিবে।"

১১১) "স্ত্রীর জন্য স্বামীর খেদমত করায় দান খয়রাতের সমান ছাওয়াব হয়।"

১১২) "স্ত্রীর, ঘরের কাজ করায় ইনসাআল্লাহ জেহাদের সমান ছাওয়াব পাইবে।

১১৩) "হে আল্লাহ আমার উম্মতের যে স্ত্রীগন পায়জামা পরে তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিন।"

১১৪) "কোন এক স্ত্রী তাহার স্বামীকে বাহির হইতে বাড়ী আসিতে দেখিলে বলিত "আমার সর্দারের ও বাড়ীর সর্দারের প্রতি ধন্যবাদ। আর স্বামীকে চিন্তাযুক্ত দেখিলে বলিত "আপনাকে দুনিয়ায় কেন? চিন্তায় মগ্ন করে অথচ আপনি আখেরাতের কাজ পূর্ন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন "এই স্ত্রীলোকটি আল্লাহ্তায়ালার কর্মচারিদের মধ্যে একজন। সে একজন মুজাহিদের সমান ছাওয়াব পাইবে।"

১১৫) "স্ত্রীগনের জন্য গর্ভাবস্তা হইতে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর শেষ সময় পর্যন্ত সময়টুকু মুজাহিদের জেহাদ করার ছাওয়াবের সমান নেক পাইবে। এই কারনে মারা গেলে শহীদী মওতের দরজা পাইবে।"

১১৬) খালীফা আবুবকর (রাঃ) বলেন বিশ্বস্থততার গুণ ও দুনিয়ার ধন বিবাহে তালাশ কর।

www.pathagar.com

১১৭) "বদমায়েশী ও অপারকতা ছাড়া আর কিছুই মানুষকে বিবাহ হইতে ফিরায় না।"

১১৮) "হে আবু হুরাইরা (রাঃ) তুমি বিবাহ না করিয়া মরিওনা। প্রত্যেক অবিবাহিতগণ দুজখে. আর শেষ সময়ে আমার উম্মতের মধ্যে যাহারা বিবাহ হইতে বাঁচিবে তাহারা ভাল উম্মাৎ।"

১১৯) স্বামীর স্ত্রীর বয়সে মিল থাকা চাই।

১২০) "কেহ যদি কোন মেয়ের সহিত যিনা করে ও পরে তাহাকে বিবাহ করে, তবে উহার প্রথম অংশ ব্যভিচার ও পরের অংশ বিবাহ , প্রথম অংশ হারাম ও পরের অংশ হালাল। আল্লাহতায়ালা উভয়ের তাওবা এক সঙ্গে কবুল করিবেন, যেমন ভাবে আলাদা কবুল করিবেন।" (আছর)

১২১) খালীফা ওমার (রাঃ) আলী (রাঃ) এর মেয়ে বিবাহ করার নিয়াতে দেখিতে গিয়া তাহার পায়ের গিরা খুলিলে মেয়েটি বলিল "তুমি যদি আমীরুল মুমেনিস না হইতে তবে তোমার চোখ কানা করিয়া দিতাম।" (আছর)

১২২) ওমার (রাঃ) বলেন "যে সমস্ত বালিকাগন বালেগ হয় নাই তাহাদেরকে বাড়ীর বাহিরে আসিবার অনুমতি দাও, হয়ত তাহার চাচাত ভাইয়েরা বা অন্যরা তাহাকে দেখিয়া পছন্দ করিতে পারে।"

১২৩) একদা হুযাইফা (রাঃ) একটি ইহুদি মেয়েকে বিবাহ করিলে ওমার (রাঃ) বলিলেন উহাকে ছাড়িয়া দাও, তখন তিনি বলিলেন "উহা কি হারাম? উত্তরে বলিলেন, না, উহা আগুনের খন্ড, আর আমি ভয় করি যে যিনাকারীদের সহিত মিল না থাকুক।"

১২৪) "স্বামী অতিশয় কৃপন হইলে স্বামীর মাল হইতে সন্তানের খরচের জন্য মানান সই মাল স্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতিতে খরচ করিতে পারিবে।"

১২৫) "কোন স্বামী যদি তাহার স্ত্রীর উপর হক্ক হুকুম খায় এবং স্ত্রী উহা পুর্ণ না করে তবে সেই স্ত্রীর ৭০ টি নামাজ বাজেয়াপ্ত হয়। (কাঞ্জ ৮ম খন্ড)

স্বামী স্ত্রীর হক সম্বন্ধীয় মাছাএল

১) স্বামী স্ত্রীকে সঙ্গমের পর গোছল এবং হায়েয ও নেফাছ শেষের গোছলের জন্য জোড় করিতে পারিবে, তদ্রূপে সুগন্ধি ব্যবহার ও গোপ্তাঙ্গের চুল পরিস্কার করার জন্য জোর করিতে পারিবে এবং এসব দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে বাধা দিতে পারিবে, যে সবে দুর্গন্ধ হয়।

www.pathagar.com

২) স্বামী যদি সাজ-সজ্জা ভালবাসে আর স্ত্রী উহাতে আগ্রহী না থাকে তবে স্ত্রীকে উহার জন্য শাস্তী দিতে পারিবে। তদ্রূপ স্ত্রী পবিত্র ও সুস্থ থাকিলে স্বামী মিলিতে চাহিলে স্ত্রী রাজী না হইলে শাস্তি দিতে পারিবে। এবং নামাজ পড়িতে যে সব বিষয় আমল করা দরকার ঐ সব পালন না করিলে শাস্তি দিতে পারিবে।

৩) যে স্ত্রী নামাজ পড়ে না স্বামী তাহাকে নামাজ না পড়ার জন্য তালাক দিতে পারিবে অবশ্য নামাজ পড়ার জন্য চেষ্টা করার পর যদিও মহর না দিতে পারে। অবশ্য মহর না দিতে পারিলে তাহার সহিত বসবাস করাই ভাল। (কাযীখান)

৪) স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন শিক্ষা দীক্ষা লাভের জন্য বাহির হইতে পারিবে না। স্ত্রীর যদি এরূপ পিতা থাকিয়া থাকেন যাহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট এবং তাহাকে দেখার আর কেহই নাই, তবে স্বামী রাজি না থাকিলেও স্ত্রী তাহার পিতার খেদমতের জন্য, মাঝে মাঝে যাইতে পারিবে। পিতা যদি কাফের থাকে তথাপি। (আলমগীরী ২খন্ড ৪৭ পৃঃ)

৫) স্বামীর অনুমতি ভিন্ন স্ত্রী যদি ঘড় হইতে বাহিরে যায় তবে স্বামী তাহাকে শাস্তি দিতে পারিবে।

৬) ফাছেক স্বামী যদি শরীঅত বিরোধী অনুষ্ঠানের লোকের খাবারের ব্যবস্থা করে তবে নেক স্ত্রীর জন্য অপারক হইয়া তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা জায়েয হইবে। অবশ্য খানা পাকাইবার সময় স্ত্রী এই নিয়াত রাখিবে যে যতক্ষন খাইবে ততক্ষণ শরীঅত বিরোধী কাজ করিবে না। যেমন কোন লোক, যদি ফাছেকদের আড্ডায় এই নিয়তে বসিয়া থাকে যে, যতক্ষণ সে বসিয়া থাকিবে ততক্ষণ তাহার অসৎ কাজ করিবে না তবে সেই লোকটি এরূপ দরবারে বসিয়া থাকাতে ছাওয়াব পাইবে।

স্বামীর বিনা অনুমতিতে যে কাজ করা যায়

নিম্ন লিখিত কারণে স্ত্রী স্বামীর ঘর হইতে তাহার বিনা অনুমতিতে বাহির হইতে পারিবে।

১) ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইলে। ২) হঠাৎ কোন কারণে যদি কোন বিষয়, কোন আলেমের নিকট জানার দরকার হয়, আর স্বামী ঐ বিসয় জানে না, তবে।

৩) স্ত্রীর উপর হজ্ব ফরজ হইলে, যদি তাহার মোহরেম থাকিয়া থাকে তবে। ৪) জরুরাতে পিতা মাতা বা মোহরেম আত্মীয় স্বজনকে দেখার

www.pathagar.com

জন্য। ৫) ধাত্রী স্ত্রী লোক হইলে। ৬) মৃত ব্যক্তির গোছল দেয় এইরূপ স্ত্রীলোক হইলে। ৭) স্ত্রীর উপর কাহারও কোন হক্ব থাকিলে বা তাহার, কাহারও উপর কোন হক্ব থাকিলে। (ক্বাজী খান)

স্বামী বেশী স্বাস্থ্যবান হইলে স্ত্রী তাহার মেলামেশা সহ্য করিতে না পারিলে, স্ত্রী যতটুকু সহ্য করিতে পারিবে, স্বামী তাহাকে ততটুকু ব্যবহার করিবে। (কিতাবুল ফেক্বহে ৪র্থ খন্ড)

প্রথম অধ্যায় শেষ হইল।

www.pathagar.com

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আদর্শ বিবাহ

দ্বিতীয় খন্ড

স্বামী স্ত্রীর খাদ্যের বিচার

আল্লাহ তাআলা ফরমান "তোমরা হালাল ও পবিত্র খাদ্য খাও এবং নেক আমল কর "(আল কোরআন)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা, বান্দাকে প্রথমে হালাল খাদ্য খাওয়ার কথা বলিয়া পরে এবাদত করার নির্দেশ দিয়াছেন উহাতে হালাল রোজীর গুরুত্ব অনেক বুঝা যায়।

আল্লাহতাআলা বলেন "তোমাদের মাল তোমাদের মধ্যে হারাম করিয়া খাইও না।" (আল- কোরআন)

আল্লাহতাআলা বলেন " যমীনে যাহা হালাল ও পবিত্র তাহা ভক্ষণ কর।"

আরও বলেন "মদ ও জোয়ায় লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী।"
পৃথিবীতে দেখা যায় যাহারা শূকরের হারাম গোস্ত ভক্ষণ করে তাহারা যৌন অপরাধমূলক কাজকে ভাল মনে করিয়া দিবালোকে মানুষের সামনে মিলন করিয়া ফেলে। যাহার সাক্ষী খৃষ্টান জগৎ ভ্রমণকারীগণ। কারণ তাহারা শূকরের গোস্ত খায়। আর শূকর হইল লজ্জাহীন প্রাণী।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " হালাল রোজী কামানো প্রত্যেক মুছলমানেরউপর ফরজ।"

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত হালাল খাদ্য ভক্ষণ করিল তাহার দিল আল্লাহ তাআলা আলোকিত করিয়া উহা হইতে হেকমতের কথা বার্তা তাহার মুখ হইতে বাহির করিবেন।"

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "হে ছায়াদ তুমি হালাল খাদ্য খাও তাহা হইলে তোমার দোয়া কবুল হইবে।"

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন," অনেক মানুষ আছে যে হারাম রোজগার করে, হারাম খায়, হারাম পোষাক পড়িয়া আল্লাহর দরবারে হাত উঠায় এবং ইয়া রাব্বী ইয়া রাব্বী বলিয়া দোয়া করে। তাহার দোয়া কবুল হইতে পারে কি? অর্থাৎ কবুল হয় না।"

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " বায়তুল মোকাদ্দাছে আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে একজন ফেরেস্তা নিযুক্ত আছে, যে প্রতিরাতে বলিতে থাকে "যে ব্যক্তি হারাম খায় তাহার কোন ফরজ বা নফল এবাদত কবুল হয় না।"

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন," যে ব্যক্তি আট দেরহামের একটি কাপড় খরিদ করিল অথচ উহাতে এক দেরহাম হারাম ছিল, সেই কাপড় তাহার শরীরে থাকা পর্যন্ত তাহার কোন এবাদতই আল্লাহ কবুল করিবেন না।"

অর্থাৎ আট ভাগের এক ভাগও যদি হারাম থাকে তবে উহাকে হারামের পর্যায়ে ধরা হইবে।"

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন,"শরীরের যে গোস্ত হারাম খাদ্যের দ্বারা বাড়িয়াছে উহার জন্য দোজখই যথেষ্ঠ।"

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন,"যে ব্যক্তি কোথা হইতে মাল কামাইতেছে উহার পরওয়া করিল না, আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে দোজখের যে কোন দিক দিয়া প্রবেশ করাইতে দ্বিধাবোধ করিবেন না।"

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন,"এবাদত দশ ভাগে বিভক্ত, তার মাঝে, নয় ভাগই হালাল রোজীতে। (এহয়া)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছসমূহ হইতে বুঝা যায় যে, হালাল খাদ্য না হইলে কোন এবাদতই গ্রহনযোগ্য হইবে না, আর হারাম খাদ্য খাইলে শরীরের যে অংশটুকু বাড়িবে উহা দোজখের আগুনের অংশ হইবে।

সেই বীর্যের দ্বারা কিভাবে সুসন্তান হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখুন। সে কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য বিবাহের পূর্বে ও পরে হালাল রোজীর মাছলা মাছায়েল শিক্ষা করা ফরজ।

শামীতে আছে, জরুরাতের সময় ১০০ ভাগের ৫১ ভাগ হালাল রুজী হইলে উহা ব্যবহার করা যাইবে। আর যে রুজীর ৫১ ভাগ হারাম হইবে উহা ব্যবহার করা যাইবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা ঐ সব খাদ্য হারাম করিয়াছেন যাহা মানব জাতির জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে। কেননা আমরা দেখিতে পাই যে শূকর এরূপ একটি প্রাণী যাহার মধ্যে গায়রত (সহনশীলতা) নাই বা লজ্জা নাই, উহার গোস্ত ভক্ষণ করিলে উহার গুণ মানুষের মধ্যে আসা স্বাভাবিক। তাই খৃষ্টানদের চেয়ে মুসলমানগণ এ যাবৎ গায়রতের ও লজ্জাশীলতার দিক দিয়া উন্নত।

তদ্রূপ হিংস্র পশু পক্ষী এই কারণেই হারাম করা হইয়াছে যাহাতে মানব জাতীর মধ্যে উহাদের হিংস্রতা ও বিভিন্ন ক্ষতি কারক জীবানু আসিতে না পারে । তদ্রূপে ডাক্তারগনও সেই সব হিংস্র প্রাণীর গোস্ত মানব জাতীর জন্য অনোপযোগী বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে নানা রকম জীবাণু থাকে। এছাড়া হালাল প্রাণী সমুহে দেখা যায় যে উহা সাধারনত নমনীয় হিংস্রতা উহাদের মধ্যে তুলনামুলক কম।

কোরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে খাদ্য প্রথমে দুই প্রকার যথাঃ- (১) হালাল, (২) হারাম। তারপর হারাম আবার দুই প্রকার যথা-(১) প্রকৃত পক্ষে হারাম যেমন- শূকর, হিংস্র প্রাণী, মৃত প্রাণী, রক্ত, মদ ইত্যাদি। (২) সাময়িক ভাবে হারাম। যেমন- অন্যের হালাল মাল তার অনুমতি ভিন্ন খাওয়া।

এই ভাবে হালাল খাদ্য দুই ভাবে বিভক্ত। যথা- (১) এই জাতীয় খাদ্য যাহার কথা স্পষ্টভাবে কোরআন ও হাদীছে উল্লেখ থাকে যেমন- গরু, উট, বকরী ইত্যাদি হালাল। (২) তাইয়্যেব, অর্থাৎ যাহার হালাল হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু ঐ হালাল খাদ্যের সঙ্গে অন্য অবৈধ রীতিনীতি জড়িত থাকায় উহা সাময়িকভাবে হারাম যেমন - অন্যেরমাল বিনা অনুমতিতে খাওয়া ।

তাই যে কোন হালাল দ্রব্য হইলেই ভক্ষন করা হালাল হইবেনা বরং হালাল দ্রব্য যদি আপনার সঞ্চিত থাকিয়া থাকে তবে উহা ভক্ষন করা আপনার জন্য তাইয়্যেব বা পবিত্র ভক্ষণ হইবে।

ডক্টর মোহাম্মাদ গোলাম মোয়ায্যাম বলেন, "আজকাল সকল দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বহু আধুনিক শিক্ষিত, ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা নিজেরা সর্বক্ষেত্রে (কথায় ও কাজে) ইছলাম বিরোধী অথচ বাইরেও ইছলামের নামে মিথ্যা প্রচার করছে। এরা আল্লাহ যা বলেন নাই তাই আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছে।" এখানে হালাল খাদ্যের কথা বলা হচ্ছে।

"শয়তান ও তাহার অনুসারীরা বহু হারাম বস্তুকেও হালাল বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যাহাতে পাপ ও অশ্লীলতা রহিয়াছে।

www.pathagar.com

উদাহরণ স্বরূপ 'বিয়ার' (Bear) জাতীয় মদকে হালাল বলার অপচেষ্টাকে ধরা যেতে পারে।" এরা সূদ (যেমন ব্যাংকে টাকা রাখার ইন্টারেষ্ট, ইন্সিওরেন্স ইত্যাদি) মদ, জুয়া ও (যেমন Gat-a-Word, Prize Bond, লটারী, রেস খেলা ইত্যাদি) জিনার মত প্রকাশ্য হারামকে হালাল বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। যাহার প্রত্যেকটিই মানুষকে পাপ ও অশ্লীলতায় নিমগ্ন করিয়া মদ ও জুয়ার সঙ্গে অধিকাংশ অশ্লীলতার আড্ডা, পতিতালয়, নাইট ক্লাব ইত্যাদি জড়িত একথা সর্বজনবিদিত।" (কোরআনে বিজ্ঞান ৭২ পৃঃ) "স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী ও কোন মৃত প্রাণীর (স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক ভাবে মৃত) গোশত খাদ্য হিসাবে বর্জনীয় যা কোরআনের অবিশ্বাসীদের ও অধিকাংশরাই মেনে চলে কারণ কি কারণে প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছে তাহা জানা যায় না এবং এমনও হইতে পারে যে, কোন কঠিন সক্রামক রোগ (যেমন যক্ষা ও এনট্রাকস) অথবা কোন বিষাক্ত জিনিষের (যেমন বিষ ও Toxin) প্রভাবে মৃত্যু ঘটিয়াছে, যার প্রভাব সেই গোস্ত গ্রহণকারী মানুষের উপরও হইতে পারে।"

"প্রবাহমান রক্ত খাওয়াও হারাম। যেমন ভাবে মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম- প্রবাহমান রক্তে নানারূপ বিষাক্ত জিনিষ (Toxic Subtances) ও রোগ জীবাণু (Micror gainisms) থাকতে পারে যাহা মানুষের জন্য ক্ষতিকর।"

শূকরের গোস্ত সম্বন্ধে বলেন, "শূকর গোস্ত হইতে ট্রিচিনিয়াসিস (Trichiniasis) এক প্রকার কৃমি রোগ হয়। যাহা অনেক সময়ে মৃত্যুর কারনও হইতে পারে। ট্রিচিনেলা স্পাইরালিস (Trichinella Spiralis) নামক এক প্রকার সুতার মত কৃমির মুটকীট (Larvea) রোগাক্রান্ত শূকরের গোস্তে অবস্থান করে। ভাল করিয়া পাক না করিয়া (এবং বেকন নামক শূকরের গোস্তের বিশেষ খাদ্য খুব অল্প পাক করিয়াই খাওয়া হয়) খাইলে মানুষের এ রোগ হইয়া থাকে। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিবার পরও আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্রে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী ট্রিচিনিয়াসিস রোগ দেখা যায়।"

"শূকরের গোস্তে (Taenia Solium) নামক অন্য এক কৃমিও বিস্তার লাভ করে। কয়েক ফুট লম্বা এই ফিতা কৃমি শূকর গোস্ত ভক্ষনের মাধ্যমে মানুষের পেটে হয়।"

"শূকরের গোস্তের প্রভাব মানুষের চরিত্রে ও ব্যবহারে প্রতিফলিত হইবার আশঙ্খা নেহায়েত অমুলক নয়। একথা বৈজ্ঞানিক সত্য যে গোস্ত

www.pathagar.com

ভোজীরা নিরামিষভোজীদের চেয়ে বেশী শারিরীক শক্তির অধিকারী হইয়া থাকে।"

বলা বাহুল্য মুছলমানগণ যেহেতু গোস্তভোজী তাই দেখা যায় যে, ভারতের নিরামিষভোজী হিন্দুদের চেয়ে বেশী শক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছে। এমন কি গত বাংলাদেশের বিপ্লবের সময় পূর্ব বাংলার মুসলিম যুবকগনই হিন্দু সেনা বাহিনীর সামনে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়া জয়যুক্ত হয়।

তিনি আরও বলেন, "কিছু দিন পুর্বে দক্ষিন ভারতের "ব্যঘ্র মানব" রামু প্রথমে বাঘের মত চলাফেরা করিত ও কাঁচা গোস্ত গ্রহন করিত বহু দিন জঙ্গলে ব্যঘ্র মাতার সংস্পর্শে থাকিয়া তার এ স্বভাব হইয়াছিল। তারপর সভ্য মানুষের সংস্পর্শে থাকিয়া সে কাপড় পরা, কথা বলা ও ব্যবহারে মানুষ হয়ে উঠে। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে মানুষ যদি গোস্ত খায় তবে তাহার মধ্যে শূকরের চরিত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। যৌন ব্যপারে শূকর, কুকুর হইতেও নির্লজ্জ অশ্লীল একটি কুকুরীর জন্য কয়েকটি কুকুর মারামারি করিলেও শেষ পর্য্যন্ত একটি কুকুরই যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হয় এবং বাকীগুলো সরে পড়ে কিন্তু কয়েকটি পুরুষ শূকর একটি শুকুরীকে বিনা যুদ্ধে পরপর ভোগ করে থাকে। শূকর ভোগী খৃষ্টান জগতে যৌন ব্যভিচার অতি ব্যাপক যা বিভিন্ন সময়ে, সব সময়ই ছিল ও আছে। নাইট ক্লাব, বল নৃত্য, বিবাহ পূর্ব যৌন মিলন, যুবক যুবতীর অবাধ মেলামেশা এবং উলঙ্গ ক্লাব ইত্যাদি আধুনিক খৃষ্ট সভ্যতার যৌন অশ্লিলতার উজ্জল ও জঘন্য নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কুকুর প্রীতির ফল স্বরুপ যৌন ব্যাপারে নির্লজ্জতাও পাশ্চাত্য সভ্যতার আর এক রুপ। নদীর পারে, রাস্তার পাশের দেয়ালে ঢেস দিয়ে প্রকাশ্যে যৌন ভোগের পূর্ণ মহরা ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি খৃষ্ট সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে অতি সাধারণ ঘটনা।

কঠিন আঘাতে নিহত প্রাণীর গোশতে অতিরিক্ত ল্যাকটিক এসিড (Lactic acid) জমা হয় যা গোশতকে আড়ষ্ট করে তাহার মূল্য কমিয়ে দেয়।

মদের মারাত্মক ফল হিসাবে প্রায়ই প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ ও এমাইনো এসিড কম গ্রহণ করা হয়, যার এক পরিণতি "সিরোসিস" নামক যকৃতের এক কঠিন ব্যাধি।

লর্ড ব্যেইন বলেন, "Chronic alcohalics are more than a mere medical problem. Their dependence on alcohal had social consequences just as widespread druglaking."

www.pathagar.com

অর্থাৎ মদের নেশাগ্রস্থ বা মদ্যপান সাধারণত চিকিৎসা বিষয়ের সমস্যারও অত্যধিক। মদের উপর তাহাদের নির্ভরতা নেশার ঔষধের মতই সমাজের উপর বহুল ও কুপ্রভাব বিস্তার করে।

মদের মারাত্মক অনিষ্টের প্রতি রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর এই হাদীসই যথেষ্ট। রোগের ঔষধ হিসাবে মদের ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বনবী (দঃ) বলেন, "মদ ঔষধ হওয়া দূরের কথা ইহা নিজেই একটি ব্যাধি।"

আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানও ঠিক একই কথা বলেছে। (ক্বোরাআনে বিজ্ঞান ৯৬ পৃঃ)

উল্লেখিত আলোচনা থেকে পাঠক-পাঠিকাগণ অবশ্যই শরীঅতের দৃষ্টিতে হালাল ও হারাম খাদ্যের মর্ম কথা বোধ হয় ভাল ভাবেই অবগত হইয়াছেন।

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যে, স্বামী স্ত্রী হালাল খাদ্যের অন্বেষণ করে না তাহাদের সন্তান কি করিয়া ভাল হইতে পারে। আমাদের সমাজে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, যে সব লোকেরা সব সময় হালাল হারাম লক্ষ্য করিয়া খায় না তাহাদের সন্তানাদি প্রায়ই ভাল হইতে দেখা যায় না। যেমন কিতাবে আছে, যাহারা মৃত ব্যক্তির উপলক্ষ্যের দাওয়াত ভক্ষণ করে তাহাদের দিল মরিয়া যায়। তাই দেখা যায় যাহারা এসব দাওয়াত ভক্ষণ করেন তাহাদের দিল মরিয়া যাওয়ায় তাহাদের সন্তান সন্ততি দ্বীনের কাজে কম লাগে। তাই সকল মেয়ে-পুরুষ এর নিকট আমার বক্তব্য এই যে তাহারা যেন হালাল খাদ্য খাইয়া সন্তান জন্ম দিতে চেষ্টা করেন আর না হয় নেক স্বাস্থ্যবান সন্তানের আশা করা নিস্ফল হইতে পারে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন যেমন আদম (আঃ) এর ছেলে ক্বাবীল খুণী ছিল। নূহ (আঃ) এর ছেলে কেনান কাফের ছিল আর ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা কাফের থাকা সত্বেও ইব্রাহীম (আঃ) নবুয়ত পাইয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকে ফরমান, "হে ঈমানদারগন। নিশ্চয় মদ,জুয়া, স্থাপিত পাথর (মুর্তি) সমূহে বলি দেওয়া ও তীর দ্বারা গোশত ভাগ করা শয়তানের কাজ, সুতরাং এই গুলি হইতে বাঁচিয়া থাক। তবে তোমরা সাফল্য মন্ডিত হইবে নিশ্চয় শয়তান মদ জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসার সৃষ্টি করিতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরন ও নামাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে। এতদ সত্বেও কি তোমরা ঐ সব হইতে ফিরিয়া থাকিবে না?

ডক্টর মোহাম্মাদ গোলাম মোয়াজ্জাম বলেন যে, মদ (বা যাবতীয় নিশা যুক্ত খাদ্য) ও জুয়া (বা যাবতীয় বিনা মেহনতে বেশী মুনাফাখুরী)

www.pathagar.com

মানুষের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আর মদ ও জুয়া প্রায়ই একত্রে চলে। তাই আল্লাহ তায়ালা এই দুটি বিষয়ের একত্রে আলোচনা করিয়াছেন। যেখানে মদের আমদানী হয় সেখানে জুয়ার আড্ডা বসবেই আবার জুয়ার আড্ডায় সহজেই মদের আবির্ভাব হয়। মদ ও জুয়া যে মানুষের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ তথা নানা রূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, উহাতে কোন জুয়ারী মাতালের দ্বিমত হবে না। মদ জুয়ার আড্ডায় সাধারনত সমাজের গুন্ডা, বদমায়েশ, চোর, সুদখোর ঘুষখোর ইত্যাদি অন্ধকার জগতের লোকেরাই এসে থাকে বাইরে এদের অনেকে শিক্ষিত, সমাজপতি,বড় সরকারী চাকুরে বা ব্যবসায়ী বলেও এরা মূলতঃ সমাজের অপরাধীদের অন্যতম।

'মদ জুয়া আল্লাহর স্মরন ও নামাজ থেকে বিরত করে। এ কথাও কোন প্রমানের অপেক্ষা রাখে না। মাতাল ও জুয়ারীর মনে কেবল অশ্লিল কাজ, লালসা, টাকার লেনদেন ও জুয়ার হারজীতের কথাই ঘুরপাক খায় তার জন্য আল্লাহ তায়ালা ও নামাজের কথা ভাববার সময় কোথায়?' (কোরআনে বিজ্ঞান)

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে যাহারা জুয়া খেলে বা অধিক মুনাফা করে তাহারা সর্ব সময়ই কিভাবে মানুষকে ফাকি দিবে এবং বেশী মুনাফা পাইবে সেই চেষ্টায় থাকে। আর জুয়ারি হারিয়া গেলে দিক বেদিক বুঝেনা তাই চুরি ডাকাতি করিয়া হইলেও জুয়ার টাকা যোগার করিতে কোণ্ঠা বোধ করে না। তাই তাহাদের মনে যেহেতু মানুষের প্রতি কুভাব জাগিতে থাকে তাই কুভাব সহকারে স্ত্রীর সহিত মিলিলে সেই সন্তানের মনোভিত্তি খারাপ হওয়া স্বাভাবিক।

আমার শেষ কথা এইযে সবাইকে সুসন্তান লাভের জন্য অনেক লাভই উৎসর্গ করিতে হইবে। তা না হয় সুসন্তানের আশা করা নিষ্ফল হইবে। যাহার কারণে দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়া দুরাশায় পরিনত হইবে।

মদের অনিষ্টের কথায় ডাঃ ভিবেল্ড বলেন- In large quantities it paralyses the genital fuction on the physicalside, While at the same time it break down psychi inhibitions and controls.

(Ideal marriage p. 277)

অর্থঃ- অত্যধিক মদ্যপানে যৌন শক্তিকে অচল করিয়া দেয় সঙ্গে, সঙ্গে ইহা মানসিক উত্তেজনাকেও কমাইয়া দেয় ও নষ্ট করিয়া দেয়। তিনি আরও বলেন- Habitual drunkeness (a part from occasional exess) is extremely deleterious to tge suxual or gans

and functions. an unfavourable result may also be recognised after excessive use of tea, coffee and tobacco. (ঐ)

অর্থঃ- অভ্যাস গত মদ্যপান (মাঝে মাঝে অত্যাদিক মদ্য পানের কথা বাদ দিলেও) যৌনাঙ্গ ও যৌনকাজে বিরাট ক্ষতির কারণ। অত্যধিক চা, কফি ও ধুমপানের মাঝে অপ্রীতিকর ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

কামশক্তি বৃদ্ধিকারী আহার্য সমুহ

ইছলামের দৃষ্টিতে মিয়া বিবির মিলন বিধান কিতাবের অনুবাদক তাহার আদাবে মোবাশেরাতে লিখিয়াছেন-

"খাদ্যের সাথে যৌন শক্তির গভীর সম্পর্ক রয়েছে যা আমরা প্রতিদিন ভক্ষন করছি তাই পাকস্থলীতে হজম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে রক্ত সৃষ্টি করছে। অতঃপর অন্ডকোষের প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত থেকে বীর্য অর্থাৎ প্রজনন উপাদান সৃষ্টি হচ্ছে। যা জীবনের সার পদার্থ এবং যৌন সম্ভোগের উৎস দ্বারাও বটে। তাই সবর্দা এরূপ আহার্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা উচিৎ যা দ্বারা যৌনশক্তি সর্বদা অটুট থাকে, শারীরিক শক্তিও অপরিবর্তনীয় থাকে, এবং মস্তিস্কও স্নায়ুবিক দৌর্বল্যও সৃষ্টি হতে না পারে। আর যৌনশক্তি হ্রাসকারী আহার্য সমূহ থেকে বেচে থাকা উচিৎ। নিম্নে যৌনশক্তি বৃদ্ধিকারী বিভিন্ন প্রকার অবিমিশ্র আহার্য সমূহের তালিকা দেয়া হলো।

শস্য জাতীয়ঃ

গম, বোট,মটর, লুবিয়া, মাষকলাই, মুগফর, (চিনাবাদাম) চাউল (পোলাও ওবিরানী রূপে) তিল, তুলাবীজ প্রভৃতি।

উদ্ভিদ জাতীয়

পেয়াজ, রসুন, কচু, ঢেড়শ, শালগম, কদু,বীটচিনি, গাজর, মিষ্টি আলু, গোল আলু, শুন্ঠি, আদা, শুকনো পানিফল, গুড়, পেস্তাদানা, ইসবগুলের ভুষি, বাবলা গাছের আঠা, বটবৃক্ষের দুধ, (বট গাছের শিকড় যা উপর থেকে জমীন পর্যন্ত ঝুলে থাকে) মাটি আলু।

www.pathagar.com

শুষ্কফল জাতীয়ঃ

পেস্তা,বাদাম, আখরোট, চিলগুযা, তালমাখনা, খেজুর কিসমিশ, মুনাক্কা, নরিকেলের শাঁস, যয়তুন,খোবানী।

ফল জাতীয়ঃ

মিষ্টি আম, মিষ্টিআঙ্গুর, মিষ্টি ডলিম, কলা,. ডুমুর, আপেল, নাশপাতি, কালজাম, খরমুজা,প্রভৃতি।

প্রাণী জাতীয়

সমস্ত হালাল প্রাণীর গোস্ত এবং মগজ, মুরগীর বাচ্চা, কবুতর, বটের পাখী, তিতর, জ্বলকক্কুট, হাঁস, হাঁসের ডিম, বন্য চড়ুই, তাজা মাছ ও মগজ বিশেষতঃ রুই মাছের মগজ। গরু মহিষের দুধ, দই, মাখন, ঘি, বাচ্চা খাসীর গোস্ত, মাথা, পা, এবং কলিজা নলার ঝোল।

মসলা জাতীয়ঃ

লং, লবঙ্গ, কাল মরিচ, দারুচিনি, জাফরান, যত্রিক, জায়ফল, এলাচি প্রভৃতি।

যৌন শক্তির জন্য ক্ষতিকর বস্তু -সমুহ যেগুলো সীমাতিরিক্ত ব্যবহার করা অনুচিতঃ সর্বপ্রকার টক ফল, আচার, চাটনি, তেতুল, সিরকা, লেবু টক, আমসত্ব, প্রভৃতি মাত্ররিক্ত লাল মরিচ, গরম মসলা, মাত্রারিক্ত চা, কফি, গুয়ামুরী, সবুজ ধনিয়া, প্রভৃতি যৌন শক্তির জন্য ক্ষতিকর।

কতিপয় অবিমিশ্রিত ঔষুধী ফলের উপকারীতা

খেজুর/ খোরমাঃ খোরমা/ খেজুরের সাথে যৌন শক্তির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য আকদ এবং বিয়ের সময় খেজুর ছিটানোর প্রাচীন পদ্ধতি চলে আসছে। শুষ্ক খেজুর চুষলে পিপাষা নিবারণ হয়। এজন্যই অধিকাংশ হালুয়া ও কাষ্টারে তার ব্যবহার হয়ে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিতাবসমূহেও শুকনো খেজুরের ব্যবহার যৌন শক্তির জন্য উপকারী বলা হয়েছে। যে রমণী গণ মা হয়েছেন তাদের জন্য তাজা খেজুরের চেয়ে উত্তম কোন পথ্য হতে পারে না। তাজা খেজুরের সংস্থান না হলেও শুকনো খেজুরই যথেষ্ট। প্রসূতির জন্য তাজা খেজুরের চেয়ে উত্তম কোন পথ্য থাকতে পারে না। থেকে থাকলে আল্লাহ তায়ালা মারয়াম (আঃ) কে [illegible] ঈসা (আঃ)

www.pathagar.com

এর জন্মের সময় তাই খাওয়াতেন। কুরআনে করীমের সূরা মরয়ামে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা মারয়াম (আঃ) কে নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ " খেজুরের ছড়া নিজের কাছে টেনে নাও। তোমার উপর তাজা পাকা খেজুরগুলো পরতে থাকবে।"

এ দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রসুতির জন্য খেজুরের চেয়ে উত্তম কোন পথ্য হয় না। হাকীমগণ লিখিয়াছেন যে, খেজুরের কারণে নেফাসের রক্ত (প্রসবেরপরের স্রাব) যা অভ্যন্তরাস্থ আবর্জনা নিস্ক্রান্ত হয়ে থাকে। অত্যধিক পরিমানে প্রবহিত হয় এবং প্রসূতির স্বভাবে উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং হৃতশক্তি ফিরে আসে।

খেজুর শরীরের শিরায় কোমলতা সৃষ্টি করে এবং প্রসব কালে শিরা উপশিরা সমূহে খিঁচুনীর কারণে সৃষ্ট ব্যথা উপশম করে থাকে।

মধু

আবু নঈম আম্মাজান, আয়েশা (রাদিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে মধু অত্যন্ত সুস্বাদু বস্তু ছিলো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট মধু এজন্যই প্রিয় ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, মধুতে রোগ মুক্তির বিশেষ প্রভাব রয়েছে। হাকীমগণ মধুর অপরিসীম উপকারিতা লিখেছেনঃ ভোরে খালি পেটে পান করলে কফ দুরীভুত হয়, পাকস্থলী পরিস্কার করে, দুষিত পদার্থ বের করে দেয়, গ্রন্থি পরিস্কার করে, পাকস্থলী স্বাভাবিক করে, স্মরন শক্তি বৃদ্ধি করে, শরীরের স্বাভাবিক তাপ বৃদ্ধি করে, কামভাব বৃদ্ধি করে, মুত্রথলীর উপকার সাধন করে, মুত্রথলীর পাথর দুরীভুত হয়, পশ্রাব আটকে যাওয়া আরোগ্য হয়, অর্ধাঙ্গ এবং বিকলাঙ্গ রোগ উপশম হয়। গ্যাস নির্গত হয় এবং ক্ষুদা বৃদ্ধি করে, দুধ এবং মধু হাজারো ফুল ও ফুলের নির্যাস। তাবৎ দুনিয়ার ডাক্তারগন একত্রিত হয়ে উক্ত নির্যাস তৈরী করতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই স্বীয় অপূর্ব কর্ম কুশলতা দ্বারা নিজ বান্দার জন্য এরকম উৎকৃষ্ট এবং পরম উপকারী নির্যাস সৃষ্টি করেছেন। আবু নঈম (রাহঃ) সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পানীয় বস্তু সমুহের মধ্যে রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে দুধই প্রিয় ছিল।

বিঃ দ্রঃ আলেমগণ লিখেছেন তার রহস্য হলঃ দুধ কামভাব বৃদ্ধি করে, শরীরের শুস্কতা বিদুরিত করে এবং শীঘ্র পরিপাক হয়ে খাদ্যের

www.pathagar.com

স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়, বীর্য উৎপাদন করে, মুখশ্রীর লাবণ্যতা বৃদ্ধি করে দূষিত পদার্থ বের করে দেয় এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে।

রসুন

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) "জামউল জাওয়ামেয়'গ্রন্থে দায়লমী(রহঃ)থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। দায়লমী (রহঃ) খালীফা আলী (রাদিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,"হে লোক সকল, তোমরা অত্যধিক পরিমাণে রসুন খাবে এবং তদ্বারা চিকিৎসা করবে। কেননা তাতে রোগ আরোগ্যের বিশেষ প্রভাব রয়েছে।"অত্র হাদীসের বিশুদ্ধতায় যদিও আলেমগণ সন্দিহান, কিন্তু ডাক্তারদের মতে রসুনের অপরিনসীম উপকারিতা রয়েছেঃ ফুলা কমিয়ে দেয়, ঋতুস্রাব জারী করে দেয়,বন্ধ পশ্রাব জারী করে দেয়, পাকস্থলী থেকে গ্যাস বের করে দেয়, নিস্তেজ লোকদের কামভাবের উদ্রেক করে। বীর্য বৃদ্ধি করে এবং কামাতুর ব্যক্তিদের বীর্য হ্রাস করে দেয়। পাকস্থলী এবং গ্রন্থির ব্যথা দূর করে। মুখশ্রী লাবণ্যতা, কোমলতা ও মসৃণতা বাড়িয়ে দেয়। এজমা এবং কাঁপুনী জ্বরে উপকার দর্শে। গর্ভবতীর জন্য এর ব্যবহার অধিক ক্ষতিকর।

'বেদক' কিতাবে তার অপরিসীম উপকারিতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বরং একে অমৃতরূপেও গণ্য করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ"কাচাঁ রসুন খেয়ে তৎক্ষণাৎ তোমরা মসজিদে আগমন করবে না।" তাই কাচাঁ রসুন ও পিয়াজ খাওয়ার পূর্বে পাকাইয়া নিবে।"

জাফরান

পাকস্থলীর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে , হৃৎপিন্ড এবং যকৃতের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে, অন্যান্য ঔষদের সাথে মিশ্রিত করলে ঐ ঔষধ তরিৎকর্মা এবং দ্রুত কার্যকরী হয়ে উঠে, অত্যধিক কামভাববৃদ্ধি করে, হৃৎপিন্ড, শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টি শক্তির জন্যও অত্যন্ত উপকারী।

যায়ফল, যত্রিক, দারুচিনিঃ অত্যধিক কামভাব বৃদ্ধি করে এবং কামোত্তেজনা সৃষ্টি করে। বৃদ্ধদের জন্য অধিক মাত্রায় উপকারী। বিশেষতঃ বার্ধক্যের যষ্টির কাজ দেয়। গোস্তের পেশী এবং গ্রন্থির ব্যথায় উপকার

www.pathagar.com

করে। স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, যৌণতৃষ্ণা বৃদ্ধি করে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, কফের দোষ নিবারণ করে। দুধে জাল দিয়ে পান করা উপকারী।

সুগন্ধী

সুগন্ধীর সাথে মানবাত্মার একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তার প্রভাব অন্তর এবং মস্তিষ্কে ততক্ষনাৎ বিদ্যুতের ন্যায় পড়ে। সুগন্ধি দ্রব্য মন মস্তিষ্কে প্রফুল্লতা এবং প্রসন্নতার সৃষ্টি করে। এ কারণেই বিবাহের লগ্নে বর কনেকে ফুলের মালা পরিধান করানো হয়; এবং ফুলে ফুলে সুশোভিত করে দেওয়া হয়। সুগন্ধি ও যৌনতার মধ্যে গভীর সম্পর্ক এবং অলৌকিক আকর্ষণ রয়েছে। নবী করিম (সাঃ) স্বীয় মস্তিষ্কে এবং দাড়িতে মেশক আম্বর (মৃগনাভী) লাগাতেন। 'সফরুস্‌সাআদা' নামক কিতাবে আছে যে, নবী করিম (সাঃ) -এর সামনে কেউ সুগন্ধি দ্রব্য পেশ করলে তিনি তা ফিরিয়ে দিতেন না। এ ব্যাপারে নবী করিম (সাঃ) -এর এরশাদও রয়েছে, "তোমাদের কেউ সুগন্ধি দ্রব্য উপহার দিলে তা ফিরিয়ে দিও না।
রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন"দুনিয়ার তিনটি বিষয় আমার নিকট প্রিয়ঃ- বিবি, খূশবূ এবং নামাজ হইল আমার চোখের মনি"।

যৌণক্ষুধা বৃদ্ধিকারী আহার্য

আবু নঈম (রাহঃ) 'কিতাবুত্ তিব্ব' এ লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে মাখন মিশ্রিত খেজুর অত্যধিক প্রিয় ছিল।

বিঃ দ্রঃ ওলামায়ে কেরামগণ লিখেছেনঃ খেজুর ভক্ষণে কামভাব বৃদ্ধি পায়, শরীরের শক্তিতে বৃদ্ধি ঘটে। কণ্ঠস্বর পরিস্কার হয়, মধুযোগে মাখনে খেলে নিউমোনিয়ায় উপকার দর্শে এবং শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হয়। (তিব্বে নব্বী)

সাহাবী আবু হুরায়রা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত আছে। নবী করিম (সাঃ) একবার জিব্রাঈল (আঃ) এর কাছে স্বীয় কামভাব সম্পর্কে অভিযোগজানালে জিব্রাঈল (আঃ) বলেছিলেনঃ আপনি হারীসা খেতে থাকুন কেননা এতে চল্লিশজন পুরুষের শক্তি রয়েছে।

'মাযাকুল আরেফিন' নামক কিতাবেও উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এবং তার পাদটীকায় লেখা হয়েছে যে, 'হারীসা' চূর্ণ গোস্ত, ঘি এবং মসলাযোগে তৈরী করতে। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) লিখেছেনঃ চারটি জিনিস যৌণ তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে (এক) চড়ুই পাখী (দুই) ত্রিফলা (তিন) পেস্তা (চার) তরতাজা শাকসবজী।

www.pathagar.com

আবু নঈম ইবনে আব্দুল্লাহ জাফর (রাহঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সিনার গোস্তই সর্বোৎকৃস্ট গোস্ত।" -

বিঃ দ্রঃ আলেমগণ তার রহস্য লিখেছেন যে, সিনার গোস্ত কামভাব বৃদ্ধি করে থাকে। (তিব্বে নব্বী)

খালীফা আলী (রাদিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর কাছে এসে অভিযোগ জানাল যে, আমার কোন সন্তানাদি হয় না। নবী করিম (সাঃ) প্রতিষেধক দিলেন যে, তুমি ডিম খেতে থাক তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস সমূহে উম্মে মুনযীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার নবী করিম (সাঃ) কে কেউ কিছু খেজুর এবং বীটচিনি হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলেন তখন সাহাবী আলী (রাদিঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন; নবী করিম (সাঃ) সাহাবী আলী (রাদিঃ) কে খেজুর খেতে বারণ করলেন এবং বীটচিনি খেতে বল্লেন, এও বল্লেন যে, "এটা তোমার জন্য উপকারী"

বিঃ দ্রঃ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, তখন হযরত আলী (রাদিঃ) এর চক্ষুরোগ ছিল। চক্ষুরোগে খেজুর ক্ষতিকর সেজন্য নবী করিম (সাঃ) সাহাবী আলী(রাদিঃ) কে খেজুর খেতে নিষেধ করেছিলেন। তার সামনে বীটচিনি হাদিয়া স্বরূপ পেশ করা হলে তিনি সাহাবী আলী (রাদিঃ) -কে বলেছিলেন, এটি খাও, তা তোমার জন্য উপকারী হবে এবং তোমার দুর্বলতা দূর করে দেবে।"

উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সংযম পালন করা সুন্নাত এবং এও প্রতীয়মান হয় যে বীটচিনি খেলে দুর্বলতা দূর হয় আর কামভাবের বৃদ্ধি সাধন ঘটে।

অন্য রেওয়ায়েতে আম্মাজান আয়েশা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাঃ) 'হাসীস পছন্দ করতেন।

বিঃ দ্রঃ 'হসীস তিনটি উপাদানযোগে প্রস্তুতহয়ঃ(১)খেজুর (২)মাখন (৩)জমাটদই। এ দ্বারা শরীর শক্তিশালী হয়ে থাকে এবং যৌনশক্তির বৃদ্ধি সাধন ঘটে থাকে।

যয়তুন তৈল খাওয়া এবং মালিশ করা, মধু খাওয়া, খেজুরের সাথে তিল ব্যবহার করা, কালজিরাও যৌনতৃষ্ণা বৃদ্ধি করে এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে। কালজিরা এবং রসুন যৌনতৃষ্ণা বৃদ্ধি করে থাকে। সাহাবী হুজাইল ইবনে হাকাম (রাদিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন শরীর থেকে অবাঞ্ছিত পশম কেটে ফেলাতেও যৌন পুলক জাগরিত হয়। (তিব্বে নব্বী) অবাঞ্ছিত পশম বলতে চিকিৎসকগণের মতে এখানে নাভীর নীচের পশমই উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

(মাওঃ আব্বাস আলী মাহ্মুদের লিখিত আদাবে মোবাশারাত বই স্মরণে উদৃত- প্রথম খন্ড, ১৯-২৩ পৃষ্ঠা)

স্বামী স্ত্রীর সাজ- সজ্জা

১। রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর সময় গরীব মেয়েরা অবস্থাশালী মেয়েগন হইতে তাহাদের বিবাহে সাজিবার জন্য কাপড় চোপড় ও অলঙ্কারাদি করজ আনিতেন। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) এর একটি কাপড় ছিল, যাহা তিনি বিবাহ শাদীতে ধার দিতেন। (কাশফ)

২। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " তোমরা তোমাদের কাপড় চোপড় ধুইয়া রাখ, চুল, নখ ইত্যদি কাটিয়া রাখ, মেছওয়াক কর সাজগুজ কর ভেষভুষা গ্রহন কর, এবং সর্বদিকে পবিত্র থাক। কেননা বনি ইস্রাইল ঐ সবের দিকে লক্ষ্য করিত না বলিয়া তাহাদের স্ত্রীগন ব্যভীচারী হইয়া যায়। (কাশফ)

অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকিলে একে অন্যেরে ঘৃনা ভরে দেখে এবং শেষ পর্য্যন্ত এই ঘৃনা স্বামীকে অন্য যুবতীর দিকে ও স্ত্রীকে অন্য পুরুষের দিকে লইয়া যায়।

৩। আতা (রাঃ) ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলিয়াছেন " আমি আমার স্ত্রীকে সুন্দর সাজসজ্জা দিতে ভালবাসী যেমন আমার স্ত্রী আমার সুন্দর সাজসজ্জা ভাল পায়। আর আমি তাহার উপর আমার যাবতীয় হক সমুহ আদায় করিতে ভালবাসী না । বরং দয়া করি। আল্লাহতায়ালা ফরমাইয়াছেন পুরুষগনের মর্য্যদা স্ত্রীগনের উপর। (ঐ)

৪। জাবের (রাঃ) বলেন" আমি আলী ও ফাতেমা (রাঃ) এর বিবাহ মজলিছে ছিলাম , সেই বিবাহ মজলিছ হইতে সুন্দর বিবাহ মজলিছ আর দেখিনাই । খেজুরের চুলকার ছিল তুষক, আমরা খেজুর আর কিসমিস খাইয়া ছিলাম। তুষকের কাপড়ের বদলে ছিল মেষের চামড়া। (ঐ)

৫। কোন এক মেয়েলোক রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল যে আমার মেয়ের অসুখের কারণে তাহার মাথার চুল পড়িয়া গিয়াছে, আমি কি তাহার মাথায় অন্য চুল লাগাইয়া দিব? তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন " যে ব্যক্তি চুল লাগায় এবং যাহাকে লাগান হয়, যে চুল, বাছিয়া উঠায় বা যাহার চুল উঠান হয়, যে দাঁত ফাক করে বা যাহার দাঁত ফাক করা হয়, তাহার উপর আল্লাহর অভিশাপ। কেননা তাহারা আল্লাহতায়ালার সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে। (ঐ)

www.pathagar.com

৬। আমির মাবিয়া (রাঃ) হাতে এক গোছা চুল নিয়া বলিতেন, "রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, বানীইস্রাইলগন তখনই ধ্বংশ হইয়া যায়, যখন তাহাদের স্ত্রীগন আলগা চুল ব্যবহার করিতে থাকে। তাই কোন স্ত্রী যখন তাহার চুলে অন্যের চুল প্রবেশ করায়, তবে সে নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে প্রবঞ্চনা ঢুকায়"। (কাশফ) অর্থ্যাৎ দরকার ভিন্ন এরূপ না করা।

৭। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে মেয়ের চুল কম তবে সে যদি তাহার চুলের সঙ্গে প্রাণীর চুল লাগাইয়া স্বামীর নিকট সুন্দর হইতে চায় তবে তাহার কোন পাপ নাই, রাছুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সব স্ত্রীদেরকে চুল লাগাইতে মানা করিয়াছেন যাহারা বুড়ো হওয়ার পরও নিজের মাথায় চুল লাগাইয়া যুবতী হইতে চায়। (কাশফ)

৮। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন যে, "রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "রোগ ব্যতীত চুল লাগাইও না"। (কাশফ)

৯। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সব স্ত্রীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ে বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন। যাহারা এই জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করে যাহার ফলে মুখের উপরের চামড়া উঠিয়া গিয়া নীচের চামড়া দেখায়। (ঐ) তাই জরুরাত ছাড়া প্লাষ্টিক সার্জারি জায়েয নাই।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমরা শরীরের অবয়ব বদলাইও না।"

১০। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন ওছমানী বনে মাযউনের বিবি খেযাব দিতেন এবং খুশবু লাগাইতেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি একদিন আমার নিকট ঐ সব ছাড়িয়া দিয়া প্রবেশ করিলে আমি বলিলাম আপনার স্বামী বাড়ীতে আছেন ত?তিনি বলিলেন,হাঁ তবে না থাকার মত। কারণ তিনি দুনিয়াও বিবিকে চান না, আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার কামড়ায় রাছুলুল্লাহ (দঃ) যখন প্রবেশ করিলেন তখন এই ঘটনা খুলিয়া বলিলে তিনি উছমান কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কি উহার উপর ঈমান আননা যাহার উপর আমি ঈমান আনিয়াছি। উছমান বলিলেন হাঁ। তখন রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন তবে আমাদের নমুনা তোমার সংগে আছে কি? অর্থাৎ স্ত্রীর খবর না রাখিয়া শুধু এবাদতে লাগিয়া থাকা উচিত নয়। (ঐ)

অবশ্য মুজাহিদ ও যে যুবক যুবতির চুল অকালে পাকিয়া যায় সেইযোদ্ধাগণ কাফের দিগকে ভয় দেখানোর জন্য ও স্বামী,স্ত্রী কে এবং স্ত্রী স্বামীকে খুশী করার জন্য জরুরাতান, কেরাহাতান কাল হেজাব দিতে পারিবে।

www.pathagar.com

১১। আয়েশা (রাঃ) বলেন," স্ত্রীদের জন্য প্রত্যেক দুই হায়েজের মাঝখানে হেনার (মেহেন্দীর) রং দেওয়াতে কোন অসুবিধা নাই। একদা রাছুলুল্লাহ (দঃ) একটি মেয়ের নখগুলি সাদা দেখিয়া বলিলেন যে হেনা (মেহেন্দী) দ্বারা রঙ্গাইয়া নাও" বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ সাদা চুলে মেহদীর রং লাগাইতে পারিবে।

১২। আম্মাজান আয়শা (রাঃ) বলেন " একদা রাছুলুল্লাহ (দঃ) আমার ঘরে আসিলে আমাদের নিকটের তাবুর একটি মেয়ে লোক পর্দার আড়াল হইতে তাহার হাতটি বাহির করিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর উপর সালাম দিতে চাহিলে তাহার হাতটিকে হিংস্র প্রাণীর থাবার ন্যায় দেখাইতেছিল।ইহা দেখিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহার নখ কাটিতে এবং নখে খেজাব দিতে হুকুম করিয়াছিলেন। এবং বলিয়াছিলেন যে তোমরা পুরুষের মত হইতে চাহিওনা।(ঐ) অর্থাৎ পুরুষের জন্য যে কোন রং ব্যবহার করা হারাম অথচ মেয়েদের জন্য এই সব রং ব্যবহার করা মোস্তাহাব যে,সব রং ব্যবহার করার পর চামড়ায়, নখে ও দাঁতে পানি পৌছেঁ।

১৩। বিবাহের পূর্বে দুলহানকে ভালভাবে সাজাইবার জন্য বাড়ীর মানুষকে রাছুলুল্লাহ (দঃ) হুকুম করিতেন এবং মাথা ধুয়াইয়া বেশী করিয়া খুশবু দিতে বলিতেন। সেইভাবে দুলহাকেও সাজাইতে বলিতেন।(ঐ) মেয়েরা বরকে ও ছেলেরা কণেকে সাজাইলে পর্দার খেলাপ হওয়ায় হারাম হইবে যেমন আমাদের দেশে বিউটি পার্লার ও বিবাহে এই কুসংস্কার চালু আছে। অবশ্য পুরুষ পুরুষকে ও মেয়ে মেয়েকে সাজাইতে কোন বাঁধা নাই।

১৪। আল্লাহতায়ালা বলেন," স্ত্রীগণ তাহাদের সচরাচর দেখা যায় এরুপ সৌন্দর্য্য ব্যতীত অন্য কোন সৌন্দর্য প্রকাশ করিবে না।" অর্থাৎ স্বামী ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখাইবে না।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (রাঃ) বলেন, সৌন্দর্য আসলে দুই প্রকার (১) প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্য (২) যাহা প্রাকৃতিক নয় বরং বাহ্যিক। ইমাম রাযীর মতে এই দুই প্রকারই উল্লিখিত আয়াতে বুঝা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার সৌন্দর্য রাযীর মতে তিন প্রকার ১) রংয়ের সৌন্দর্য যেমন ঃ- চোখে সুরমা লাগানো (কাজল ইত্যাদ্যি) চুলে আংটা লাগানো, গালে দাগ দেওয়া, হাতে পায়ে মেহেন্দী ইত্যাদি দেওয়া।

২) যেওয়রের সৌন্দর্য - যেমন চুড়ি, আংটি, কানের ফুল, গলার মালা ইত্যাদি।

৩) কাপড়ের সৌন্দর্য যাহার কথা ক্বোরানে ক্বারীমেই বলা হইয়াছে।

www.pathagar.com

মুল্লাজী উণের মতে যে কোন সৌন্দর্যই বুঝায় (আছাহহুছিয়ার)

১৫। স্ত্রীলোকের গালে দাগ লাগানো হাদীছে নিষেধ মেয়ের বেলায় কোন রং নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যবহারে বাধা নাই। যেমন টুটে লাল, গোলাপী ও খয়ারী ইত্যাদি রংগের পানি পৌছে এরুপ লিপষ্ঠিক লাগানো জায়েয আছে। যদি উহাতে স্বাস্থের ক্ষতিকারক কোন পদার্থ না থাকে।

চোখে সুরমা ব্যবহার করা ছুন্নাত। স্ত্রীগণ দিনরাত সব সময়ই কাজল সুরমা লাগাইতে পারিবে। পুরুষগণ কাজল সুরমা ব্যতীত চোখের ঔষধ না পাইলে দিনের বেলায় কাজল সুরমা লাগাইতে পারিবে আর কোন অসুখ না হইলে দিনের বেলায় পুরুষগণ কাজল সুরমা লাগাইতে পারিবে না। (হেদায়া) ১০ই মহরম সবার জন্য সুরমা লাগানো মুস্তাহাব।

১৬। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "কেহ যদি অমুছলিমদের সহিত কোন কাজে কর্মে মিল রাখে তবে সে তাহাদের মধ্যেই গণ্য।" তাই মুছলিম মেয়েদের জন্য ইছলামী সংস্কৃতির দিকে অবশ্য লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। সেই হিসাবে কপালে বা মুখে এইরূপ রং ব্যবহার করিবেনা যাহা অমুছলীমগণ সাধারণত ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন লাল সিদুর, চন্দনের টিপ ও সাদা গোদানী অবশ্য অমুছলীমগণ হইতে পৃথক রাখে এইরূপ রং ব্যবহার করাতে কোন দোষ নাই।

হিন্দুগণ সাধারনত কপালে লাল সিন্দুর বা সাদা টিপ দিয়া থাকে। এখন মুছলমানগণ যদি লাল টিপ দেয় তবে মুছলীম ও অমুছলীম মেয়ে চিনা দায় হইয়া যায়। সেই হিসাবে উহা নাজায়েয হইবে।

১৭। আলমগীরীতে আছে 'মানুষের চুলের সাথে চুল লাগানো হারাম, সেই চুল যে লাগাইবে তাহারই হোক বা অন্য কাহারো হোক। অবশ্য মেয়েগণজরুরাতান তাহাদের বেনীর মধ্যে মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীর লোম লাগাইতে পারিবে। (দরকার হইলে পাটের বা অন্য পবিত্র আঁশের চুল লাগাইতে পারিবে। যে সমস্ত রং ব্যবহার করিলে রং এর নীচে পানি পৌছেনা। যেমন নখ পালিশ ইত্যাদী সেই সমস্ত রং ব্যবহার করা হারাম কারণ, ইহা সম্পুর্ণভাবে না উঠাইয়া গোছল করিলে হইবে না।

১৮। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "পুরুষের জন্য রং বিহিন খুশবু এবং মেয়েদের জন্য খুশবু বিহীন রং ব্যবহার হালাল।" (ঐ)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ- কিন্তু বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে পুরুষগণও মেয়েদের ন্যায় বিবাহের সময় বা অন্য সময়ে হাতে মেহেন্দী দিয়া থাকে অথচ পুরুষের জন্য যে কোন রং লাগানো নাজায়েয, এমন কি দিনের বেলায় কাজল সুরমা লাগানো মাকরূহ। অনেকেই আবার বাম হাতের অঙ্গুলীতে নখ পালিশের প্রলেপ দিয়া থাকে। যাহার কারণে নখে পানি পৌছিতে পারেনা। তাই অজু গোছল কিছুই হয় না। এ ছাড়া হারামের গোণাহত আছেই।

অবশ্য মেয়ে গণ এই জাতীয় রং ব্যবহার করিতে পারিবে যাহা ঘন নয় এবং লাগানো জায়গায় পানি পৌছিতে অসুবিধা না হয়। যদি লাগানো জায়গায় পানি না পৌছে তবে অজু গোছল কিছুই হইবে না।

পুরুষগণ বাড়ীতে ও বাহিরে সব জায়গায়ই রং বিহিন খুশবু ব্যবহার করিয়া চলাফেরা করিতে পারিবে। কিন্তু মেয়েরা এক মাত্র বাড়ীতে থাকাকালীনই খুশবু ব্যবহার করিতে পারিবে। বাহির হওয়ার সময় সুগন্দী ব্যবহার করা জায়েজ নহে। তেমনি রংয়ের বেলায়ও শুধু বাড়ীতে থাকা কালীনই মেয়েরা রং লাগাইতে পারিবে, বাহির হওয়ার সময় পারিবেনা।

অথচ বর্তমানে অবস্থা একে বারে বিপরীত হইয়া দাড়াইয়াছে। মেয়েগণ ঘরে সুগন্ধি ব্যবহার করুক বা না করুক বাহির হওয়ার সময় রং ও সুগন্ধি উভয়ই ব্যবহার করা কর্তব্য বলিয়া মনে করে। যাহার ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে অসুবিধা সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু হইতেছে না। গন্ধের দ্বারা অতৃপ্ত যৌন অনুভুতি হয় তাহার কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "নাকের বাঁশীতে শয়তান থাকে" উহার

অর্থ যৌন অনুভুতি হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। আধুনিক যৌন বিজ্ঞানীগণ বলেন যে অতৃপ্ত যৌন অনুভুতি নানা রকম রতিজ রোগের জন্ম দেয়। (বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা) এই সব রোগ হইতে বাঁচাইতে গিয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ) এই হুকুম জারী করিয়াছেন।

১৯। স্ত্রীগণ তাহাদের চুলে নানা রকম মনিমুক্তা ও সোনা রূপার জেওর বা কাঁচের তৈরী জিনিষ পত্র ব্যবহার করিতে পারিরে। অথ্যার্ৎ পবিত্র ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না এরূপ ধাতুর বা দ্রব্যের যেওর পড়িতে পারিবে। মেলামাইনের কোন পাত্র বা যেওর ব্যবহার করা নিষেধ। কারন জানাগেছে যে উহাতে মানুষ, শূকর, ও অন্যান্য হারাম প্রানির হাড্ডি চূর্ণ রহিয়াছে।

স্ত্রী যদি তাহার স্বামীর জন্য তাহাকে মোটা তাজা করে তবে তাহা জায়েজ আছে। অবশ্য পুরুষের জন্য উহা করা জরুরী না। (আলমগীরী) ৪র্থ ১১২ পৃঃ)

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন শক্তি' শালী মুমিন, দুর্বল মুমিন হইতে উত্তম ।(তিরমিযী)

কোন স্ত্রী যদি স্বামীকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য জরুরাত ছাড়া অন্যায় ভাবে তাবীজ গ্রহণ করে যেহেতু স্বামী তাহাকে ভালবাসেনা তবে উহা হারাম হইবে। শরই কারনে স্বামী স্ত্রীর জন্য স্ত্রী স্বামীর জন্য এরুপ ক্বোরআনি তাবিজ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(অবশ্য ক্বোরআন ও হাদীছের তাবীয জরুরাত হইলে জায়েয আছে।)

মাছয়ালা ঃ- মেয়েগণের বগল ও নাভীর নীচের চুল উঠাইয়া ফেলা মুস্তাহাব, উহা কোন যন্ত্রের দ্বারা হউক বা কোন ঔষধ দ্বারা হোক উভয় প্রকারেই দুরুস্ত আছে। পুরুষের জন্য শুধু নাকের ও বগলের নীচের চুল উঠানো জায়েয।

ক্বোরআনে ক্বারীমে মেয়েলোকদের যে সব স্থানকে যিনাত বলা হইয়াছে উহার তাফছীর এই- "গহনা, ছোরমা, মেহদী ইত্যাদি যাহা দ্বারা স্ত্রীলোকেরা সজ্জিত ও ভূষিত হয়, তন্মধ্যে যাহা প্রকাশ্য থাকে যেমন আংটি, মেহদী, ছোরমা, কাজল ইত্যাদি তাহা এবং ঐ সকল স্থান যথা হাত, মুখ অপর লোকের নিকটে জরুরাতান প্রকাশ করায় কোন বাধা নাই

তন্মধ্যে যাহা লোকান থাকে যথা ঃ-"বাজুবন্দ, তাবিজ, কঙ্কণ, বাউটি, চুড়ী, হাতের বালা, পায়ের জেব, গলার হার, হাসলী, কানের বালা, আর এই সকল স্থান যথা ঃ- দাপনা হইতে হাতের কবজী পর্য্যন্ত, গলা, বুক, কান, হাটুর নিম্ন হইতে গাঁট পর্য্যন্ত এবং মাথা ইত্যাদি। (কাশফ)

সাত জায়গায় জেওর পরার ব্যাখ্যা এই - ছের, (মাথা) গরদান,(ঘার) আজুদ, (বাজু) যেরা, (হস্ত) চাক্ব, পায়ের কবজি হইতে হাটু পর্য্যন্ত, মাওযায়ে তাজ (মাথায় তাজের জায়গা) গরদান বন্দ, বাজুবন্দ ও খালখাল (পায়ের নুপুর)।(এমদাদ ১১৯ ৪র্থ খন্ড)

যে কুদৃষ্টি,স্পর্শ,বা সঙ্গম নিজ স্ত্রীকে হারাম করে

কেহ যদি কোন মেয়েলোকের সহিত যিনা করে তবে সেই ব্যক্তির জন্য সেই মেয়ের মাতা এবং তৎউর্ধতন বংশগত মেয়েগণ যেমন মাতার মাতা, নানী ইত্যাদি এবং তাহার মেয়েকে এবং মেয়ের বংশের নিম্নের সকল মেয়েলোককে যেমন ছেলের বা মেয়ের দিকের নাতিনী,পুতিনী ইত্যাদিকে শাদী করা যীনাকারীর জন্য হারাম হইবে।

www.pathagar.com

তদ্রুপ যে মেয়েলোকের সহিত যিনা করা হইল সেই মেয়েকে যীনা করি... পিতা ও উর্ধতন দাদাগণ বিবাহ করিতে পারিবে না। তদ্রুপে যে যিনা করিল তাহার সন্তানগণও ঐ মেয়েকে বিবাহ করিতে পারিবেনা যেমনভাবে নিজ স্ত্রীকে সহবাস করিলে হয়, কাম উত্তেজনা সহ কুদৃষ্টি ও স্পর্শে তাহাই হয়।

উহাকে আরবীতে হুরমাতে মুচাহেরা বলা হয়। হুরমাতে মুচাহেরা যেমন নিজ বংশে হয় তেমনি দুধ বংশেও ধার্য্য হয়।

২। কোন পুরুষ যদি কোন মেয়েলোককে কাম উত্তেজনাবশত চুমু খায়, আলিঙ্গন করে, স্পর্শ করে যাহাতে ঐ মেয়ের শরীরের গরম অনুভুত হয় এবং ঐ পুরুষের লিঙ্গ নড়িতে থাকে। তবেও ঐ মেয়ের নিকট আত্মীয় স্বজনকে ঐ পুরুষ শাদী করিতে পারিবে না।

৩। কোন মেয়ে কাম উত্তেজনাবশত কোন পুরুষকে কামড়াইলেও এই রূপ ছাবেত হইবে।

৪। কুদৃষ্টি যদি মেয়েলোকের লজ্জা স্থানের অভ্যন্তরে হয় তবে ঐ দৃষ্টি দ্বারাও সেই মেয়ের উল্লেখিত আত্মীয়াকে বিবাহ করা হারাম হইবে। আর মেয়ে যদি উলঙ্গ হইয়া দাড়ান থাকে তবে হইবেনা, বসা অবস্থায় লজ্জাস্থান দেখিলে হইবে।

৫। কোন মেয়েলোক যদি কোন পুরুষের লিঙ্গের দিকে কাম উত্তেজক হইয়া দেখে, স্পর্শ করে, বা চুমু খায় তবে উল্লেখিত হুর মাত ছাবেত হইবে।

৬। কেহ যদি কোন মেয়ের লজ্জা স্থানের অভ্যন্তর ভাগ কোন পাতলা পর্দার আড়াল বা কাঁচের আড়াল হইতে দেখে যাহাতে মেয়ের লজ্জা স্থানটির অভ্যন্তর স্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তবে হুরমাতে মোচাহেরা ছাবেত হইবে।

৭। কোন পুরুষ যদি কোন আয়নার মাধ্যমে বা পানিতে পতিত ছায়ার মাধ্যমে কোন মেয়েলোকের লজ্জা স্থান দেখে এবং যে দেখিল তাহার মনে কাম উত্তেজনা হয় তবেও হইবে না। (ঐই রূপ ফিলিমের মাধ্যমে বা ফটোর মাধ্যমে দেখিলেও ছাবেত হইবে না ।)

৮। মেয়েলোকটি যদি পানিতে থাকে এবং কোন পুরুষ তাহার লজ্জা স্থানাভ্যন্তর কাম উত্তেজনাবসত দেখে তবে ছাবেত হইবে।

www.pathagar.com

৯। কেহ যদি তাহার নিজ কন্যার লজ্জা স্থানের অভ্যন্তরের দিকে কাম উত্তেজনা সহ দেখে তবে সেই ব্যক্তির উপর সেই কন্যার মা (অর্থাৎ তাহার স্ত্রী হারাম হইয়া যাইবে।

১০। যে সমস্ত স্পর্শে হুরামাত ছাবেত হয় সেই সমস্ত স্পর্শ ইচ্ছাকৃত হউক বা অনিচ্ছাকৃত হউক বা ভুলে হউক বা যবর দস্তী মুলক হউক ঘুমে হউক সব দ্বারাই হুমরাত ছাবেত হইবে।

১১। কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রী সহবাসের জন্য জাগাইবার সময় তাহার হাত অজানাতে তাহার নিজ মেয়ের উপর পতিত হয় এবং কাম উত্তেজনা সহ নিজের স্ত্রী মনে করিয়া তাহাকে খুচা দেয় তবে যদি নিজের মেয়েকে দেখিতে এরূপ হইয়া থাকে যে তাহার মত মেয়েকে যে কেহ দেখিলে কাম উত্তেজনা হইতে পারে তবে যে ব্যক্তি এই ভাবে চুইল তাহার স্ত্রী সেই ব্যক্তির উপর চিরকালের জন্য হারাম হইয়া যাইবে।তদ্রূপে স্ত্রী যদি স্বামীকে জাগাইতে দিয়া মুস্তাহা ছেলেকে স্বামী মনে করিয়া উত্তেজনা সহ এরূপ করে তবেও সেই হুকুম। চুল ছুয়ার বেলায় যদি মাথার চামড়ার সহিত মিলিত চুলে কাম উত্তেজনা সহ স্পর্শ হইয়া থাকে তবে হুমরাত হইবে আর যদি লম্বা চুলের গোড়ার দিকে ছাড়া অন্য অংশ যাহা লটকিয়া থাকে উহাতে স্পর্শ হয় তবে হুরমাত হইবে না।

১২। এই ভাবে তাহার নখেও যদি কাম উত্তেজনা সহ স্পর্শ করে তবেও হুরমাত হইবে।

১৩। চুয়ার বেলায় এই সময় হুরমাতে মুছাহেরাত ধার্য্য হয়, যখন যে চুইল, এবং যাহার যে অঙ্গে চুইল তাহার উপর যদি কোন কাপড় না থাকিয়া থাকে তবেই। আর যদি যে জায়গায় ছুইল উহার উপর এরূপ মোটা কাপড় থাকিয়া থাকে যাহার কারণে যে চুইল তাহার হাতে যাহাকে চুইল তাহার শরীরের গরম, না লাগিয়া থাকে তবে হুরমাত ধার্য্য হইবে না। এমন কি তাহার লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলেও না । আর যদি এরূপ পাতলা কাপড়ের উপর দিয়া স্পর্শ করে যাহা থাকা সত্বেও তাহার শরীরের গরম যে স্পর্শ করিল তাহার হাতে অনুভুত হয় তবে হুরমাত ধার্য্য হইবে।

১৪। এইরূপে পায়ের মোজার উপর চুইলে পা যদি হাতে গরম লগিয়া থাকে তবে হুরমাত হইবে আর না হয় হইবে না।

১৫। কোন পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোককে এই রূপ পাতলা কাপড়ের উপর দিয়া চুমু খায় যে,কাপড় থাকা সত্বেও স্ত্রী লোকটি দাঁতের ও ঠুটের ঠান্ডা অনুভব করে,তবে উহা চুমু ও স্পর্শ ধরা যাইবে এবং সেই হিসাবে হুরমাত হইবে।

www.pathagar.com

১৬। হারাম হওয়ার জন্য স্পর্শ করা যে অনেক্ষন, স্থায়ী হইতে হইবে তাহা শর্ত নহে। বরং কেহ যদি তাহার স্ত্রীর দিকে কাম উত্তেজনা বশতঃ হাত বাড়ায় এবং সেই হাত তাহার নিজ মেয়ের নাকে পতিত হয় এবং উহাতে তাহার কাম উত্তেজনা আরও বাড়িয়া যায় তবে ঐ ব্যক্তির উপর তাহার স্ত্রী হারাম হইয়া যাইবে। যদিও তৎক্ষণাৎ হাতটি সড়াইয়া নিয়া থাকে।

১৭। এই সব হারাম হওয়ার জন্য মেয়েটির মুস্তাহা (যাহাকে দেখিলে কাম উদ্রেক হয়) হইতে হইবে। কম পক্ষে নয় বছরের বয়স্কা হওয়া চাই। এই বয়সের কমে হুরমাত হইবে না। হাঁ যদি নয় বৎসরের কম বয়সী কোন মেয়েকে স্বাস্থ্যবতি এবং কাম উদ্রেককারীণী দেখা যায় তবে হুরমাত ছাবেত হইবে।

১৮। কেহ যদি এইরূপ বালিকার সহিত সহবাস করে (নয় বৎসর না হইয়া থাকে) যাহাকে দেখিলে মনে কাম উদ্রেক না হয়, তবে হুরমাতে মুছাহেরা ছাবেত হইবে না।

১৯। যাহাকে দেখিলে কাম উদ্রেক হয় না এইরূপ বৃদ্ধার সহিত সহবাস করিলেও হুরমাত ছাবেত হইবে।

২০। এই ভাবে যে সহবাস করিল অর্থাৎ পুরুষটির মধ্যেও কাম উত্তেজনা থাকিতে হইবে। যেমন একটি চার বৎসরের বালক যদি তাহার পিতার স্ত্রীর সহিত সহবাস করে তবে হুরমাত ধার্য্য হইবে না।

২১। বালকের বেলায় তখনই হুরমাত ছাবেত হইবে যখন দেখা যায় যে এইরূপ বালকের সহিত স্ত্রী সহবাস করা চলে। উহাকে বালেগ পুরুষের সহবাসের মত ধরা হইবে।

২২। এইরূপ বালকের চিহ্ন হইল যে সেই বালকটির কাম উত্তেজনা হয় এবং সহবাস করিতে পারে এবং মেয়েলোকেরা তাহাকে দেখিয়া লজ্জা মনে করে।

২৩। দৃষ্টি ও স্পর্শের বেলায় মনে কাম উত্তেজনা হইতে হইবে আর যদি দৃষ্টি ও স্পর্শ ত্যাগ করিলে পরে কাম উত্তেজনা হয় তবে হুরমাত হইবে না।

২৪। পুরুষের শাহওয়াতের (কাম উত্তেজনা) সীমা হইল লিঙ্গ মুন্ডু ফুলিতে থাকা এবং ফুলা বাড়িতে থাকা।

২৫। আর পুরুষটি যদি বৃদ্ধ ও ধ্বজভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে তাহার সীমা হইল মনে কাম উত্তেজনার নাড়া লাগা, যদি পূর্বে কাম উত্তেজনার

www.pathagar.com

উদ্রেগ মনে না হইয়া থাকে। আর যদি পূর্ব হইতে তাহার মনে কাম উদ্রেক হইয়া থাকে উহার পরিমান আরও বাড়িয়া যাওয়া।

২৬। কর্তিত লিঙ্গ পুরুষ ও মেয়েলোকের বেলায় শাহওয়াতের (কাম উত্তেজনার) সীমা হইল মনে যদি পুর্ব হইতে কাম উদ্রেক না হইয়া থাকে তবে (স্পর্শ বা দেখার পর) মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া ও মজা লাগিতে থাকা। আর যদি পূর্ব হইতে কাম উদ্রেক হইয়া থাকে তবে উহা বাড়িতে থাকা এবং মজা বেশী লগিতে থাকা। স্ত্রী বা পূরুষ যে কেহর একজনের তরফ হইতে উত্তেজনা হইলেও হইবে। উভয়ের উত্তেজনা শর্ত নহে।

২৭। হুরমাতে মুছাহেরা ছাবেত হওয়ার জন্য বীর্যপাত না হওয়া শর্ত, যদি বীর্য পাত হইয়া যায় তবে ছাবেত হইবে ন। যেমন স্পর্শ বা দেখার পর যদি বীর্যপাত হইয়া যায় তবে হুরমাত হইবে না। কেননা উহাতে বুঝা গেল যে লোকটি স্পর্শ বা নজর দ্বারা সহবাস করার কল্পনা করে নাই।

২৮। কেহ যদি মেয়েদের পায়খানার দরজা দেখে তবে হুরমাত ছাবেত হইবে না।

২৯।যোনিদ্বার স্পর্শের বেলায় যদি স্পর্শকারীর কাম উত্তেজনা নাও হইয়া থাকে তবেও হুরমাত ছাবেত হইবে।

স্ত্রী যখন হুরমাতে মুচাহেরার কারণে হারাম হইয়া যাইবে তখন স্বামীর উচিত স্ত্রীকে পরিস্কার ভাবে ছাড়িয়া বিদায় করা। আর যদি স্বামী গড়িমসি করে তবে স্ত্রীর উচিৎ হইবে মুছলমান হাকিমের কাছে বিচার দায়ের করা। তখন মুছলমান হাকিম সাক্ষী গ্রহণ করিয়া যাহা ফয়সালা করেন তাই করিতে হইবে।

৩০। যখন হইতে হুরমাত ধার্য্য হইবে তখন হইতে স্বামী স্ত্রীর আলাদা হইয়া যাইতে হইবে, এমতাবস্থায় একত্রে থাকিলে হারাম হইবে।

৩১। স্বামী যতক্ষন পর্য্যন্ত তাহার স্ত্রীকে আলাদা করিয়া দিবেন না অথবা হাকিমের ফয়সালায় আলাদা হওয়া সাব্যস্ত হইবে না তৎক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্ত্রী অন্য স্বামীর নিকট বিবাহ বসিতে পারিবেনা।

(হিলাএ নাজেযা ১৩৪পৃঃ)

৩২। স্তন চুইলে কামউত্তেজনা না হইলেও হুরমাতে মুচাহেরা ছাবেত হইবে।

৩৩। কোন মেয়েলোককে অসুবিধার সময় যানবাহনে তুলিলে বা ধরিয়া নদী পার করালে কামউত্তেজনা না হইলে হুরমাত হইবে না। অবশ্য মোটা কাপড় দিয়া মুড়াইয়া ধরিবে।

www.pathagar.com

৩৪। নিশাখোর যদি নিশার হালতে তাহার নিজ কন্যাকে স্পর্শ করে,চুমু খায় এবং সহবাস করিতে চায় এমন সময় কন্যাটি বলে যে, আমি আপনার কন্যা, উহাতে সে সহবাস হইতে বিরত থাকে তবেও হুরমাত হইবে।

৩৫। কোন স্ত্রীলোক যদি বলে যে তাহার স্বামীর ছেলে তাহাকে কামউত্তেজনা সহ চুইয়াছে তবে স্বামীর ছেলের কথামত ফতওয়া হইবে। স্ত্রীর কথায় নয়। কোন পুরুষ যদি তাহার পিতার স্ত্রীকে কামউত্তেজনা সহ চুমু খায় অথবা স্বামীর পিতা,পুত্র বধুকে কামউত্তেজনা সহ এই অবস্থায় চুমু খায় যে স্ত্রীলোকটিকে চুমু খাইতে বাধ্য করা হয়। আর স্বামী কামউত্তেজনা সহ চুমু খাইয়াছে বলিয়া অস্বীকার করে তবে তাহাই ঠিক আর যদি স্বীকার করে তবে বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং স্বামীর উপর মহর ধার্য হইবে।

৩৬। কোন পুরুষ কোন মেয়েলো[illegible]সাদি করিল সেই পুরুষের ছেলে সেই বধুর আগের তরফের মেয়েকে [illegible] সাদি করিতে পারিবে।

৩৭। পুত্রবধু যদি শ্বশুরকে স্পর্শ করে এবং উহাতে উভয়ের যে কেহর মনে কামউদ্রেক হয় তবে সেই বধু পুত্রের জন্য হারাম হইয়া যাইবে।

(আলমগীরী হুরমাতে মুছাহিরা)

৩৮। বালিকার বয়স যদি ৯ বৎসরের উপর হয় এবং দেখিলে কাম উত্তেজনা না হয় তবে হুরমাত হইবে না আর ১২ বৎসর বয়স্কা হইলে দেখিলে কাম উত্তেজনা[illegible] হুরমাত হইবে।

৩৯। বালিকার বয়স পাঁচ বৎসরের নীচে হইলে হুরমাত হইবে না।

৪০। হুরমাতে মুছাহেরা ছাবেত হওয়ার জন্য পুরুষের বেলায় যে রকম ধার্য্য হয় তেমনি মেয়েদের বেলায়ও ধার্য্য হয়।

৪১। পুরুষে পুরুষে যিনা করিলে হুরমাতে মুছাহিরা ছাবেত হয় না। মৃত মেয়েদেরকে সহবাস করিলে হুরমাতে মুছাহেরা ছাবেত হয় না।

৪২। স্বপ্নে কোন মেয়েকে দেখিয়া স্বপ্নদোষ হইলেও হুরমাত হয় না।

৪৩। শাহওয়াত হইল কিনা উহার মধ্যে দ্বি মত হইলে স্বামীর কথারই উপর ফতওয়া হইবে।

৪৪। আট বৎসরের কন্যা যদি স্বপ্নে ভয় পাইয়া জাগিয়া উলঙ্গ হইয়া পিতার বিছানায় দৌড়িয়া যায় এবং পিতা তাহাকে দেখিয়া কামউত্তেজিত হয় যাহাতে তাহার লজ্জা স্থান ফুলিতে থাকে তবে তাহার উপর সেই কন্যার মাতা হারাম হইবে। (কাযীখান ১ম ভাগ ১৬৬)

www.pathagar.com

৪৫। যেখানে হুরমাত হইবে লিখা হইয়াছে উহার অর্থ হইল হুরমাতে মুছাহেরা ধার্য্য হইবে। যে সমস্ত মাছয়ালা লিখা হইল উহার সবগুলিই করা হারাম। এতদ্বসত্বেও কেহ করিলে তাহাকে দুনিয়াতেই উল্লেখিত অসুবিধায় পড়তে হইবে। আমাদের দেশে উল্লেখিত বিষয় সমূহে লক্ষ্য করা হয় না অথচ কত লোকের স্ত্রী হারাম হইয়া রহিয়াছে। আশাকরি দেশবাসী এই দিকে লক্ষ্য করিবে।

হায়েযের কথা

আরবে যখন ইসলামের আবির্ভাব হইল তখন সেখানকার ইহুদি ও নাছারাগন তাহাদের হায়েযওয়ালী স্ত্রীগনের সহিত উঠা বসা, খাওয়া দাওয়া ও এক ঘরে থাকাকে অবৈধ মনে করিত ।

ইসলামের হুকুম জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাহাবাগন তাহাদের হায়েযওয়ালী স্ত্রীগনের কথা রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "সহবাস ছাড়া সব কিছুই চলিবে। (আবু দাউদ)

আল্লাহতায়ালা ক্বোরআনে কারীমে হায়েয সম্বন্ধে ফরমান "তোমরা ঋতু বতী স্ত্রীদের সাথে সহবাস হইতে বিরত থাকবে।" (বাক্বারা ২২)

আদাবে মুবাশিরাতে আছে " আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এ তথ্য উদঘাটন করেছে যে ঋতু স্রাবের নির্গত রক্তে এক প্রকারের বিষাক্ত প্রদার্থ থাকে। যা শরীরে স্থায়িত্ব হলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অনুরূপ ভাবে ঋতুবতী অবস্থায় সহবাস হইতে বিরত থাকার এ রহস্য আবিস্কার করেছে যে, ঋতুবতী মেয়েলোকের লজ্জাস্থান রক্তক্ষরণের ফলে আরষ্ঠ হয়ে থাকেএবং অভ্যন্তরীণ শিরা উপশিরা সমুহ রক্তক্ষরণের দরুণ কুঞ্চিত হয়ে থাকে। এ কারনেই ঋতুবতী অবস্থায় সহবাস ক্ষতিকর। উক্ত রতিক্রিয়ার ফলে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশী। এতে ক্রমান্বয়ে অধীক ক্ষতি [illegible] হয়ে উঠে। যেমন গভাশ্বয়ের জ্বালা-পোড়া প্রভৃতির কারন হয়ে দাড়ায়। আধুনিক কালের আধুনিক মৃত্যু দূত এইডস এর মত রোগও এই সমস্ত অপকর্মের দরুণ হয়ে থাকে।"

"যার ফলশ্রুতিতে উভয়ের বিবিদ প্রকার রোগ ব্যাধিঃ ধাতুস্থরোগ, প্রস্রাবের জ্বালা-পোড়া, প্রস্রাবের রাস্তাদিয়ে পুঁজ পড়া, প্রস্রাবের ক্ষয় প্রভৃতি সৃষ্টি হচ্ছে। যাহার পরিণাম সারা জীবন ভোগ করতে হয়, এমনকি পরবর্তী প্রজন্মের উপড়ও তাহার বিরূপ প্রভাব পরে থাকে।"

www.pathagar.com

আবুল হাসনাৎ বলেন "মুছলমানদের মধ্যে ঋতু স্রাবের তিন দিন স্বামী সঙ্গম নিষিদ্ধ। ডাক্তারী মতেও এই মতবাদের অনেকটা সমর্থন পাওয়া যায়।"(মাতৃমঙ্গল ১৫৫ পৃঃ)

আবুল হাসানাৎ সাহেবে যেহেতু ইসলামী ক্বানুন পূর্ণ ভাবে জানেন না তাই উল্লেখিত মন্তব্য করিয়াছেন। হায়েযের সময় কমপক্ষে তিন দিন ও উর্ধে ১০ দিন পর্য্যন্ত স্রাব হইতে পারে এবং বিভিন্ন মেয়ের বিভিন্ন রকমের মেয়াদ অনুয়ায়ী স্রাব হয়। শরীয়ত অনুযায়ী উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে যে স্রাব হয় সেই স্রাবের সময় সহবাস পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অবশ্য স্রাবের রং গাঢ় লাল থাকার সময়ে মিলনে যে পাপ হয় উহার রং পরিবর্তিত হইয়া গেলে তখন মিলনে পাপ তুলনামুলক ভাবে কম হয়।

মেয়েলোকদের নয় বৎসর বয়স হইতে ৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত হায়েয হইতে পারে। ৫৫ বৎসর পর মেয়েলোকদেরকে আয়েছা বলা হয়। তারপরও যদি রক্তস্রাব হয় তবে উহাও হায়েযের মধ্যে গণ্য হইবে। একজন বালেগা মেয়ে যখন রক্ত দেখিতে পায় তখনই হায়েযের রক্ত ধরিয়া নিবে। আর একজন হায়েযা মেয়ে যখন তাহার হায়েজের ব্যান্ডেজে রক্তের চিহ্ন না দেখে তখনই সে পবিত্র হইয়াছে মনে করিবে।

হায়েযের স্রাব নিম্নলিখিত ছয় রংয়ের, কোন এক রংয়ে অবশ্য দেখা দেয়-(১) কাল (২) লাল) (৩) যরদ (৪) মাটির রং (৫) সবুজ (৬) ঘোলাটে। মেয়ের লজ্জাস্থানের লাগাম বা ব্যান্ডেজ সরানোর সময় উহাতে যে তরুতাজা স্রাব দেখা যায় উহার রংই ধরিবে, শুকনা স্রাবের রং ধরিবে না। স্রাবের সবচেয়ে কম সময় তিন দিন তিন রাত কোন মেয়ে যদি একদিন স্রাব দেখে আবার নয় দিন পর আর একদিন দেখে তবে উহা হায়েযের রক্ত ধরিবে।

হানাফী সনদে পবিত্রতার সবচেয়ে কম সময় হইল ২০ দিন। আর হায়েজের কম সময় হইল তিন দিন। হানাফী বর্ননায় হায়েযের সর্ব উচ্চ মেয়াদ হইল ১০ দিন।

মেয়েলোকের লজ্জাস্থান দিয়া প্রতি মাসে যে রক্ত প্রবাহিত হয় উহাকে আরবীতে হায়েয বলা হয়।

আর মেয়েলোকের সন্তান প্রসব হওয়ার পর লজ্জাস্থান দিয়া যে রক্ত প্রবাহিত হয় উহাকে আরবীতে নেফাছ বলে। উহার সর্বোচ্চ মেয়াদ ৪০ দিন। তাহা মানুষের হউক বা অন্য যে কোন প্রাণীর হউক যেমন খরগোসেরও প্রতি মাসে স্রাব হইয়া থাকে। (হায়াতুল হায়ওয়ান)

www.pathagar.com

শরীয়তের দৃষ্টিতে মেয়েদের প্রতি মাসে যে স্রাব হইয়া থাকে 'উহাকে হায়েয এবং সন্তান প্রসবের পর যে স্রাব হইয়া থাকে উহাকে নেফাছ, আর রোগের কারণে সব সময় যে স্রাব হয় উহাকে এস্তেহাযা বা রক্ত প্রদর বলা হয়। আর সাদা রং বাহির হইলে উহাকে শ্বেত প্রদর বলা হয়।

রাছূলুল্লাহ (দঃ) নিজে হায়েযের রক্তকে নেফাছ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আবু দাউদে আছে আয়শা (রাঃ) কে বলিয়াছিলেন "তোমার কি নেফাছ হইয়াছে?" হায়েজ আল্লাহ তালার এক সৃষ্টি রহস্য। সাধারনতঃ প্রতি চন্দ্র মাসের.হিসাবে চার সপ্তাহ পর পর তিন থেকে ১০ দিন মেয়েদের রক্তস্রাব হয় বলিয়া উহাকে মাসিক ও বলা হয়। তার পর বন্ধ হইয়া যায়। সাধারনত দশ এগার বৎসর হইতেই এই স্রাব আরম্ভ হয় এবং ৪০থেকে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই স্রাবহইতে থাকে। মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং দেশের আবহাওয়ার পার্থক্য বিশেষে এর ব্যতিক্রম হইতে পারে।

মাসিক ঋতু শুরু হওয়া মেয়েদের যৌবন আরম্ভ হওয়ার লক্ষণ মেয়েদের বয়স চল্লিশের উপর হইলে তাহাদের ঋতু অনিয়মিত ভাবে হইতে থাকে তারপর আস্তে আস্তে মেয়েদের এই স্বাভাবিক ধর্মটা একেবারেই বন্ধ হইয়া যায় এবং গর্ভ ধারণ ক্ষমতাও লোপ পায় মেয়েদের এই সময়টাকে আরবীতে আয়েছা, বাংলায় ঋতু বিরতি কাল ও ইংরেজীতে মেনোপজ বলা হয়।

ঋতু স্রাবের সঙ্গে প্রজনন ক্রিয়া ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত এ কারণেই গর্ভসঞ্চার হওয়া মাত্রই ঋতু স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। যতদিন প্রসব না হয় ততদিন হায়েয বন্ধ থাকে। প্রসবের পর নেফাছ হইয়া জরায়ু পরিস্কার হওয়া মাত্র আবার হায়েয আরম্ভ হয় এবং ইহাতে জরায়ূ পুনরায় গর্ভ ধারণ করার ক্ষমতা পায়।

শরীঅতের দৃষ্টিতে যে রক্ত জরায়ুর ভিতর হইতে বাহির হয় উহাকে হায়েজের রক্ত বলা হয়। হায়েজের রক্ত বাহির হওয়ার সময়ে নামাজ একেবারে মাফ . হায়েযের সময়ের নামাজ ক্বাযা করিতে হয় না। এবং সঙ্গম ও অবৈধ থাকে। রোযার বেলায় পরে ক্বাযা করিতে হয়। নামাজ যেহেতু প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত পড়িতে হয় সেই হিসাবে উহার ক্বাযা করিতে হইলে একটি মেয়েকে সারা জীবন এক মাসের নামাজ ক্বাযা শেষ না হইতেই আর এক মাসের ক্বাযায় লাগিয়া থাকিতে হইত, সেই জন্য আল্লাহ তায়ালা এই অসুবিধা দুর করিয়া দিয়া নামাজের ক্বাযা মাফ করিয়া দিয়াছেন। রোজা যেহেতু বৎসরে এক মাস তাই উহার ক্বাযা বাকী এগার মাসে করিয়া নেওয়ার কষ্টকর হয় না। তাই উহা ক্বাযা করার কথা বলিয়াছেন। এস্তেহাযা

www.pathagar.com

বা রক্ত প্রদর হওয়ার সময় মেয়েরা নামাজ, রোজা ও সঙ্গম করিতে পারিবে তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না।

আল্লাহতায়ালা কোরআনে কারীমে ফরমাইয়াছেন "তোমাকে হায়েয এর কথা জিজ্ঞাস করা হইবে। উত্তরে বলিয়া দাও উহা নাপাক তোমরা হায়েযের সময় স্ত্রী হইতে দূরে থাক।"

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "হায়েয এরূপ একটি বিষয় যাহা আল্লাহতায়ালা বনি আদমের মেয়ে জাতির উপর ধার্য্য করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় তাহার স্ত্রীকে ব্যবহার করিল সে মোহাম্মাদ (দঃ) উপর যাহা নাযেল হইয়াছে উহাকে অবিশ্বাস করিল। (নাছায়ী)

হায়েয সম্পর্কে ডাঃ গোলাম মোয়াজ্জাম সাহেব বলেন"প্রথম প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটাকে স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করা হইত কিন্তু এখন প্রমান হইয়াছে যে ঋতুস্রাব পেশাব পায়খানার মত সম্পূর্ণ নিরাপদ বা দোষ মুক্ত নয়।" বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ উইল ফ্রিডস (১৯৪৮সন) বলেন "স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের সময় কিছুটা অসুস্থতা বোধ (বিশেষ করে তলপেটের)প্রায়ই দেখা যায়।" অনেকের প্রাথমিক ঋতুস্রাবের সময় ভীষন পেটের ব্যাথা হয়, অনেকের কিছুটা ব্যথা সারা জীবনই হইতে থাকে।

ডাঃ জোয়ান গ্রাহাম (১৯৫৫) লিখেছেন "ঋতুর সময় রোগ ছড়াবার ও রোগাক্রান্ত হবার আশঙ্খা থাকে কাজেই একে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শরীর বিদ্যা সম্মত বলা চলে না।"

"এ সময় মেয়েদের মধ্যে নিষ্টার অভাব, অমনোযোগিতা, খেলাধূলা এড়িয়ে চলা ও বেশী কথা বলা ইত্যাদি অপরাধ ২৬% থেকে ৩৬% পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যে সমস্ত মেয়ে স্বভাবতই দুষ্ট প্রকৃতির তাদের অপরাধ প্রবনতা সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়।" ডাঃ ডাল্টন আরো লিখেছেন, "ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্য থেকে ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়স ১১জন মনিটর(prefect)ছিল যাদেরকে দুষ্টামির জন্য শাস্তি দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। একটি প্রধান ও মজার ব্যাপার এই যে এসব মনিটরগণ তাদের নিজেদের ঋতুর সময় শাস্তির পরিমান উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করে থাকে এবং ঋতুর শুরুতে শাস্তির মাত্রা বাড়তে থাকে যা ধীরে ধীরে কমে যায়।" (কোঃ বিঃ)

এইসব কারনেই বোধ হয় রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন 'এই জাতি উন্নতির আশা করিতে পারে না যাহারা তাহাদের কর্তৃত্ব কোন মেয়েলোকের হাতে তুলিয়া দেয়।' (বুখারী)

www.pathagar.com

ডাঃ ডাল্টন বলেন 'যদিও অতি উৎসাহিরা উভয় লিঙ্গের সবাইকে সমতা দিতে রাজি নয়।' ডাঃ ডাল্টনের মতে রাষ্ট্র নায়ক তথা শাসন ক্ষমতা সম্পন্ন পদে মেয়েদেরকে নিযুক্ত করা ঠিক নয়।

'এ সময় জরায়ু বা যোনি নালিতে কোন রোগবীজানু থাকলে তাহা সহজে ভীতরে প্রবেশ করে এবং endometritis (জরায়ু ঝিল্লি প্রদাহ)sulphingitis (জরায়ুর নালীর প্রদাহ) perilonitis (অন্দ্র আবরণী প্রদাহ) ও pelvic cellulitis (তলপেটের প্রদাহ) ইত্যাদি কঠিন রোগ হওয়ার আশঙ্খা থাকে। এ সময় স্ত্রী সহবাস করলে এসব রোগের আশঙ্খা বেশী। আবার স্ত্রীর গণোরিয়া, সিফিলিস, সিমটাইটিস, শ্বেত প্রদর ইত্যাদি রোগ থাকলে স্বামীর যৌন অঙ্গে রোগ জীবানু প্রবেশের সম্ভাবনা সুতরাং স্বাস্থ্যগত কারণেই ঋতুর সময় সহবাস নিষিদ্ধ'

ডাঃ গ্রাহাম বলেন 'ঋতুর সময় মিলনে নিষেধ করার কারণ মানসিক নয় বরং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত'। (কোঃ বিঃ)

ডাঃ মোয়াজ্জাম সাহেব বলেন "তালাক্কের পর 'তিন ঋতুর উদ্দেশ্য, গর্ভ সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দুর করা, কারণ গর্ভ অবস্থায়ও প্রথম দিকে একবার কি দুবার স্রাব হতে পারে ইহা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য বিদ্যা অনুযায়ী যুক্তি সঙ্গত'। (কোঃ বিঃ)

এস্তেহাযার কথা (রক্ত প্রদর)

নেফাছ ও হায়েযের দিন সমূহ অতি বাহিত হওয়ার পর যদি কেহ রক্ত দেখিতে পায় তবে ঐ রক্তকে আরবীতে এস্তেহাযা বলা হয়, তদ্রূপ যে মেয়ের হায়েয বেশী বয়সের কারণে বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর রক্তস্রাব হয় বা কোন নাবালেগ মেয়ের রক্তস্রাব হয় তবে উহাকেও এস্তেহাযার রক্ত বলা হয়।

এছাড়া সন্তান প্রসব হওয়ার পূর্বে যে রক্ত বাহির হয় উহা ও সন্তান পেটে থাকা কালীন গর্ভবতির যে রক্তস্রাব হয় উহাকে ও এস্তে হাযার রক্ত বলা হয়। (আলমগিরী)

www.pathagar.com

নেফাছের কথা

যে স্রাব সন্তান প্রসবের পর হয় উহাকে নেফাছ বলা হয়। কোন মেয়ের যদি সন্তান প্রসবের পর স্রাব না হয় তবেও তাহার উপর পবিত্রতার গোছল ওয়াজেব হইবে। কেননা সন্তানের সঙ্গে কিছু না কিছু রজ অবশ্যই বাহির হইয়াছে।

কোন সন্তানের অর্ধেকের বেশী যদি বাহির হয় তবে সেই মেয়ের স্রাবকে নেফাছের স্রাব ধরা হইবে। আর কম অর্ধেক বাহির হইলে নেফাছের স্রাব ধরা হইবে না।

সন্তানের আঙ্গুল, চুল, নখ দেখা গেলে উহাতে নেফাছের রক্ত ধরিবে না। হ্যাঁ উহাকে হায়েযের রক্ত ধরিবে, না হয় রক্তের রং ধরিয়া এস্তেহাযার রক্ত ধরিবে।

গর্ভপাতের পূর্বে ও পরে যে রক্ত দেখা যায় উহাতে যদি গর্ভের উল্লেখিত আলামত থাকিয়া থাকে তবে ঐ রক্তকে নেফাছের রক্ত ধরা হইবে।যদি গর্ভের মধ্যে উল্লিখিত আলামত না থাকিয়া থাকে তবে গর্ভপাতের পূর্বের রক্ত হায়েযের ধরা হইবে।

কোন সন্তান যদি মাতার পেটে কোন যখম থাকার কারনে পেট ফাটিয়া প্রসব হয় তবে যে রক্ত বাহির হইবে উহাকে নেফাছের রক্ত ধরা হইবে। (শামী)

যদি পেট ফাটিয়া বাহির হওয়ার পূর্বে লজ্জাস্থান দিয়া কিছু রক্ত বাহির হইয়া থাকে তবে যাবতীয় রক্তকেই নেফাছের রক্ত ধরিতে হইবে।

জমজ সন্তান হইলে যে সন্তানটি প্রথম হইবে উহা হইতে নেফাছ ধরিতে হইবে।

জমজ সন্তান দুইটির মাঝখানে ৬ মাসের কম হইতে হইবে। ৬ মাস বা বেশী সময় হইলে দুইটি নেফাছ ও দুইটি গর্ভ ধরিতে হইবে।

যদি তিনটি সন্তান এই ভাবে প্রসব হয় যে, প্রথমটি প্রসব হওয়ার পর দ্বিতীয়টি ৬ মাসের কম সময়ে প্রসব হয়, তারপর তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির প্রসবের ৬ মাসের কম সময়ে প্রসব হয়, কিন্তু প্রথমটি ও তৃতীয়টির মাঝে ৬ মাসের বেশী সময় হয়, তবে ঠিক কথা এই যে উহাকে একটি গর্ভই ধরা হইবে।

www.pathagar.com

নেফাছের সবচেয়ে কম সময় হইল,সন্তান প্রসব হওয়ার পরে রক্ত বন্ধ হওয়া,তখন নেফাছ আর থাকে না। উহার লম্বা সময় হইল ৪০ দিন, তারপর ও যদি রক্ত যায় তবে উহা নেফাছ থাকে না বরং উহাকে এস্তেহাযার রক্ত বলা হয়। যদি কিছু দিন নেফাছ হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হইয়া আবার কিছু দিন পর ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পুনরায় রক্ত দেখা যায় তবে যে কয়েক দিন রক্ত দেখিল না ঐ দিন গুলিও নেফাছের ভিতরে পড়িবে। যদিও ফাক সময়টুকু ১৫ দিন হয়। (আলমগীরী)

নেফাছের সময় অতিবাহিত না হওয়ার পূর্বে সহবাস করা হারাম, উহাতে হায়েযের সময়ে সহবাস করা হইতে স্বাস্থের পক্ষে আরও বেশী ক্ষতিকর।

হায়েয নেফাছ ও এস্তেহাযার নিয়ম ক্বানুন

যে, যে,বিষয়ে হায়েয ও নেফাছের হুকুম এক ঐগুলির সংখ্যা আট-
১।হায়েয ও নেফাছ ওয়ালীর নামাজ পড়িতে ও ক্বাজা করিতে হয় না। মেয়েরা যখনই স্রাব দেখিতে পাইবে তখনই নামাজ পড়া বন্ধ করিবে।

যে নামাজ পড়া হয় নাই অথচ ওয়াক্ত আছে এরূপসময় হায়েয হইলে সেই ওয়াক্তের ক্বাযা করিতে হইবে না। শেষ ওয়াক্তে নামাজ আরম্ভ করার পর নামাজে হায়েয দেখা দিলে সেই ফরজ নামাজেরও ক্বাযা লাগিবে না। আর যদি কোন নফল বা ছুন্নাত নামাজের নিয়াত করার পর হায়েয হয় তবে সেই নামাজ পরে ক্বাযা করিতে হইবে।

হায়েযের সময় মেয়েগণের জন্য মুস্তাহাব এই যে, প্রত্যেক নামাজের সময়ওজু করিয়া ঘরের যে খানে নামাজ পড়িত সেখানে একটু সময় যেন বসিয়া তাছবীহ ইত্যাদি যিকির করে, যতটুকু সময় পবিত্র থাকাকালীন নামাজে কাটাইত।হায়েযা মেয়ে যদি ছিজদার আয়াত শ্রবণ করে তবে তাহার উপর ছিজদা ওয়াজেব হইবে না।

২। নামাজের ভিতরের শ্রাবের সময় নামাজ পড়িবে না বরং পবিত্র হওয়ার পর শুধু শুরু করা নফল নামাজ ক্বাযা করিবে। নফল রোযা রাখার পর যদি হায়েয হয় তবে সেই রোজাও সতর্কতামূলক ক্বাযা করা উচিৎ।

৩। হায়েজ, নেফাছ শেষে স্বামী স্ত্রীর মিলনের পর গোসল ফরজ হইলে তাহাদের মসজিদে যাওয়া হারাম। মছজিদে বসার জন্য হউক বা মছজিদ পার হওয়ার জন্যই।

www.pathagar.com

কিন্তু যদি মছজিদে পানি থাকে বা হিংস্র প্রাণী, চোর, এবং ঠান্ডার ভয় হইলে তাহারা মছজিদে প্রবেশ করিতে পারিবে।

অবশ্য এরূপ ব্যক্তির মছজিদে প্রবেশ করার পূর্বে তায়াম্মুম করিয়া প্রবেশ করাই উত্তম । মছজিদের ছাদ মছজিদের হুকুম রাখে। ঈদের নামাজের ও জানাজার নামাজের জায়গা আসলে পূর্ণ ভাবে মছজিদের হুকুম রাখে না। অবশ্য হায়েয ও নেফাছ ওয়ালী মেয়েগণ,এবং গোসল ফরজ সহ পুরুষ ও মেয়েগণ ঈদগাহে যাইতে পারিবে না, অন্যেরা যাইতে পারিবে।

হায়েজ নেফাছ থাকা অবস্থায় কবর জিয়ারত করাতে কোন দোষ নাই।

৪। তাহাদের জন্য কাবা শরীফ তওয়াফ করা হারাম যদিও মছজিদের (হেরেমের) বাহির দিয়া তওয়াফ করে।

৫। হায়েজ নেফাছ ও গোছল ফরজ ওযালাদের জন্য কোরআন পাঠকরা হারাম। কিন্তু পুর্ণ আয়াত না বলিয়া শুধু আলহামদুলিল্লাহ্ বলিল বা যাওয়ার পূর্বে বিছমিল্লাহ বলিল বা এই রূপ আরও কিছু বলিল তবে উহাতে কোন দোষ নাই। তদ্রূপ একেবারে ছোট আয়াত যাহা কথাবার্তায় আসে এরূপ আয়াত পাঠ করাতেও কোন দোষ নাই যেমন, ছুম্মা নাযারা, ওয়ালাম ইউলাদ।

যাহার গোছল ফরজ সেই ব্যক্তি শুধু মুখ ধুইয়া কোরআন পাঠ করিতে পারিবে না।

এইভাবে তাহাদের জন্য তাওরাত ইঞ্জিল ও যাবুর পাঠ করাও মাকরূহ হইবে। কোন শিক্ষয়িত্রীর যদি হায়েয হয় তবে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার সময় এক একটি করিয়া বাক্য বা আয়াতের অংশ উচ্চারণ করিবে এবং দুইটি বাক্যের মাঝখানে বিরত থাবিবে। তাহক্কীক বা বিশ্লেষণ করিয়া পড়াইতে পারিবে। দোওয়ায়ে কুনুত পড়াতে মাকরূহ হইবে না। তাহাদের জন্য দোওয়া পড়া ও আজানের উত্তর দান করা যায়েজ আছে।

৬। তাহাদের জন্য কোরআন শরীফ স্পর্শ করা হারাম। হাঁ গিলাফসহ স্পর্শ করিতে পারিবে যদি উহা কোরআন শরিফ হইতে আলাদা করা যায়। এইভাবে কোরআনের পার্শ্ব বা পাতার সাদা জায়গায় কোন আয়াত লিখা না থাকিলেও উহাও স্পর্শ করা নিষেধ।

পরনে যে কাপড় আছে সেই কাপড় দ্বারা পর্দা করিয়া কোরআন স্পর্শ করাও এ অবস্থায় জায়েজ নাই। তফছির, ফিক্বাহ ও হাদিছের কিতাব এ অবস্থায় স্পর্শ করাও মাকরূহ হইবে। অবশ্য ছাত্রী ও শিক্ষীকার জন্য এঅবস্থায় এসব কিতাব জরুরাতানস্পর্শ করা, পড়া ও লিখা দুরস্ত

www.pathagar.com

আছে।ইমাম আহমাদ ইহাই বলিয়াছেন। ইমাম মোহাম্মাদ বলেন, ঋতুবতী মেয়েগণ কোরআনের হাফেযা হইলে ঋতুকালীন ও নেফাছ কালীন সময়ে আওয়াজ করিয়া কোরআনশরীফ না পড়িলে হেফয ভুলিয়া যাওয়ার আশংকা হইলে আওয়াজ করিয়া জরুরাতান তিলাওয়াত করিতে পারিবে। ঐগুলি পিরহানের আস্তিনের দ্বারা স্পর্শ করা যাইবে।

কোন পূর্ণ আয়াত যদি টাকা, পাথর বা অন্য কিছুতে লিখা থাকে তবে উহাও তাহাদের জন্য স্পর্শ করা যায়েজ হইবে না। ক্বোরআনের উচ্চারণ যদি পার্শী ভাষায় বা বাংলা ভাষায় ও অন্য যে কোন অনারবী ভাষায় লিখা থাকে তবে তাহাদের জন্য স্পর্শ করা মাকরূহ হইবে। ক্বোরআন ছাড়া এরূপ বই স্পর্শ করা যাহাতে আল্লাতালার যিকির আছে ফতুয়া আছে, উহাতে কোন দোষ নাই।

তাহাদের জন্য ক্বোরআনের আয়াতের দিকে লক্ষ্য করাতে দোষ নাই। অবশ্য এরূপ লিখা হইলে, যাহার কোন ছতরে ক্বোরআনের আয়াত থাকে, যদি উহা নাও পড়ে তথাপি উহা লিখা মাকরূহ হইবে। ফরজ গোছল ওয়ালা ব্যক্তির জন্য, কাগজ যদি মাটিতে থাকে এবং স্পর্শ না হয় ও পূর্ণ আয়াত না হয় তবেও লিখা নিষিদ্ধ। ছোটদের যদি অজু না থাকে তবে তাহাদেরকে ক্বোরআন অর্পণ করা জায়েয আছে। ছাত্রীগণের হায়েয নেফা থাকা অবস্থায় আবশ্যকীয় পরীক্ষার সময় জরুরাতান তাফসীরে ক্বোরআন, হাদিছ, ফেকাহ্ ও উছুলের বিষয়াদির কিতাবাদি স্পর্শ করিতে পারিবে। মৌখিক পরীক্ষায় দলিল সমূহ বলিতে পাড়িবে ও উত্তর পত্রে লিখিতে পারিবে

৭) হায়েজ ও নেফাছের অবস্থায় লজ্জা স্থানে সহবাস করা হারাম। অবশ্য এ অবস্থায় স্বামী চুম্বন করিতে পারিবে ও হাটু ও নাভির মধ্যস্থান সহ সমস্ত শরীরে আলিঙ্গন ইত্যাদি করিতে পারিবে। যদি এ অবস্থা জানা থাকা সত্বেও স্বামী লজ্জা স্থানে সহবাস করে তবে তাহাকে তওবা ও এস্তেগফার করিতে হইবে। একটি স্বর্ণ মুদ্রা (চারমাসা) বা উহার অর্ধেক আল্লাহর ওয়াস্তে এই পাপের জন্য দান করা মুস্তাহাব। (স্বর্ণ মুদ্রা না পাইলে যাহা পারে তাহা খয়রাত করিবে)

৮) হায়েজের রক্ত বন্ধ হওয়া মাত্রই গোছল করা ওয়াজেব হইবে। যদি হায়েজ অবস্থায় দশ দিন অতিবাহিত হয় তবে গোছলের পরে সহবাস করা মুস্তাহাব। দশদিনের কম সময়ে যদি স্রাব বন্ধ হইয়া যায় তবে গোছলের পূর্বে এবং এক ওয়াক্ত নামাজের শেষ ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত সহবাস যায়েজ হইবে না।

www.pathagar.com

স্ত্রীর সব সময় যে আদতে স্রাব হয় সেই আদত ছাড়া কোন স্রাব বন্ধ হইয়া গেলে সে সময় সহবাস করা মাকরূহ হইবে। যদিও গোছল করিয়া থাকে, হাঁ তাহার আদত অনুযায়ী সময় অতিবাহিত হইতে হইবে। অবশ্য স্ত্রী সতর্কতা মূলক নামাজ ও রোজা আদায় করিতে থাকিবে। স্রাব যদি দশদিনের কম সময়ে বন্ধ হইয়া যায় এবং পানি না পাইয়া তায়াম্মুম করিলে সহবাস করিতে পারিবে না। অবশ্য এক ওয়াক্ত নামাজ পড়িলে পারিবে। এ সময় যদি পানি পাইয়া থাকে ক্বোরআন পাঠ করা হারাম হইবে। অবশ্য সহবাস করা যায়েজ হইবে।

যে মেয়ের প্রথম হায়েজ হইয়া বন্ধ হইয়া গেল বা যে মেয়ের আদত মত হায়েজ না হইয়া বন্ধ হইয়া গেল ও পবিত্র হইল তবে সেই মেয়ে তাহার অজু এবং গোছল করাতে এক ওয়াক্ত নামাজের শেষ সময় পর্যন্ত যখন নামাজ পড়া মাকরূহ না হয় সে পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক।

হায়েজের হেকমত পাঁচটি- ১) ইদ্দত শেষ হওয়া ২) জরায়ু পরিস্কার হওয়া ৩) বালেগ হওয়া ৪) ছুন্নাতী তালাক্ব দেওয়ার ফরক হওয়া ৫) যে হারে কাফ্যারায় ধারাবাহিক রোজা রাখা। হায়েজ ও নেফাছের সময় ছুবহানআল্লাহ , আলহামদুলিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লালালাহ, আল্লাহু আকবার, আছতাগফিরুল্লাহ ও দুরুদ শব্দ করিয়া পড়িতে পাড়িবে। যে কোন প্রকারের নাপাক পুরুষ ও মেয়েগণ এই কলমা গুলি পড়িতে পাড়িবে। উহাতে কোন গুনাহ হইবে না। অবশ্য পাক অবস্থায় পড়ার চেয়ে ছয়াব কম হইবে।

এস্তেহাযার স্রাবের হুকুম

১।এস্তেহাজার স্রাবের হুকুম সব সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া রোগীর হুকুমের মত, অর্থাৎ উহার কারণে নামাজ, রোজা, সহবাস কোনটারই মানা নাই। কোন মেয়ের স্রাবের আদত কোন একবার ব্যতিক্রম হইলেই এস্তেহাযা ধরা যাইতে পারে। আর তাহইল যদি দশদিনের বেশী না হয়, আর যদি বেশী হয় তবে আদত অনুযায়ী হায়েজের সময় ছাড়িয়া বাকী দিনগুলিকে এস্তেহাযার স্রাব ধরিবে। তখন আদত বদলিল মনে হইবে না। এইভাবে নেফাছ যদি আদত ছাড়া হয় এবং ৪০ দিনের বেশী সময়ের মধ্যে না হয় তবে আদত পরিবর্তন বুঝিবে। আর যদি ৪০ দিনের বেশী হয় অথচ তাহার নেফাছে আদত আছে তবে আদতের দিনগুলিই ধরিবে। শেষ দিনের রক্ত দেখা যাক বা না যাক।

২। যে মেয়ের আদত মোয়াফেক্ব স্রাব হয় তাহার যদি দিন গুণার মধ্যে সন্দেহ হয় তবে সে নিজের দিনের অনুমান করিয়া বাকী দিন

www.pathagar.com

কাটাইবে। যদি অনুমান না করিতে পারে তবে তাহাকে হায়েজ ওয়ালী বা পবিত্র কোনটাই বলা যাইবেনা বরং শতর্কতা মুলক চলিতে হইবে অর্থাৎ হায়েজা মেয়ে যে ভাবে থাকা দরকার সেই ভাবেই থাকিবে আর প্রত্যেক নামাজ আদায় করার পূর্বেই গোছল করিয়া লইবে । এবং ফরজ, ওয়াজেব ও ছুন্নতে মোয়াক্কাদা নসামাজ পড়িবে। নফল পড়িবে না যে নামাজ পড়িবে সেই নামাজ পড়িতে যতটুকু ক্বেরাত পড়া ওয়াজেব ততটুকুই পড়িবে বেশী পড়িবেনা। চার রাকাত ওয়ালা নামাজ হইলে শেষ দুই রাকাতেও ক্বেরাত পড়িবে।

৩।হায়েজের অবস্থায় রমজানের রোজায় দিনের বেলায় ইফতার না করাই উত্তম। রমজার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ঐদিনগুলির ক্বাজা করিবে। হায়েজ যদি রাত্রে আরম্ভ হয় তবে (কমপক্ষে) বিশদিনের রোজা ক্বাজা করিবে। আর যদি দিনে আরম্ভ হইয়া থাকে তবে ২২ দিনের রোজা ক্বাজা করিবে। (শতর্কতা মূলক) লাগালাগি বা ফাক দিয়া উভয় ভাবেই ক্বাজা করিতে পারিবে।

৪। যে প্রসবীনির নেফাছের নিদ্দিষ্ট দিনের আদত থাকে কিন্তু শেষ বারের প্রসবের সময় আদতের দিন সমূহ মনে নাই তবে ৪০ দিন পর পবিত্র হইলে তাহার জন্য কোন নামাজ ক্বাজা করিতে হইবে না।

৫। অকালে সন্তান প্রসব হইলে সেই সন্তানের যদি কোন আকৃতি আছে কি নাই উহাতে সন্দেহ হইলে এবং সেই সন্তান প্রসব হইলে

। এই অবস্থায়

স্রাব হইতে থাকিলে সেই স্রাব যদি সেই মেয়ের প্রতি মাসের প্রথম দিক দিয়া হয় তবে সেই প্রসবিনী তাহার প্রতিমাসের স্রাবের দিনগুলির সংখ্যায় নামাজ পড়িবেনা।

৬। ঐ দিনগুরি অতিবাহিত হইলে প্রতিমাসে যতদিন পবিত্র থাকিত ঐ দিনগুলোতে স্রাব সহই নামাজ পড়িতে থাকিবে যদি চল্লিশ দিন পূর্ণ হইয়া থাকে। তারপর আবার যখন মাসিক স্রাবের তারিখ আসে তবে ঐ দিনগুলোতে নামাজ পড়িবেনা।তারপর যদি নেছাফের দিনগুলি অতিবাহিত হইয়া যায় তবে গোছল করিয়া নামাজ আদায় করিবে।উল্লেখিত প্রসবের স্রাব যেহেতু হায়েয ও নেছাফ উভয়েরই হইতে পারে তাই এরূপ হুকুম।

৭। আর যদি প্রতিমাসের স্রাবের সময়ের শেষে অকালে প্রসব করিয়া থাকে তবে প্রতিমাসের পবিত্র থাকার দিনসমূহের নামাজ পড়িবে তারপর যখন হায়েজের দিন সমুহ আসিবে তখন আবার নামাজ বাদ রাখিবে।

www.pathagar.com

৮। মোট কথা সন্দেহের উপর কোন মাছআলা নাই বরং শতকর্তা সব কাজেই গ্রহণ করিতে হইবে। স্রাবের ওজর অবশ্য প্রতি এক ওয়াক্ত নামাজের পুর্ণ সময় হইতে হইবে আর না হয় কিছু সময় হইলে সেই নামাজ পড়িতে হইবে। (আলমগীরী)

কোরআনেকারীম ও স্ত্রী সংস্পর্শ

১। আল্লাহ তায়ালা বলেন "এবং তাহারা ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল উহা অশুচি, অতএব ঋতু কালে স্ত্রীলোক দিগকে পৃথক করিও এবং যে পর্যন্ত তাহারা পবিত্র নাহয় তাহাদের নিকট যাইওনা, অনন্তর যখন তাহারা পবিত্র হইয়া স্নান করিবে তখন তোমাদের প্রতি আল্লাহ যে স্থান দিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন সেই স্থান দিয়া তাহাদের নিকট যাইও, নিশ্চই আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থীগণকে এবং শুদ্ধাচারীদিকে ভালবাসেন। তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ, অতএব যে রূপে ইচ্ছা কর স্বীয় ক্ষেত্রে গমন কর, এবং স্বীয় জীবনের (মুক্তির) জন্য আগে পাঠাও এবং আল্লহকে ভয় কর এবং জানিও নিশ্চই তোমরা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎকারী এবং বিশ্বাসীগণকে সুসংবাদ দান কর।" (বাক্বারা ২২২-২২৩ আয়াত)

২। 'তাহারা তোমাদের আবরন স্বরূপ এবং তোমরা তাহাদের আবরন স্বরূপ।'(আল-কোরাণ)

৩। মুল্লাজীউন(রাঃ) তাফছীরে আহামাদিতে নিম্নলিখিত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন।

ফাল-আনবা শিরুহুন্না ওয়াবতাগু মা কাতাবাল্লাহু লাকুম। অর্থ- এক্ষনে তোমরা তাহাদের (স্ত্রীগণের) সহিত সম্মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা রাখিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান কর।

ব্যাখ্যা (ক) তোমরা স্ত্রীগনের সহিত মিলিত হও এবং তোমাদের জন্য যাহা লিখা হইয়াছে তাহা চাও ও বংশবৃদ্ধি কর। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর মিলনের পর এরূপ জন্ম হওয়া ও বংশ বৃদ্ধি করা যে সন্তান লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিবে উহা দ্বারা ইছলাম শক্তিশালী হইবে। কেননা রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন- 'বিবাহ কর, সন্তান প্রসব কর, বংশ বৃদ্ধি কর, কারণ ক্বিয়ামাতের দিন আমি আমার বেশী উম্মতের গর্ব করিব যদিও উহা (ভ্রুন) অসম্পুর্ন সন্তান হউক না কেন। বিবাহের উদ্দেশ্য প্রাণী সমুহের ন্যায়, না যে, শুধু কাম উত্তেজনাকে প্রশমিত করা।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা (খ) অর্থাৎ তোমরা তোমাদের স্ত্রীগনের নিকট পবিত্র অবস্থায় সামনের রাস্তায় গমন কর যাহা তোমাদের ক্ষেত্র, সন্তান ও বংশ বৃদ্ধির স্থল।

হায়েজের অবস্থায়লজ্জাস্থানে বা অন্য যে কোন সময়ে পায়খানার রাস্তায় গমন করিও না। কেননা উহাতে একমাত্র কামউত্তেজনা প্রশমিত করা ছাড়া আর কিছুই হয়না। অথচ কাজটি জঘন্য।

ব্যখ্যা (গ) তোমরা একমাত্র তোমাদের স্ত্রীগনের সহিত ও তোমাদের খরীদা দাসীগণের সহিত মিলিত হও অন্যান্য মেয়েগণের সহিত নাজায়েয ভাবে মিলিত হইওনা। কেহ বলেন যে সন্তান হওয়ার ভয়ে লজ্জাস্থানের বাহিরে বীর্যপাত করার অর্থ উহাকে নিষেধ করা হইয়াছে। (তফছীরে মুল্লাজীউন ৫৮ পৃষ্ঠা)

৪। আল্লাহ তায়ালা বলেন "ফাআতুহুন্না মিনহাইছু আমারা কুমুল্লাহু"

"তাহারা যখন পবিত্র হইবে তখন আল্লাহ তোমাদিগকে যে স্থান দিয়া গমন করার নির্দেশ দিয়াছেন সেই স্থান দিয়া তাহাদের নিকট গমন কর।"

ব্যাখ্যাঃ-তোমাদের স্ত্রীগণের নিকট যাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে স্থানকে নির্দ্দিষ্ঠ করিয়া দিয়াছেন উহা হইল (লজ্জাস্থান) সামনের রাস্তা যাহা ক্ষেত্র স্বরূপ ঐ রাস্তায় যাওয়া তোমাদের উপর ওয়াজেব।(তাফছীরে মুল্লাজীউন ৮৪পৃঃ)

৫। আল্লাহ তায়ালা বলেন-'নিছাউকুম হারছুল্লাকুম ফাতু হারছাকুম আন্নাশি'তুম।'

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত্র স্বরূপ অতএব যে ভাবে ইচ্ছা স্বীয় ক্ষেত্রে গমন কর।"

ব্যাখ্যাঃ- ইহুদীগণ মনে করিত যে কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়ার সময় স্ত্রী শুইয়া থাকে এবং স্বামী তাহার পিছনের দিক দিয়া সামনের রাস্তার বীর্যপাত করে তবে সন্তান মোঠা তাজা হয়। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত আয়াত নাজেল করেন। এবং বর্ণনা করেন যে ইহুদীগণের ধারণা সম্পুর্ণ ভুল, তাই তোমরা যে ভাবে ইচ্ছা তোমাদের স্ত্রীগণের সহিত মিলিত হও। অবশ্য ক্ষেত্র ঠিক রাখিতে হইবে। আর আসন পরিবর্তনে কোন বাধা নাই। তাই স্ত্রীকে শুয়াইয়া, সামনা সামনী, কাত করিয়া, দাড় করাইয়া, বসাইয়া, উপরে রাখিয়া, স্নব অবস্থায়ই মিলন কার্য সমাধা করা যায়।(তাফছীরে মুল্লাজীউন ৮৪পৃঃ)

www.pathagar.com

তফছিরে হক্কানিতে আছে "উহার মর্ম্ম স্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত হইবার পূর্বে আল্লাহর আরাধনা করিয়া নিজেদের ইহপারলৌকিক জীবনের কল্যাণের জন্য তাহার প্রসন্নতা সম্পাদন করা।

স্ত্রী সংসর্গ ও হাদীছ

১। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন আদম ও হাওয়া (আঃ) বেহেস্তে থাকা কালীন তাহাদের মধ্যে সঙ্গম হইতনা তাহাদিগকে যখন পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হইল তখন প্রত্যেকে আলাদা ভাবে ঘুমাইতেন। এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) আসিয়া আদম (আঃ) তাহার বিবির নিকটে কি ভাবে যাইবে তাহা শিক্ষা দিয়া মিলিতে হুকুম করিলেন।

আদম (আঃ) যখন হাওয়া (আঃ) এর সহিত মিলিলেন তারপর জিব্রাইল (আঃ) আসিয়া আদমকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার স্ত্রীকে কেমন পাইয়াছ ? আদম (আঃ) বলিলেন "ছালেহাতুন ইনশাআল্লাহ "অর্থাৎ আল্লাহ ছাহেত ভালই পাইয়াছি। (কাশফ) অন্য বর্ণনায় আছে যে বেহেস্তেই ক্বাবীল আম্মাজান হওয়া (আঃ) এর পেটে ছিলেন।

২। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, স্ত্রীগণ পুরুষগণ হইতে ৯৯ গুন লয্‌ত (তৃপ্তি) বেশী পায় কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহাদের মধ্যে বেশী লজ্জা দেওয়ার কারণে তাহা প্রকাশ পায় না। (কাশফ)

ছাহাবায়ে কেরাম এক বিবির সহিত মিলার সময় অন্য বিবি উহা দেখা বা শুনাকে মাকরূহ মনে করিতেন। (কাশফ)

৩। রাছুলুল্লাহ (দঃ) পরমাইয়াছেন "জিব্রাইল (আঃ) আমাকে একটি পেয়ালায় কিছু খাদ্য দিলে আমি উহা খাইলে আমাকে ৪০ জনের সমান মিলনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। আরও বর্ণিত আছে যে ৪০ জন বেহেস্তী লোকের সমান শক্তি দেওয়া হয়। একজন বেহেস্তীর শক্তি হইল দুনিয়ার ১০০জনের সমান তা হইলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর দুনিয়ার চার হাজার লোকের শক্তি ছিল। (হুলিয়া)

৪। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমাদের কেহ যখন আপন বিবির সহিত মিলিত হও তখন যথা সম্ভক পর্দার আড়ালে মিলিও। তোমরা দুইটি গাধার বা উটের ন্যায় নগ্ন অবস্থায় মিলিবে না। কেননা তোমাদের সহিত এরূপ ফেরেস্তা আছে যাহারা কোন সময়েই তোমাদের নিকট হইতে সরেনা। অবশ্য পেশাব ও পায়খানায় যাওয়ার সময় বা স্ত্রীর সঙ্গে মিলার

www.pathagar.com

সময় সরিয়া থাকে। তাই তোমরা ঐ ফেরেস্তাগণকে লজ্জাবোধ কর। এবং তাহাদেরকে সম্মান কর।(ঐ)

আরও বর্ণিত আছে যে, তোমরা যখন সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়া যাও তখন ফেরেস্তাগণ চলিয়া যায় এবং তাহাদের স্থলে শয়তান হাজির হয়। (ঐ)

৫। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " তোমাদের মধ্যে কেহ যদি তাহার বিবির সহিত মিলে তবে বিবির তৃপ্তিলাভ করার পূর্ব পর্যন্ত তাহার সিকট হইতে আলাদা হইবে না। (ঐ) রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "জুলুমের কথা এই যে স্ত্রীকে খেলাধূলার দ্বারা পুলকিত না করিয়া তাহার সহিত মিলিত হওয়া। (ঐ)

৬। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ)বলেন "আমি রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর লজ্জাস্থান কখনও দেখি নাই আর তিনিও আমার লজ্জাস্থান কখনও দেখেন নাই। (উহাতে মহব্বত বেশী হয় এবং দেখাদেখি করিলে মহব্বত ও আকর্ষণ ভোঁতা হইয়া যায়।)

৭। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, স্ত্রীর উচিত তাহার স্বামীর জন্য মিলনের পূর্বে একটি কাপড়ের টুকরা যেন তৈয়ার রাখে। মিলন কার্য শেষ হইলে সেই টুকরা কাপড় দ্বারা প্রথমে স্ত্রীর লজ্জাস্থান মুছিয়া ফেলিবে তার পর স্বামীকে মুছিতে দিবে। আধুনিক যৌন বিজ্ঞানীগণও তাহাই বলেন। কেননা ঐ সময় ঠান্ডা বা গরম পানির দ্বারা লজ্জাস্থান ধৌত করা উচিৎ নয় বরং কিছুক্ষণ পর ধৌত করা চাই। (I.M)

৮। ইব্রাহীম নখয়ী (রাঃ) বলেন," যে ব্যক্তি কোন মেয়ের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিল আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার দিকে নজর করিবেন না। (স্ত্রী ব্যতীত অন্য [illegible] লজ্জাস্থান দেখা।) (ঐ)

৯। আমীর মাবীয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, " আমাকে চন্দ্রমাসের প্রথম তারিখে স্ত্রীর সহিত মিলিতে নিষেধ করা হইয়াছে (ঐ)।

১০। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের অরাজিতে তাহাদের সহিত মিলিওনা।

(ঐ) (উহাতে উভয়ের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হয় তাহা সবারই জানা।)

১১। খালিফা আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রীর সহিত মিলনের সময় বেশী কথা বলিও না। কারণ উহাতে সন্তান বাক শক্তিহীন হয় বা থুথলা হয়।"

www.pathagar.com

১২। আয়েশা (রাঃ) বলেন," আমি রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট কোন আপত্তি করিলে তিনি তাহাতে রাজি হইতেন। তিনি আমাকে কোলে টেনে টেক দিয়া কোরআন পড়িতেন। (কাশফ)

১৩। স্ত্রীর সহিত মিলনের সময় মাথায় ও কোমরে কাপড় থাকা চাই। দাঁড়ানো অবস্থায় মিলিবেন না। উহাতে শরীর দুর্বল হয়ে যায়; পার্শ্বে শুইয়া মিলিবে না উহা উত্তম নহে তবে জায়েয আছে। তদ্রুপ স্বামী চিত হইয়া মিলিবেন না। বেশী গরম বা বেশী শীতের সময় মিলিবেন না, পেশাব পায়খানার হাজত থাকিলে মিলিবেন না, উহাতে পাথরী ও অশ্ব রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পেট ভরা আবস্থায় মিলিত হইলে (এরক্বান) পান্ডুরোগ হওয়ার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এইভাবে সিঙ্গা লাগাইয়া (ক্ষৌর কার্য করার পর) রক্ত বাহির করিবার বা কোন ঔষধ পান করার পর মিলিলে ছাল্ল (ক্ষয় রোগ) ও চোখে পর্দা পরার রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। উল্লিখিত আবস্থাগুলি ছাড়াও আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমাদেরকে রাত্রির প্রথম দিকে ও গোছলখানা হইতে বাহির হইয়াই মিলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বর্ণিত আছে যে কোন স্বামী যখন তাহার স্ত্রীর দুই হাত ও পায়ের মাঝখানে বসিয়া মিলিত হয় তবে তাহাদের উপড় গোসল ফরজ হইয়া যায়।

(কাশফুল গুম্মা আনাজামিলইল উম্মা)

উল্লিখিত অবস্থাসমূহে সহবাস করিলে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুযায়ী কমবেশ স্বাস্থ্যে হানি হইয়া থাকে। অবশ্য মিলন জায়েয আছে।

মিলন পূর্বের ১ম দোয়া

ইমাম গাযযালী (রাঃ) বলেন, " মিলিবার পূর্বে বিছমিল্লাহ বলিয়া ছুরায়ে এখলাছ পাঠ করিয়া আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করিয়া নিম্নের দোয়া পড়িয়া লওয়া মুস্তাহাব।" হে আল্লাহ আপনি যদি আমার মেরুদন্ড হইতে বংশ বৃদ্ধি করতে চান তবে উহাকে পবিত্র বংশে রুপান্তরিত করুন।(এহয়া)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, " তোমাদের যে কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিতে চায় তবে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করিয়া লইলে সেই মিলনে যদি কোন সন্তান জন্ম হয় তবে সেই সন্তানকে শয়তান কোন সময়ই ক্ষতি করিতে পারিবে না।(বুখারী)

www.pathagar.com

(দোয়াটি পড়ে মিলনের পূর্বের দ্বিতীয় দোয়া নামে উল্লেখ করিয়াছি)

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন বর্তমানে মিলনের পূর্বে কয়জন এই দোয়া পড়িয়া থাকেন। তাই দেখা যায় প্রায় সন্তানই জন্মগতভাবে শয়তানের আছর পাইয়াই বড় হইতেছে তবে সেই সন্তান দ্বারা পিতামাতা বা জাতি কি করিয়া দুনিয়া ও আখেরাতে সর্ব বিষয়ে উন্নতির আশা করিতে পারে। সোলায়মান (আঃ) বলিয়াছিলেন আমার ৯৯ বিবির গর্ভ হইতে ৯৯ টি ছেলে জন্ম নিলে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিবে কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহু তায়ালা বলিতে ভুলিয়া যাওয়ায় তিনি ৯৯বিবির সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরেও মাত্র এক বিবির গর্ভহইতে একটি মাত্র দুর্বল সন্তান পয়দা হয়।

মিলনের পূর্বের দ্বিতীয় দোয়া

বিছমিল্লাহি আল্লাহুমা জান্নিবনা শ্বাইতানা ওয়া জান্নিবি শ্বাইতানা মা রাযাক তানা।

অর্থ- আল্লাহর নামের সহিত বলিতেছি, হে আল্লাহ অমাদেরকে শয়তান হইতে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে যে রিযিক্ব দিয়াছেন উহা হইতে শয়তানকেও দূরে রাখুন। (বুখারী)

(স্বামী স্ত্রী উভয়েই এই দোয়া পড়িয়া লইবে)

বীর্যপাতের পূর্বের দোয়া

ইমাম গাযযালী (রাঃ) বলেন , "বীর্যপাতের পূর্বক্ষণে ঠুঁট না নাড়াইয়া এই দোয়া পড়িবে-

উচ্চারণ- আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী খালাক্বা মিনাল মাই বাশারান ফাজায়ালাহু নাছাবাও ওয়া ছিহরা।

অর্থ- সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি পানি হইতে মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে শ্বশুর ও দুলহার বন্ধন করিয়াছেন।(এহয়া)

বীর্যপাতের পরের দোয়া

বীর্যপাতের পর নিম্নের দোয়া পড়ার নির্দেশ হাদীছ বর্ণিত আছেঃ-

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা লা তাজয়াল লিশ্বায়তানি ফীমা রাযাক্বতানী নাছীবা।

www.pathagar.com

অর্থঃ- হে আল্লাহ আপনি আমাকে যে রিযিক দিয়াছেন উহাতে শয়তানের কোন অংশ যেন না থাকে। (হেছনে হাছীন)

মিলনের পূর্বের কাজ

১। ইমাম গাযযালী (রাঃ) বলেন," কোন কোন আহলে হাদীছ মিলনের সময় এতটুকু আওয়াজের সহিত তকবীর বলিতেন যে বাড়ীর মানুষ তাহা শুনিতে পাইত। তারপর মিলনের সময় ক্বেবলার সম্মানার্থে ক্বেবলা হইতে ফিরিয়া লইতেন। নিজের এবং স্ত্রীর শরীর কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া লইতেন এবং আওয়াজ ছোট করিতেন এবং বিবিকে ধীরস্থির থাকিতে বলিতেন।

২। মিলনের পূর্বে স্ত্রীর সহিত খুশ গল্প ও চুম্বন ইত্যাদি করিয়া উভয়ের যৌন উত্তেজনা জাগাইয়া মিলিতি হওয়া অত্যন্ত দরকারী।

৩। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমাদের কেহ তাহার স্ত্রীর উপর চতুস্পদ প্রাণীর ন্যায় পতিত হইবে না এবং মিলনের পূর্বে রাছুল পাঠাইয়া লইবে।" ছাহাবাগণ রাছুল শব্দের অর্থ জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন "উহা হইল চুমু খাওয়া, মিষ্টি কথা বলিয়া লওয়া।"

(এহ্য়া)

৪। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " তোমাদের তিনটি বিষয় পুরুষের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। ১) যাহার সঙ্গে দেখা করিতে ভাল মনে করে তাহার সঙ্গে দেখা হইলে তাহার নাম ও বংশ জানার পূর্বে তাহাকে ছাড়িবে না। ২) কোন ব্যক্তি তাহাকে কিছু দিয়া সম্মান করিলে তাহার সম্মানকে ফিরাইয়া না দেওয়া অর্থাৎ আতর ইত্যাদি দান করিলে উহা ফিরাইয়া না দেওয়া। ৩) কোন মানুষ তাহার খরীদা দাসী বা স্ত্রীর সহিত মিলনের পূর্বে কাম উত্তেজক কথা না বলিয়া প্রণয় আলাপে মত্ত না হইয়া সহবাস করিলে নিজের তৃপ্তি মিটাইল অথচ স্ত্রীর কাম উত্তেজনা প্রশমিত হইল না ঐসব হইল অসহনীয় ব্যাপার। (এহয়া)

রাছুলুল্লাহ সাঃ জবের (রাঃ) কে বলিলেন, তুমি যদি তোমারই মেয়েকে বিবাহ করিতে তবে সে তোমাকে হাসাঁইত ও তুমি তাহাকে হাসাঁইতে এবং সে তোমাকে কামড়াইত আর তুমি তাহাকে কামড়াইতে।

মিলনের তারিখ ও সময়

১। ইমাম গাযযালী (রাঃ) বলেন "প্রত্যেক মাসে তিনটি তারিখে সহবাস করা মাকরূহ। ১) প্রতি চন্দ্র মাসের প্রথম তারিখ, ২) ১৫ই তারিখ

www.pathagar.com

ও ৩) শেষ তারিখ। খালিফা আলী , মাবিয়া ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে উল্লিখিত তারিখে মিলিত হওয়া মাকরূহ বলিয়া বর্ণিত আছে। আধুনিক মতবাদে বিশ্বাসীগণ কোন তারিখকে অনুপযোগী মনে করেন না। এসব কথা বিজ্ঞানের আওতার সম্পুর্ন বাহিরে।

জুময়ার দিন ও রাত্রের মিলনকে আলেমগণ মুস্তাহাব বলিয়াছেন, কেননা হাদীছে এ সম্বন্ধে ফযীলাত বণির্ত আছে যাহার ব্যাখ্যা পরে লিখা হইয়াছে।

২। প্রতি চারদিনে একদিন মিলিত হওয়া উচিত, অবশ্য স্বাস্থ্যগত কারণে মিয়াদের কমবেশী ও করিতে পারিবে।

৩। হায়েয ও নেফাছের অবস্থায় মিলিবে না কারণ এই সময় মিলিলে স্বামী স্ত্রীর উভয়েরই রোগ হইতে পারে। এ অবস্থায় মিলন সম্পুর্ণ হারাম । এ অবস্থায় মিলন হইলে সন্তানের মধ্যে কুষ্ঠ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। (এহয়া)

৪। সামনের রাস্তা ব্যতীত পিছনের রাস্তায় মিলা সম্পূর্ণ হারাম। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পিছনের রাস্তায় মিলিও না কারন এইরূপ মিলনকারীদের উপর আল্লাহতায়ালার লানত।(নাছায়ী)

যাহারা পুরুষে পুরুষে বায়ু পথে মিলিত হয়,তাহাদের উপরে অভিশাপ হওয়ার কথা আরও অন্যান্য হাদিছে উল্লেখ আছে।

আধুনিক যৌন বিজ্ঞানীগণও উল্লিখিত দুই পথে সহবাস করাকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

৫। স্বামীর কাম উত্তেজনা হইলে এ অবস্থায় স্ত্রীর হায়েয থাকিলে ও অন্য স্ত্রী না থাকিলে স্বামী ইচ্ছা করিলে জরুরাতান স্ত্রীর হাত দ্বারা হস্তমৈথুন করাইয়া বীর্যপাত করিতে পারিবে। (কাজ্জ)

৬। হায়েযের অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর লজ্জাস্থান ও পায়খানার রাস্তা ব্যতীত অন্যান্য যৌনাঙ্গে খেলাধূলার মাধ্যমে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে। তাহার সঙ্গে এক সাথে খাইতে ও থাকিতে পারিবে। স্বামী স্ত্রী এ অবস্থায়ও একে অন্যের মুখের লালা খাইতে পারিবে। (নাছায়ী)

৭। একবার মিলন হইলে দ্বিতীয়বার আবার মিলিতে চাহিলে গোছল করিয়া লওয়াই উত্তম, অবশ্য মাঝে ওজু করিয়া লওয়াও জায়েয আছে এমন কি শুধু লজ্জাস্থান ধুইয়াও দ্বিতীয় বার সহবাস করিতে পারিবে। অবশ্য দ্বিতীয়বার সহবাসের সময় অন্ততঃ ল জ্জাস্থান ধুইয়া লওয়া চাই। (মাওয়াত্বা নাছায়ী)

www.pathagar.com

৮। একই বিবির সহিত বার বার মেলামেশা করিলে প্রতিবারই পেশাব করিয়া লজ্জাস্থান ধুইয়া নেওয়া ভাল। আর না ধুইলেও জায়েয হইবে। অবশ্য একাধীক বিবির সহিত মেলামেশা করিলে স্বামী পেশাব করিয়া লজ্জাস্থান ধুইয়া অন্য বিবির সহিত মিলিত হইবে।

৯। স্বপ্নদোষ হইলে পেশাব না করিয়া ও লজ্জাস্থান না ধুইয়া মিলিবে না। কারণ উহাতে সন্তান হইলে সেই সন্তান পাগল হইলে বা বুদ্ধিহীন হইলে নিজেরাই দায়ী হইবে। (বুস্তানুল আরেফীন)

উহা হইতে বুঝা যায় যে একবার সহবাসের পর দ্বিতীয়বার সহবাসের পূর্বে পেশাব করিয়া লওয়া ভাল।

কি অবস্থায় মিলিবে

ভরপেটে মিলিলে সেই সন্তান ভারী আত্মা ও ভারী শরীর লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। আর পেট খালী অবস্থায় মিলিলে সেই সন্তান পাতলা আত্মা ও শক্তিশালী দেহ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে।
(অর্থাৎ সন্তান অলস বা চঞ্চল হইবে ইহা বিজ্ঞান সম্মত।)

কোন বিবির চোখে অসুখ থাকিলে উহা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত রাছুলুল্লাহ (দঃ) তাহার সহিত মিলিতেন না। (কাশফ) তাই যে কোন অসুখের সময় উভয়েই মিলিত না হওয়াই উত্তম। ইহা বিজ্ঞান সম্মত।

পেট ভরা অবস্থায় ও বৃদ্ধা স্ত্রীর সহিত মিলিলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি আছে এমন কি তাড়াতাড়ি মৃত্যু হইতে পারে। (বুস্তান) আধূনিক যৌন বিজ্ঞানীগণ এসব ব্যপারে একমত।

মিলন কার্য্য হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইবে না বরং ডান করটে শুইবে কারণ উহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ইহাও বিজ্ঞান সম্মত।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "হায়েযের অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করিলে সেই সহবাসে শয়তানও অংশ নেয় এবং কোন সন্তান হইলে ঐ সন্তানে শয়তানের অংশ থাকে (আকামুল মারজান) বিজ্ঞানীগণ ইহাতে নীরব। (কারন তাহারা জ্বিন জাতীর অস্তিত্ব স্বীকার করেনা।)

স্ত্রীকে কাম উদ্দেজনায় উত্তেজিত না করিয়া ও না দেখিয়া মিলিত হইবে না কারণ উহাতে উভয়ের স্বাস্থ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।এবং সন্তানকে পুর্ণ দেহ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে অসুবিধা হয়।

মিলনের সময় উভয় একেবারে উলঙ্গ থাকিলে সন্তান জন্ম হইলে সেই সন্তান লজ্জাহীন হইতে পারে। অবশ্য একই কাপড়ের নীচে উভয়েই উলঙ্গ অবস্থায় মিলিত হইলে কোন দোস নাই। এমনকি ছোট কক্ষে পাঁচ দশ

www.pathagar.com

যেরার মাফের উভয়েই উলঙ্গ অবস্থায় মিলিতে পারিবে যাহার ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইয়াছে। দাড়ানো অবস্থায় মিলিবেনা কারন উহাতে শরীর বেশী দুর্বল হইয়া যায়। (অবশ্য কোরআনের ভাষায় উহার কোন নিষেধ নাই)

ফুক্বীহ আবুলাইছ কতৃক লিখিত বুস্তনুল আরেফীন কিতাব হইতে গৃহীত।

প্রথমে স্বামী স্ত্রী সম্ভব হইলে উভয়ে মেছওয়াক করত ওযু করিয়া নিবে।

আদাবে মোবাশেরাতে আছে ঃ-"বিছমিল্লাহ বলে শুরু করা মোস্ত াহাব প্রথমে পড়তে ভুলে গেলে স্মরন আসা মাত্র মনে মনে পড়ে নিবে।"

"সর্বপ্রকার দুর্গন্ধ হতে মুক্ত হতে চাই সেটা শারীরিক হোক এলকোহলের হোক বা অন্যান্য নেশাদ্রব্য যেমন সিগারেট প্রভিতি। যার ঘ্রান বিতৃষ্না জাগায় ও বিরক্তি আনে।"

"সহবাসকালে পুরোপুরি দিগম্বর তথা উলঙ্গ হওয়া যাবে না। সহবাসকালে কেবলা মুখি হওয়া মাকরূহ।"

"স্বামী তার বীর্য স্খলনের পর তৎক্ষণাৎ পৃথক হয়ে যাবে না, কিছুক্ষন অপেক্ষা করা উচিৎ যাতে স্ত্রীর বীর্যস্খলনও হয়ে যায়।"

খালিফা আলী (রাঃ) বলিয়াছেন "সহবাসের আগ্রহ হইলে উক্ত নিয়ত করিবে যে, এই সহবাস দ্বারা আমি জিনা (ব্যাভিচার) থেকে বিরত থাকবো। মনে বিনোদন ও প্রশান্তি লাভ হবে অন্য কোথাও ছুটোছুটি করবো না। তাহলে উক্ত ব্যক্তি নিশ্চিত ছাওয়াবের অধিকারী হবে"

ইমাম গাজালী (রাঃ) লিখেন "অলী জুনাইদ বাগদাদী (রাঃ) বলতেন আমার কাছে সহবাসের প্রয়োজনীয়তা অতটুকু যতটুকু প্রয়োজনীয়তা খাদ্যের।"

বাস্তবেও তাই। কেননা তাতে স্বীয় পবিত্রতা বহাল থাকে।বর্ণিত আছে কচিৎ কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হলে যদি সেই রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাও। তখন ঘরে গিয়ে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নাও, কারণ সহবাস অন্তরে কুমন্ত্রনা দুর করে দেয়।" (আল হাদীস)

"তিনি আরো বলেছেন যে, যদি কোন মেয়েলোক পুরুষের সামনে আসে তখন শয়তানের বেশ ধরেই আসে, তাই তোমাদের মধ্যে কেউ কোন মেয়েলোককে দেখে ফেললে এবং সেই মেয়েলোকটি তার কাছে আকর্ষনীয়া

www.pathagar.com

ও রমনাভিলাষী মনে হলে সে ব্যক্তির জন্য নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নেয়াই যুক্তিযুক্ত।"

"রমণীর শরীরে এমন কতগুলো যৌনাঙ্গ রয়েছে যেখানে চুমু দিলে, সুড়সুড়ি দিলে এবং মর্দন করলে রমণীর এক ধরনের আনন্দ অনুভুত হয়। এজন্যই স্ত্রীর বিভিন্ন পাক জায়গায় চুমু খাওয়া এবং চুষা বৈধ। যদি চুষার সময় স্ত্রীর তরল দুধ পেটে চলে যায় তাহলে মাকরূহ হবে। কেননা স্ত্রীর দুধ স্বামীর জন্য মাকরূহে তাহ্‌রীমা। অনেকে মনে করেন আকদ ভেঙ্গে যাবে। এটা একটি মিথ্যা কথা এবং ভিত্তিহীন; যা শরীয়ত অনুমোদন করে না। "

"গর্ভাবস্থায় এবং সন্তানের দুগ্ধ পান অবস্থায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সহবাস করার অনুমতি আছে। কেননা সহবাস দ্বারা নতুন গর্ভ সঞ্চার হয়ে যেতে পারে। গর্ভসঞ্চারের পর স্ত্রীর তরল দুধ বিকৃত হয়ে যায় যা পান করলে সন্তানের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।"

"বস্তুতঃ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা নিজ সন্তানদেরকে গুপ্ত ভাবে হত্যা করবে না, কেননা স্তন্যপানকারী শিশুর উপস্থিতিতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে শিশুর ক্ষতি হয়ে থাকে।" (আবু দাউদ)

"কিন্তু নবী করীম (সাঃ) উক্ত নিষেধাজ্ঞাকে হারামের পর্যায়ভুক্ত করেননি, কেননা, রাছূলুল্লাহ (দঃ) এর যুগে অন্যান্য গোত্রের লোকজন তাদের শিশুরা দুগ্ধ পান কালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করত। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে এতে তাদের কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হত না। স্তন্যপান অবস্থায় স্ত্রী সহবাস নিশ্চিতরূপে নিষেধ করলে তা স্বামীদের জন্য ভীষণ কষ্টকর হয়ে দাড়াত। কেননা স্তন্য পানের সময় সীমা দুই বৎসর পর্যন্ত হয়ে থাকে। এসমস্ত দিক লক্ষ্য রেখে নবী কারীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার ইচ্ছা হয় যে, স্তন্যপানকারী শিশুদের মাতাদের সাথে সহবাস নিষিদ্ধ করে দেই। কিন্তু ইরান এবং ইটালীর লোকদের ব্যাপারে জানতে পারলাম যে, তারা এ রকমই করে থাকে কিন্তু শিশুদের . কোন ধরণের অসুবিধা হয় না।"

"উল্লেখিত হাদীছ শরীফের আলোকে স্তন্যপান কালে ঘন ঘন সহবাস থেকে পুরুষদের অবশ্যই বিরত থাকা উচিৎ এবং অন্যান্য দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি সমূহেরযাহা শরীয়ত বিরুধী নহে উহার জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ। যে রূপে নবী করিম (সাঃ) ইরান এবং ইটালীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি সমূহকে বিবেচনাধীন রেখেছিলেন। "

www.pathagar.com

এজন্য বাচ্চাকে দুদ্ধ পান করানোর জন্য দুই বৎসর পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী উভয়েই স্বাস্থ্য সম্মত কারনে জরুরাতান নেক ডাক্তারের পরার্মশে অস্থায়ী জম্ম নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা নিতে পারিবে।

'তিব্বে নববী' নামক কিতাবেও গবেষক আবু নঈমের 'কিতাবুততিব্ব' এর বরাত দিয়ে উল্লেখ আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খালীফা আলী (রাঃ) কে বলেছেনঃ"হে আলী! মাসের মধ্যরাত্রি স্ত্রী সহবাস করবে না কেননা সেই তারিখে শয়তান বিশেষভাবে উপস্থিত থাকে।"

"শক্রবার বাতে সহবাস করলে সন্তান ন্যায়পরায়ন ও নিষ্ঠাবান হয়ে জন্মগ্রহণ করে। রতিক্রিয়া শেষে উভয়ে তাড়াতাড়ি বিচ্ছিন্ন না হওয়া ভাল। অপেক্ষা করতে হবে যাতে স্ত্রীর ও বীর্যপাত ঘটে যায় নয়তো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি হয়। সহবাস থেকে অবসরের পর উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন কাপড় দিয়ে লজ্জাস্থান পরিস্কার করে নিতে হবে। উভয়ে এক কাপড় দ্বারা পরিস্কার করাতে বিচ্ছেদের কারনও হতে পারে। (রিফাহুল মুসলিমীন দ্রঃ)

"ইসলমী ফেকাহ বিশেষজ্ঞ(রঃ)আবুল্লাইছ তার বুস্তানে লিখেছেন যে,খালীফা আলী (রাঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি এ আশা যে, তার স্বাস্থ্য সুন্দর সুদর্শন ও দীর্ঘকাল অটুট থাকুক তাহলে সে যেন সকালে এবং রাতে আহার করে।" (তিব্বে নববী)

প্রত্যেকেরই নিজ নিজ যৌন ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে সপ্তাহ'দু সপ্তাহ অথবা এক মাস পর মিলিত হওয়া উচিৎ এ বিরতি বর্তমানকালের পরিপেক্ষিতে, কেননা অধিক পুষ্টিযুক্ত ও শক্তিবর্ধক খাবার সবার জন্য সহজলব্ধ নয়। মাওলানা সাঈদ ওসমানী (রাঃ) তার গ্রন্থ রিফাহুল মুসলিমীনে লিখেনঃ চার দিন অন্তর অন্তর এক দু'বার সহবাস করবে অবশ্য স্ত্রীর আগ্রহ হলে এর চেয়ে বেশীতে কোন ক্ষতি নেই কেননা স্ত্রীর সন্তুষ্টি ও তার মনের একাগ্রতা হচ্ছে তার সম্ভ্রম সংরক্ষণের জন্য একান্ত হাতিয়ার।

এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পরামর্শদেওয়া হইল মাত্র, যাতে কোন দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি না হয়। নয়তো অধিক সহবাস থেকে বিরত থাকা সর্বাবস্থায় স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। সহবাস আধিক্যের একটি বড় ক্ষতি হলো শীঘ্র বীর্যস্খল রোগের সৃষ্টি। কেননা তা দ্বারা ও যৌন শক্তি হ্রাস পেয়ে থাকে। আর একটি ক্ষতি হলো গর্ভসঞ্চার হয় না।"

"চিকিৎসা বিজ্ঞানী আল্লামা ইমাম রাযীর মতে অধিক সহবাসের অভ্যাস বুড়োদের থাকলে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় যুবকদের থাকলে যুবককে বৃদ্ধ করে এবং বলিষ্ঠ লোকদেরকে কৃষকায় ও ক্ষীণ করে ফেলে। আর ক্ষণ শরীরধারীদেরকে মৃত্যু শয্যায় শায়িত করে। তাই স্বাভাবিক

www.pathagar.com

কামভাব জাগ্রত হওয়া এবং পরিপূর্ণ উত্তেজিত হওয়া ব্যতীত সহবাস করা অনুচিত।"

"সহবাস ও স্ত্রীর দেহভোগে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে 'যৌনশক্তি' বলে আর এ শক্তি যার যত বেশী হবে সে সহবাসে ততো আনন্দ পাবে। যৌন শক্তির জন্য সে একজন সুপুরুষ। উক্ত শক্তিতে তুলনামূলক যদি পুরুষের শক্তি স্ত্রীর শক্তির চেয়ে কম হয় তখন স্ত্রী অতৃপ্ত থেকে যায়। আর এ ধরনের অতৃপ্ত সহবাস থেকে স্ত্রী অস্বস্তিবোধ, বিষন্নতা, উদাসীনতায় ভোগে যার কারণে স্নায়ুরোগ ও ইন্দ্রিয় রোগে আক্রান্ত হয়। শুধু তাই নয় সহবাসের প্রতি অনীহা এবং স্বামীর প্রতি ঘৃণার উদ্রেক সৃষ্টি হয়। সহবাসের আধিক্যতার ফলে যৌনশক্তি ও হ্রাস পায়, শরীর ও দুর্বল হয়ে যায়। এ সময় স্বামীকে চিকিৎসকের কাছে ধর্ণা দিতে হয়।

এ অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশিত উপদেশ সমূহ পালন করতে হবে। আর ঔষধ ছাড়া শক্তিবর্ধক খাদ্য দ্বারা শারীরিক দুবর্লতা দূর করা অতীব জরুরী।

"সবর্দা সহবাস অন্তে কয়েক লোক্মা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস করলে কখনো সহবাসের ক্লান্তি অনুভূত হবে না। এবং সর্ব প্রকারের দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। পুষ্টিকর খাদ্য মৌসুম বিশেষে, ডিমের হালুয়া, গাজরের হালুয়া গোস্তের পানি মধুযোগ করে খাবে। মধু দিয়ে দুধ অথবা খেজুর-দুধে ফুটিয়ে দুধের ছানার বরফি, দুধের সর প্রভৃতি নিজ নিজ স্বাস্থ্য উপযোগি যাহাই হালাল সহজলভ্য হয়ে থাকে ভক্ষন করিবে। কিছুই পাওয়া না গেলে অন্তত দু'তিন তোলা গুড় হলেও খেয়ে নেয়া উত্তম।"

"অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা ও বীর্যপাত হবার সময় তা আটকে রাখার ফলে প্রশ্রাবের জ্বালা যন্ত্রনা এবং প্রশ্রাবের নালীতে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে থাকে।

"সর্বদা সুশ্রী, তন্বী, তরুণীদের ধ্যান করা, পর্ণোগ্রাফী, অশ্লীল সাহিত্য পাঠ ও ছবি দেখা অশ্লিল ডিশ চ্যানেল দেখা দ্রুত বীর্যস্খলন এর কারণ। আর তার কারণে শুরু হয় শুক্রতারুল্যতার রোগ ও ধাতু দৌর্বল্য।"

"শীঘ্র বীর্যপাতের সমস্যা ঠেকানোর জন্য অধিক টক খাদ্যগ্রহন থেকে বিরত থাকতে হবে।"

"জ্বর অবস্থায় সহবাস করলে শরীরের তাপ আটকে যায় এবং ক্ষয়-জ্বরের রুপ ধারণ করে শরীরে লুকিয়ে থাকে।"

www.pathagar.com

"অন্য কারো ঘরে অথবা এমন কোন স্থানে যেখানে হঠাৎ কারো আগমন করার সম্ভাবনা থাকে সে স্থানে সহবাস করা যাবে না; এরুপ অবস্থায় আনন্দ পাওয়া যায় নাবরং দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।"

"ভরাপেটে সহবাস করলে প্রথমতঃ তড়িত বীর্যপাত ঘটে। দ্বিতীয়তঃ পাকস্থলীর দুর্বলতা, কলিজা ও পেট ফুলে যাওয়া প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হতে থাকে। সহবাস আহার গ্রহণ করার তিন চার ঘন্টা পরে করা ভালো।"

"প্রশ্রাবের বেগের তীব্রতার সময় সহবাস করলে মুত্রথলী এবং মুত্রতন্ত্রের যাবতীয় রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর পায়খানার বেগ থাকলে এবং সে সময় সহবাস করলে অর্শরোগ ও মলদ্বারের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।"

"চক্ষুরোগ চক্ষুউঠাকালে স্ত্রী সহবাস করলে চোখে ঘা এবং সাদা রংয়ের দাগ পড়ে যায়।"

"নেশা ও মদ্যপ অবস্থায় সহবাস করা শরীরের সাধারণ রোগ সৃষ্টির কারন। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা, বাত প্রভৃতি রোগের জন্ম দেয়। "

"যেদিন পুরুষের সহবাসের আগ্রহ সৃষ্টি হয় সেদিন স্ত্রীকে সকাল থেকে অবহিত করতে হবে। যাতে সে নিজ শরীরকে স্বাস্থ্যতার পরিমন্ডল ও ফিগারে নিয়ে আসতে পারে এবং অন্যান্য শারীরিক কেশ বিন্যাস কেশ কর্তন সেড়ে নেয় এবং নিজেকে সুসজ্জিত করতে পারে এবং সুবাসিত রাখতে পারে। আরো একটা ভালো দিক হচ্ছে যে পুর্ব থেকে স্ত্রীর স্মরণ থাকলে সেও মানসিক প্রফল্লতায় সহবাসের জন্য তৈরী হয়ে যাবে। যার ফলে উভয়ের পরমানন্দ লাভ হওয়া স্বাভাবিক।"

"প্রশ্রাবের তীব্র বেগ না হলে সহবাসের পূর্বে অযথা প্রশ্রাব করা অনুচিত। নয়তো তাতে পুরুষাঙ্গের উত্তেজনা এবং দৃঢ়তা শীঘ্রই স্তিমিত হয়ে যাবে। "

"স্ত্রী সহবাসের পূর্বে প্রশ্রাব করে ঠান্ডা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করলে শীঘ্রই কামউত্তেজনা তিরোহিত হয়ে যায়। এবং তড়িত বীর্যপাত ঘটে যায়। তা ছাড়া অন্যদিকে মেয়েদের লজ্জা স্থান কিছুটা সংকুচিত হয়ে যায় যা আনন্দ বৃদ্ধিতে সহায়ক যা রতিপ্রিয়সী রমনীরা এর মাধ্যমে করে থাকে।"

দু'জন পুরুষ বা দু' জন স্ত্রীলোকের এক বিছানায় শয়ন নিষেধ

"ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যার ফলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সমূহ ছোট থেকে ছোট সুক্ষ থেকে সুক্ষ মানবিক অবস্থা যা সংসদ থেকে কুঁড়েঘর

পর্যন্ত সব কিছুর সমাধান দিয়েছে। পাশ্চাত্যের বস্তাপঁচা সভ্যতার সহজলভ্য সংস্কৃতি ও আমাদের সমাজকে দিন দিনান্তে রক্ষণশীলতা থেকে ফিরিয়ে নগ্ন পরিবেশে নিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে সমকামিতা সমর্থুনও একটি। আর এ অবস্থা শুধু পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যুবতীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তাদের মধ্যে সমকামিতা এবং গ্রুপ সেক্স শুরু হয়ে গেছে যার কারণে সতাব্দীর মৃত্যুদূত এইডসের মত রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। আর যেখানে যুবতীর স্বাধীনতার নামে Free sex, Homosex, Group sex. যুবক যুবতীদের উদ্যাম যৌন লীলা চলছে অবাধ সেখানেও এইডস কার্যকর বেশী। তারা এখন এইডস থেকে বাঁচার জন্য ইসলামী রক্ষণশীলতার আইনের প্রতি জোর দিচ্ছে । এবং ইসলামের নীতিনিয়মকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। অবিশ্বাস্য কিছু নয় পুরুষ যেমন সমকামিতায় লিপ্ত হয় বর্তমান রমণীরাও তাদের কামোন্মাদনা নিবারণ করতে সমকামী হয়ে উঠেছে। যারা পাকিস্তানের উপন্যাসিক ইসমাত ছুগতায়ীর 'লেহাফ' নামক উপন্যাসটি পড়ার সুযোগ পেয়েছেন তারা নিজেরাই অবগত আছেন যে, দু'জন রমণী একটি লেপের নীচে কি কি অপকর্ম করতে পারে। সে অপকর্মের তালিকা প্রদান এখানে সম্ভব নয়। মানবতার মুক্তিদূত শান্তির প্রশ্রবন আনয়নকারী নবী করীম (সাঃ) এর হাদীস শরীফে উপরোল্লেখিত নষ্ঠামির মূল উৎস বন্ধ করার জন্য নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে; যাতে সেসমস্ত নির্লজ্জ কুৎসিত অশ্লীল অবস্থা সমাজে ছড়িয়ে না পড়ে এবং উলঙ্গ সভ্যতার জোয়ারে ভেসে না দেয়।"

"নবী করীম (সাঃ) এক বিছানায় দু'জন পুরুষ বা দু'জন রমণীর একসাথে শয়ন নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বিবস্ত্র অবস্থায় যুবতীর অন্য অন্য যুবতীর শরীর স্পর্শ এবং একজন পুরুষ বিবস্ত্র অবস্থায় অন্য পুরুষকে স্পর্শ করা নিষেধ। সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাদিঃ) বলেন "কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষকে বিবস্ত্র অবস্থায় দর্শন করবে না আর কোন যুবতী ও অন্য কোন যুবতীকে বিবস্ত্র অবস্থায় দর্শন করবে না। দুজন পুরুষ এক বিছানায় এবং দু'জন [illegible] এক বিছানায় শয়ন করবে না। "(মিশকাত শরীফ)

'রিয়াদুস্সালেহীন ' গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে দশ বৎসরের উর্ধ্বের বাচ্চাদের পৃথক পৃথক বিছানায় শয়ন করানোর জন্যে বলা হয়েছে এর র্মম ও রহস্য প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন যে, শরীরের সাথে শরীরের স্পর্শ হলে যে পুলক অনুভূত হয় তার উৎসমূলে আঘাত এবং পূর্ব প্রতিরোধ উক্ত হাদীস দ্বারা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

"আর রোগ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই রোগের উৎসমুলে কুঠরাঘাত করা হয়েছে যা সাবধানতার প্রথম পাওয়া। এ অপসংস্কৃতিক নষ্টামির ঝঞ্ঝাবিক্ষুদ্ধ "বর্তমান যুগে কঠোরভাবে এ মহামূল্যবান উপদেশ সমুহের উপর আমল করা হোক। এবং যৌবনুন্মুখ ছেলেমেয়েদের কঠোরভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিছানায় শয়ন ও শোয়ানোর ব্যবস্থা করা হোক।"

"কোন পুরুষের , অন্যকোন পুরুষের সাথে বা কোন বালকের সাথে,আর কোন মেয়ের অন্য কোন মেয়ের সাথে অপকর্ম করা অর্থাৎ সমলিঙ্গের সাথে সঙ্গম করাকে সমকামিতা বা সমরতি বলে। "

" এ অভিশপ্ত বদ অভ্যাসের উদ্ভব ও উপলক্ষণ গ্রহন কারীদেরকে সর্বপ্রথম লুত (আঃ), আল্লাহতালার নির্দেশে এ অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন এবং মন প্রান দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তারা বিরত না থাকায় আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হয়ে সে অভিশপ্ত অবাধ্যদের সম্পূর্ণ জনপদ উলট পালট করে দেয়। এতেই উপলব্দি করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালার যতটুকু উষ্মা এ অপকর্মকারীদের উপর হয়ে থাকে ততটুকু অন্য কোন অপকর্মকারীদের উপর হয় না।"

"বর্তমান যান্ত্রিক যুগে প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে এ শতাব্দীতে সভ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার আমেরিকা, ইংল্যান্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ সমূহে অভিশপ্ত সমকামীদের সংখ্যা অত্যধিক। তাকে কোন অন্যায় অপরাধ বলে জ্ঞান করা হচ্ছে না। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের মৃত্যুদূত এইড্‌স; প্রাণ সংহারকারী রোগ আযাবরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। আমেরিকার এক মেডিকেল জরীপের রিপোর্টে দেখা গেছে এইড্‌সের আক্রান্তদের অধিকাংশই সমকামী।"

"সমকাম হচ্ছে সৃষ্টি উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। বিধায় এর কর্তা ও কৃত উভয়কে দুনিয়াতেও এর পরিণাম ফল ভোগ করতে হয়। কর্তার পুরুষাঙ্গ বাঁকা, ক্ষীণ এবং শীর্ণ হয়ে যায়। শিরা উপশিরা সমূহ অহেতুক চাপের কারণে বিকৃত হয়ে যায় এবং সে স্ত্রীর সাথে মৈথুনের অযোগ্য হয়ে পড়ে। আর কৃত ব্যক্তির বায়ু পথের পায়খানা আটককারী গোলাকার বৃত্ত বাহির থেকে অস্বাভাবিক চাপ পড়ার কারণে দূর্বল হয়ে যায়। সাম্প্রতিক জরীপে দেখা গেছে যে, সমকাম কৃত ব্যক্তির কিছুদিন পর এরকম বদ অভ্যাস হয়ে যায় যে, সে স্বয়ং সমকাম করানোর জন্য মানুষের পেছনে অর্থ ব্যয় করে নিজের কামনা চরিতার্থ করে থাকে। হয়তো পুরুষের শুক্রকীট তার বায়ু পথে এক রকম ক্ষত এবং সুড়সুড়ি সৃষ্টি করে যাতে সে সমকাম করাতে বাধ্য হয়ে পড়ে।"

www.pathagar.com

"ইসলামী জীবন বিধান স্ত্রী পুরুষ সবার জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। যা পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম তা স্ত্রীদের জন্যও নিষিদ্ধ এবং হারাম। স্ত্রীলোকদের মধ্যেও যেহেতু পুরুষদের ন্যায় সমরতিক্রিয়া পাওয়া যায়, কেনইবা পাওয়া যাবে না স্ত্রী- পুরুষ উভয় তো একই শ্রেণীভূক্ত মানুষ। সে জন্য মেয়েদেরও সে সমস্ত ঘৃণ্য অপকর্ম সমূহ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। কেননা সেই অপকর্মের অপকারিতা এবং পরিণাম ফল সমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে সমান। বিস্তারিত ব্যাখ্যা অত্র পুস্তকে সমীচীন নয়। ঘরের বয়স্কদের উচিৎ তারা যেন অবিবাহিতা মেয়ে, বোন এবং তালাক প্রাপ্তা ও উদ্ভিন্ন যৌবনা বিধবাদের যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানে রাখেন অথবা দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করে দেন। যাতে তারা ইজ্জত সম্মান নিয়ে সসম্মানে বেঁচে থাকতে পারে।"(আদাবেমোবাশিরাত প্রথম খন্ড অবলম্বনে।)

বর্ণিত আছে, জানাজা হাজের হইলে তাড়াতাড়ি উহার নামাজ পড়িয়া ফেল। আর যুবক যুবতীদের তাড়াতাড়ি বিবাহের ব্যবস্থা কর। অন্যতায় তাহাদের অপকর্মের জন্য দায়ী থাকিবে।

যাহার উপর গোছল ফরজ হইয়া যায় এবং ততক্ষন পর্যন্ত গোছল করে না বা করার নিয়ত রাখে না যে সময়ের মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাজের সময় চলিয়া যায় এরূপ ব্যক্তি যে ঘরে থাকিবে সেই ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করিবে না। (মেশকাত)

আল্লামা কাশ্মীরি (রাঃ) ফয়যুল বারীতে লিখিয়াছেন গোছল ফরয হইয়া গেলে গোছল না করিলে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

স্ত্রীর বিছানা

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন আমার হায়েয ছিল এ অবস্থায় রাছুলুল্লাহ (দঃ) আমার বিছানায়ই রাত্রী যাপন করিতেন । শেষ রাত্রে জাগিয়া তিনি অন্ধকার কামরায় নামাজের বিছানা আমার উপর এমনভাবে পাতিলেন যাহার এক অংশ আমার শরীরের উপরও পড়িয়াছিল। তিনি আমাকে বিছানায় শুয়াইয়া রাখিয়া আমার পায়ের দিক দিয়া নামাজে দাড়াইয়া ছিলেন। তিনি যখন ছেজদা দিতেন তখন আমার পায়ে নাড়া দিতেন। তখন

www.pathagar.com

আমি আমার পা গোটাইয়া তাহার ছেজদার জায়গা করিয়া দিতাম। (আবু দাউদ)

উল্লিখিত হাদিছ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে আম্মাজান আয়শা (রাঃ) সেই দিন রাছুলুল্লাহ (দঃ)এর ডান দিকে শুইয়াছিলেন কারন মদিনা থেকে মক্কা দক্ষিণে অবস্থিত মদিনা বাসীর কেবলা দক্ষিণে । হাদীসে আছে যে রাছুলুল্লাহ (দঃ) সব সময়ে ডান করাটে কেবলা মুখী হইয়া শুইতেন রাত্রে উঠিয়া, আয়েশা (রাঃ) নাপাক থাকার কারণে তাহাকে অন্যান্য দিনের ন্যায় তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য ডাকিলেন না বরং নিজ জায়গা থেকে উঠিয়া নিজ জায়গায় আয়েশা (রাঃ)এর পায়ের দিক দিয়া জায়নামাজ পাতিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি সেই রাত্রে আয়েশা (রাঃ)র বাম দিকে শুইয়াছিলেন আর আয়েশা (রাঃ) শুইয়াছিলেন রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর কেবলার দিকে।

তাই স্ত্রীকে স্বামী যদি তাহার ডান দিকে শুয়ায় তবে কোন রকমের অসুবিধা নাই যদিও কেহ কেহ উহাকে একটু খারাপ মনে করেন বরং উহাতে ছাওয়াবই পাইবে। স্বামী স্ত্রীকে যে দিকে শুয়াইতে ভাল পায় সেই দিকেই শুয়াইতে পারিবে ইহাতে শরীয়তের কোন আপত্তি নাই।

দুই জনে জামাতে নামাজ পড়িলে যে ইমাম হইবে তাহার ডানে মুক্তাদী দাড়াঁইবে ইহাই শরিয়তের বিধান। অন্যতায় নামাজ হইবেনা। সেই হিসাবে বিছানায়, যানবাহনে বা বৈঠকে, যিনি সম্মানী হইবেন তাহার ডান দিকে তুলনা মুলক কম সম্মানী ব্যক্তি বসিতে পারেন।

স্ত্রীর দুধ পান করিলে

স্বামী, স্ত্রীর দুধ পান করিলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্ত্রীর দুধ পান করা মাকরুহ হওয়ার গুনাগার হইবে এবং উহাতে তালাক হইবে না। আর যদি দুধ পান না করিয়া মুখ হইতে বাহির করিয়া দেয় তবে গোনাহ হইবে না। দুধের জায়গায় সতর্কতা মূলক মুখ না দেওয়াই উত্তম। (মাওয়াত্তা)

আর মুখ দিলেও প্রথমে বাচ্চাকে সম্মুর্ণ দুধ পান করাইয়া লইবে। যাহাতে বাচ্চার হক নষ্ট না হয়। তার পরও কিছু দুধ আসিলে থুথু দিয়া ফেলিয়া দিবে।

আর দুধ না থাকার সময় স্বামী স্ত্রীর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে।

www.pathagar.com

মিলনের নিয়ম কানুন

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন রাছুলুল্লাহ (সাঃ) যখন আমার কাছে যাইতেন তখন তাহার দুই হাটু আমার দুই যানুর উপর ও দুই হাত আমার কাঁদে রাখিতেন তারপর তিনি আমাকে আদর করিতেন। (কাশফ ৭৬-২য় ভাগ)

হায়েজের অবস্থায় স্ত্রীর লজ্জাস্থান ব্যতিত অন্য সব শরীরের দ্বারা লাভবান হওয়া যায় এবং বুকে' বুকে আলিঙ্গন করা যায় । রাছুলুল্লাহ (দঃ) হইতে ইহা বর্ণিত আছে। (নাছায়ী)

মিলনের পর পিঠের সহিত পিঠ লাগাইয়া শুইবেনা। বরং বুকের সহিত বুক লাগাইয়া শুইবে। আর যদি নেকড়ার দ্বারা নিজ হাতে স্বামীর লজ্জাস্থান পরিস্কার করে তবে উহার ছওয়াব বহুগুণে বেশী হয়। (আদাবে ছালেহীন)

স্বামী স্ত্রী ছফরে থাকিলে উভয়ে মিলিত হওয়াতে কোন দোষ নাই। রাছুলুল্লাহ (দঃ) সফরের হালতেও মিলিয়াছেন। (বুখারী)

বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি জুমার দিনে বা রাত্রিতে বিবির সহিত মিলিয়া গোছল করতঃ পায়ে হাটিয়া জুমার নামাজের জন্য কোন কিছুর উপর সওয়ার না হইয়া সবার আগে মসজিদে যায় এবং ইমামের অতি নিকটে বসিয়া ইমামের খুৎবা শুনে; তবে তাহার প্রতেক কদমে এক বৎসরের গোনাহ মাফ হয়, এক বৎসর রোজা রাখার ছওয়াব হয়, এক বৎসর নফল নামাজ পরার ছওয়াব হয়, এবং একটি উট আল্লাহর ওয়াস্তে কোরবানী করার ছওয়াব তাহার আমল নামায় লিখা হয়। (শরাহ আবু দাউদ ও কাযায়েল)

স্ত্রী যদি দশ দিনের পর হায়েয থেকে পবিত্র হয় তবে তাহার পবিত্রের গোছল না করার পূর্বে স্বামী মিলিতে পারিবে। আর যদি স্ত্রীর আদত অনুযায়ী কমপক্ষে তিন দিন হায়েয হয় তবে হায়েয বন্দ হইয়া গেলে এতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী মিলিতে পরিবেনা যতক্ষণ পর্য্যন্ত কমপক্ষে দুই রাকাত সামাজ পড়ার সময় অতিবাহিত না হয় বা গোছল না করিয়া লয়। (মুলতাকা)

যৌনাঙ্গ দেখা বা ছুয়া

ছাহাবী ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন মিলনের সময় স্ত্রীর লজ্জা স্থান দেখা উত্তম কেননা উহাতে বেশী তৃপ্তিলাভ হয়। কেহ কেহ উহাকে চোখের জন্য ক্ষতি মনে করেন অবশ্য আম্মাজান (রাঃ) বলিয়াছেন, যে আমি রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর লজ্জাস্থান যেমন কোন দিন দেখিনাই তিনিও আমারটি

www.pathagar.com

দেখেন নাই। এই কথায় হা না কিছুই বুঝায় না। যৌন বিজ্ঞানীগণ ইবনে উমরের মতে বিশ্বাসী। (আঃ গীঃ)

ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) আবু হানিফা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মিলনের পূবে উত্তেজনা বৃদ্ধি করিবার জন্য স্বামী স্ত্রী একে অন্যের লজ্জাস্থান ছুইবে কি না ? উত্তরে বলিলেন উহাতে কোন দোষ নাই বরং উহাতে ছওয়াব বেশী হইবে বলিয়া আশা করি। (আঃ গীঃ)

তাহা হাইলে কামউত্তেজনার জন্য স্বামী স্ত্রী একে অন্যের অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ, মর্দন চুম্বন, ইত্যাদি করিতে পারিবে। এবং উহাতেও ছওয়াবের আশা আছে।

কিরূপ ঘরে উভয়ে উলঙ্গ হইতে পারিবে

ঘর যদি এরূপ ছোট থাকে অর্থাৎ পাঁচদশ ওযরা (এক যেরা ১৮ ইঞ্চি) পরিমান হয় তবে সেই ঘরে স্বামী স্ত্রীকে মিলনের পূর্বেজরুরাতান নগ্ন হওয়াতেও কোন দোষ নাই। উহাতে লজ্জত বারে (ঐ)

(দৈর্ঘ ও প্রস্তে যথাক্রমে পাঁচ হাত ও দশ হাত)

স্বামী স্ত্রীর খেলা

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন"তিন রকম খেলা ব্যতীত সবই হারাম তম্মধ্যে একটি হইল বিবির সহিত খেলা করা। (হেদায়া) যাহাকে ইংরেজীতে Love play বলা হয়। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন রাছুলুল্লাহ (দঃ) আমার জিহ্বা চুষণ করিতেন। (যাদুল মায়াদ)

মিলনের পূর্বে উপরী বসিয়া চুমু দিয়া মিলিত হওয়া ছুন্নত। (কাশফ)

একবার আলী (রাঃ) ফাতেমার উপর আর একটি সাদি করিতে চাহিলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) উহা নিষেধ করিয়াছিলেন। (বুখারী)

একবার স্ত্রী সঙ্গম একজন শহীদের ছওয়াবের মত

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্বামী যখন স্ত্রীর সহিত্ত মিলিত হয় এবং নেক নিয়ত রাখে তবে তাহার মিলনের কাঁরণে একটি লোক আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়া শহীদ হইলে যতটুকু ছওয়াব পায় তাহারা ততটুকু ছওয়াব পাইবে। (এহয়া)

www.pathagar.com

অর্থাৎ প্রত্যেক মিলনের সময় স্বামী স্ত্রী উভয়ের এই নিয়ত থাকা চাই যে এই মিলনে কোন ছেলে সন্তান হইলে তাহাকে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার জন্য দান-করিয়া দিব। যেন সে শহীদ হয়। তবে সন্তান না হইলেও আল্লাহ তায়ালা নিয়ত অনুযায়ী তাহাদেরকে প্রত্যেক বারের মিলনের জন্য একজন শহীদের মর্তৃবার ছওয়াব দান করিবেন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "একরাত্রে নবী ছুলাইমান (আঃ) বলিলেন যে, আজ রাত্রে আমি আমার বিবি ও দাসী গনের সহিত মিলিত হইব (৯৯ বা একশত) প্রত্যেকেই একটি করিয়া ছেলে জন্ম দিবে যাহারা ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিবে। ইহা শুনিয়া তাহার সঙ্গের ফেরেস্তা বলিলেন যে, তুমি তোমার কথার পরে ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহেত) বল। ছুলাইমান উহা বলিলেন না বরং ভুলিয়া গেলেন। অথচ সবার সহিতই মিলিলেন তন্মধ্যে একজন ব্যাতীত আর কেহই গর্ভবতী হইলেন না। যিনি গর্ভবতী হইলেন তিনি একটি সন্তানের অংশ বিশেষ প্রসব করিলেন। সেই আল্লাহর কছম যাহার হাতে মোহাম্মদের আত্মা যদি তিনি ইনশাল্লাহ বলিতেন তবে সবাই গর্ভবতী হইত এবং যুদ্ধা সন্তান প্রসব করিত।

উহাতে বুঝা যায় যে সহবাসের সময় আল্লাহতায়ালার কুদরতের কথা মনে রাখা উচিৎ। এবং তাহার ইচ্ছার উপর নিজের কাজকে স্পষ্ট ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া উচিৎ।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে কোন আদম সন্তানের জন্মের পরই তাহাকে শয়তান দুই আঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে কিন্তু মরিয়ম (আঃ) ও ঈছা (আঃ) কে চুইতে পারে নাই। (কারন মরিয়মের মা তাহা হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়া ছিলেন।) ঈছা (আঃ) এর জন্মের পর ও শয়তান চুইতে গেল কিন্তু (জড়ায়ু) রেহেমের পরদায় চুইল কিন্তু ঈছা (আঃ) কে চুইতে পারিলনা। (বুখারী)

সন্তান কে যাহাতে শয়তানে না পায় তাই পিতামাতার উচিৎ আল্লাহর নিকট শয়তান হইতে বাঁচিবার দোয়া করা। তা না হয় সুসন্তানের আশা করা খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। এসব কথা বস্তুবাদীদের নাগালের বাহিরে।

দ্রষ্টব্যঃ-উপরে স্বামী স্ত্রী উভয়েই উলঙ্গ অবস্থায়জরুরাত ছাড়া মিলিত না হওয়াই উত্তম। যাহা রাছুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

গর্ভাবস্থায় মিলন

ইছলামের দৃষ্টিতে গর্ভাবস্থায় মিলনে বাধা নাই অবশ্য স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রী যতটুকু সহ্য করিতে পারে ততটুকু ব্যবহার করা যাইবে।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) গর্ভবতীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে,অন্যের দ্বারা গর্ভ হওয়ার পর সেই স্ত্রীর সহিত সহবাস করিওনা কারণ উহাতে অন্যের ক্ষেতে পানি দেওয়া হয়। (মেশকাত এস্তে বরা)

উহাতে বুঝা যায় যে গর্ভের সময় সহবাস করিলে ঐ বীর্য্যের আছর গর্ভের সন্তানের উপর পরে। তাই এক ব্যাক্তি দ্বারা রোপন করা চারা অন্য ব্যাক্তি পানি দিলে একই সন্তানে দুইজনের শরীক হওয়া বুঝায়। অবশ্য নিজের গাছে পানি দিতে কোন নিষেধ নাই বরং নিজ স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলেও সহবাস করা যাইবে। এবং উহাতে গর্ভের উপকার হইবে। উল্লেখিত হাদীসে যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায় পরে উহাতে কোন সন্দেহ নাই যে যৌন বিজ্ঞানে আছে। এই সময়ে (গর্ভাবস্থায়) তাহাদের মধ্যে স্বামীর শুক্র শোষনে নারী দেহের সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি শাধিত হয়। (২-১২০পৃঃ)

কোন ব্যাক্তি বিবাহ করিলে ছয়মাসের মধ্যে যদি কোন সন্তান হয় তবে যে ব্যাক্তি বিবাহ করিল তাহার সন্তান ধরা হইবে আর যদি ছয় মাসের কম সময়ে হয় তবে যদি বিবাহকারী উহাকে নিজের সন্তান বলিয়া গ্রহণ করে তবে তাহার সন্তানই হইবে এবং তাহাদের বিবাহ পুর্ব্ব হারামী যিনা করার জন্য উভয়েই তওবা করিয়া ফেলিবে।

কোন ব্যাক্তি যদি তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সেই স্ত্রীর যদি অন্যখানে বিবাহ হওয়ার পুর্ব্বে দুই বৎসরের মধ্যে কোন সন্তান হয় তবে যে ব্যাক্তি তালাক দিল তাহার সন্তান ধরা হইবে অবশ্য তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকটির সতী হইতে হইবে।(কাযীখান)

গর্ভবস্থায় মিলনের ব্যাপারে ডাঃ বিভেন লিখিয়াছেন "সতর্কতার সহিত গর্ভের প্রথম চার কিংবা পাঁচ মাস সহবাস করা যাইবে অবশ্য বেশী উত্তেজীত হওয়া যাইবে না এবং গর্ভবতীর স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখিতে হইবে। চার মাসের সময় সহবাসের মাত্রা আস্তে আস্তে কমাইয়া নিতে হইবে এবং প্রসব হওয়ার চার সপ্তাহ পুর্ব্বে একেবারে বন্ধ করা উচিৎ হইবে। প্রসবের ৪০ দিন পর সহবাস করাতে কোন দোষ নাই, অবশ্য ভদ্রতার সহিত ধীরে ধীরে সতর্কতার মাত্রা বাড়াইয়া ছয় সপ্তাহের শেষে স্বাস্থ্য ভাল

www.pathagar.com

থাকিলে পূর্ণ মাত্রায় পারিবে। প্রসবিনীর প্রসবের ৪০ দিন পর একবার হায়েয হইয়া গেলে আর কোন ভয় থাকে না।

ইছলামের দৃষ্টিতে গর্ভাবস্থায় মিলন স্বামী স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখিয়া জয়েয হইবে স্ত্রী বা ভ্রনের ক্ষতির আসংখ্যা হইলে মিলিবে না অন্যথায় মিলিতে পারিবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ছুন্নাতী মিলন।

আল্লাহ্‌তালা বলেন, মানুষকে আমি মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি অতঃপর তাহাকে জন্মবিন্দু বা নুৎফা সৃষ্টি করেছি ও তা স্থীরভাবে স্থাপিত করেছি।(মুমেনুন)

ডাঃ বিবেন্ড উল্লেখিত আয়াতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন যে পুরুষ হইল ট্রেসমিটার ও নারী হইল রিসিভার। (আইডিয়েল মেরীজ১৭২পৃঃ)

স্থীরভাবে স্থাপিত অর্থ হইল রিসিভারের কাজ শেষ করা অর্থ্যাৎ বাচ্চাকে পরিপুর্ন করিয়া প্রসব করা।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "দুগ্ধদানকারী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিও না কারন এ অবস্থায় গর্ভ হইলে সেই গর্ভের সন্তান বড় হইলে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাইবে। (অর্থ্যাৎ ভীরু হইবে)

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণ বলেন, প্রত্যেক সন্তানের অন্ততপক্ষে নয় মাস মায়ের দুধ পান করার দরকার, এর ভিতরে যদি মাতা গর্ভবতী হইয়া যায় তবে গর্ভনা হইলে মায়ের দুধে যে ভিটামিন থাকে উহা আর থাকে না। তাই সন্তান সেই দুধ পান করিলে দুর্বল হইবে।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "স্বামী যখন স্ত্রীর দুই হাত ও দুই পায়ের মাঝখানে বসিবে এবং লজ্জা স্থান প্রবেশ করাইবে তখন উভওয়রই গোছল ওয়াজেব হইবে। বীর্যপাত হউক না হউক। (নাছায়ী)

উল্লেখিত আসনটিকে বর্ত্তমানের যৌন বিজ্ঞানীগণও সর্ব্বোত্তম না বলিয়া পারিলেন না এ সম্পর্কে ডাঃ বিবেন্ড বলেন "On the whole this attitude is both Physialogically and Phychologically appropriate. (I.M.P.214)
অর্থ- মোট কথা এই যে সামনা-সামনি (অর্থাৎ উল্লেখিত আসনটি) আসনটি শারীরিক ও মানুষিক উভয় দিক দিয়াই সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য।"

ডাঃ জামাস বিভেন বলেন "Whil a woman stimulatcd by sounds and memoris a men stimulated by sight and smell. (Sex the plain fact 47.)

www.pathagar.com

অর্থঃ- রমনীগণ যেমন শব্দ ও স্মৃতির দ্বারা কাম উত্তেজিত হয় তেমনি পুরুষগণ দেখা ও গন্ধের দ্বারা কাম উত্তেজিত হয়।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) শত শত বৎসর পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন যে "রমণীর দিকে দেখা হইল ইবলিছের একটি তীর " সুগন্ধি পড়িয়া রমণীগদণ বাহির হইবে না,যে বাহির হইবে সে যিনাকারী"

উহাতে বুঝা যায় যে ইছলাম বাস্তব ধর্ম কাল্পনিক নয়।

স্বামী স্ত্রী উভয়ের নানা কায়দায় একে অন্যকে পুলকিত করার নিয়ম কানুন ওউহা করার জন্য তাগিদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

তিনি আরও বলেন "the most important of all the senses in sexual matter is touch. (Ideal marriage p.44)

অর্থঃ কামের যাবতীয় অনুভুতির মধ্যে স্পর্শ হইল সবচেয়ে অনুভুতিপুর্ণ।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) বহু পুর্বেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং হুকুম করিয়া গিয়াছেন যে স্বামী স্ত্রী উভয় একে অন্যকে স্পর্শ বা চুম্বন ইত্যাদি করিয়া মিলন কার্য্য সমাধা করিবে।

বর্ণিত আছে , "হাতের যিনা স্ত্রী ছাড়া অন্য রমণীকে স্পর্শকরা, চোখের যিনা স্ত্রী ব্যতিত অন্য রমণীকে আবেগে দেখা, মুখের যিনা অশ্লিল বাক্য উচ্চারণ করা। আর লজ্জা স্থান নাড়াছাড়া করিলে গুনাহ লিখা হয়। "

স্ত্রীকে কিরূপ শাসন করিবে।

বর্ণিত আছে যে, ইবলিছ আদম (সাঃ) কে বেহেশত হইতে বাহির করিয়া সেই ইবলিছ তাহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে সমুদ্রের মাঝে, সেখান হইতে সে তাহার লস্কর পাটায় আদম সন্তানকে নানা কাজে ধোকা দিতে, বিবাদ বাধাইতে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করিতে, তাহাদের মধ্যে মারামারি সৃষ্টি করিতে। শয়তান কোন মেয়ে পুরুষের মাঝখানে বিবাদ বাধাইয়া তাহাদের মধ্যে তালাক দেওয়াইয়া দিতে পারে। সেই শয়তানকে ইবলিছ আরও বড় শয়তানের স্তরে উঠাইয়া সম্মানে ভুষিত করে আর যে শয়তান কোন মানুষের মধ্যে কোন বিবাদ না বাধাইয়া ইবলিছের কাছে যায় সেই সময় তাহাকে ইবলিছ শক্ত শাস্তি দেয়। (আকামুলমার জান)

তাই স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হইলেই মনে করিতে হইবে যে তাহাদের পিছনে শয়তান লাগিয়াছে এবং ঝগড়া ক্ষান্ত করিয়া দিবে যাহাতে অন্য রকম শাশন না করিতে হয় বা তালাক উচ্চারিত না হয়।

www.pathagar.com

মাছায়েল ঃ-১। কোরআন ও হাদীসে, স্ত্রীকে শাস্তী দেওয়া ও না দেওয়া অবস্থা বুঝিয়া উভয় প্রকারের কথাই বর্ণিত আছে।

২। বিশেষ করিয়া শাস্তির কথাটা তাহাদেরকে ধমক হিসাবেও তাহাদের মনে পুরুষের প্রতি ভয় করার জন্য দেওয়া হইয়াছে। স্বামী স্ত্রী উভয়েই যদি বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে তবে স্ত্রীকে কখনও মারিবে না। আর যদি স্ত্রী যদি বোকা হইয়া থাকে তবে তাহাকে কিছু শারিরিক শাস্তি দিবে। উহাতে স্ত্রীটি তাহার বোকামী বুঝিয়া ভবিষ্যতের জন্য হুশিয়ার হইতে পারিবে। শারিরিক শাস্তি যদি দিতেই হয় তবে খুব সামান্যই দিবে যেমন নামে মাত্র প্রহার করা বামেছওয়াক দ্বারা ঠুকর দেওয়া প্রভৃতি। (শরহে আদাবে মুফরাদ)

৩। নিজের স্ত্রী, সন্তান ও চাকরকে প্রহার করার সময় এই জাতিয় প্রহার কখনও করিবে না যাহাতে শরিরে প্রহারের দাগ পরিয়া যাইতে পারে। তাই রাছুলুল্লাহ (দঃ) মুখে দাগ পড়ার মত মারা নিষেধ করিয়াছেন।

৪। জনসাধারনের মধ্যে একটি সন্দেহ আছে যে, কনের হায়েযের সময় বিবাহ সিদ্ধ হয় না এই সন্দেহ অমুলক। হায়েযের সময় বিবাহ জয়েয তবে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর নাভী হইতে হাটু পর্যন্ত স্থান দর্শন ও স্পর্শন এই অবস্থায় নিষেধ।

৫। অনেক লোকের ধারনা হঠাৎ রাগের মাথায় অথবা ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে যদি কেহ তালাক দিয়া ফেলে, তবে সেই তালাক কার্যকরী হবেনা। এইরূপ মনে করা একান্ত ভুল এবং এই অবস্থায় ও তালাক হইয়া যাইবে।(আগলাতুল আওয়াম)

বর্তমানে সাধারণ মেয়ে পুরুষ উভয়ে বেশরা কাজ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সহজ রাস্তা হইল তাবলিগী জামাতের সহিত যোগাযোগ রাখা, এবং [illegible] শরিয়ত মোতাবেক চলা। তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ শান্তির অনেকটা আশা করা সম্ভব হইবে। ছেলে মেয়েদের কেও তাবলিগী ছাঁচে গড়িয়া তুলা উচিৎ,তাহা হইলে তাহাদের স্বভাব চরিত্র অনেকটা ভাল হইবে। এবং পুরাতন তবলিগী ভাইদের সহিত বিবাহ বন্ধনেও অনেকটা ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এছাড়া দেশে মেয়েদের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করাও কর্তব্য। এই দিকে লক্ষ করিয়া ১৯৭৯ সনের ৬ই জুন বুধ বার, কিশোরগঞ্জের বড় বাজার, জামে মসজিদে (শাহাবদ্দিন মসজিদে) সর্ব প্রথম বালিকাদের জন্য নূরুল উলুম মাদ্রাসা বন্ধু বান্ধবকে নিয়া প্রতিষ্ঠা করি। পরবর্তিতে মোল্লাবাড়ীর পার্শ্বে স্থানান্তরিত করিয়া দাখিল ক্লাস চালু করি। তার পর বর্তমান নগুয়াস্থিত জায়গায় প্রশাসনের সহযোগিতায় স্থানান্তরিত করিয়া

www.pathagar.com

আলেম ক্লাস শুরু করি। তার পর মাদ্রাসা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান, জনাব মাওলানা আব্দুর রাব্বি সাহেবের নিকট ফাজেল খুলার আরজ জানাইলে তিনি উহা পরিদর্শন করিয়া উহাতে ফাজেল খুলার অনুমতি প্রদান করেন।

এছাড়া ১৯৮৬ সনে আমার নিজ বাড়ি পাছদারিল্লায় নুরুল উলুম ফাইজুনন্নিছা ফারখূনদাহ্ বালিকা আলীম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করি। অতীতে মেয়েদের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কিছু অল্প জ্ঞানী আরবী পড়ুয়াদের ফতুয়া থাকিলেও বর্তমানে কিশোরগঞ্জ তথা সারা বাংলা দেশে আলীয়া ও কাওমী নেছাবের অনেক মেয়েদের মাদ্রাসা আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে যাহাতে ওলামায়ে কেরাম গণের মধ্যে কোনরূপ বিরুদীতা দেখা যায়না ।

আল্লাহ তায়ালা সকল মুমিন ও মুমিনাতগণকে উচ্চতর পর্যায়ের কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান হাসিল করার ও মেয়েদের জন্য কামিল ও দাওরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার তওফিক দান করুন আমিন।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর জামানায় তাহার হুজরায় তিনি এশার নামাজের পর মেয়েলোকদের জন্য আলাদা ভাবে কোরআন হাদীস শিক্ষা দিতেন । (কিতাবুল হালাল ওয়াল হারাম)

বোখারী শরীফে আছে, মেয়েদের জন্য তিনি আলাদা দিনে পুরুষ মুক্ত পরিবেশে কোরআন হাদীস শিক্ষা দিতেন । কোন এক ঈদের জামাতের পর ঋতুবতী সাহাবীয়াদের আলাদা জামাতে গিয়া বিলাল সহ ছাদাকা-খয়রাতের জন্য ওয়াজ ফরমাইয়া ছিলেন।

অজুর শিক্ষা

উচুঁ জায়গায় কেবলামুখী হইয়া বসিয়া- প্রথমে বিছমিল্লাহ্ ওয়া আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলিয়া অজু আরম্ভ করিবে (কানয)

অর্থঃ- আল্লাহতায়ালার নামের সহিত আরম্ভ করিতেছি। এবং সমস্ত প্রসংশা তাহারই প্রাপ্য।

* তারপর প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার পূর্বে এই দোয়া পড়িবে- "বিছমিল্লাহি আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকালাহু ওয়াআশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।" (কানয)

অর্থঃ- আল্লাহর নামের সহিত আমি সাক্ষী দিতেছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই আরও সাক্ষী দিতেছি যে নিশ্চয়ই মোহাম্মাদ (দঃ) তাহার বান্দা ও রাছুল।

www.pathagar.com

তারপর অজুর ভিতরে ও শেষে এই দোওয়া পড়িবেঃ- উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগফিরলি যানবীওয়াও য়াছেলীফি দারী ওয়া বারেকলিফী রিযকী ওয়াকান্নেনী বিমা যাওয়াইতা আন্নী। (কানায,হেছন,আমল)

অর্থঃ হে আল্লাহ্ আপনি আমার গোনাহ মাফ করুন, আমার রিযিকে বরকত দিন,আমাকে যে রিযিক দিয়েছেন উহাতে তৃপ্তি দিন এবং আমা হইতে আপনি যাহা কবজ করিয়াছেন আমাকে উহার ফেতনায় না ফেলুন।

তারপর অজু শেষে তারকা চিহ্নিত দোয়া কেবলা মুখী হইয়া দাড়াইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া তিন বার পড়ত নিম্নের দোয়া পড়িবে এই সময় অজুর বাকি পানি দাঁড়াইয়া রোজা না থাকিলে পান করিবে। আল্লাহুম্মাজয়ালনী মিনাত্ত্ব ত্বাউয়াবিন উয়াজয়ালনী মিনাল মুতাতাহহিরীন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ ফিরুকাওয়া আতুবুইলাইকা। (কানজ)

অর্থঃ হে আল্লাহ আপনি আমাকে তওবা কারিদের মধ্যে ও পবিএতা রক্ষাকারীদের মধ্যে গন্য করুন, আমি সাক্ষ দিতেছি আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি ও তওবা করিতেছি।

তারপর তিনবার ইন্না আন যালনার ছুরা (ছুরায়ে কদর) পড়িয়া যে কোন ছহীহ দরুদ শরীফ একবার পড়ত অজুর পরের দুই রাকাত নামাজ আদায় করিবে। (কানয)

গোছলের দোওয়া।

পরদা পুসিদা জায়গায় গোছল করিবে। খোলা ময়দানে গোছল করিবে না। অগত্যায় মানুষের আড়ালে গোছল করার শুবিধা না থাকিলে অন্ত ত কোন কিছু দিয়া নিজের চুতর্দিকে একটি গোলাবৃত টানিয়া নিবে গোছলখানায় ও উলঙ্গ হইবে না।

গোছলের জায়গায় প্রবেশ করিয়া নিম্নের দোওয়া পড়িবেঃ-

উচ্চারণঃ- বিছমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নিআছয়ালুকাল জান্নাত ওয়াআউযুবিকা মিনান্নার। (কানয)

অর্থঃ- আল্লাহর নামের সহিত আরম্ভ করিতেছি, হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট বেহেস্তের প্রার্থনা করি ও দোজখ হইতে বাচিঁতে চাই।

২। কাপড় বদলানোর সময় পড়িবে বিছমিল্লাহিল্লাযী লাইলাহা ইল্লাহুয়া। (কানয)

অর্থঃ সেই ইলাহর নামের সহিত আরম্ভ করিতেছি যিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নাই।

www.pathagar.com

৩। গোছলখানা হইতে বাহির হওয়ার সময় এই দোয়া পড়িবে ও পরে গোছলের দুই রাকাত নামাজ পড়িবে।

উচ্চারনঃ- আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আশকুরুল্লাহা আলা হাযিহিন্নি মাতি। (কানয)

অর্থঃ- আল্লাহ তায়ালার নিকট গোনাহ মাফ চাহিতেছি ও এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিতেছি।

গোছলের উল্লেখিত দোয়াগুলি ছাড়াও অজুর যাবতীয় দোওয়া গোছলে পড়িবে। উল্লেখিত দোওয়াগুলি হাদীছে বর্ণিত আছে। তাই পড়া ছুন্নাত, এইগুলি ছাড়া অজু গোছলের মাছ নুন দোওয়া আমি পাই নাই। (কাঞ্জ, আমল, আযকার)

ভবিষ্যতে পবিত্রতা সম্বন্ধে আলাদা কিতাব লিখিবার ইচ্ছা রাখি তাই এখানে মুটামুটি লিখিলাম বাকী আল্লাহ তায়ালার মর্জী।

অন্যান্য মাছায়েল

রাত্রের প্রথম ভাগে পেট ভরা অবস্থায় সহবাস করা বেশী ভাল নহে যদি রাত্রের প্রথম দিকে মিলন হইয়া যায় তবে পবিত্র হইয়া ঘুমাইবে। গোসল করিয়া ঘুমানুই সর্ব উত্তম অবশ্য গোসল না করিয়া শুধু ওজু করিয়া বা লজ্জা স্থান ধুইয়াও ঘুমাইতে পারিবে এবং কোন কিছু খাইতে বা পান করিতে বাধা নাই। (এহয়া)

উভয়ের লজ্জা স্থান না ধুইয়া বরং এক টুকরা কাপড় দিয়া মুছিয়া নিদ্রায় যাওয়াতে কোন দোষ নাই।

আয়েশা (রাঃ) বলেছেন যে রাছুলুল্লাহ (দঃ) কোন কোন সময় মিলিত হওয়ার পর পানি স্পর্শ না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতেন। (মাওয়াত্তা)

গোছল ফরজ হইলে গোছলের পূর্বে চুল নখ কাটিবে না এবং সিঙ্গা লাগাইয়া বা কোন উপায়ে রক্তক্ষরণ করাইবে না। কারণ ক্বিয়ামতের দিন তাহার ঐ সকল কর্তিত অংশ সমূহ তাহার সঙ্গে নাপাক অবস্থায় মিলিত হইবে, উহাতে সকল শরীর নাপাক হইয়া যাইবে। বলা হইয়াছে যে, গোছল ফরজ হইবার মত নাপাকীর কারণে সেই নাপাকী হইতে পাক না হইয়া চুল কাটিলে ঐ চুল গুলি যে কাটিল তাহার নিকট উহার জওয়াব চাওয়া হইবে। বস্তু বাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীগণ এসব ব্যাপারে কিছু না বলিতে পারিলে কিছু আসে যায় না, কারণ এসব হইল আধ্যাতিক কথাবার্তা যাহা তাহাদের আয়ত্বে বাহিরে।

www.pathagar.com

ইবনে মুক্কান্না বলেন "যে ব্যক্তি মিলিত হওয়ার পর সর্বদা লজ্জা স্থান না ধুইবে তাহার পাথরী রোগ হইলে তাহারই দোষ।" (বুস্তান)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর একটি যাফরানী সুগন্ধি যুক্ত চাদর ছিল যে দিন তিনি যে বিবির সহিত থাকিতেন সেই বিবির ঘরে যাইবার পূর্বে আছরের পর উহা পাঠাইয়া দিতেন এবং শয়ন করার পূর্বে উহাতে কিছু পানি ছিটাইয়া দিতেন, যাহাতে যাফরানের সুগন্ধে ঘর মোহিত হইয়া যাইত। পরে উভয়ে উহার উপর শয়ন করিতেন। (কাশফ)

মিলনের পর স্বামী স্ত্রী উভয়ে গোছলের পূর্বে কিছু খাইতে চাহিলে হাত ধুইয়া লইবে। (আলমগীরী কারাহিয়া)

মিলন কার্য্য শেষ হইলে তৎক্ষনাৎ ঠান্ডা পানির দ্বারা লজ্জাস্থান ধৌত করিবে না বরং উত্তেজনা প্রশমিত হইলে একটু পরে ধুইবে কারণ তাড়াতাড়ি ঠান্ডা পানির দ্বারা ধুইলে জ্বর আসিতে পারে। ইহা বিজ্ঞান সম্মত এছাড়া কিছুক্ষণ পর পেশাব করিয়া লজ্জাস্থান উভয়ে ধুইয়া শুয়া ভাল।

ওজুর ফরজ সমূহ

আল্লাহ তায়ালা ফরমানঃ- "হে মুমিনগণ যখন তোমরা ছালাত আদায় করিতে প্রস্তুত হও তখন তোমাদে. মুখ মন্ডল ও দুই হাত কুনইসহ ধৌত কর আর তোমাদের মস্তক মাছেহ কর এবং তোমাদের পদদ্বয় গোড়ালী সহ ধৌত করিয়া লও।" এই আয়াতে করিমায় ওজুর চারটি ফরজ প্রমানিত হইয়াছে। যথাঃ- ১) সমগ্র মুখ মন্ডল ধৌত করা। ২) কুনই সহ দুই হাত ধৌত করা। ৩) টাখনো সহ দুই পা ধৌত করা। ৪) মাথা মাছেহ করা।

যে কারণে ওজু ওয়াজেব হয়

ওজু ওয়াজেব হওয়ার ৮ টি কারণ আছে। ১) আক্বল মন্দ হওয়া। ২) বালেগ হওয়া। ৩) মুছলমান হওয়া। ৪) পানি ব্যবহারের শক্তি থাকা। ৫) ওজু ভাঙ্গিয়া যাওয়া। ৬) হায়েজ না থাকা। ৭) নেফাছ না থাকা। ৮) নামাজের ওয়াক্ত প্রায় শেস হওয়া।

ওজু ছহিহ হওয়ার শর্ত সমূহ

ওজু ছহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হইল ৩ টি। ১) ওজুর নির্দিষ্ট অঙ্গ সমূহে সকল জায়গায় পাক পানি পৌছানো, এমনকি একটি সূঁচের আগার পরিমান জায়গায় পানি পৌছানো বাক্বী না থাকা। ২) ওজুর সময় ওজু নষ্টকারী হায়েজ, নেফাছ ও হদছ হইতে মুক্ত থাকা। ৩) ওজুর অঙ্গ সমূহে

www.pathagar.com

এসব কিছু না থাকা যাহাতে ওজুর জায়গার চামড়ায় পানি পৌছিতে বাধা হয়।

ওজুর ছুন্নত সমূহ

ওজুর ছুন্নাত ১৮ টি। ১) বিছমিল্লাহ বলিয়া ওজু শুরু করা। ২) ওজুর নিয়ত করা। ৩) কব্জি পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধৌত করা। ৪) মেছওয়াক করা। ৫) তিনবার কুলি করা। ৬) তিনবার নাকে পানি দেওয়া। ৭) ঘন দাড়ি তিনবার খিলাল করা। ৮) হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা। ৯) সকল অঙ্গ তিনবার ধৌত করা। ১০) সাড়া মাথায় একবার হাতে পানি লইয়া তিনবার মাছেহ করা। (যাহা সাতজন ছাহাবায় কেরাম হইতে ছাবেত আছে, হেদায়া) ১১) দুই কান মাছেহ করা। ১২) সকল ওজুর অঙ্গ সমূহ রগড়াইয়া ধোয়া। ১৩) এক অঙ্গ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অঙ্গ ধোয়া কোন সময়ের ফাক না করা। ১৪) তরতীব অনুযায়ী একের পর অন্য অঙ্গ ধোয়া। ১৫) প্রথমে ডান হাত পরে বাম হাত, ডান পা, পরে বাম পা ধৌত করা। ১৬) আঙ্গুলের মাথা হইতে ধৌয়া আরম্ভ করা। ১৭) মাথা মাছেহ সামনের কপালের দিক হইতে আরম্ভ করা। ১৮) ঘাড় মাছেহ করা।

ওজু নষ্ট হওয়ার কারণ সমূহ

যে কারণে ওজু নষ্ট হয়। যথাঃ- ১) পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়া কোন নাপাক কিংবা পাথর বা কিঁরা বাহির হইলে, পায়খানার রাস্তা দিয়া বায়ু বাহির হইলে কাহারো মতে পেশাবের রাস্তা দিয়া বায়ু বাহির হইলে ওজু নষ্ট হইয়া যায়। ২) রক্ত বাহির না হইয়া কোন বাচ্চা পয়দা হইলে। ৩) শরীরের কোন ঘাঁ বা কোন জায়গা হইতে নাপাক বাহির হইয়া জখমের জায়গা হইতে বহিয়া ভাল জায়গায় গেলে। যেমন রক্ত বা পুজ। অবশ্য জখমের পট্টিতে জমা থাকিলে ওজু ভাঙ্গিবে না। রক্ত প্রদরের রোগী ও ডায়বেটিসের রোগীর লজ্জাস্থানে রক্ত বা পেশাব চোষনকারী ব্যান্ডেজ থাকে তবে নাপাক ব্যান্ডেজের বাহিরে না আসা পর্যন্ত ওজু নষ্ট হইবে না। অবশ্য প্রতি নামাজের ওয়াক্তের জন্য আলাদা ওজু করিয়া লইবে। ৪) মুখ ভরিয়া খাদ্য বা পানি ভুমি করিলে। ৫) মুখের জখমের রক্তের পরিমান মুখের থুথুতে বেশী দেখা দিলে। ৬) শুইয়া বা ঠেক লাগাইয়া বসিলে, বসার জায়গা নড়িয়া পরিলে, ৭)চিৎ হইয়া শুইয়া ঘুমাইলে নষ্ট হইয়া যায়। ৮) বেহুশ হইয়া গেলে। ৯) পাগল হইয়া গেলে। ১০) নেশাগ্রস্থ হইলে। ১১) বালেগ বালেগা নামাজী নামাজ রত অবস্থায় শব্দ করিয়া হাসিলে। ১২) স্ত্রীর স্বামীর

www.pathagar.com

সহিত ও স্বামী স্ত্রীর সহিত এরূপ স্পর্শ ইত্যাদি করিলে যাহাতে লজ্জাস্থান দিয়া মযী বাহির হয় তবে ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে। (তাহতাবী)

ওজু ও গোছলের বয়ান

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকে ফরমান "আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতা গ্রহণকারীকে ভালবাসেন।"(আল-কোরআন)

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ)ফরমাইয়াছেন "পবিত্রতা গ্রহন করা ঈমানের অর্ধেক" অর্থাৎ জাহেরী শরীর, কাপড়, জায়গা, নামাজে দাড়াইবার পূর্বে পাক থাকা ফরজ, তেমনি বাতেনী পবিত্রতা অর্থাৎ হালাল পয়সায় হালাল খানা খাওয়া ও কাপড় পড়াও ফরজ, এই ভাবে মনকেও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সকল শেরেকী, কুফরী, বেদাতী, ফাছেকী, কবীরাহ গোনাহ হইতে পবিত্র রাখাও ফরজ।

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ)ফমাইয়াছেন যে, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ছুরত দেখেন না বরং দিল দেখেন।"

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন নিশ্চয় আমলের ছাওয়াব ছহীহ নিয়াতের উপর নির্ভর করে। (বুখারী)

গোসল ফরজ হইয়া থাকিলে প্রথমে পবিত্রতা হাছিলের জন্য ওজু করার ও গোসল করার মনে মনে নিয়ত করিবে তারপর পেশাব পায়খানায় যাওয়ার পূর্বের দোওয়া পড়িবে।

পেশাব ও পায়খানায় ঢুকার পূর্বে এই মাছনুন দোওয়া পড়িবে

বিছমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছে ওয়াল খাবাইছ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনার রাজাছিন্নাজাছিল খাবীছীল মুখাব্বাছি শ্বাইতানির রাজীম। তার পর বাম পা আগে ঢুকাইবে। পেশাব ও পায়খানার পর তিন বার কুলুপ লইবে। তার পর পানি ব্যবহার করিবে। তার পর লজ্জা স্থান, শরীরের ও কাপড়ের অন্যান্য যে সব জায়গায় নাপাক লাগিয়াছে তাহা ধুইবে তার পর হাত মাটি, ছাই, বা সাবান দিয়া ধুইবে। তার পর মেছওয়াক করিবে। তার পর এই দোয়া পড়িবে,

"গুফরানাকা, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নীল আযাওয়া আফানী আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আযাক্কানী লাজ্জাতাহু ও আবকা কীইয়া কুওয়াতাহু ওদাফায়া আন্নী আযাহু, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী, আখরাজা আন্নীমা ইউযীনী ওয়া আমছাকা ফিইয়্যা মা ইয়ান ফাউনী।

www.pathagar.com

বিছমিল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ বলিয়া প্রথমে ডান হাত কবজি পর্যন্ত ধুইবে। তার পর নামাজের ওজুর ন্যায় ওজু করিবে। শুধু পা দুইটি গোসলের শেষে ধুইবে।

পেসাব, পায়খানা ও গোসল খানা হইতে বাহির হওয়ার সময় ডান পা আগে বাহির করিয়া উল্লেখিত দোয়া পুনরায় পাঠ করিবে।

তারপর বিছমিল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ বলিয়া দুইহাত কবজী পর্যন্ত ধুইবে।

তারপর নামাজের ওজুর ন্যায় ওজু করিবে শুধু পা দুইটি গোসলের শেষে গোসল খানা হইতে বাহির হইয়া তিনবার ধুইবে।জরুরাতান সর্তকতার সহিত নাপাক পানির ছিটা হইতে বাছিয়া গোছল খানায় ধুইতে পারিবে।

গোসলের পুর্বের ওজুর বয়ান

দুর্গন্ধহীন পবিত্র ধাতুর তৈয়ার (যেমন লোহা, মাটি, এলুমিনিয়াম বা প্লাষ্টিকের পাত্রে পানি লইবে। যেসব পাত্র মানুষ, শুকর শৃগাল, কুকুর বানর, গরু , ছাগল, বন্যপ্রাণী ও অন্যান্য প্রাণীর হাড়ে তৈয়ারী যেমন মেলামাইন, সেইসব পাত্রে খাওয়া ও ওজু গোসল করা নিষেধ। সূর্যের তাপে গরম বা কোন বেগানা স্ত্রীলোকের হাত লাগিয়াছে এমন পানি ব্যবহার না করাই ভাল। অবশ্য পানি পাক থাকিলে জরুরাত হিসাবে ঐ পানি ব্যবহার করা চলিবে। পান করার উপযোগী পরিস্কার পানি দিয়া ওজু গোসল করাই উত্তম।

তারপর বিসমিল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ বলিয়া বাম হাত দিয়া ডান হাতে পানি ডালিয়া তিন বার করিয়া প্রথমে ডানহাত ও পরে বাম হাত ধুইবে। তারপর তিনবার কুলি করিবে। রোজা না থাকিয়া থকিলে গড়গড়াইয়া কুলি করিবে। আর রোজা থাকিলে গড়গড়াইবেনা।

তারপর তিনবার ডান হাতে নাকে পানি দিবে। ও বাম হাতে নাক পরিস্কার করিবে। রোজা না থাকিয়া থাকিলে ভাল করিয়া নাকে পানি টানিয়া নিয়া বাহির করিবে রোজা থাকিয়া থাকিলে শুধু নাকের ডগায় পানি দিবে টানিতে হইবে না।

অজু আরম্ভ করার পর হইতে শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুর্বে উল্লেখিত ওজুর ভিতরের দোয়া পড়িতে থাকিবে।

তারপর আস্তে আস্তে পানি দিয়া তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করিবে। আর ঘন দাড়ি থাকিলে থুথির নীচ হইতে উপরের দিকে তিনবার দাড়ি ডান হাতের আঙ্গুলি দিয়া খিলাল করিবে। তারপর তিনবার কনুই পর্যন্ত ডান হাত ধুইবে। তারপর তিনবার কনুই পর্যন্ত বাম হাত ধুইবে।

www.pathagar.com

তারপর একবার পানি লইয়া তিনবার সারা মাথা মাছেহ করিবে। কানের ভিতরে হাতের কেনি আঙ্গুল ঢুকাইবে। (হেদায়া) সাত জন সাহাবায়ে কেরাম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তারপর তিনবার ডান হাতের আঙ্গুলের ফাঁক সমূহ বাম হাতের আঙ্গুল দিয়া ও ডান হাতের আঙ্গুল দিয়া বাম হাতের আঙ্গুলের ফাঁক খিলাল করিবে। তারপর প্রথমে ডান পা গোড়ালিসহ তিনবার ও পরে বাম পা গোড়ালিসহ তিনবার ধুইবে। তারপর বাম হাতের কেনি আঙ্গুল দিয়া নীচের দিক হইতে প্রথমে ডান পায়ের আঙ্গুলগুলির ফাঁকে ও পড়ে বাম পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে খিলাল করিবে।

আর গোছলের পুর্বে ওজু করিয়া থাকিলে গোছলের পর প্রথমে ডান ও পরে বাম পা আলাদাভাবে গোসল খানা হইতে বাহির হইয়া ধুইবে।

ওজুর সময় পানি নিজেই ব্যবহার করা ভাল। জরুরতের সময় অপরের সাহায্য লওয়া যাইবে। তারপর এই দোওয়াও সম্ভব হইলে কিবলার দিকে ফিরিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া পড়িবে।

"আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু। (তিনবার)

"আল্লাহুম্মাজ য়ালনী মিনাত্তাওয়াবীন ওয়াজ য়ালনী মিনাল মুতাতাহহেরীণ ছুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা লাইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।" তারপর সুরায়ে কাদর তিনবার পড়িয়া নামাজের দরুদ পড়িবে।

উল্লেখিত দোয়া গুলি কোরআনেকারিমের আয়াত না হওয়ায় গোসল খানার ভিতরেও পড়া যাইবে।

বর্ণিত আছে, ওজুর পর যে ব্যক্তি এই দোওয়া পাঠ করিবে তবে তাহার গোনাহ সমূহ মাফ হইয়া যাইবে । এবং এসময় মারা গেলে তাহার জন্য আটটি বেহেস্তর দরজা খুলা হইবে। (তিরমিযী)

বর্ণিত আছে চারটি বেহেস্তের আটটি দরজা রহিয়াছে (বুস্তান)

ওজুর পর হাত ধুয়ার পানি না ঝারাই ভাল। ওজুর সময় কোন কথাবার্তা না বলাই ভাল। ওজু করার সময় একটি অঙ্গ ধুইয়া উহা শুকানোর পূর্বেই তরতীব মোতাবেক অপর অঙ্গটি ধুয়া উত্তম।

কোন অঙ্গ তিনবারের বেশি ধুইবে না উহাতে ইসরাফের গোনাহ হয়। (অর্থাৎ পানি বেশী খরচের গোনাহ হয় যাহা হারাম)

ওজু করার সময় কিবলার দিকে ফিরিয়া লওয়া ভাল। অবশ্য গোসলের সময় কিবলার দিকে ফিরিয়া লওয়া মাকরুহ।

www.pathagar.com

রোজা না রাখিয়া থাকিলে ওজুর পাত্রে যে পানি রহিয়াছে উহা বা টিপকল বা, টিউবওয়েল বা পুকুরের বা নদী হইতে সামান্য পানি ডান হাতে নিয়া কিবলা মুখী হইয়া দাড়াইয়া পান করিবে। ওজুর পর একটু পানি নিয়া কপালে দিবে। ওজুর পর একটু পানি নিয়া নিজের লজ্জাস্থানে ছিটাইয়া দিবে।একাজ গুলি হাদিসে সাবেত আছে।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ২৭৩ তোলা পানি দিয়া গোসল করিতেন আর উহার চার ভাগের একভাগ দিয়া ওজু করিতেন। (দরকারে কিছু পানি এই ওজনের কম বেশী হইলে জায়েজ আছে।)

গোসলের পুর্বে ওজু করিয়া থাকিলে গোসলের পর আর নূতন ওজু না করিয়া গোসলের পরের দুই রাকাত নামাজ পড়িবে। গোসলের পর ওজু করা বিদাত। (ফাইজুল বারি)

ওজু পর কাহারও সাথে কোন কথা না বলিয়া ওজুর পরের দুই রাকাত নামাজ পড়িলে সকল গোনাহ মাফ হইয়া যায়।উহা ওজুর তাহিয়া নামে পড়া নিষেধ।

ওজু করার সময় হাত দিয়া মুখমন্ডল ও পা দুইটির সকল জায়গা রগরাইয়া ধুইবে। হাত পায়ের আঙ্গুলগুলির মাথা হইতে ধুয়া আরম্ভ করিবে। হাতে আংটি থাকিলে ওজু গোসলের সময় উহা নাড়াইয়া পানি পৌছাইবে।

ওজুর অঙ্গসমূহে আঙ্গুলের নখের ফাঁকে চুন, আটা বা নখে নখ পালিশ বা পালিশ জাতীয় রং বা কস, যাহাতে পানি পৌছেনা ঐগুলি হঠাইয়া ওজু করিবে। অন্যথায় ওজু হইবে না।

এইভাবে এইসব যদি গোসলের সময় সারা শরীরের অন্য অংশে থাকে তবে ঐগুলি হটাইয়া গোসল করিবে। অন্যথায় গোসল হইবে না।

পর্দার ভিতরে গোসল করিবে। অন্যথায় মাকরূহ হইবে। যখন গোসল ফরজ হয় তখন গোসল করাই জরুরী, তবে দেড়ী করা ভাল নহে।

দাঁতের ফাঁকে কোন কিছু লাগিয়া থাকিলে খিলাল করিবে বা দাঁতে মেচ্ছী (দাঁতের কাল দাগ) লাগিয়া থাকিলে উহা হঠাইয়া গোসল করিবে। অন্যথায় গোসল হইবে না। উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করা ভাল নহে। হাদিসে আছে তোমরা গোসলখানায় ইযারসহ (লুঙ্গি বা ছায়া) প্রবেশ কর। (নাছায়ী)

অবশ্য একটি মাত্র কাপড় আছে উহা ভিজাইলে অসুবিধা হইবে,তবে গোসলখানায় তা পরিবে।

গোসলখানায় ঢুকার সময় বাম পা আগে ওপরে ডান পা ঢুকাইবে।

www.pathagar.com

আর বাহির হইবার সময় প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা বাহির করিবে।তার পর পুর্বে উল্লেখিত গোসলখানায় ঢুকার পূর্বের দোওয়া পড়িবে।

"বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকাল জান্নাকা ওয়া আউযুবিকা মিনান্নারী।"
তারপর গোসলখানায় ঢুকিয়া বা পর্দা আছে এই রুপ জায়গায় ঢুকিয়া মাথায় ও শরীরে তিন বার পানি ঢালিবে এবং রগরাইয়া ভালভাবে মর্দন করিবে।যাহাতে একটি লোমকূপও পানি পৌছিতে বাদ না যায়। এইভাবে ডান বাজুতে তিন বার ও বাম বাজুতে তিন বার পানি ঢালিবে এবং ভালভাবে তিন বার মাথাসহ সারা শরীরে পানি পৌছাইবে।

কাপড় খোলার সময়ের দোওয়া

"বিছমিল্লাহিল্লাযী লাইলাহা ইল্লাল্লাহু"

গোসল খানা হইতে বাহির হইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট গোনাহ মাফের ছাওয়াল করিবে এবং শুকরিয়া জানাইবে।

কাপড় পরিধানের দোওয়া

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা মিন খাইরিহি ওয়া খাইরীমা হুয়া লাহু ওয়া আউযুবিকা মিন শাররীহি ওয়া শাররী মাহুয়া লাহু।"

নতুন জামা, জুতা বা অন্যান্য হালাল পরিধেয় পড়ার সময় পড়িবে। "আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাযী কাছানী হাযা চ্ছাওবা। (যদি ইহা বস্ত্র ছাড়া হয় তবে যাহা পড়িবে উহার নাম বলিবে।)ওয়া রাযা ক্বানিহি মিন গাইরী হাওলিন মিন্নীওয়ালাকুওয়াহ। (আবু দাউদ)

এই দোওয়া পাঠ করিলে পাঠকারীর গোনাহ সমূহ মাফ হইয়া যায়। তার পর গোসল খানা হইতে বাহির হওয়ার পুর্বে উল্লেখিত দোয়া পড়িবে।
তারপর কাহারও সাথে কোন কথা না বলিয়া দুই রাকাত বাদাল গোসল নামে নফল নামাজ পড়িবে।

অজুর মাকরূহাত

মুখ মন্ডলে সজোরে পানি নিক্ষেপ করা, ওজর না থাকিলে বাম হাতে কুলী ও নাকে পানি দেওয়া। ডান হাতে নাক পরিস্কার করা। অজুর কোন পাত্রকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া যে শুধু নিজেই উহা দ্বারা

www.pathagar.com

অজু করে অন্যকে ব্যবহারের জন্য দেয় না। মসজিদের কোন স্থান নিজ নামাজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া মাকরূহ।

অজু করার সময় কাহারও সাহায্য না লওয়াই ভাল। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পানি দিয়া অজু গোসল ও অন্যান্য সমস্ত পাকী হাছিল করাই উত্তম।

যে পানির বেশী হওয়া সত্ত্বেও রং মজা ও গন্ধ বদলে গেছে সেইরূপ পানি দিয়ে পাক হাছেল করা উত্তম নহে তবে জায়েয আছে।

উলঙ্গ হইয়া জরুরাত ছাড়া গোসল করা উত্তম নহে। অজু গোসলের সময় কথা বলা ভাল নহে। গোসলের সময় কেবলা মুখী হওয়া ভাল নহে।

পানি সর্ম্পকীয় মাকরূহাত

যে পানীর পরিমান বেশী এবং পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, স্রোতশ্বীনী, খাওয়ার উপযোগী ও স্বাস্থ্য সম্মত ঐ পানি দিয়া অজু গোসল করা উত্তম। পানির পরিমান বেশী হইলে ঐ পানির রং মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইলেও এই পানি দিয়া পবিত্রতা হাছেল করা জায়েয, তবে উত্তম নহে। কম পানিতে নাপাক পড়িলে সেই পানি দিয়া পবিত্রতার কাজ, ব্যবহার ও পান করা জায়েজ নহে। কোন আলেম, মুত্তাকী পরহেজগার যে পানিকে শরীয়তের বিচারে বেশী মনে করিবেন উহাকেই বেশী পানি ও যে পানিকে কম বলিবেন উহাই কম পানি ধরা যাইতে পারে।

(আশরুণ ফী আশরিণ) বেশী পানি।

কোন মুসলমান ও অমুসলমানের মুখে যদি নাপাক না থাকিয়া থাকে তবে মেয়ে লোক পুরুষ নির্বিশেষে তাহাদের পান করা বাকী পানি পাক, যদিও তাহাদের উপর গোসল ফরজ হইয়া থাকে (হায়েয, নেফাছ বা জনাবাতের কারণেই হউক না কেন) তাহাদের মুখে নাপাক থাকিলে পান করা বাকী পানি নাপাক ধরা হইবে।

যে সমস্ত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হালাল ঐ সব প্রাণীর মুখে নাপাক না থাকা অবস্থায় যে পানিতে মুখ দিবে সেই পানি পাক, আর নাপাক সহ মুখ দিলে পানি নাপাক হইবে।

যে সমস্ত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হারাম উহাদের মুখ দেওয়া (কম পানিতে) পানি নাপাক। যেমন শূকর, কুকুর, বাঘ, সিংহ, শৃগাল, বানর ইত্যাদি হিংস্র ও বন্য প্রাণী ঘরের বিড়াল যে পানিতে মুখ দিল উহা ব্যবহার করা মাকরুহ।

যে মুরগীর মুখে নাপাক সেই মুরগী কম পানিতে মুখ দিলে পানি নাপাক। তেমনি যে প্রাণী নাপাক বা মৃত প্রাণী খায় যেমন শুকুন, কাক, চীল

www.pathagar.com

ইত্যাদি প্রাণী, পানিতে মুখ দিলে ঐ পানি ব্যবহার করা মাকরুহ। ইঁদুরের ও চিকার উচ্চিষ্ট পানি মাকরুহ।

গোসল সর্ম্পকীয় মাকরূহাত

গোসল করার সময় কেবলা মুখী হইয়া গোসল করা, গোসলের সময় শব্দ করিয়া কোন কালাম বা দোয়া পড়া, উলঙ্গ হইয়া গোসল করা, পুরুষ হইলে পুরুষের সামনে স্ত্রী হইলে স্ত্রীর সামনে পর্দা না করিয়া গোসল করা মাকরুহ।

অতি জরুরাত না হইলে গোসরখানায়ও উলঙ্গ হইয়া গোসল করা মাকরুহ।

মধ্যম পন্থায় গোসলের পানি ব্যবহার করিবে। গোসলের সময় কথা বলা ভাল না।

ওজুর কোন অঙ্গের পশমের গোড়ার বা গোসল ফরজ হইলে শরীরের কোন পশমের গোড়ায় জানামত পানি না পৌছিলে ওজু বা গোসল হয় না। তাই ওজুর সময় ওজুর জায়গায় এবং গোসলের সময় শরীরে যে কোন অংশে কষ, আলকাতরা, বার্নিশ, নখ পালিশ, মাছের আছলা,প্লাষ্টিকের টিপ, নেল পালিশের টিপ, কানের নাকের জেওরের ছিদ্র, আটা, চুন যদি এইভাবে লাগিয়া থাকে যে নির্দিষ্ট জায়গায় পানি পৌছে নাই তবে ওজু বা গোসল হয় না। জরুরতের কথা আলাদা, যেমন যখমে পট্রি থাকিলেভিতরে পানি প্রবেশ করিতে হইবে না।

অবশ্য আলতা, মেন্দী বা অন্য কোন পাতলা রং তৈল বা কালী,কাজল , ঠোটের উপর পাতলা লিপস্টিক যাহা পবিত্র ধাতুর দ্বারা তৈরী লাগিয়া থাকে তবে ওজু বা গোসলের পানি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছিলে গোসল হইবে।

গোসলের সময় যদি দাঁতের কোন জায়গায় বা দাঁতের ফাঁকে কোন কিছু লাগিয়া থাকে তবে এহতেয়াতানা উহা সরাইয়া পানি দিয়া ধৌত করা ওয়াজিব অন্যথায় পাকী হইবে না। দাঁতে মেছছি পড়িলে অন্যান্য কোন কিছুর তাহ বা আস্তর বা স্তর পড়িলে উহা না হটাইয়া গোসল করিলে গোসল হয় না।

[মূনিয়া] যেমন দাঁতে কড়াইল পড়িলে বা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ও পান, শুপারি, চুন, খয়ার একত্রে মিশাইয়া খাইলে। দাঁতের উপর স্তর ও প্রলেপ পরে যাহাতে দাঁতে পানি পৌছেনা এবং গোসলের পাকী হয় না। এসব

www.pathagar.com

কারণে যাহাদের গোসলের পাকী হয় না, তাহাদের নামাজও হয় না।তাই মুক্তাদী ও ইমাম সবাইকে এসব খেয়াল করিয়া নামাজ পড়া বা পড়ানো উচিৎ।

কখন গোসল করা ফরজ

গোসল যে যে কারনে ফরজ হয় উহা তিনটি ঃ- ১। জানাবাত বীর্যপাতের পরের গোসল (যে কোন উপায়ে সজোড়ে বাহির হইলে) উহা দুই কারনে হয়।

(ক) সজোরে ও কাম উত্তেজনার সহিত বীর্যপাত হওয়া যাহাতে যৌনাঙ্গ কোথাও প্রবেশ হয় না বরং চুয়া, লক্ষ্য করা, বা হস্তমৈথুনের কারণে হয়। এবং এইরূপ স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হইতে পারে। নিদ্রায় হউক বা জাগ্রত অবস্থায় হউক। বীর্যপাত হওয়ার সময় কাম উত্তেজনা ও সজোড়ে নির্গত হইলেই হইবে।

বীর্যাধার থেকে বীর্য্যবাহি নলে কাম উত্তেজনা ও সজোড়ে বাহির হওয়াই গোছল ওয়াজেব করে। লিঙ্গাগ্র থেকে নির্গত হওয়ার কোন অর্থ নাই। অর্থাৎ এই সময় উত্তেজনা ও সজোড়ে বাহির না হইলেও গোসল ওয়াজেব হইবে।

(খ) যদি স্বপ্ন দোষ হয় বা কোন মেয়েলোকের দিকে কামভাব নিয়া তাকায় এবং উহাতে বীর্য্যাধার হইতে সজোড়ে বীর্য্যবাহী নলে বীর্য্য বহিয়া আসে তখন সেই ব্যক্তি যদি লিঙ্গে বীর্য্যকে আটকাইয়া রাখে এবং তারপর উত্তেজনা কমিয়া যায় ও পরে ছাড়িযা দিলে বীর্য্য বাহির হয় তবে ইমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদের (রাঃ)এর নিকট গোছল ওয়াজেব হইবে।

কোন ব্যক্তি যদি গোছল ফরজ হওয়ার পর পেশাব না করিয়া বা কিছুক্ষণ না ঘুমাইয়া (অপেক্ষা না করিয়া) গোছল করিয়া ফেলে এবং নামাজ আদায় করে এবং পরে বাকী বীর্য্য বাহির হইতে দেখে তবে ইমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদ (রাঃ) এর মতে পুনরায় গোসল ওয়াজেব হইবে।

অবশ্য সবার মতেই যে নামাজটি পড়িল উহা আবার পড়িতে হইবে না।

যদি পেশাব করিয়া বা কিছু ঘুমাইবার পর গোছল করে ও পরে বাকী বীর্য্য বাহির হয় তবে সবার মতেই পুনরায় গোছল করিতে হইবে না।

কেহ স্বপ্ন দোষ হইতে দেখিল কিন্তু লিঙ্গাগ্র দিয়া বীর্য বাহির হইল না তবে তাহার গোছল ওয়াজেব হইবে না।

এক ব্যক্তি পেশাব করিল এবং তাহার লিংঙ্গে উত্তেজনার পর যদি বীর্য বাহির হয় তবে তাহাকে গোছল করিতে হইবে, আর যদি উত্তেজনা

www.pathagar.com

ছাড়া বীর্য্য বাহির হয় তবে গোছল ওয়াজেব হইবে না বরং ওজু করিবে।

. সহবাসের পর যদি স্ত্রী গোছল করিয়া দেখে যে তাহার স্বামীর বীর্য্য বাহির হইয়াছে তবে লজ্জাস্থান ধুইয়া তাহার ওজু করিলেই চলিবে পুনরায় গোছল করিতে হইবে না।

অবশ্য যরদ রং এর বীর্য দেখিলে গোছল করিতে হইবে। কেননা মেয়েদের বীর্য যরদ রংএর হয়।

কেহ যদি ঘুম হইতে জাগিয়া তাহার বিছানায়, কাপড়ে বা তাহার উরুতে ভিজা ভিজা পায় এবং তাহার স্বপ্ন দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় , যদি সে উহাকে বীর্য মনে করে বা মনে করে যে মযী (বীর্যপাতের পূর্বে যে রস নির্গত হয়) অথবা মযী বা বীর্য কোনটিতে সন্দেহ করে তবে সেই ব্যক্তির উপর গোছল ওয়াজেব হইবে।

আর যদি উহাকে মনে করে যে ওয়াদী (উত্তেজনা বিহীন নির্গত বীর্য)যাহা পেশাবের পরে বাহির হয় তবে গোছল করিতে হইবে না।

আর যদি ভীজা ভীজা দেখে কিন্তু স্বপ্ন দোষের কথা মনে পড়ে না । যদি সে উহাকে ওয়াদী বলিয়া বিশ্বাস করে তবে গোছল ওয়াজেব হইবে না। আর যদি উহাকে বীর্য বলিয়া মনে করে তবে গোসল ওয়াজেব হইবে। যদি মযী বলিয়া বিশ্বাস করে তবে গোসল ওয়াজেব হইবে না। যদি মনি বা মযী বুঝিতে সন্দেহ হয় তবে আবু হানিফা ও মোহাম্মদ (রাঃ) নিকট গোসল ওয়াজেব হইবে।

কেহ যদি জাগিয়া দেখে তাহার লিঙ্গাগ্র ভীজা কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে পরে না যদি তাহার লিঙ্গ ঘুমাইবার পূর্বে উত্তেজিত দেখিয়া থাকে তবে তাহার গোসল করিতে হইবে না, হাঁ যদি বিশ্বাস হয় যে উহা বীর্য্য তবে গোসল করিতে হইবে। আর যদি লিঙ্গ ঘুমাইবার পূর্বে শান্ত থাকিয়া থাকে তবে তাহার উপর গোছল ওয়াজেব হইবে।

স্বপ্নদোষের বেলায় মেয়েরাও পুরুষের মত কেননা মেয়েদের বীর্য্য ও লজ্জাস্থান হইতে বাহিরে আসে তাহা হইলে গোসল ওয়াজেব হইবে।

কোন ব্যক্তি যদি বসিয়া, দাঁড়াইয়া বা চলিতে চলিতে ঘুমায় তারপর জাগিয়া ভীজা ভীজা পায় তবে তাহার হুকুম শুইয়া ঘুমাইলে উঠিয়া এরূপ দেখারমত অর্থাৎ গোছল ওয়াজেব হইবে।

বিছানায় বীর্য পাওয়া গেল, স্বামী বলে স্ত্রীর, স্ত্রী বলে স্বামীর এ অবস্থায় ঠিক কথা হইল উভয়কেই গোছল করা কর্তব্য।

অবশ্য বীর্যের রং যদি যরদ, পাতলা ও কাপড়ের বেশী যায়গায় বিস্তৃত থাকে তবে স্ত্রীর হইতে পারে , আর উহার রং সাদা ও গাঢ় ও কম

www.pathagar.com

জায়গায় বিস্তৃত থাকিলে পুরুষের হইতে পারে। তাই সাদা বীর্য কম জায়গায় হইলে স্বামী গোসল করিবে। যরদ বীর্য কাপড়ের বেশী জায়গায় দেখাগেলে স্ত্রী গোসল করিবে।

কোন মানুষ যদি বেহুশ হইয়া যায় বা মাদকতায় মত্ত থাকার পর ভাল হইয়া তাহার উরু বা কাপড়ের মধ্যে বীর্য্য দেখিতে পায় তবে তাহার উপর গোছল ওয়াজেব হইবে না। ইহার মাছয়ালা ঘুমের মত নয়।

গোছল ফরজ হওয়ার পর যদি নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্য্যন্ত গোছল করিতে দেরী করে তবে দেরী করায় গোনাহ হইবে না।যাহার অজু নাই তাহার উপর ওজু ও যাহার গোছল ফরজ তাহার উপর গোছল করা তৎক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজেব হইবেনা যতক্ষন পর্য্যন্ত নামাজ ওয়াজেব না হইবে বা এরূপ কাজ না করিতে চাহিবে, যাহাতে অজু গোছলের দরকার হয়। (আলমগীরী ১ম খন্ড ১০পৃ)

ডাঃ বি, বেন্ড গোছল সম্পর্কে বলেন ঃ-

" Us clean water and a small piece of lint"
(1.m.p.307)

অর্থ ঃ- সহবাসের পর পরিস্কার ও স্বচছ পানি ব্যবহার কর এবং এক টুকরা নরম কাপড় ব্যবহার কর। বলা বাহুল্য আম্মাজান আয়েশা(রাঃ)হইতে উহা, ডাঃ সাহেবের বর্ণনার ১৩ শত বৎসর পূর্বে বর্ণিত আছে ।.

ডাঃ সাহেব আরও বলেন ঃ-

" Ideal marriage can only be achieved under the protection of physical cleanliness" (I.M.P. 309)

অর্থ ঃ- আদর্শ বিবাহ তখনই ফলপ্রসু হইতে পারে যখনই পরিস্কার পরিচছন্নতার দিকে লক্ষ্য করা হয়।

ডাঃ ডিবেল্ড আরও বলেন ঃ-

" I have successfully prescrived bathing to both man and woman."

(Ideal marriage P,280)

অর্থ ঃ- আমি স্বামী ও স্ত্রীর জন্য সহবাসের পর গোছল করাকে ভাল ভাবিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

www.pathagar.com

২। গোছল ওয়াজেব হওয়ার জন্য দ্বিতীয় কারণ হইল লিঙ্গ দুই রাস্তার (লজ্জাস্থান বা গুহ্যদ্বার) কোন এক রাস্থায় প্রবেশ করা। লিঙ্গমণি ঢুকিলেই উভয়েরই গোছল ওয়াজেব হইবে। বীর্যপাত হউক বা না হউক। আর যদি কাহারও লিঙ্গমণি কাটা থাকে তবে যে লিঙ্গটুকু আছে উহার এতটুকু প্রবেশ করিলেই গোছল ওয়াজেব হইবে লিঙ্গমণির পরিমান যতটুকু।

লিঙ্গ যদি প্রাণী বা মৃতের মধ্যে ঢুকান হয় তবে বীর্য্যপাত না হওয়া পর্যন্ত গোছল ওয়াজেব হইবে না। এইরূপে যে কোন প্রাণীর কর্তিত লিঙ্গ যদি যোনিতে প্রবেশ করান হয় এবং ঐ রমনীটির বীর্য্যপাত না হওয়া পর্যন্ত গোছল ওয়াজেব হইবে না।

কোন মেয়েলোক যদি বলে যে আমার নিকট জিন আসে এবং সহবাস করে ও উহাতে আমি আমার স্বামীর সহবাসের ন্যায় লজ্জত পাই তবে তাহার উপর গোছল ওয়াজেব হইবে না।

দশ বছরের বালক, বালিগা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করিলে স্ত্রীর উপর গোছল ওয়াজেব হইবে। বালকটির উপর গোছল ওয়াজেব হইবে না। (যদি তাহার বীর্য না হইয়া থাকে) তথাপি অনেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য গোছলের হুকুম দিয়া থাকেন।

স্ত্রী যদি এরূপ নাবালিগা থাকে যাহার সহিত সহবাস করা যায় আর স্বামী যদি বালিগ থাকে তবে এরূপ অবস্থায় সহবাস হইলে স্বামীর উপর গোছল ওয়াজেব হইবে এবং স্ত্রীর উপর ওয়াজেব হইবে না। কোন বন্ধ্যা করা স্বামী বা স্ত্রী বা উভয়ই বন্ধাত্ব গ্রহন করার পর সহবাস করে তবে উভয়ের উপরই গোছল ওয়াজেব হইবে।

কেহ যদি লিঙ্গের উপর এরূপ আবরণ পরিয়া সহবাস করে যাহা থাকা স্বত্বেও লিঙ্গে উষ্ণতা লাগে ও লজ্জত বোধ হয় তবে বীর্য্য নির্গত না হইলেও গোছল ওয়াজেব হইবে। আর যদি লজ্জত বা উষ্ণতা না লাগে তবে মণি নির্গত না হওয়া পর্যন্ত গোছল ওযাজেব হইবেনা। অবশ্য দুই অবস্থায়ই গোছল করাই সতর্কতার কাজ।

এইরূপ গুর্মা (ক্লীবলিঙ্গ)যদি হয় যে তাহাকে পুরূষ বা রমণী কোনটাই ধরা যায় না। সে যদি কোন মেয়ের সঙ্গে (যথাসাধ্য) যে কোন রাস্থায় সহবাস করে তবে গুর্মা বা মেয়ে লোক কাহারও উপর গোছল ওয়াজেব হইবে না। কোন পুরুষ যদি গুর্মার সহিত সহবাস (যথাসাধ্য) করে তবে বীর্য্যপাত না হওয়া পর্যন্ত গোছল ওয়াজেব হইবে না।

www.pathagar.com

হায়েজ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরে দেখা না যাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত গোছল ওয়াজেব হইবে না।

এক ব্যক্তি ঘুম হইতে জাগিয়া স্বপ্নদোষ হইয়াছে বলিয়া স্মরণ করে কিন্তু ইহার কোন আলামত ভীজা ভীজা না পায় অবশ্য একটু পরে মণি নির্গত হয় তবে তাহার উপর গোছল ওয়াজেব হইবে না।

রাত্রে স্বপ্নদোষ হইল এবং জাগিয়া কোন ভীজা ভীজা পাইল না এবং অজু করিয়া ফজরের নামাজ আদায় করিয়া বীর্য্য নির্গত হইতে দেখিলে তাহার উপর গোছল ওয়াজেব হইবে। কিন্তু এই নামাজটি উল্টাইয়া পড়িতে হইবে না।

এইভাবে কাহারও যদি নামাজে স্বপ্নদোষ হয় কিন্তু বীর্য্য নামাজে বাহির হইল না অবশ্য নামাজ শেষে বাহির হইল, তবে এই নামাজ পুনরায় পড়িতে হইবে না। অবশ্য গোছল ওয়াজেব হইবে। (আলমগিরি)

৩। গোছল ওয়াজেব হওয়ার তৃতীয় কারণ হইল হায়েজ বা নেফাছ হওয়া। কোন রমনী যদি এ অবস্থায় সন্তান প্রসব করে যে তাহার রক্ত বাহির হয় নাই তবে সেই রমনীর গোছল করা ওয়াজেব হইবে। হায়েজ নেফাছের অন্যান্য মাছায়ালা পূর্বে লিখিয়াছি তাই এখানে আর পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

গোছলের প্রকার ও মাছায়েল

গোছল মোটামুটি নয় প্রকার তন্মধ্যে তিন প্রকার হইল ফরজ গোছল, যাহা বর্ণনা করিলাম।

এক প্রকার হইল ওয়াজেব গোছল উহা মুর্দার গোছল।

কাফের মুসলমান হইলে তাহার গোছল করা ওয়াজেব, যদি সে কাফের অবস্থায় গোছল ওয়াজেব করিয়া থাকে।

কোন অমুছলিম রমণীর মাসিক স্রাব ক্ষান্ত হইয়া গেলে পরে মুছলমান হয় তবে তাহার উপর গোছল ওয়াজেব হইবে না।

কোন মেয়ে যদি প্রথম বার হায়েজ হইয়া সাবালিগা হয় তবে রক্ত বন্ধ হইলে তাহার উপর ও গোছল ওয়াজেব হয়।

তদ্রূপ কোন ছেলে যদি স্বপ্নদোষ হইয়া সাবালিগ হয় তবে তাহার উপরও গোছল ওয়াজেব হইবে।

চার প্রকার গোছল হইল ছুন্নাত ঃ- (১) জুম্মার দিন (২) দুই ঈদের দিন (৩) আরফার দিন (৪) হজের এহ্রামের পূর্বে।

www.pathagar.com

৯ প্রকার গোছল হইল মুস্তাহাব যথাঃ- কোন কাফেরের যদি গোছল ফরজ না হইয়া থাকে তবে সে মুছলমান হইলে তাহার উপর গোছল করা মুস্তাহাব।

যদি কোন মেয়ে লোকের লজ্জাস্থান বা পায়খানার রাস্থার মাঝখানের পর্দা ছিড়িয়া যায় এবং উহা স্বত্তেও স্বামী লজ্জাস্থানে সহবাস করিতে পারে, তবে সহবাস করিতে পারিবে।আর যদি লজ্জাস্থানে সহবাস না করিতে পারে তবে স্বামী সহবাস করিবে না।

কোন মেয়ে লোকের উপর সহবাসের গোছল ওয়াজেব হইলে গোছলের পূর্বেই হায়েয হইয়া গেলে এ অবস্থায় গোছল না করিয়া একেবারে হায়েয হইতে পবিত্র হওয়ার গোছল করিলেই চলিবে। অবশ্য গোছল করাতে কোন বাধা নাই।

কাহারও যদি উত্তেজনা ব্যতীতই বীর্য্যপাত হয় এবং লিঙ্গ উত্তেজনা হইয়া থাকে তবে তাহাদের উপর আবু হানিফা (রাঃ)এর নিকট গোছল ওয়াজেব হইবে না।

এক ব্যক্তির পেশাবের সময় বীর্য্যপাত হইল এ অবস্থায় যদি লিঙ্গ উত্তেজিত থাকিয়া তাকে তবে গোছল ওয়াজেব হইবে। আর যদি লিঙ্গ উত্তেজিত না থাকিয়া থাকে তবে গোছল ওয়াজেব হইবে না।

যাহার উপর গোছল ফরজ হইল বা ওজু নাইএরূপ ব্যক্তি পেশাব করতঃ যদি গোছল বা ওজু করার পর তাহার লজ্জাস্থানে ভিজা ভিজা বুঝে তবে সে পুনরায় ওজু করিয়া লইবে আর যদি নামাজে এরূপ সন্দেহ হয় এবং শয়তান এরূপ সন্দেহ বার বার করায় এবং যে ব্যক্তি উহাকে নিঃসন্দেহে নাপাক মনে না করে তবে সে নামাজ শেষ করিবে এসব সন্দেহের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মনে পূর্ণ একীন (বিশ্বাস) না হইয়া থাকে যে যাহা বাহির হইল তাহা পেশাব। তৎক্ষণই নামাজ পড়িতে পারিবে।

যাহার এরূপ সন্দেহ হয় সে ওজু শেষে লজ্জাস্থানে পানি ছিটাইয়া দিবে। তারপর সন্দেহ হইলে মনে করিবে যে উহা পানির ভিজা পেশাবের ভিজা নয়। (কাযী খান ১ম খন্ড ১৩ পৃঃ)

জুম্মার দিনের গোছল জুম্মার নামাজের জন্য করিবে। কেহ যদি ফজরের পরে গোছল করে এবং ওজু নষ্ট হওয়ার পর জুম্মার নামাজ নুতন ওজু করিয়া পড়ে বা জুম্মার নামাজের পরে গোছল করে তবে ঐ দিনের ছুন্নাত গোছল আদায় হইবে না।

www.pathagar.com

যদি জুম্মার দিন ও দুই ঈদের দিনের কোনটি অর্থাৎ জুম্মা ও ঈদ একই দিনে হয় এবং সেই দিন স্ত্রী সহবাস করে এবং গোছল করে তবে জুম্মা ও ঈদ দুটিরই গোছল আদায় হইবে।

কেহ যদি ফজরের পূর্বে গোছল করে এবং সেই গোছলেই জুম্মার নামাজ পড়ে তবে আবু ইউসুফ (রাঃ) এর মতে সে ব্যক্তি জুম্মার দিনের গোছলের ফজিলাত পাইল।

মোট কথা জুম্মার দিনের গোছলের ফজিলাত পাইতে হইলে ঐ দিনের ফজরের পর ও জুম্মার আগে গোছল করাই উত্তম। এ ছাড়া মক্কা শরীফ প্রবেশ করিবার পুর্বে, মুযদালেফায় অবস্থানের সময়, মদীনা শরীফে প্রবেশ করার সময়, পাগল ভাল হইলে ও ছেলের বয়স হওযার কারণে বালেগ হইলে গোছল করা ভাল। (আলমগিরি)

গোছলের ফরজ সমূহ

(১) গড়গড়াইয়া কুলি করা (যদি রোজাদার না হইয়া থাকে) আর যদি রোজাদার হইয়া থাকে তবে গড়গড়ানো ছাড়া কুলি করিবে। (২) নাকের ভিতরে ভাল করিয়া পানি প্রবেশ করানো (অর্থাৎ নাকের বাঁশুরী পর্য্যন্ত) যদি রোজাদার না হইয়া থাকে, আর যদি রোজাদার হইয়া থাকে তবে বেশী অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করাইবে না। এইভাবে কুলি করিবে না যাহাতে পানিহলক্কুমের ভিতরে প্রবেশ হইয়া রোজা নষ্ট করিতে পারে। (৩) সমস্ত শরীর ভাল করিয়া ধৌত করা। ফরজ গোছল কারী যদি পানি পান করে এবং কুলকুচা না করে তবেও তাহার গড় গড়াইয়া কুল কুচার কাজ হইবে যদি পানি সমস্ত মুখের ভিতর প্রবাহিত হইয়া থাকে।

কোন গোছলকারী মানুষের দাঁতে যদি কোন কিছুর বেষ্টনী স্তর থাকে এবং এ অবস্থায় ফরজ গোছল করিয়া ফেলে অথবা দাঁতের ফাঁকে যদি খাদ্য লাগিয়া থাকে তবে গোছলের পর উহা জানিতে পারিলে সেই যায়গা হইতে উক্ত আবর্জনা সড়াইয়া ধুইযা ফেলিলেই চলিবে। অন্যথায় গোছল হইবে না।

আর যদি ঐগুলি ঢিলা অবস্থায় থাকিয়া থাকে যাহাতে পানিপৌছিতে পারে তবে গোসল হইবে

পান বা এরূপ খাদ্য খাইলে যাহাতে দাঁতে শক্ত দাগ লাগে সেই দাগ না উঠানো পর্য্যন্ত গোছল হবেন. নাকে যদি শুষ্ক আবর্জনা থাকে তবে গোছল হয় না। এই ভাবে নখে যাদ খাদ্য দ্রব্য মন্ড করার সময় আটা লাগিয়া থাকে তবে উহা না সড়াইয়া গোছল করিলে হইবে না।

www.pathagar.com

শরীরে কোন পবিত্র আবর্জনা বা ময়লা লাগিয়া থাকিলে গোছলের অসুবিধা হইবেনা.। অবশ্য কস জাতীয় বা প্রলেপ জাতীয় কোন কিছু লাগিয়া থাকিলে উহার নীচে পানি পৌছিতে পারে না তাই গোছল হয় না। এইরূপে মাটি, কাদা ও নখ থাকায় গোসলের অসুবিধা করে না।

কাহারও শরীরে যদি মাছের চামড়া (আইছুলা)বা চাবানো রুটির অংশ শুকাইয়া লাগিয়া থাকে এবং এ অবস্থায় গোছল করে ও উহাদের নীচে পানি না যায় তবে সেই গোছল হইবে না।

যদি পাঁচড়া থাকে যাহার উপরের চামড়া ফুলিয়া উঠিয়াছে কিন্তু উহার চারপাশের চামড়া লাগিয়া আছে যাহার ভিতরে পানি পৌছে নাই তবে এ অবস্থায় গোছল করিলে কোন অসুবিধা নাই। যদি চামড়া গোছলের পর উঠিয়া যায় তবেও পুনরায় গোছল করিতে হইবে না।
চোখের ভিতরে পানি পৌছানো ওয়াজেব হয় না।

রমনীদের মাথার চুলের খোপায় চুলের গোড়ায় পানি পৌছিলেই হইবে তাহাদের মাথার বেনীর ভিতরে পানি পৌছাইতে হইবে না। বা বেনী ভিজাইতে হইবে না। চুল যদি বেনী বাঁধা না থাকে তবে চুলের ফাঁকে পানি পৌছানো ওয়াজেব। অবশ্য সমস্ত চুল ধৌত করাই উত্তম। চুলে নাপাক থাকিলে অবশ্য থুইতে হইবে।

পুরুষের জন্য তাহার দাঁড়ি ও যাবতীয় চুলের গোড়ায় ও সমস্ত চুলে পানি পৌছানো ওয়াজেব হইবে।পুরুষের চুল যদি বাধাঁ থাকে তবেও উহা খুলিয়া পানি পৌছাইতে হইবে।

মেয়েলোক পুরুষ উভয়ের শরীরের যাবতীয় চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো ওয়াজেব, তাহা না হইলে গোছল হইবে না। কোন মেয়ে লোক যদি মাথার চুলে এরূপ প্রলেপ জাতীয় খুশবু বা দ্রব্য ব্যবহার করে যাহা থাকা অবস্থায় চুলের গোড়ায় পানি পৌছিতে পারে না তবে উহাকে ধুইয়া লইতে হইবে। অবশ্য তৈল জাতীয় থাকিলে ধৌত করিতে হইবে না।

যে সমস্ত কানের ফুল বা আংটি বা অন্যান্য ঐসব যেওরযাহা পড়িলে আটকিয়া থাকে বা ছিদ্র করিয়া পড়িতে হয় । পানি পৌছানোর জন্য নাড়ানো ওয়াজেব। কানে বা যে কোন ছিদ্রে যেওর না থাকিলে ঐ ছিদ্রে যদি পানি আপনাতেই পৌছে তবেই চলিবে। আর যদি পানি না পৌছিয়া থাকে তবে পৌছাইবে।

নাভীর ভিতরে আঙ্গুলের সাহায্যে পানি পৌছাইবে। উহাতে পানি পৌছানো ওয়াজেব কাহারও যদি খাতনা না করা থাকে তবে লিঙ্গ মনির উপরে যে চামড়া আছে উহার ভিতরে পানি পৌছানো মুস্তাহাব। স্ত্রী লোকের

www.pathagar.com

জন্য ফরজ গোছল, হায়েয ও নেফাছের গোছলে লজ্জাস্থানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া লজ্জাস্থান পরিস্কার করিতে হইবে না, বরং বাহিরের অংশ ধৌত করিলেই চলিবে। শরীরে তৈল মালিশ করা থাকিলে পানি যদি দিতেই পরিয়া যায়, লাগিয়া থাকে না তবে ও গোছল হইয়া যাইবে।

গোছলের ছুন্নাত সমূহ

(১) প্রথমে, ফরজ গোছল করিয়া পাক হইতেছি এরূপ নিয়াত করিবে। (২) বিছমিল্লাহ্ বলিয়া দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিন তিন বার ধুইবে। (৩) তারপর পেশাব করিয়া লজ্জাস্থান ও যে সব জায়গায় নাপাক থাকে উহা ধুইবে।তারপর হাত মাটি সাবান বা ছাই দিয়া ধুইবে ও মেছওয়াক করিবে। (৪) তারপর নামাজের অজুর ন্যায় অজু করিবে। অবশ্য পা ধুইতে হইবে না। (৫) সারা শরীরে তিনবার পানি দিবে , প্রথম বার দেওয়া ফরজ ও পরের দুইবার দেওয়া ছুন্নাত।ইহাতেই গোছল হইয়া যাইবে অবশ্য এই নিয়মে পানি ঢালাও উত্তম যেমন- প্রথমে ডান দিকে তিনবার তারপর বামদিকে তিনবার। তারপর মাথায় ও সারা শরীরে তিনবার।

(২) যদি সমতল যায়গায় দাঁড়াইয়া গোছল করে তবে জায়গা হইতে সরিয়া পা দুইখানা ধুইবে। আর যদি কোন পাথরে বা উঁচু যায়গায় দাঁড়াইয়া গোছল করে তবে সেখানেই পা ধুইবে। অনর্থক বেশী পানি খরচ করিবে না কারণ উহার জওযাব দিতে হইবে। একেবারে কমও খরচ করিবে না।

(৩) গোছলের সময় কেবলার দিকে ফিরিবে না। এরূপ যায়গায় গোছল করিবে যেখানে কেহ না দেখে।গোছলখানায় উলঙ্গ হইয়া গোছল করা জরুরাতান জায়েজ আছে যদিও উহার ছাদ না থাকিয়া থাকে অবশ্য উহা মাকরূহ হইবে কারণ রাছুলুল্লাহ (দঃ)ফরমাইয়াছেন তোমরা গোছলখানায় কোন লঙ্গি ভিন্ন প্রবেশ করিও না। (নাছায়ী)

(৪) এ ছাড়া নবীগণ কখনও উলঙ্গ অবস্থায় গোছল করেন নাই। প্রথমবার পানি ঢালার পর সমস্ত অঙ্গে ভাল করিয়া মর দিবে। গোছলের সময় কোন কথা বার্তা না বলাই মুস্তাহাব। গোছলের পর তোয়ালে দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলা মুস্তাহাব ।নামুছিলেও চলিবে।(আলমগিরি)

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ)২৭৩ তোলা পানির দ্বারা গোছল করিতেন ও উহার চার ভাগের এক ভাগ পানি দ্বারা অজু করিতেন। (নাছায়ী) ইহাই উত্তম। তবে দরকার বশতঃ বেশী পানি খরচ করিলে গোনাহ নাই।

অজুর অন্যান্য কথা

একটি পবিত্র পাত্রে যেমন লোহা, এলুমিনিয়াম,মাটি, প্লাষ্টিক ইত্যাদি ধাতুর তৈয়ার।

অপবিত্র পাত্র যেমন মেলামাইন কারণ মেলামাইন হাড্ডি দিয়া তৈয়ার হয়,ইহাতে মানুষ শুকর সহ অন্যান্য মৃত প্রানীর হাড্ডির গুড়া থাকে যাহাতে শতকরা ৭০ ভাগ বিভিন্ন প্রাণীর হাড্ডির গুড়া রহিয়াছে।

শামীতে আছে শতকরা ৫১ ভাগ হালাল আর ৪৯ ভাগ হারাম থাকিলে এসব দ্রব্যাদি জরুরাতের সময় ব্যবহার করা যায়। আর যদি ৫১ ভাগ হারাম থাকে ৪৯ ভাগ হালাল থাকে তবে এসব দ্রব্য ব্যবহার করা জায়েয নহে·

তাই যাচায়ের পর দেখা গিয়াছে যে মেলামাইনে কাচামাল হিসাবে ৬০থেকে ৭০ ভাগ হাড্ডির গুড়া রহিয়াছে । সে হিসাবে খাদ্যের ও পবিত্রতা হাসিল করার দ্রব্যাদি যেমনঃ- থালা ,বাটি, পেয়ালা, পানির কলস, গ্লাস, বালতি,মগ,ইত্যাদি ব্যবহার করা হারাম হইবে।

অবশ্য মেলামাইন দিয়া এরূপ দ্রব্যদি তৈয়ার করা যাইবে যে সব দ্রব্য খাদ্য ও গোসলের জন্য ব্যবহার করা হয়না । যেমনঃ- চেয়ার টেবিল ঘরের ফার্ণিচার ঘরের বেড়া চাল ইত্যাদি । তবে উহাতেও মাকরূহ হইবে

প্রায় এক সের পানি লইয়া কোন পাক উচচ জায়গায় কেবলামুখি বসিয়া বিছমিল্লাহ পড়িয়া অজু আরম্ভ করিবে। প্রথমে মেছওয়াক করিবে, মেছওয়াক না থাকিলে হাতের আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজিবে। তৎপর ডান হাতে পানি লইয়া কব্জা পর্য্যন্ত ধুইবে, এইরূপে বাম হাতও ধুইবে। গড়গড়া সহ কুল্লি করিবে। ডান হাতে নাকে পানি দিয়া বাম হাতের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধা অঙ্গুলি দ্বারা নাক পরিষ্কার করিবে। সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করিবে। দাঁড়ি ঘন হইলে হাতের অঙ্গুলি দ্বারা খেলাল করিবে। দুই হাত কনুই সহ ধৌত করিবে। মাথা

www.pathagar.com

মছেহ করিবে সাহাদত অঙ্গুলি দ্বারাকানের ভিতরেও বৃদ্বাঙ্গুলি দ্বারা কানের বাহিরের অংশ মসেহ করিবে। এক হাতের আঙ্গুল দ্বারা অপর হাতের আঙ্গুল গুলির খেলাল করিবে। উভয় পার টাকনা সহ ধৌত করিবে। পা ধৌত করার সময় পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকগুলি বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা খেলাল করিবে।অজুর প্রত্যেকটি কাজ ডান হাত দিয়া আরম্ভ করিবে। সবগুলি কাজই তিন তিন বার করিবে। এমনকি মাথা সাছেহ তিনবার করিবে ওজুর শেষে কলেমায়ে শাহাদাত পড়িবে।

বিশেষ মাছায়েল

স্ত্রী যদি তাহার স্বামীকে শর্ত অনুযায়ী তালাক দিবাব ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া থাকে এবং স্বামীকে বলে যে তুমি আমার উপর হারাম অথবা বলে যে আমি আমার উপর তোমাকে হারাম করিয়াছি তবে উহা কছম হইবে।

এ অবস্থায় যদি স্ত্রী ইচছাকৃত ভাবে স্বামীর সহিত সহবাস করে তবে সেই স্ত্রীর উপর কাফফারা ওয়াজেব হইবে।

এমনি ভাবে স্বামী যদি স্ত্রীকে জোর করিয়া এ অবস্থায় সহবাস করে তবুও স্ত্রীর উপর কাপফারা ওয়াজেব হইবে।(আর স্ত্রী তালাকের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে এই সব বলিলে তালাকের সংখ্যা না বলিলে এক তালাক হইয়া যাইবে) (আলমগিরী ৩ খন্ড ৩৭ পৃঃ)

স্ত্রীর উপর যে কাফফারা ওয়াজেব হয় উহা এইঃ- তিন দিন রোজা রাখিবে, না হয় ১০ জন মিসকিনকে খাওয়াইবে আর না হয় দশজন মিসকিনকে কাপড় দিতে হইবে।

স্ত্রীকে প্রথমবার ঘরে নেওয়ার পর ঃ- শুকুরানা নামাজ পড়া জায়েজ আছে অবশ্য ছুন্নাত নামাজের নিয়াতে নয় বরং নফল কেননা উহা হাদীস দ্বারা ছাবেত নাই বরং আলেমগনের কথা। (এমদাদ ২য় খন্ড ১৬ পৃঃ)

রমনীদের মুখের আওয়াজ পর্দাঅবশ্য অতি আবশ্যকে পর পুরুষের সঙ্গে গলার স্বর বদলাইয়া কথা বলিতে পারিবে।

www.pathagar.com

স্বামী স্ত্রীর কর্ত্তব্য

স্ত্রীর উপর স্বামীর খেদমত করাও তাহার জায়েজ ইচ্ছা পূর্ণ করা ওয়াজেব। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন মুবাহ কাজও করিতে পারিবে না যাহার কারণে স্বামীর খেদমতের অসুবিধা হয়।

স্ত্রীর উপর স্বামীর যতটুকু হক্ব আছে দুনিয়াতে আর কাহারও উপর তাহার এতটুকু হক্ব নাই।

শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামী ও স্ত্রীর মালের হুকুম আলাদা, তাহাদের আলাদা ভাবে হিসাব রাখিয়া যাকাত দিতে হইবে।

স্ত্রীর মাল থাকিলে সেই মাল জায়েয পথে খরচ করার বেলায় যদি স্বামী স্ত্রীকে বাধা দেয় তবে স্ত্রীকে স্বামীর হুকুম মানা ওয়াজেব হইবে না। অবশ্য স্ত্রী যথা সম্ভব স্বামীকে রাজি রাখিয়া চলিবে যাহাতে কোন মনোমালিন্য সৃষ্টি না হয়।

স্বামীর মন মিযাজে যদি ফরহেজগারী না হয় তবে সেই স্বামীকে রাজি করিতে গিয়া যদি স্ত্রীকে মাকরূহে তানযীহী কাজ করিতে হয় তবুও তাহা করিয়া স্বামীর মন রক্ষা করিতে পারিবে।

অবশ্য ফরজ ওয়াজেব ও ছুন্নাতে মুয়াক্কাদা স্বামীর কথায় ছাড়িবে না।

স্বামীর এজাযত ভিন্ন কোন বুজুর্গের নিকট বায়াত করা জায়েয আছে, অবশ্য উহাতে স্বামীর পক্ষ হইতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে বায়াত করিবেনা। অবশ্য বায়াত হইয়া গেলে স্বামী যদি জ্বালা যন্ত্রনা দেয় উহাতে ছবর করিতে পারিলে স্ত্রীলোকটি বড় দরজা পাইবে।

স্বামী বাড়ীতে থাকিলে তাহার অনুমতি ভিন্ন নফল নামাজ রোজা পড়িবে না আর বাড়ীতে না থাকিলে কোন অসুবিধা নাই। আর স্বামীর খেদমতের কোন অসুবিধা না হইলে যে কোন সময় যে কোন এবাদত করিতে পারিবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে তাহার নিকট আত্মীয় দের রুটি তৈয়ার করিতে বা কাপড় সেলাইতে বলে তবে মাজবুর হইয়া করিতে পারিবে, কারণ উহা না করিলে স্বামী বেযার হইবে।

কোন স্ত্রীলোক যদি তাহার কোন মোহারাম ছাড়া আত্মীয়ের কাপড় সিলাই করিয়া দেয় এবং সেই লোকটি দিনদার হইয়া থাকে এবং কোন ফেতনার ভয় না থাকিয়া থাকে তবে উহাতে কোন গোণাহ হইবে না। আর যদি সেই লোকটি দীনদার না হইয়া থাকে এবং উহাতে ফেতনার ভয় থাকিয়া থাকে তবে তাহা সিলাইলে জায়েয হইবে না কারন এই জাতীয়

www.pathagar.com

লোক সিলাই দেখিয়া মনে মনে লযযত অনুভব করে। স্বামী বা পিতামাতার গায়ের জরুরী কাজের আদেশমানা হইতে আল্লাহ্‌র যিকির করা উত্তম। (এযালাতু র‌রাইন আন হুক্কুক্কিল ওয়ালিদাইন,মুফতি থানবী (রাঃ))

জন-সাধারণের মধ্যে অনেকের ধারণা একই স্বামীর স্ত্রীর ২০টি সন্তান হইলে নাকি তাহাদের বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা নিতান্ত ভুল।

প্রচলিত নিয়ম এই যে, কোন অমুছলিম রমণী মুছলমান হইলে সঙ্গে সঙ্গেই কোন মুছলমানের সহিত বিবাহ করাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রথা অত্যন্ত ভুল। অমুছলমানের স্ত্রী মুছলমান হইয়া গেলেও তিন হায়েয অতিক্রমের পর তাহার তালাক কার্য্যকরী হইবে এবং ইহার পর আরও তিন হায়েয ইদ্দত স্বরূপ অতিক্রম করিতে হইবে। তারপর মুছলমানের সহিত বিবাহ হইতে পারিবে। স্ত্রী যদি স্বামীকে বাপ বলিয়া ফেলে তবে সাথারণ লোকদের ধারণা যে, বিবাহে ত্রুটি আসিয়া যায়, এই ধারণা অমূলক। বরং স্বামীও যদি স্ত্রীকে মা অথবা মেয়ে বলিয়া ফেলে তথাপি বিবহে কোন ত্রুটি হইবে না । তবে এইরূপ বলা নিরর্থক ও অন্যায়।

অবশ্য স্বামী যদি স্ত্রীকে এইরূপ বলে যে তোমার আমার সম্পর্ক মা পুত্র বা পিতামাতার অনুরূপ তবে কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইয়া যায়। এই ভাবে স্বামী যদি স্ত্রীর কোন অঙ্গকে স্বামীর মাতার কোন অঙ্গের মত বলে তবেও হারাম হইয়া যায়। এ সম্পর্কে ভাল আলেমের পরামর্শ নিবে। (আগলাতুল আওয়াম্ম)

তায়াম্মুমের কথা

আল্লাহতায়ালা ফরমানঃ-"তোমরা যদি পানি না পাও তবে পবিএ মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিবে"।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "আল্লাহতায়ালা আমাকে পাঁচটি সুবিধা দিয়াছেন, যে পাঁচটি আমার পূর্বে আম্বিয়াগনের কেহ পান নাই। যথাঃ-ঃ ১) এক মাসের রাস্তা হয় এমন দূরে আমার ভীতি স্থাপন করিয়াছেন।২) আমার জন্য পৃথিবীর সকল জায়গায় নামাজ পড়ার সুবিধা দিয়াছেন এবং জমিনকে আমার জন্য পবিত্রতা হাসেলের উপায় করিয়াছেন, আমার উম্মতের যে কেহ জমিনের যে কোন স্থানে নামাজের সময় হইলে সেখানেই নামাজ আদায় করিতে পারিবে, অথচ আমার পূর্বের উম্মতগন মসজিদ ছাড়া নামাজ পড়িতে পারিতেন না।৩)আমার জন্য জেহাদ হইতে প্রাপ্ত মালে গানিমাত হালাল করাহইয়াছে, আমার পূর্বের উম্মতের জন্য উহা

www.pathagar.com

হালাল ছিলনা। ৪) আমাকে শাফাআতের এজাযত দেওয়া হইয়াছে। ৫) অনান্য আম্বিয়াগন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্বাউমের নবী ছিলেন আর আমাকে সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য রাসুল হিসাবে পাঠানো হইয়াছে। (বুখারী)

ওজু বা গোসলের জন্য পানী না পাওয়া গেলে, পবিত্র মাটির দ্বারা নির্দিষ্ট নিয়মে প্রবিত্রতা হাসেলের জন্য এই রুপ উদ্দেশ্য মূলক ইবাদাতের নিয়তে মাটি স্পর্শ করাকে তায়াম্মুম বলা হয়, যে সব ইবাদাত প্রবিত্রতা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না।

উহা পবিত্রতার নিয়তে, নামাজ জায়েজ হওয়ার নিয়তে ও নামাজ দুরস্ত হয়।

ওজুর জন্য তায়াম্মুম করা ও গোসল ফরজ হইলে তায়াম্মুম করার মধ্যে কোন ফরক্ব নাই।

যাহার উপর গোসল ফরজ পানী না পাওয়া গেলে তাহার জন্য ওজু বা গোসলের ইচ্ছায় তায়াম্মুম করা দুরস্থ আছে।

জানাযার নামাজ বা ছিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার জন্য তায়াম্মুম দূরস্থ আছে।

পানী না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম দ্বারা মুক্তাদি ও ইমাম সকল ফরজ ও নফল নামাজ পানী পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদায় করিতে পারিবে।

কেহ যদি ক্বোরআনে মাজীদ দেখিয়া বা মুখস্ত পাঠ করার, ক্ববর জিয়ারত, মৃত দেহ দাফন করার, আযান ইক্বামাত দিবার জন্য, মসজিদে প্রবেশ করা বা বাহির হবার জন্য বাপবিত্র ক্বোরআন স্পর্শ করার জন্য তায়াম্মুম করিয়া থাকে তবে সেই তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ আদায় হইবে না।

রোগী ব্যাক্তিকে যদি কেহ তায়াম্মুম করাইয়া দেয় তবে রোগীই নিয়াত করিবে। তায়াম্মুম কারানেওয়ালার নহে।

তায়াম্মুমের রোকন

তায়াম্মুমের রোকন হইল দুইটি যথাঃ- ১) পানীর অভাবে পবিত্রতার নিয়তে দুই হাত পবিত্র মাটিতে মারা।২)সম্পূর্ন হাত দ্বয় ও মুখ মন্ডল মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের শর্ত সমূহ

তায়াম্মুমের শর্ত হইল নয়টি যথাঃ-১) নিয়াত করা ২) মাসেহ করা ৩)কমপক্ষে তিন আঙ্গুলে মাসেহ করা।৪) মাটির দ্বারা ৫) মাটি পবিত্রতাকারী হওয়া ৬)পানী না পাওয়া যাওয়া ৭) মুসলমান হওয়া ৮)

www.pathagar.com

হায়েয, নেফাছ ও হদছ হইতে মুক্ত থাকা ৯) মাসেহ করার অসুবিধা না থাকা (শামী, তাহতাবী)

তায়াম্মুমের শর্তের ব্যাখ্যা

তায়ম্মুমের শর্ত হইল পানী ব্যবহারে অক্ষম বা অসর্মত হওয়া।

যে ব্যাক্তি পানী হইতে এক মাইল দূরে থাকিবে , গ্রামে হউক বা শহরে হউক সে মুসাফির হউক বা স্থায়ী বাসিন্দা হউক তাহার জন্য তায়াম্মুম করা দুরস্ত আছে। হিংস্র জন্তু বা দুশমনের ভয় হইলে , সাপ বিচ্ছু বা আগুনের ভয় হইলে তায়াম্মুম করা দুরস্থ আছে।

আমানতের মাল নষ্ট হওয়ার ভয় হইলে বা পাওনাদারের পাওনার তাগিদের ভয়ে তায়াম্মুম দুরস্থ্ আছে।

কোন মেয়ে লোকের নিকট পানি না থাকিলে তাহার আশে পাশে কোন ফাসিক ব্যাক্তির নিকট পানী থাকিলে এ অবস্থায় তাহার নিকট পানী আনিতে গেলে ইজ্জতের ভয় হইলে তায়াম্মুম করা দুরস্থ্ আছে।

নিজের পিপাসার , সঙ্গীদের , নিজের বাহনের প্রানীর, শিকারী বা প্রহরী কুকুরের পিপাসার নিবারনের পানীর অভাবের আসঙ্খা হইলে তায়াম্মুম দুরস্থ আছে।

তায়াম্মুমের ছুন্নাত সমূহ

তায়াম্মুমের ছুন্নাত সমূহ আটটি। যথাঃ- ১) বিসমিল্লাহ বলিয়া শুরু করা। ২) দুই হাতের পেটের দিক মাটিতে মারা। ৩) সামনের দিকে ঠেলা দেওয়া। ৪) পিছনের দিকে ঠেলা দেওয়া। ৫) দুই হাত দ্বারা। ৬) আঙ্গুল ফাক করিয়া রাখা। ৭) তারতীব (ধারাবাহিকতা) ঠিক রাখা। ৮) একটি অঙ্গ মাসেহ করার সাথে সাথে দেরী না করিয়া অন্য অঙ্গ মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের অন্যান্য মাছায়েল

প্রথম বার দুই হাত মাটিতে মারিয়া দুইহাত দ্বারা মুখ মন্ডল মাসেহ করিতে হয়। দ্বিতীয় বার দুই হাত মাটিতে মারিয়া দুই হাত দ্বারা কুনুই পর্যন্ত মাসেহ করিতে হয়।

ওজু করার সময় যেমনঃ সারা মুখ মন্ডল ও দুই হাত কুনুই পর্যন্ত ধুইতে হয় তেমনি তায়াম্মুমের মধ্যে মুখ ও হাতের সেইটুকু মাসেহ করিতে হয়।

www.pathagar.com

যাহার দুই হাত কব্জা পর্যন্ত নাই বা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে সে বাহু দিয়া মাসেহ করিবে। যাহার বাহুদ্বয় কর্তন করা হইয়াছে সে তাহার কর্তিত স্থানে মাসেহ করিবে।

কাহারো কুনুইর উপর দিয়া কাটিয়া ফেলা হইলে তাহার উপর মাসেহ করা ওয়াজেব নহে।

কাহারো হাত অবস হইয়া গেলে তবে হাত মাটির উপর ঘর্ষণ করিবে এবং মুখ মন্ডল দেওয়ালের সাথে লাগাইবে।

ওজু করার সময় ওজু ভঙ্গের কারণ হইলে যেমন প্রথম হইতে ওজু করিতে হয় তেমনি তায়াম্মুমের সময় ওজু ভঙ্গের কারণ পাওয়া গেলেও আবার তায়াম্মুম প্রথম হইতে করিতে হইবে। যেসব কারণে ওজু বা গোসল ওয়াজেব হয় ও ভঙ্গ হয় সে সব কারণে তায়াম্মুম ওয়াজেব হয় ও ভঙ্গ হয়। এছাড়া পানি ব্যবহারে সক্ষম হইলেও পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হইয়া যায়।

তায়াম্মুমের সময় প্রত্যেক অঙ্গ পূর্ণ ভাবে মাসেহ করা আবশ্যক। তায়াম্মুমের সময় আংটি ও কাকন খুলিয়া লইবে নাড়াইয়া লইবে। দুই কানের ছিদ্রের পর্দার উপর মাসেহ করিবে। আঙ্গুলের ফাকে ধুলি না ঢুকিলে খিলাল করিবে।

যে সব বস্তুর দ্বারা তায়াম্মুম সিদ্ধ হয়

তায়াম্মুম পাক মাটি দিয়া করা আবশ্যক, মাটি জাতীয় পাক বস্তু যেমনঃ- মাটি, বালি, মাটির লবন, চুনা, সুরমা, হরিতাল, গন্ধক, ফিরোজ, আকিক, জমরদ, জবরজদ, মতি ও এই জাতীয় পাথর ও মাটির তৈয়ার পাত্রের উপর তায়াম্মুম জায়েজ আছে। যথাঃ- মাটির কাঁচা বা পাকা ইট, সিমেন্ট সাদা বা কালো, জমাট বা গুড়া, মাটির কাঁচা পাত্র, বা পোড়া পাত্র, উহাতে বালি লাগিয়া থাকুক বা না লাগিয়া থাকুক, পাকা দেওয়াল সুড়কির হোক বা সিমেন্টের হোক উহার উপর চুন দেওয়া থাকুক বা না থাকুক এ অবস্থায় তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে।

মাটির তৈয়ার পাত্রে বা দেওয়ালে যদি এই রূপ রং লাগানো থাকে যাহা মাটি জাতীয় নহে তবে ঐ রং করা পাত্রে বা দেওয়ালে দূরস্ত নহে। হ্যা যদি এই রূপ দেওয়ালে বা টিনের কাঠের বেড়ায় বালির আস্তরণ পড়িয়া থাকে যাহাতে হাত দিলে বালি লাগে তবে ঐ বালির দ্বারা তায়াম্মুম দূরুস্ত হইবে। কোন রং এ যদি বেশীর ভাগ মাটি মিশ্রিত থাকে তবে এই রং লাগানো পাত্রের উপর তায়াম্মুম দূরস্ত আছে।

www.pathagar.com

পাহাড় ও পাথরের উপর বালি না লাগিয়া থাকিলেও তায়াম্মুম দূরুস্ত আছে। লাল, সাদা, কালো ইত্যাদি যে কোন রং এর মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ আছে।

যে সমস্ত পবিত্র ধাতুর পাত্রে তায়াম্মুম করা দূরুস্ত নহে ঐ সব পাত্র বা দ্রব্যের উপর ধুলি পড়িলে সেই ধুলি হাতে লাগাইয়া তায়াম্মুম করিলে দূরুস্ত হইবে।

শুকনা মাটির অভাবে কাঁচা মাটি শরীরের অন্য জায়গায় লাগাইয়া উহা শুকাইলে তাহার দ্বারা তায়াম্মুম করা দূরুস্ত আছে।

তরকারীতে ঝোল দেওয়ার পানির অভাব বোধ করিলে তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে।

যাহার উপর গোসল ফরজ তাহার যদি ঠান্ডা পানি দিয়া গোসল করিতে প্রাণের ভয় হয় বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় হয় তবে তাহার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে।

অবশ্য গরম পানি দিয়া গোসল করার ক্ষমতা থাকিলে দূরুস্ত নহে।

ওজুহীন ব্যক্তি যদি ভয় করে যে, ঠান্ডা পানি দিয়া ওজু করিলে মরিয়া যাইবে বা কঠিন অসুখে পড়িবে বা রোগ বাড়িয়া যাইবে বা রোগ মুক্ত হইতে দেরী হইবে বা ওজু করিতে কষ্ট বাড়িয়া যাইবে বা গোসল করানোর বা ওজু করানোর মানুষ না থাকে, উঠিয়া পানি লইতে অক্ষম হয় তবে তায়াম্মুম দূরুস্ত আছে।

রোগ বৃদ্ধি হওয়ার আশংকা, আলামত দ্বারা, অভিজ্ঞতার দ্বারা, ধারনার দ্বারা বা কোন পরহেজগার বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা বুঝিবে।

কূপে পানি আছে কিন্তু পানি উঠাইবার ব্যবস্থা নাই তাহা হইলে তায়াম্মুম চলিবে।

বরফ আছে কিন্তু বরফ কাটা বা গলানোর যন্ত্র নাই তবে তায়াম্মুমও চলিবে।

কোন ব্যক্তি কাফেরের নিকট বন্দি থাকিলে তাহাকে ওজু করিতে বা নামাজ পড়িতে না দিলে তায়াম্মুম করত ইশারায় নামাজ পড়িবে। মুক্ত হইয়া ওজু করতঃ ঐ নামাজ ক্বাযা পড়িয়া নিবে।

কোন ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে যে তুমি নামাজ পড়িলে হত্যা করিব তবে সেও তায়াম্মুম করতঃ ইশারায় নামাজ পড়িবে ও মুক্ত হইয়া ওজু করতঃ ঐ নামাজ ক্বাজা করিয়া নিবে।

জেল খানায় পানির অভাব হইলে বন্দিগণ তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। তবে এহতেআতান পানি পাওয়ার পর ওজু করতঃ নামাজ ক্বাজা

www.pathagar.com

করিয়া নিবে। আর মুসাফিরি অবস্থায় বন্দি হইলে তায়াম্মুম সহ নামাজ পড়িবে। পরে ইহা ক্বাজা পড়িতে হইবে না।

পানি ক্রয় করার প্রয়োজন হইলে সেই পানির মূল্য স্বাভাবিক মূল্যের বেশী হইলে হাতে পানির মূল্য না থাকিলে তায়াম্মুম দূরুস্ত আছে।

তায়াম্মুম করার পূর্বে পানি তালাশ করা ওয়াজেব। পানি নিকটে আছে কিন্তু জানা নাই এবং নিকটে এমন কোন লোক নাই যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করা যায় এ অবস্থায় তায়াম্মুম দূরুস্ত আছে।

যে সব বস্তুর দ্বারা তায়াম্মুম দূরুস্ত নহে

যে সব বস্তু আগুনে জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়। যেমনঃ- কাঠ, বাশ, ঘাস বা উহাদের মত অন্যান্য বস্তু এবং যে সকল বস্তু গলিয়া তরল হইয়া যায় যেমন- লোহা, তামা, কাশা, দস্তা, সোনা-রূপা, এলমুনিয়াম, প্লাষ্টিক এসব মাটি জাতীয় বস্তু নহে। এই সব বস্তুর দ্বারা তায়াম্মুম দূরুস্ত নহে।

মেলামাইন পাত্রের উপর তায়াম্মুম দূরুস্ত নহে। কারণ উহাতে মানুষ, শুকর, ও অন্যান্য প্রাণীর হাড্ডি মিশ্রিত আছে। তাই মেলামাইনের তৈয়ারী পাত্রের খানা খাওয়া বা ওজু গোসলের পানি ব্যবহার করা ও উহাতে নামাজ পড়া দূরুস্ত নহে।

তায়াম্মুমের ধারাবাহিক বর্ণনা

তায়াম্মুমের নিয়ত করত বিছমিল্লাহ বলিয়া দুই হাত পাক মাটিতে মারিয়া আগে ও পিছে একটু টানিয়া তারপর মাটি হইতে দুই হাত উঠাইয়া এই ভাবে ঝাড়িবে যেন ধুলি থাকিলে পড়িয়া যায়। তারপর উভয় হাত দ্বারা মুখ মন্ডল এমন ভাবে মাসেহ করিবে যেন উহার কোন অংশ বাকী না থাকে।

তারপর দ্বিতীয় বার দুই হাত পূর্বের ন্যায় মাটিতে মারিয়া উঠাইয়া বাম হাতের চার আঙ্গুলির অগ্র ভাগ দিয়া ডান হাতের নিচের দিক দিয়া কুনুই পর্যন্ত মাসেহ করিবে। তারপর বাম হাতের তালুর দ্বারা ডান হাতের উপরের অংশ কব্জা পর্যন্ত মাসেহ করিবে। বাম হাতের আঙ্গুলির ভিতরের পার্শ্ব দ্বারা ডান হাতের আঙ্গুলির উপরের পার্শ্ব স্পর্শ করিবে। তারপর ডান হাত দ্বারা বাম হাত এই ভাবে মাসেহ করিবে। (আলমগীরী)

www.pathagar.com

সহবাস সর্ম্পকীয় অন্যান্য মাছায়েল

আদাবে মোবাশিরাতে আছেঃ- "অল্প বয়স্কা স্ত্রী, যে সহবাস সহ্য করতে পারে না অথবা অসুস্থ স্ত্রী সহবাসে অস্বস্থি বোধ হয় এহেন অবস্থায় সকবাস করা উত্তম নহে। "

মাসআলাঃ অসুস্থ স্ত্রীর সহবাসে যদি অস্বস্তি বোধ হয় না বা স্বাস্থ্য হানীর ও আশংকা না থাকে কিন্তু গোসল করলে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে তার সাথে সহবাস করতে পারবে স্ত্রী গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। (আ-বারীকা১২৩৮ পৃঃ)

মাসআলাঃ সহবাসকালে কখনো পর রমণীর ধ্যান করা যাবে না তা জঘন্য গুনাহ এবং এক প্রকারের ব্যভিচারও (যিনা) বটে। (আল- মাদখালঃ ১৯৯পৃঃ)

মাসআলাঃ সহবাস নির্জন স্থানে হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেখানে অন্য কোন পুরুষ, মেয়েলোক, বুদ্ধিমান ছেলে, মেয়ে বা বৃদ্ধলোক না থাকে। অনেক শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আলেমগণ অবুঝ শিশু, প্রাণী, বা ঘুমন্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতেও সহবাস অসমীচীন বলেছেন। (আল-মাদখালঃ১৮৮)

মাসআলাঃ স্বামীর জন্য যেরূপ হায়েজ (মাসিক স্রাব) নেফাছ (গভস্রাব) কালে সহবাস করা হারাম অনুরূপভাবে স্ত্রীর উপরও কর্তব্য হল স্বামীকে সহবাস করতে না দেয়া। (তাহতাবী ৩৮পৃঃ)

মাসআলাঃ স্ত্রীর ঋতুস্রাব চলাকালীন তার স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে স্বামীকে অবগত করে: দেয়া কর্তব্য যাতে স্বামী সহবাস না করে নতুবা স্ত্রীও সাম ন গুনাহের অংশীদার হবে। (তাহ্তাবী পৃঃ৭৮)

মাসআলাঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন পর্দা নেই। স্বামী স্বীয় স্ত্রীর আপাদ মস্তক পরিপূর্ণ শরীর দেখতে এবং স্পর্শ করতে পারবে অনূরূপ ভাবে স্ত্রীও স্বামীর পরিপূর্ণ শ[illegible] দেখতে এবং স্পর্শ করতে পারবে। কামভাবের সাথে হোক বা কামভাব ছাড়া হোক। (বাদায়ে খঃ৫, পৃঃ১১৭)

মাসআলাঃ [illegible]মী স্ত্রীর একে অন্যের আপাাদ মস্তক শরীর এমনকি লজ্জা স্থান পর্যন্ত দেখা অবশ্য বৈধ। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা এবং স্পর্শ করা অনুচিৎ এবং মাকরূহ। (ফত্ওয়ায়ে আলমগীরি)

মাসআলাঃ হাদীস শরীফে এসেছে যে,আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেছেন "নবী করিম (সাঃ) এর ওফাত অবধি তিনি কখনো আমার বিশে[illegible]

www.pathagar.com

অঙ্গ দেখেননি। আর আমিও তাঁর বিশেষ অঙ্গ দেখিনি। "(মিশ্‌কাত শরীফ / আল-বারীকাঃ ১২০২ পৃঃ)

মাসআলাঃ হজ্ব মৌসুমে হজ্ব পালনরত এহরাম অবস্থায় পুরুষ বা স্ত্রীলোকের কারোর জন্য সহবাস বৈধ নয়।

মাসআলাঃ সহবাস কর্ম সম্পাদন অন্তে অযু অথবা গোসল যে কোন একটি করে শয়ন করার পরামর্শ রয়েছে কিন্তু গোসল করে শয়ন করাই উত্তম। (যাদুল মাআদঃ ১৫০)

মাসআলাঃ সহবাস কালে হাতে আল্লাহর নাম খোদিত কোন রিং বা আংটি থাকলে তা খুলে ফেলাই উত্তম।

মাছআলাঃ বর্তমান যুগের জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারণায় প্রভাবান্বিত হয়ে মুসলিম ও অমুসলিম সবাই কমবেশী কন্ডম ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাই এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা অপরিহার্ঙ হয়ে পড়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের ঘটনা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, নবী করীম (সাঃ) এর যুগেও জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে আযল প্রথা চালু ছিল। নবী করীম (সাঃ) ও তা থেকে বারণ করতেন না। আযল শরীয়তের পরিভাষায় পুরুষের সহবাসকালে বীর্যপাত আসন্ন অনুভূত হলে স্বামীর লজ্জাস্থান স্ত্রীর লজ্জাস্থান থেকে বাহিরে এনে বীর্যপাত করিয়ে দেয়া। এহেন অবস্থায় বীর্য জরায়ুতে পৌছাতে না পারায় অনেক সময় গর্ভসঞ্চার হয়না। এটাই কন্ডমের কাজ। বীর্য কন্ডমে আটকে থেকে স্ত্রীর জরায়ুতে পৌছাতে পারে না।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এহ্‌য়াউল উলুমে লিখেছেন যে, সাহাবী জাবির (রাঃ) থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে- এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে বল্ল, আমার একজন বাঁদী আছে যে আমার খেদমত করে, গাছে পানি দেয়, আমি তার সাথে সহবাসও করি কিন্তু তার গর্ভ সঞ্চারে অভিপ্রায়ী নই। সে জন্য আমি তার সাথে আযল করে থাকি। নবী করীম (সাঃ) বল্লেন, তোমার অভিপ্রায় হলে আযল করতে পারবে। কিন্তু যা তার বরাতে রয়েছে তা পৌছেই থাকবে। কয়েক দিন পর সে ব্যক্তি নবী করিম (সাঃ) এর কাছে এসে বল্ল যে, আমার বাঁদী তো গর্ভবতী হয়ে গেছে। তিনি বল্লেন. আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম যে, যা তার বরাতে রয়েছে তা তার ভাগ্যে পৌছেই থাকবে। (বুখারী শরীফ)

ইহুদীগণ আযলকে গুপ্ত হত্যা মনে করে থাকে কিন্তু রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন " ইহুদীরা ভুল বলে থাকে আল্লাহ তায়ালা কাউকে জন্ম গ্রহন করাতে চাইলে তোমরা বারণ করে রাখতে পারবে না।" উদাহরন সরূপ

www.pathagar.com

অনেক ঘটনার চাক্ষুস প্রমাণ রয়েছে যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের তাবৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরেও অনেকের শত প্রচেষ্টা এবং হাজারো সাধনা নিস্ফল প্রমাণিত হয়ে গর্ভসঞ্চার হয়ে গেছে এবং প্রাণান্তকর প্রয়াস চালানো সত্বেও গর্ভপাতও হয়নি। এক এক ফোটা বীর্যে লাখ লাখ শুক্রকীট (জননকোষ) থাকে যা পুরুষাঙ্গে চিমটি মেরে লেগে থাকে। আর পুরুষের বাইরে বীর্য স্খলন করার পর কখনো পুর্নবার সহবাসকর্মে লিপ্ত হয়ে গেলে। এভাবে পুরুষাঙ্গে চিমটি মেরে লেগে থাকা শুককীট জরায়ুতে স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং তাতে গর্ভসঞ্চার হয়ে যায়। আর মানুষের শত প্রচেষ্টা নিস্ফল প্রমাণিত হয়। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে আযল এবং কন্ডমের ব্যবহার ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে বৈধ না অবৈধ?। এ ব্যাপারে ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের মত বিভিন্ন প্রকার রয়েছে।

শাহ্ ইছহাক দেহলভী (রহঃ), মোহাদ্দীস শাহ্ ওয়লীউল্লাহ (রহঃ) এর বংশের একজন স্বনামধন্য আলেম, স্বীয় কিতাব 'মাসায়েলে আরবাঈনে' লিখেছেন যে, নিজ স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে 'আযল' বৈধ নয়। কেননা স্ত্রীও সহবাসের আনন্দ উপভোগের অংশিদার।

ফরহেযগার বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে স্বাস্থ্যগত কারনে অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহন করা দুরুস্থ আছে। আর প্রাণের ভয় হইলে জরুরাতান স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শর্ত সাপেক্ষে দুরুস্থ আছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সহজ এবং নিরাপদ পদ্ধতি হলঃ ঋতু স্রাব বন্ধ হওয়ার পরের এক সপ্তাহ এবং ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পূর্বে এক সপ্তাহকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে নিরাপদ সময় মনে করা হয়। সে সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে গর্ভ সঞ্চার হয় না, কেননা সেই দিন গুলোতে স্ত্রীর জরায়ুতে ডিম্ব থাকে না।

যৌনাঙ্গের রোগ বালাই ধাতু দৌর্বল্য, স্বপ্নদোষ, যৌন দূর্বলতা পুরুষত্বহীনতা, প্রশ্রাবের ক্ষয়, সিফিলিস্, স্ত্রী রোগ সমূহ লিউকোরিয়া, বন্ধ্যা, যৌনক্ষমতার হ্রাস প্রভৃতি রোগ সমূহের দুরি করনার্থে।
টক খাদ্য, লাল মরিচ, গরম মসলা প্রভৃতি খুবই সীমিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

যৌবনশক্তি বৃদ্ধিকারী পথ্য সমূহ

পিয়াজ এবং তার দানা উভয়েই যৌনশক্তি বৃদ্ধিতে অতুলনীয় ও অতিপ্রাকৃত। তাতে ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যা দেহের শক্তি বৃদ্ধিতে অদ্বিতীয়।

www.pathagar.com

১) আড়াইশ গ্রাম মাষকলাইয়ের ডাল কোন কাঁচ বা চিনামাটির পাত্রে নিয়ে তাতে এতটুকু পরিমাণ পিয়াজের রস (সাদা পিয়াজ হলে উত্তম হয়) মিশ্রিত করবেন যেন খুব ভালভাবে ভিজে যায়। একদিন এক রাত সে অবস্থায় রেখে দিয়ে পরে ছায়ায় শুকিয়ে নেবেন;এরকম সাতবার শুকিয়ে আটার মিহি গুড়ো করে রাখতে হবে এবং প্রত্যেকদিনএ চূর্ণ আটা পঁচিশ গ্রাম সমপরিমাণ ঘি, চিনি অথবা মিশ্রি যোগে আড়াইশ গ্রাম দুধের সাথে মিশিয়ে একত্রে খেয়ে নেবেন। অথবা চূলায় চড়িয়ে ক্ষিরের মত করে চল্লিশ দিন ব্যবহার করবেন। এ চল্লিশ দিন সহবাস করবেন না। অতঃপর তার প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই দেখা যাবে।

২) বড় চানাবুট উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে সাতবার পিয়াজের রসে ভিজিয়ে শুকিয়ে আটা বানিয়ে এক তোলা আটা সমপরিমাণ ঘি এবং চিনি মিশিয়ে রাত্রে শোবার সময় দুধের সাথে মিশ্র করে ব্যবহার করবেন।

৩) আড়াইশ গ্রাম পিয়াজের রস এবং খাঁটি মধু আড়াইশ গ্রাম একসাথে চুলোয় সিদ্ধ করে রস শুষে গেলে শুধু মধু অবশিষ্ট থাকলে চুলা থেকে নামিয়ে বোতলে ভরে রাখবে। দু'তিন তোলা করে গরম পানি অথবা চায়ের সাথে মিশিয়ে খেতে হবে। শান্ত স্বভাবের লোকদের জন্য এ ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

৪) শুকনো খেজুর (খোরমা) এবং ভুনা চানা ভুট সমপরিমাণে আটার ন্যায় পিষে নেবার পর ছেঁকে পেয়াজের রসে মর্দন করে আখরোট পরিমাণ বড়ি বানিয়ে সকাল সন্ধ্যা এক এক বড়ি করে ব্যবহার করবে। ইচ্ছা হলে চিল্‌গুযা এবং পেস্তা বাদামের সাথেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫) বিশটি দেশীয় মুরগীর ডিমের কুসুস (সাদা অংশ ব্যতীত) ভাল ভাবে হাত দ্বারা ফেটে নিয়ে পচিঁশ তোলা মধুর নির্যাস নিয়ে তাতে ভালভাবে দ্রভীভুত করে হালুয়ার ন্যায় বানিয়ে ফেলবে অতঃপর আসল 'আকরে কুরহা'(আকর করা)(একপ্রকার দু স্পাপ্য তেজোদ্দীপক ঔষধ) লবঙ্গ এবং শুন্টি আদা প্রত্যেক পদ থেকে চৌত্রিশ গ্রাম করে নিবে এবং মিহি গুড়া করে তার সাথে মিশ্রিত করে নেবে। আর সকাল সন্ধ্যা এক এক তোলা করে ব্যবহার করবে তার সাথে তিন গ্রাম জাফরান সামান্য কেউড়া জলে দ্রভীভুত করে মিশ্রিত করে নিতে পারলে সোনায় সোহাগা হবে।

৬) একটি মুরগীর ডিম ভেঙ্গে কোন পাত্রে নিয়ে ডিমের খোসা বরাবর গাজরের রস মধু এবং ঘি সব একত্রে মিশিযে হালকা তাপে হালুয়ার ন্যায় বানিয়ে সেবন করার নিয়ম ঃ- কম পক্ষে একুশদিন ব্যবহার করবে টক এবং বাসী খাদ্য পরিত্যাগ করতে হবে। দই এবং মাছের ব্যবহারও বন্ধ

www.pathagar.com

রাখবে। ঔষধ ব্যবহার কালীন সহবাসের অনুমতি নেই; তাতে বৃদ্ধ ব্যক্তিও দ্বিতীয়বার যুবকের শক্তি অনুভব করবে ইন্‌শাআল্লাহ।

৭)তেতুলের বিচি প্রয়োজন অনুপাতে নিয়ে কোন পাত্রে ভিজিয়ে রাখবে এবং যে পাত্রে ভিজাবে তাতে তেতুলের বিচির ওজনের দ্বিগুন লোহা ফেলে রাখবে এই বিশেষ পদ্ধতিতে উক্ত বিচি যখন দশ-বার বার ফুলে ফেটে যাবে তখন উপরের চামড়া ফেলে দিয়ে ছায়াতে সামান্য শুকিয়ে চুর্ণ করে নেবে ৯ গ্রাম তেতুল বিচির চুর্ণ দ্বিগুন সাদা গুড়ের সাথে মিশিয়ে সকাল সন্ধ্যা গরুর দুধ যোগে ভক্ষন করবে ২১ দিনে ব্যবহারে সারা জীবনের সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

৮)বীর্য পানির ন্যায় তরল হয়ে গেলে এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে বীর্যকে গাঢ় করে এবং প্রচুর পরিমান বীর্য সৃষ্টি করে পুরুষত্বকে বহাল রাখে।

শুষ্ক পাণীফল, নাগেরী, অশ্বগন্ধা সমপরিমান ময়দার ন্যায় মিহিগুড়া করে তিন-তিন গ্রাম করে সকাল সন্ধ্যা দুধ যোগে ব্যবহার করবে।

স্বপ্নদোষের চিকিৎসা

একজন সুস্থ অবিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে মাসে দুই-তিন বার স্বপ্নদোষ হওয়া তেমন দোষণীয় কিছু নয়। কেননা শরীরের বীর্য প্রস্তুত হয়ে বীর্য থলীতে জমা হয়। আর এর চেয়ে অতিরিক্ত হয়ে গেলে তা বাইরে উপচে পড়ে। তদ্বারা কোন প্রকারের দুর্বলতা অনুভূত হয়না। তবে অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ একটি রোগ বিশেষ।

(১) স্বপ্নদোষ অতিরিক্ত হলে রোগীর উচিত পেশাব করে সম্ভব হলে অযু করে শয়ন করা এবং সকালে অতি প্রত্যুষেই বিছানা ত্যাগ করা উচিৎ ।দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেকাংশে ক্ষতিকর।

(২) হাকীম জালীনুসের মতে ডান কাতে শয়ন করলে স্বপ্নদোষ কম হয়ে থাকে এবং তা হলো সুন্নাত।

(৩)রাত্রের খানা শোবার তিন-চার ঘন্টা পূর্বে খাবে এবং অল্প পরিমান খেতে হবে।

(৪)ফোমের বিছানায় এবং নরম কোমল বিছানায় শয়ন করা যাবেনা।

www.pathagar.com

৫)অসৎ ভাবনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬)সিনেমা বা উলঙ্গ ছবি দেখার অভ্যাস পরিহার করতে হবে।

৭)শয়নকালে টাটকা গরম দুধ পান করবেননা। ঠান্ডা অথবা কুসুম গরম দুধ পান করা ভাল।

৮) স্বপ্নদোষ উল্লেখিত উপায়ে না সাড়লে পরহেযগার বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়া কোন কোন খাদ্য কাহার জন্য উপযোগী বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাইতে হইবে।

বন্ধ্যাত্বের কথা

স্বামী স্ত্রী উভয়েই সুস্থ সবল হলে সাধারণতঃ বিবাহের দু'বৎসরের মধ্যেই প্রথম গর্ভসঞ্চার হয়ে যায়, চার পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হবার পরও গর্ভসঞ্চার না হলে সাধারণতঃ স্ত্রীর বন্ধ্যা হবার ধারণা হতে থাকে। অল্প শিক্ষিত এবং অবিবেচক পরিবার সমূহের ঘরের বৃদ্ধাগণ পারিবারিক ধাত্রী আর শিক্ষিতাগণ ডাক্তারদের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকেন। তাদের চিকিৎসার পরও গর্ভসঞ্চার না হলে স্ত্রীকে বন্ধ্যা জ্ঞান করা হয়ে থাকে। আর স্বামী স্বয়ং অথবা তার অভিভাবক দ্বিতীয় বিবাহের চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। যদ্দরুণ প্রথমা স্ত্রীর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। অথচ ত্রুটি পুরুষের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে এবং পুরুষও অনেক সময় বন্ধ্যা হতে পারে কোন স্ত্রীর প্রথমে প্রথমে প্রত্যেক মাসে যে নির্দিষ্ট তারিখে বেশ ও কম আটাশ দিন বিরতিতে বিনা কষ্টে হায়েজ (মাসিক ঋতুস্রাব) আসতে থাকলে এবং কমপক্ষে তিনদিন উর্ধ্বপক্ষে দশ দিন রক্ত জারী থাকলে তাকে বন্ধ্যা বলা যাবে না। আর অনেক রমণীর প্রথম প্রথম হায়েজের রীতি ঠিক থেকে পরে ব্যতিক্রম হয়ে যায় অথবা স্বক্লেশে হায়েয আসতে থাকে বা গর্ভাশয়ের ফুলা অত্যধিকবেশী হয়ে যায় । বা গর্ভাশয়ের মুখ স্থানচ্যুত হয়ে যায় অথবা তাতে বক্রতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। লিওকুরিয়া, শ্বেতস্রাব, রক্ত স্বল্পতা অথবা অন্যকোন বাহ্যিক কারণে হয়ে থাকে। এবং তা নিরাময়যোগ্য। গর্ভসঞ্চারের জন্য স্ত্রীলোকের উপরোল্লেখিত রোগ সমূহ থেকে মুক্ত থাকা যেরূপ প্রয়োজন যা বীর্যের পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝা যেতে পারে একবারের বীর্যপাতে পুরুষের বীর্যের পরিমাণ আনুমানিক পাঁচ সি, সি, (আশি ফোটা) হওয়া উচিত শতকরা বিশ ভাগের ব্যতিক্রমে কোন অসুবিধা হয় না। স্বামী স্ত্রী কারো মধ্যে উল্লেখিত ত্রুটি সমূহ থেকে কোন ত্রুটি দৃষ্টি গোচর না হলেও একটি ত্রুটি এও দেখা দিতে পারে যে, স্ত্রীর ডিম্বানুবাহী নালী যদ্দ্বারা ডিম্বানু গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌছে থাকে; তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ রকমের কোন ত্রুটিও দৃষ্টিগোচর নাহলে তাকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে হবে। কখনো কখনো স্বামী স্ত্রীর

www.pathagar.com

উল্লেখিত ত্রুটি সমূহ আল্লাহর রহমতে নিজে নিজেই দূর হয়ে যায়। স্ত্রী চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সন্তান জন্মদান করে থাকে। কোন পুরুষের বীর্যে শুক্রকীট একবারেই অনুপস্থিত থাকলে তার চিকিৎসা খুবই দরকার এবং উহা ব্যয় বহুল।

হাজারে হয়তো দু'একজন এমনও পাওয়া যেতে পারে যারা জন্ম বন্ধ্যা হয়ে থাকে। তাদের প্রথম থেকেই নাম মাত্র এক আধ ফোটা হায়েজ (ঋতুস্রাব) এসে থাকে। সাধারণতঃ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে হায়েজ আসা বন্ধ হয়ে যায় আর হায়েজ আসাই বন্ধ হয়ে গেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই থাকে না।

কুমারিত্বের কথা

অজ্ঞ এবং স্বল্প শিক্ষিত পারিবারে কুমারী স্ত্রীর সাথে প্রথম সহবাসে রক্ত আসা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়। এবং সেটা পরীক্ষা করার জন্য চুপি চুপি কাপড় দেখার চেষ্টা করা হয় যাকে, পীপিং টমিজমের অপরাধ হিসেবেও ধরা যায়। রক্ত আসে কি না অবলোকন করা হয় যদি রক্ত না থাকে জানতে পারে স্ত্রীর সতীত্বের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হয়। যা দাম্পত্য জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। সে কারণে এই বিষয়েও সাংকেতিক আলোকপাত করা প্রয়োজন। কুমারী মেয়েদের লজ্জাস্থানের মুখে একটি পাতলা আঠালো আবরণ থাকে যাকে কুমারিত্বের-সতীচ্ছেদের পর্দা বা বেকারত বলা হয়। তাতে একটি ছিদ্র থাকে যা দিয়ে ম্যাচুউরিটির বা সাবালকত্বের পরে মাসিক ঋতু স্রাবের রক্ত বের হয়। বিয়ের পর প্রথম সহবাসের সময় বা কেউ ধর্ষণ করার কারণে বা কোন দুর্ঘটনাক্রমে লম্প জম্পে বা নিজে নিজেই ফেটে যায়। তখন যুবতীদের কিছু কষ্টও হয়ে থাকে এবং সামান্য কিছু রক্ত বের হয়ে থাকে অতঃপর উক্ত পর্দা চিরতরে তিরোহিত হয়। আবার অনেক যুবতীদের সতীচ্ছেদ পর্দাটি এতো আটালো হয়ে থাকে যে, সহবাস দ্বারাও তা ছিন্ন হয় না। আর সহবাস কর্মেও কোন ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না এবং সহবাসের পরে রক্ত আসে না। হয়তো লাখে একজন যুবতী থাকতে পারে যার এ পর্দা এত শক্ত হবার কারণে অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাই কোন কুমারী মেয়ের সাথে সহবাসকালে রক্ত না আসলে তার সতীত্ব ও সচ্ছরিত্রের উপর সন্দেহ পোষণ করা কোন অবস্থাতেই মানবীকতা ও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। একজন কুমারীর সতীচ্ছেদও অটুট থাকতে পারে। আবার একজন কুমারীর সতীচ্ছেদ ছিন্ন হতে পারে। যে যুবতীদের

www.pathagar.com

সতিচ্ছেদ পর্দা না থাকে আরবীতে তাহাদেরকে ছাইয়েবাহ্ বলাহয়। কাজেই কুমারীত্বের কোন পরীক্ষা নেই।(আদাবে মোবাশেরাত অবলম্বনে।)

বিবাহের ফিস।

আমাদের দেশে বিবাহের দুই প্রকার ফিস প্রচলিত আছে। (১) বিবাহ রেজিস্ট্রি ফিস (২) শুধু মুখে বিবাহ পড়াইয়া কিছু মুল্লাকী জাতীয় ফিস ।

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফিস সমূহ দেওয়া ও লওয়াতে কোন গোনাহ নাই অবশ্য উহা না দিলে বা কম দিলে গোনাহ হইবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফিসকে রেজিষ্ট্রী ফিস বলা হয়।

আর যেখানে কোন বেসরকারী মৌলবী সাহেব বিবাহ পড়ানোর কাজ সম্পাদন করেন তাহাকে যদি উপঢৌকন হিসাবে এবং তাহার দাবীর কারণে নয় বরং খুশীমতে কিছু দেওয়া হয় তবে উহার সম্পুর্ণটাই তিনি নিতে পারিবেন। যদি মৌলভী সাহেব বিবাহ পড়ানোর মুল্লাকী চাহিয়া লন, তবে লওয়া উত্তম হইবে না তবে জরুরাতান জায়েয আছে। তাই চাহিয়া না লওয়াই ভাল । (এমদাদ অনূসরণে)

তালাক রেজিষ্ট্রির সরকারী ও বেসরকারী ফিস ও মুল্লাকী লওয়ার হুকুম, বিবাহে সরকারী ও বেসরকারী ফিস লওয়ার ন্যায়।

যিনা বা ব্যভিচার

রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর ভাষায় উভয় প্রকারের যৌনাঙ্গের দ্বারাই যে শুধু যৌন তৃপ্তি সাধিত হয় তাহা নয় বরং অন্যান্য অঙ্গের দ্বারাও তাহা সম্ভব। মুটামুটি যৌন তৃপ্তি দুই ভাবে হইতে পারে (১) একমাত্র যৌনাঙ্গের দ্বারা (২) অন্যান্য অঙ্গের দ্বারা। শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রথম ভাগের পাপ করাকে কবীরা (বড়) গোনাহ ও দ্বিতীয় ভাগের পাপকে ছগীরা (ছোট) গোনাহ বলা হয়।

প্রথম ভাগটি যদি অবৈধ উপায়ে করে তবে উহাকে যিনা বা ব্যভিচার বলে।

আর বৈধ উপায়ে করিলে সহবাস, জিমা, দুখুল,বা ওয়াতী বলা হয়।

যীনা আসলে আরবী শব্দ শরীয়তের দৃষ্ঠিতে উহার অর্থ হইল হারাম উপায়ে হারাম পাত্রে শুক্রস্খলন করা।

এই পাপের শাস্তি হিসাবে আল্লাহ্‌তা'লা বলেনঃ- "ব্যভিচারিনী (অর্থাৎ অবিবাহিত ব্যভিচারী পুরুষ ও মেয়ে লোক) তাহাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাঘাত (হাদীস অনুয়ায়ী এ ছাড়া আরও এক বৎসরের জন্য দেশের বাহিরে থাকিতে হইবে) এবং আল্লাহর নিয়ম বিষয়ে তাহাদের

www.pathagar.com

সম্বন্ধে (যেন) তোমাদিগের দয়া না হয়। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনিয়া থাক। এবং উচিৎ যে তাহাদিগের শাস্তি দিবার জন্য মোমেনদের একদল উপস্থিত হয়, ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিনী বা প্রতিমা পুজাকারিনী রমণী ব্যতীত বিব্বাহ না করে এবং ব্যভিচারিনী রমণী, ব্যভিচারিনী ব্যভিচারী বা প্রতিমা পূজাকারী পুরুষকে ব্যতীত বিবাহ না করে এবং মোমেনদিগের প্রতি ইহা হারাম করা গিয়াছে।"

যিনা হইতে তওবা করিলে, সৎপুরুষ যিনা হইতে তওবাকারী রমণী, মুছলমান, খ্রীষ্টান বা ইহুদী হউক তাহাকে শাদী করিতে পারিবে, আর বিবাহের পরও যদি যিনা করে তবে এসব রমণীকে বিবাহ করা হারাম হইবে। তদ্রূপ সৎ রমণী যিনা হইতে তওবাকারী পুরুষের নিকট বিবাহ বসিতে পারিবে।

যীনাকারীর উভয়ে বা একজন যদি বিবাহিতা হইয়া থাকে তবে শাস্তি হইল যে বিাহিতটি বা বিবাহিতাটিকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "তাহারা উভয়কে আল্লাহ্র দেওয়া শাস্তি অনুযায়ী পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা কর"। (অবশ্য মুছলমান সরকারী হাকীমের হুকুমে হইতে হইবে।)

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) এর জীবদ্দশায়ই তিনি পুরুষ ও মেয়েলোককে তাহাদের নিজেদের স্বীকার করায় উপরোক্ত শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ফেক্বাহার কিতাব অনুযায়ী উল্লিখিত পাপের বিচার করিতে হইলে এইরূপ চারজন খাটি মানুষের সাক্ষি হইতে হইবে যাহারা একত্রে উভয়কে তাহাদের দোয়াত কলমের ন্যায় লজ্জাস্থান সড়াইতে দেখিয়াছে। যদি চারজনের একজন সে সময় এমতাবস্থায় না দেখিয়া থাকে বলিয়া প্রমাণ হয় তবে যে তিনজন এরূপ দেখিয়াছে বলে তবে সেই তিনজন সাক্ষীকে শরীয়ত অনুযায়ী ৮০ টি বেত মারিতে হইবে। কেননা ধরা হইবে যে তাহারা একজন মুছলমানের উপর মিথ্যা তহম্মত দিয়াছে এবং মেয়ে পুরুষ উভয়েই খালাশ পাইয়া যাইবে। সুস্থ মস্তিকে বিচার করিলে বুঝা যায় যে ইছলামের আইন খুবই কঠিন আবার খুবই সহজ। কারণ যে দুইজনে চার জনের সামনে এরূপ কাজ করিতে পারে তাহাদের মধ্যে ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকেনা। তাই এইরূপ দুস্কার্যের জন্য প্রাণ দন্ড দেওয়াতে কি অসুবিধা থাকিতে পারে। অবশ্য মানুষ যদি পশুর চেয়েও নির্লজ্জ হইয়া যায় তবে ত কোন কথাই নাই। মজার এ কেবারে চারজন সাক্ষীর প্রত্যেককেই যেহেতু দেখিতে হইবে যে লজ্জাস্থান আলাদা করিতেছে ইহা সম্ভব হয় না বলিয়া এইরূপ প্রাণদন্ডের আদেশ জারী করার মত মামলা ইছলামের ইতিহাসে

www.pathagar.com

খুবই নগন্য। রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) যে দুই একটি যীনাকারীকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করান তাহাদের নিজেদের জবানবন্দী রাছুলুল্লাহ (দঃ) না শুনিতে চাওয়া সত্যেও তাহারা বার বার তাহাকে তাহাদের এই পাপের কথা জানায় এবং কমপক্ষে চারবার স্বীকার করে এবং শাস্তি দেয়া হয়।

বর্তমান সভ্যতার দাবীদারগণ ইছলামের এই বিধানটিকে অসভ্যতা ইত্যাদি বলিয়া গালি দিয়া থাকে। আসলে ইছলামের বিধানটি তলাইয়া দেখে না এছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্ত্রী বা স্বামীর যৌন তৃপ্তির জন্য অন্যত্র যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়াটা আবার কোন সভ্যতা? শরীয়াত মত চলিয়া নিজের স্বাস্থ্য, স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও নিজের বংশদরের স্বাস্থ্যের হেফাযত করুন।

যাহারা অবিবাহিত অবস্থায় এই পাপে জড়িয়া পড়িয়াছেন তাহাদের বেলায় লঘু শাস্তি অর্থাৎ ৮০ বেত ও এক বৎসরের জন্য এলাকা ত্যাগ করার শাস্তি দেওয়ার হুকুম আছে। এক বৎসর উভয়কে বিদেশে রাখার অর্থ যাহাতে তাহাদের কথা কেহ বলাবলি না করে এবং উহা ভুলিয়া যায়। এঅবস্থায় ও চার জনের সাক্ষীর প্রয়োজন। এসবই সরকারী মুসলমান হাকীমের মারফত হইতে হইবে।

ইসলামের বিধান সমূহ তলাইয়া দেখিলে সব বিধানই যে সর্বযোগে পালন যোগ্য উহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা অনেক অমুছলিম মনিষীগণও নানান বিধি নিষেধকে বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। যীনার কঠোর শাস্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া অনেকেই প্রাণের খাতীরে এবং নানা রোগ হইতে বাঁচিবার তাগিদে যীনা করার সাহস করিতে পারে না।

বেশ্যাবৃত্তি ঃ-

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন বেশ্যাবৃত্তির আয় সম্পূর্ণ হারাম। (মুছলেম) তিনি ফরমাইয়াছেন- "হারাম জাদা তাহার সন্তান ও নাতী তাওবা না করিলে বেহেস্তে যাইতে পারিবে না।" (কাশ্বাফ ১৫১৪পৃঃ)

আরও বর্ণিত আছে "যীনার আছর সেই সন্তানের নাতী পর্য্যন্ত থাকে। বীর্য্য যখন অপবিত্র হইয়া যায় তখন উহা হইতে যাহা তৈয়ার হয় তাহাও অপবিত্র হয়"।

আমি ইহার অর্থ এই বুঝি যে অবৈধ প্রণয়ে যে সন্তান হয় ইহার মধ্যে অবৈধ পিতামাতার মানসিকতার আছর নিশ্চয় পরে।

বিশেষ করিয়া বীর্য্য অপবিত্র হইবার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে এই জাতীয় যৌন মিলনে রতিজ রোগ সংক্রমণ হইতে পারেযাহা পরে বংশগত ভাবে চিকিৎসা চলিলেও অন্ততঃ তিন স্তর পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়।

www.pathagar.com

আর বেহেস্তে না যাওয়ার অর্থ এই যে প্রথম ধাপে পাপের কারণে বেহেস্তে যাইতে পারিবেনা। শাস্তির পরে পারিবে এবং পাপের ইচ্ছাটা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে থাকিয়া যাইতে পারে।

অবশ্য চেষ্টা করিলে আস্তে আস্তে দমন হইবে কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে জারজ সন্তানের কোন পাপ নাই। দেশের বাড়ীতে জারজ সন্তানের ইমামতি এই কারণে মাকরূহ যেহেতু সবাই তাহাকে জানে এবং মনে মনে একটু ঘৃণা করে । (অবশ্য অপরিচিত জায়গায় ইমাম হইতে পারিবে।

"যীনাকারী যখন যীনা করে তখন ঈমান তাহাদের মধ্য হইতে সড়িয়া গিয়া মাথার উপরে ছায়ার ন্যায় হইয়া থাকে । যীনা শেষ হইলে পুনরায় ঈমান পূর্বের জায়গা অধিকার করিয়া লয়।" (মেশকাত)

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, " চোরের চুরী করার সময় যীনাকারীর যীনা করার সময়, ও মদ্য পানকারীর মদ্য পান করার সময় ঈমান থাকে না।" (মেশকাত)

আধুনিক যৌন বিজ্ঞানীগণ ও বস্তুবাদীগণ শেষ পর্য্যন্ত বেশ্যাদের ব্যাপারে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে বেশ্যাবৃত্তি বাস্তবিকই সমাজের জন্য ধ্বংশাত্মক কাজ।

জনাব আবুল মান্‌সুর আহমাদ বলেন, সকল দিক দিয়া বিচার করিলে বেশ্যা প্রথার বিরূদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে-(১) দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্ঠি (২) তরুণদের বিপথগামী ও স্বাস্থ্যহীন করা।(৩) রতিজ রোগের প্রসার (৪) মাদক দ্রব্যের প্রসার (৫) গুন্ডা বদ্‌মায়েশ প্রভৃতি সমাজ বিরোধীদের আড্ডাখানার ব্যবস্থা"।

তিনি আরও বলেন "তরুণ সমাজকে বিশেষত ছাত্রদের প্রলুব্ধ ও বিপথগামী ও পরিণামে স্বাস্থ্যহীন করার ব্যাপারে, রতিজ রোগ ও মদ তাড়ি, চরসের প্রসারের ব্যাপারে এবং সমাজ বিরোধীদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে বেশ্যালয় গুলিই দুনিয়ার সব দেশে মানব জাতির অনিষ্ট করিয়া আসিতেছে। গণোরিয়া ও সিফিলিশ প্রভৃতি সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি ছড়াইতেছে বেশ্যারাই। মদের প্রসার বাড়াইতেছে প্রধানতঃ বেশ্যালয়গুলি। সারা দুনিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ পতিরা যে এ বিষয়ে একমত, তার প্রমাণ প্রায় সব দেশেই বেশ্যা প্রথার বিরোধী আইন রচিত হইয়াছে "। (পরিবার পরিকল্পনা ৬১ পৃঃ)

আফশোসের বিষয় যে আজ পর্য্যন্তও বাংলাদেশে উহার বিরূদ্ধে তেমন কোর আইন পাস হয় নাই। আমি মনে করি তাহা অচিরেই হইবে কারণ বেশ্যাদের শক্তির অর্ধেক হইল মদ অথচ উহা বাংলাদেশে অবৈধ ঘোষণা করা হইয়াছে সেজন্য সরকারের বাস্তব পদক্ষেপের অপেক্ষা করছি।

www.pathagar.com

যীনা যেহেতু সমাজের ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক তাই উহার বিরুদ্ধে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতি বিধান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

যৌন বিজ্ঞানী আবুল হাসানাৎ বলেন "এতদ্বতীত যৌন ব্যাধি ও মদ্য পানের প্রসারের কেন্দ্র এই পতিতালয়। এই দুইটি মানব জাতির এমন গুরুতর অকল্যাণ করিতেছে যে অন্য কোনও কারণ না থাকিলেও কেবল মাত্র এই দুইটি কারণে ইহার নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিৎ।" (যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ৩১২পৃঃ)

বর্তমানে দুনিয়াতে নানা রকম বেশ্যাবৃত্তি প্রচলিত আছে (১) বাজারে অবস্থানকারী পেশাদার বেশ্যাগণ মেয়েলোক হউক (যেমন আমাদের দেশে) বা পুরুষ হউক (যেমন বিলাতে) (২) বড় লোকের নিকট নিজ স্ত্রীকে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য মাঝে মাঝে দেওয়া (৩) নিজের স্ত্রী, বোন ইত্যাদিকে বাজারে না দিয়া বাড়িতে রাখিয়াই বেশী দামের খাতক দেখিয়া দেহ দান করিতে বাধ্য করা। (৪) দায়ে ঠেকিয়া জীবিকা অর্জনের জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা (৫) কুরূপা বা অন্য কারণে বিবাহ না হওয়ায় কাম উত্তেজনা মিটাইবার জন্য যীনা করা ইত্যাদি।

যাবতীয় বেশ্যাবৃত্তি ও উহার আয় শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। দুনিয়াতে উল্লিখিত সব রকমের বেশ্যাবৃত্তিই কম ও বেশী প্রচলিত আছে।

মোট কথা ইসলামে বিবাহ ছাড়া সব রকমের সঙ্গমই হারাম। যিনার কারণে বর্তমানে এইডস্ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যাহার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই দুরারোগ্য রোগ হইতে বাচাঁর জন্য কিছু না কিছু চেষ্টা করিতেছে। আল্লাহ্তায়ালা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সমস্ত মুসলমানগণকেই সবরকমের যীনা হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। আমিন।

আমাদের কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে বেশ্যালয়টিকে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য পাকিস্থানী আমলে প্রথমে চেষ্টা করিয়াছিলেন আলহাজ্জ্ব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল হালিম হোসাইনী (রাহঃ) বাংলাদেশ হওয়ার পর তাহার মোরীদানগণ এই নাপাক কেন্দ্রটিকে পুড়াইয়াদিয়া উচ্ছেদ করে সেই সময়কার স্বনামধন্য মহুকুমা প্রশাসক জনাব, শহিদুদ্দিন সাহেব এবিষয়ে আমাদেরকে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

ছোট যীনা বা ব্যভিচার

বাকী রইল যীনার দ্বিতীয় ভাগের কথা, রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর ভাষায় উহা লজ্জাস্থানের মিলন ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের দ্বারা যৌনানুভূতি পাওয়াকে

www.pathagar.com

ছোট যীনা বলে। যাহা করিলে শরীয়তের মাপকাঠিতে ছাগীরা (ছোট) গোনাহ্ হয়। উহার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট বিশেষ ভাবে আলাদা কোন প্রার্থণা করিতে হয় না বরং নামাজ, রোযা যিকির ওজু গোসল ইত্যাদি নেক কাজ করিলে আপনাতেই মাফ হইয়া যায়। আর বড় গোনাহ্র জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট মাফ চাহিতে হয় এবং আলাদা তওবা করিতে হয়। কিভাবে তওবা করিতে হইবে তাহা "হেছনে হাছীন" নামক গ্রন্থে পড়িয়া নিন।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং সর্বাঙ্গের দ্বারাই ছোট যীনা সম্পাদন হইতে পারে যেমন আল্লাহতা'লা বলেন, "কান, চক্ষু এবং দিলকে তাহাদের কার্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে।"

"হে মোহাম্মাদ মুমিনদিগকে বলিয়া দাও যে তাহারা যেন তাহাদের চক্ষু(দৃষ্টি)কে নীচা করে।"

"কোন চক্ষু বিশ্বাসঘাতক আল্লাহ্ তাহা জানেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু (তোমাদের আমলকে) লক্ষ্যকারী।" (আল্ ক্বোরআন)

বর্ণিত আছে "চোখের যীনা দেখা, হাতের যীনা স্পর্শ করা, মুখের যীনা অশ্লীল কথা বলা"।

প্রকৃত যীনা বাদে যে সব যীনা হইতে পারে হাদীছে সবগুলির ভিত্তিকেই রাছুলুল্লাহ (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন এবং পাপ সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য লজ্জাস্থানে অনুভূতিকে কেন্দ্রস্থল করিয়াছেন। অবশ্য লজ্জাস্থানে সহোয়াত না হওয়া পর্যন্ত পুর্ণ পাপ হয়না বরং আংশিক পাপ হয়।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমরা রাস্তার ধারে বসিও না।" ছাহাবাগণ বলিলেন রাস্তা ছাড়া আমরা কোথায় বসিব? আমরাত শুধু সেখানে কথোপকথন করি। তখন রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইলেন "তোমরা যদি তাহা না-ই মান তবে রাস্তার হক আদায় কর।" ছাহাবাগণ বলিলেন "রাস্তার আবার হক কি? " তিনি বলিলেন "দৃষ্টি খাট করা বা নীচ করা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, কেহ সালাম দিলে উহার উত্তর দেওয়া, ভাল কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করা, ভদ্রতার সহিত উত্তর দেওয়া (মুছলীম)

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কে কেহ কোন রমনীর দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ার কথা জিজ্ঞেস করিলে তিনি বলিলেন, " তোমরা চক্ষুকে তৎক্ষনাৎ ফিরাইয়া নাও।"

উল্লেখিত হাদীছ দুইটি হইতে ইহাই প্রমানিত হয় যে মোহার্‌রাম মেয়ে লোক ছাড়া কাহারও দিকে ইচ্ছা করিয়া দৃষ্টি করাতে পাপ হয়, এমনকি

www.pathagar.com

অনিচ্ছাকৃত ভাবে যদি কোন পর মেয়ে উপর দৃষ্টি পতিত হয় তবে তৎক্ষনাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে হইবে। অন্যতায় পাপ হইবে

ইহাও বর্ণিত আছে যে, রাস্তায় চলিতে গিয়া এমনি করে যদি কোন দিকে দৃষ্টি করিতে হয় তবে একবার করিতে পার।

আমাদের দেশে রাস্তার দু'পাশে দোকান থাকে অনেক লোক এরূপ আছে যাহারা স্কুল, কলেজ বা আধুনিকা মেয়ে লোকদেরকে কু-মতলবে দেখার জন্য ওৎ পাতিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ অন্যান্য মানুষের দৃষ্টি হইতে নিজের দৃষ্টি বাচাঁনোর জন্য কাল চশমা ব্যবহার করিয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালার কুদরতি চক্ষু হইতে বাঁচিবার কোনই উপায় নাই। তাই ঐসব কাজ হইতে সবারই বাঁচিয়া থাকার দরকার।

হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কু-মতলবে কোন মেয়ের দিকে তাকাইবেআর কোন মেয়ে লোক কোন পুরুষের দিকে তাকাইবে ক্বিয়ামতের দিন তাহার চোখে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দেওয়া হইবে। (হেদায়া)

একদা রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট উম্মে সালমা ও মায়মুনা (রাঃ) ছিলেন এঅবস্থায় ইবনে উম্মে মাখতুম (রাঃ) নামে একজন অন্ধ সাহাবী আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইলেন " তোমরা তাহার নিকট হইতে পরদা কর।" তাহারা বলিলেন "সে তো অন্ধ আমাদেরকে দেখেও না এবং চিনেও না।" রাছুলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি উত্তরে বলিলেন "তোমরা দুইজন কি অন্ধ? তোমরা কি তাহাকে দেখ না?" (আবু দাউদ)

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "পুরুষ পুরুষের ছতরের দিকে তাকাইবে না তদ্রূপ মেয়েলোক অন্য মেয়ের ছতরের দিকে তাকাইবে না, আর একই ছাদরের নীচে দুই পুরুষ থাকিবে না। তদ্রূপ দুই মেয়েলোকও থাকিবে না।"

উল্লেখিত হাদীছদ্বয় হইতে বোঝা যাইতেছে, যে মেয়েদের যেমন যেকোন রকমের পর পুরুষ হইতে পর্দা করা দরকার তেমনি, পুরুষেরও বেগানা মেয়েলোক হইতে পর্দা করা দরকার। দ্বিতীয় হাদীছ হইতে বোঝা যায় যে বিপরীত লিঙ্গ হইতে যেমন একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে তেমন সম লিঙ্গের মধ্যে যৌন অনুভূতি হইতে পারে। তাই ইহাতে সতর্ক থাকার দরকার। আর বর্তমান দুনিয়ায় এসবের অসুবিধা বাস্তবে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

মাওলানা থানবী (রাঃ) এছলাহুররু ছুমে লিখিয়াছেন যে, জেহেযের জিনিষপত্র বিবাহ মহফিলে খুলিয়া দেখানো রিয়া, বিশেষ করিয়া কনের জিনিষপত্র পর পুরুষের জন্য দেখা আরও খারাপ। (এছলাহ ৬৮ পৃঃ)

www.pathagar.com

আল্লাহতা'লা হইতে রাছুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করেন যে, "বেগানা রমণীর দিকে দেখা হইল ইবলীছের একটি বিষাক্ত তীর, যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার ভয়ে উহা ত্যাগ করিল তাহাকে আল্লাহ্তায়ালা উহার পরিবর্তে এরূপ ঈমান দান করিবেন যাহার মিষ্টি ভাব ঐ ব্যক্তির দিলে অনুভব করিবে।" এইরূপে কেহ যদি একবার দৃষ্টি পড়ার পর আর তাকাইল না তাহারও এরূপ ফযিল্যাত হইবে। একবার অনিচ্ছাকৃত ভাবে নজর পড়িলে গোনাহ নাই দ্বিতীয়বার দেখা গোনাহ।"

তিনি আরও ফরমাইয়াছেন "সমস্ত চোখই কিয়ামতের দিন কাঁদিবে, কিন্তু এইরূপ চক্ষু যাহা আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বস্তু দেখা হইতে বাচিয়াছে, যে চক্ষু আল্লাহর কাজে জাগ্রত থাকিয়াছে আর যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কাঁদিয়াছে ঐ সমস্ত চক্ষু ঐদিন কাঁদিবে না। এবং উহাদেরকে আগুনে স্পর্শ করিবে না।"

তিনি আরও ফরমাইয়াছেন "তোমরা যদি ছয়টি বিষয়ের জামিন হও তবে আমি তোমাদের জন্য বেহেস্তের জামিন হইব। (১) সত্য কথা বলার (২) ওয়াদা পালন করার (৩) আমানত আদায় করার (৪) লজ্জাস্থান হেফাজত করার (৫) চক্ষুকে হেফাজত করার (৬) হাতকে হেফাজত করার"

তিনি আরও ফরমাইয়াছেন "এই মেয়েগণের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী যাহারা পর পুরুষের দিকে লক্ষ্য করে আর ঐ সমস্ত পুরুষেরও তাই যাহারা বেগানা মেয়ের দিকে লক্ষ্য করে। এসব কার্যকারীর চেহারা আল্লাহ তাআলা বিকৃত করিয়া দিবেন।" (তারগীব ও তারহীব ৩য় খন্ড ৪পৃঃ)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন,"তোমাদের কাহারও মাথার সূচ বিদ্ধ করা হইলে উহা তাহার জন্য কোন বেগানা মেয়েকে স্পর্শ করা হইতে ভাল। কোন মানুষ যদি এরূপ একটি শুকরের সহিত মিশিয়া দাঁড়ায় যাহার শরীরে কাদা ও কালি লাগানো থাকে তবে তাহার জন্য উহা করা কোন কোন পর মেয়ের সহিত মিশিয়া দাড়ানোর চেয়ে ভাল।(তারগীব তারবীহ ৩য় খন্ড ৫ পৃঃ)

খালী ঘরে খালী গায়ে অন্য কেহ আওয়াজ না শুনিলে এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীকে যে কোন ভাবে নাচিয়া গান শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে পারিবে। অবশ্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না এবং অন্য কেহ যাহাতে না শুনিতে পারে। অন্য কেহ যদি শুনে বা দেখে তবে নাজায়েজ হইবে।

যে সমস্থ বালিকাগণ বালেগা হয় নাই তাহাদের বাদ্যহীন এই জাতীয় গান যাহাতে যৌন উত্তেজনা বা অশ্লীল কুফুরী শব্দ নাই। সেইগুলি শুনা জায়েয আছে তন্মধ্যে হামদ-নাত, জাতীয় সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

যীনা করার যের ঃ-

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন " যীনা অভাব সৃষ্টিকারী আর যীনাকারীর দোজখ সবচেয়ে বেশী দুর্গন্ধময়। যীনা করার সময় যীনাকারীর ঈমান চলিয়া যায় এবং তাহার মাথার উপর ছায়ার মত হইয়া থাকে হারাম কার্য্য সামাধা হইলে আবার ঈমান ফিরিয়া আসে যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহতাআলা তাহাদের তওবা কবুল করেন।" (তারগীব)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "সর্বদা মদ্যপানকারীকে আল্লাহতা'লা গুতা নামক দোজখের নদীর পানি পান করাইবেন যাহার দুর্গন্ধ দোজখীদিগকে কষ্ট দিবে এবং যাহার উৎপত্তি ব্যবসায়ী রমণীদের গুপ্তাঙ্গ হইতে হইবে।"

" আমাকে জিব্র্যাইল (আঃ) যখন মেরাজে লইয়া গেলেন তখন দেখিলাম যে কিছু লোকের শরীর হইতে আগুনের কেচির দ্বারা চামড়া কর্তন করা হইতেছে। তখন আমি জিঙ্গাসা করিলাম , হে জিব্যাইল ইহারা কে? জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন "ইহারা হইল এইরূপ পুরুষ যাহারা পর মেয়েদেরকে মুগ্ধ করার জন্য সাজসজ্জা করিত।"

"যীনাকারী মুর্ত্তি উপাসকের ন্যায়"আমার উম্মত সুখেই থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত হারামজাদা সন্তান জন্ম না হইবে। যখন তাহা হইবে তখন সবাইকে আল্লাহতা'লা আজাব দিতে থাকিবেন।"

"যে গ্রামে যীনা ও সুদ চলিবে সেই গ্রামের উপর আজাব বর্ত্তিবে।"

"প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত যীনা করা অন্যান্য বেগানা দশটি রমণীর সহিত যীনা করার চেয়ে খারাপ। আর যে ব্যক্তি উহা করিবে আল্লাহতা'লা কিয়ামতের দিন বিষাক্ত সাপ তাহার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।"

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন,"হে কুরাইশ বংশীয় যুবকগণ তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থান সমূহ হেফাজত কর, যীনা করিও না, যে ব্যক্তি তাহার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করিল বা যৌবনের সময়কে হেফাজত করিল তাহার জন্য বেহেস্থ। যে ব্যক্তি তাহার মূখের দুই হাড্ডি(উপরের পাটি ও নীচের পাটি) কে ও তাহার দুই রানের মাঝখানকে হেফাজত করিল আমি তাহার বেহেস্থের জামিন হইলাম"। (অর্থাৎ লজ্জাস্থান)

হস্ত মৈথুন (musturbation)

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "হস্তমৈথুনকারী অভিশপ্ত"

ইবনে জুরাইজ (রাঃ) আতা (রাঃ) কে হস্ত মৈথুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিলেন "আমি শুনিয়াছি যে এক দল এই অবস্থায়

www.pathagar.com

হাসর করিবে যাহাদের আঙ্গুলি গর্ভবতী থাকিবে। আমার মনে হয় হস্ত মৈথুনকারীরাই এই রূপ হইবে।

ছাইদিবনে জুবাইর (রাঃ) বলিয়াছেন " আল্লাহতা'য়ালা এরূপ এক উম্মতকে আযাব দিয়াছেন যাহারা তাহাদের লজ্জাস্থান দ্বারা খামখেয়ালী করিত"।

আরও বর্ণিত আছে যে আল্লাহতায়ালা সাত ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টি করিবেন না, তন্মধ্যে একজন হইল হস্তমৈথুনকারী"।

কোরআনে কারীমের ছুরায়ে মুমিনোনের ৭ সাত আয়াতে আছে "অনন্তর যাহারা ইহা (স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য কাহাকে সহবাসের জন্য চেষ্টা করে ও হস্তমৈথুন ইত্যাদি অসদপায়ে বীর্য্যপাত করে) ব্যতীত চেষ্টা করে অপিচ এই লোক ইহারাই সীমা লঙ্ঘনকারী [হালাল অতিক্রম করিয়া হারামের দিকে গমনকারী]

[তফছীরে মাওলানা আব্বাস আলী, জালালাইন, হুছাইনী]

বাহার নামক কিতাবে মুহীত হইতে বর্ণিত আছে "কোন অবিবাহিত পুরুষের যদি অদমনীয় কামাত্তোজনা হয় তবে তাহার যে কোন চিকিৎসার মাধ্যমে (বা হস্তমৈথুনে) বীর্য্যপাত করা জায়েয হইবে। অবশ্য এ কাজে তাহার কোন ছাওয়াব হইবে না।"

আবু হানিফা (রাঃ) বলিয়াছেন "উহাতে ইহার কোন পুণ্য হইবে না,"

তবে তাহার কামোত্তেজনার ফলে সমমেহন বা যীনার ভয়

সে যীনার মত গোনাহ করিল না বরং তার চেয়ে ছোট গোণাহ করিল। (তাহতাবী ৫৩পৃঃ)

শামীতে আছে "হস্তমৈথুনে স্মৃতিশক্তি কমাইয়া দেয়"(১ম খন্ড ১৬৫ পৃঃ)

ফতহুল মুল্‌হেমে আছে যে, "হাম্বলী ও হানফী কিছু সংখ্যক ওলামার নিকট অত্যধিক কাম উত্তেজনাকে প্রশমিত করার জন্য হস্তমৈথুন করা মুবাহ।"

দুররে মুখতারে আছে যে, "হস্তমৈথুন করা হইল মাকরুহে তাহ্‌রীমা। আর যদি যীনায় পতিত হইবে বলিয়া মনে হয় তবে সে সময় উহা করিলে তাহার কোন গোনাহ হইবে না বলিয়া মনে করি"।

শামীতে আছে"হস্তমৈথুন কারী যদি অত্যন্ত কাম উত্তেজনায় মন টিকাইতে না পারিয়া মন ও উত্তেজনাকে প্রশমিত এবং লাঘব করার জন্য এই অবস্থায় হস্তমৈথুন করে বা তাহার স্ত্রী ধারে কাছে নাই যাহার ফলে স্ত্রীর

www.pathagar.com

সাইত মিলিত হওয়া অতি দুস্কর বা স্ত্রীর সহিত মিলিতে কোন বাধা আছে তবে এই রূপ ব্যক্তির জন্য হস্তমৈথুন করাতে আশা করা যায় যে কোন গোণাহ হইবে না।"

বালালী নামক লিখক মুখতাছরে এহইয়া নাম,কিতাবে লিখিয়াছেন "অসুবিধায় পরিয়া হস্তমৈথুন করাতে ছাগীরা গোণাহ্ হইবে।" (ফতহুল মুলহেম ৪৪৩পৃঃ ৩য় খন্ড)

কাযীখানে আছে কোন অবিবাহিত পুরুষের যদি মাত্রাতিরিক্ত কাম উত্তেজনা হয় তবে মুফতীগণের রায় এই যে, হস্ত মৈথুন করিয়া তাহার উত্তেজনাকে প্রশমিত করিতে পারিবে। উহাতে যে সে ছাওয়াব পাইবে তাহা আমরা বলি না। (কাযীখান ১ খন্ড ২৩ পৃঃ)

সাহাবী ইবনে আব্বাছ (রাঃ) কে কোন এক যুবক হস্তমৈথুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন "উহার চেয়ে কোন বাঁদীকে বিবাহ করা ভাল। আর এরূপ করা যিনা হইতে উত্তম। (কাশফুল গুম্মা ২য় খন্ড ৬৮ পৃঃ)

ছেলেমেয়েদের হস্তমৈথুন সম্বন্ধে ডাঃ বিভেন বলেনঃ- কোন ছেলেমেয়ে যদি সাধারণ খেলাধূলা ব্যতিরেখে অন্যদের সহযোগিতায় হস্ত মৈথুন করে তাহা হইলে শেষে উহা দুঃখজনক হইলেও অনিশ্চিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

"বিবাহিতরাও অসুস্থতা ও বিচ্ছেদের ফলে সহবাস করিতে না পারে তবে তাহারাও হস্তমৈথুন করিতে পারিবে।"

ডাঃ বি, বেল্ড বলেন "বেশী উত্তেজনাকে প্রশমিত করার জন্য হস্তমৈথুনে শারীরিক কোন দুরারোগ্য হয় না। (আইডিয়াল মেরীজ)

যৌন বিজ্ঞানীগণ বলেন "স্বয়ং মৈথুনে সিফিলিস গণোরিয়া, এইডস জাতীয় ব্যাধি হয় না কিন্তু বেশ্যাগমনে তা হয় (বিবাহ মঙ্গল)

মোট কথা উল্লিখিত আলোচনায় ইহাই বুঝা যায় যে ইছলামের দৃষ্টিতে যৌন বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণের মতে বিবাহিত ও অবিবাহিত পুরুষ ও রমনী শর্ত সাপেক্ষে অতিরিক্ত কাম উত্তেজনাকে হস্তমৈথুন করিয়া প্রশমিত করিতে পারিবে। তাহারা যৌন উত্তেজনার কারণে ব্যভিচারে পতিত হইবে বলিয়া ভয় হইলে হস্তমৈথুন করিতে পারিবে।

অবশ্য হস্তমৈথুনকে বিবাহ না করার উপায় অবলম্বন করিলে উহা সম্পূর্ণ হারাম হইবে। উহাতে শর্ত্ত সাপেক্ষে যেহেতু পাপ হয় না সে কারণে আত্মার তেমন কোন খারাপ ছাপ নাও পড়িতে পারে। যৌন বিজ্ঞানীগণের হিসাবে দেখা যায় যে বর্ত্তমান দুনিয়ায় শতকরা ৯৯ জন হস্তমৈথুন করিয়া থাকে। (যৌন বিজ্ঞান ১-১৯৬ পৃঃ)

www.pathagar.com

শরীয়তের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারে বেশী লোকে যাহা বলিবে বা করিবে উহার কোন মূল্য নাই। বরং সবচেয়ে উত্তম কথা হইল যে, জরুরত ছাড়া হস্তমৈথুন না করা। "বেশী বেশী হস্তমৈথুনে স্বাস্থ্যের ক্ষতি আছে অবশ্য বেশী উত্তেজনাকে প্রশমিত করার জন্য করিলে স্বাস্থ্যের তেমন কিছু ক্ষতির আশংকা নাই। (Ideal marriage)

সমমেহনঃ-

ফতহুলকাদীরে আছে "কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়েলোকের লজ্জাস্থান ভিন্ন অন্য জায়গায় সহবাস করে যেমন তার পেটের পরতে বা উরুর মাঝে তবে ঐরূপ ব্যক্তিকে তাযীর দেওয়া হইবে। (ইহা কবীরা গোনাহ)

এইভাবে কোন মেয়েলোক যদি কোন মেয়েলোকের সহিত সমমেহন করে উহাদেরকেও তাযীর দেওয়া হইবে। (ইহা কবীরা গোনাহ)

কোন ব্যক্তি যদি বেগানা মেয়ের পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করে অথবা এক পুরুষ অপর পুরুষের সহিত মিলে তবে তাহাদের জন্য ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর নিকট তাযীর দেওয়া হইবে।এবং তাহার মৃত্যু পর্যন্ত বা তওবা না করা পর্যন্ত তাহাকে জেলে আবদ্ধ রাখা হইবে।

"আর যদি সমমেহনে অভ্যস্ত হইয়া যায় তবে মুসলমান সরকার তাহার প্রাণদন্ড দিতে পরিবেন। সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক।

ইমাম মোহাম্মদ ও আবু ইউছুফ (রাঃ) এর নিকট সমমেহন যীনার সমান পাপ। তাই এরূপ কাজ যদি কোন অবিবাহিত লোক করে তবে কমপক্ষে ৮০ বেত, আর বিবাহিত লোকে করিলে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইবে।

রাওজা নামক কিতাবে আছে "পুরুষে পুরুষে করিলে তাহাদের বিচারে উল্লিখিত দুই মত (হদ বা তাযীর) আর যদি মেয়েলোকের পিছনের রাস্তার করে তবে হদ জারী করিতে হইবে। এরুপ জঘন্য কাজ যদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত করে তবে তাহার উপর তাযীর বর্তিবে। আর সব সময় এরুপ কাজ করিলে প্রাণদন্ডও হইতে পারে।"

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমরা যদি এরূপ জাতিকে পাও যাহারা কৃওমেলুতের কাজ করে (পিছনের রাস্তায় মিলে) তবে উহাকে হত্যা কর। সরকারী হাকিমের হুকুম ছাড়া হত্যা করা যাইবে না।

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন,"সমমেহনের প্রথা পুরুষে পুরুষে কৃওমেলুতে আরম্ভ হওয়ার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা তাহাদের স্ত্রীদের পিছনের রাস্তায় মিলিত।"

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন "একদা রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) কে চিন্তিত দেখিয়া চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ফরমইলেন "আমি আমার উম্মতের উপর ইহার ভয় করিতেছি যে তাহারা আমার পরে কওমে লুতের কার্য্য করিবে"।

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "সেই ঘর অভিশপ্ত যে ঘরে মুখান্নাছ (অসৎ চরিত্র) ঢুকে। "(কাশফুলগুম্মা আনজামিইল উম্মাহ)

সমমেহন জঘন্যতম কবীরা গোণাহ।

শিশু গমনের অপকারীতা বর্ণনা করিতে গিয়া আবুল হাসানাৎ বলেন যে, পশু গমন অপেক্ষা শিশু গমন গুরুতর দৈহিক ও সামাজিক পাপ সুতরাং সমাজে ও রাষ্ট্রে এই পাপের প্রতিবিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিৎ"। (যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ২৪৩ পৃঃ)

ডাঃ গোলাম মোয়াজ্জাম কওমে লোতের পরিণামে বলেন "তাদের পাপে আল্লাহ্ সডোম শহরের লোকদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন তাই পুরুষের সম মৈথুনকে আজও সডোমি বলা হয়।" [কোঃ বিঃ]

"পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বিশেষ করে বৃটেনে পুরুষ মেয়েদের ব্যাপক ও অবাধ ব্যভিচার সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করা সত্ত্বেও পুং মৈথুনকে সমর্থন করে আইন পাশ করার প্রয়োজন হল কেন? ইছলামী পর্দা ত্যাগ করায় আজ এই যৌন বিকৃতির বিকাশ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও এই সমস্যা খুব প্রকট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পশুর মত মেয়ে পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিলে সমমৈথুন জাতীয় নানা রূপ যৌন বিকৃতি, পতিতাবৃত্তি ও জঘন্য অশ্লিলতা দেখা দিতে অবশ্য বাধ্য। যে সমস্ত পুরুষ যৌন প্রতিযোগিতায় হেরে যায় তারা নিজেদের মধ্যে সমমৈথুনের সম্পর্ক গড়ে তুলে। ইছলামী বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন করলে এবং যুবক যুবতীদের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন করলে এবং যুবক যুবতীদের মধ্যে বিবাহ পূর্ব অবাধ মেলামেশা বন্ধ করলে সমমৈথুনের মত জঘন্য ও ঘৃনিত বিকৃতি হ্রাস পেতে অবশ্য বাধ্য'। (কোঃ বিঃ) হদ ও তাযীবের ব্যাখ্যা সামনে আসিতিছে।

যৌন বিজ্ঞানীগণ বলেন "অসৎ উপায়ে যীনাকারীগণ নানা রতিজ রোগে আক্রান্ত হইয়া যায় যাহার মধ্যে গণোরিয়া, এইডস্ ও সিফিলিসের নাম উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি রোগ ভারতের মুছলিম রাজত্বকালে ছিলনা বরং ইংরেজগণ আমাদের দেশে উহা ছড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা যাহার সঙ্গেই

www.pathagar.com

যীনা করিয়াছে তাহারই এই সব রোগ হইয়াছে এমন কি এইরূপ রোগী যদি, শিশু মেহন করে তবে সেইসব শিশু অকালে এই সব রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় বা আজীবন উহার শিকারে পরিণত হয় যাহার ফলে অনেক শিশুই গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা যেহেতু শরীয়তে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অত্যন্ত ক্ষতিকারক তাই সরকারের এই সব জঘন্য পাপকে দমন করিতে আগাইয়া আসা অত্যন্ত দরকারী। শরীয়তের দৃষ্টিতে শিশু মেহন কবীরা গোণাহ্।

যৌন বিজ্ঞানে আছে "কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সমপ্রেমের Homo scxual love এর বিচিত্র বিকাশ দেখা যায় যাহাকে দস্তুরমত রোমান্টিক ভালবাসা বলিতে পারি"

"স্কুল কলেজের মেয়েদের মধ্যে এরূপ প্রেমকে flame বলে। ইহাতে প্রেমিকা প্রেমাস্পদা ছাত্রী অথবা শিক্ষয়িত্রীর প্রতি যৌন অনুরাগের মতই প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে"।

"প্রেমাসক্ত বালিকা প্রেমাস্পদার ধ্যানে মুগ্ধ ও আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত হইয়া পরে ইহার নাটকীয় প্রেমপত্র বিনিময়, একত্রে আলিঙ্গনাবদ্ধ ভাবে শয়নও আদর সোহাগ ইত্যাদি হইতে থাকে। (যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ১২৮পৃঃ)

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমরা বালক, বালিকা, ছেলে-মেয়ে, পুরুষ পুরুষে, একত্রে শয়ন করিও না।"

যৌন বিজ্ঞানের উল্লেখিত উদৃতি হইতে বাস্তবে প্রমাণ হয় যে বালক-বালিকাকে যথা সম্ভব দৃষ্টির ভিতরে না রাখিলে এবং হাদিছটির প্রতি লক্ষ্য না করিলে তাহাদের চরিত্র ছোটবেলা থেকেই অসদাচারণে খারাপ হইয়া যাইবে এবং সমমেহনের প্রবৃত্তি হইয়া যাইবে। শিশুগমন Infantilism এর কুফল সম্পর্কে আবুল হাসানাৎ বলেন "তাহার ফলে কত সুন্দর নিস্পাপ শিশু অকালে ঝরিয়া যায় বা অন্ধ ও বিকৃতাঙ্গ হইয়া কোনরূপে জীবনধারণ করে। (যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ২৪৩পৃ)

"সুইজারল্যান্ডের যৌন বিজ্ঞানবিদ ডাঃ ফোরেল, ইংল্যান্ডের ডাঃ মার্শালি, জার্মানীর ডাঃ ক্রোষ্ট এবিং, পুমৈথুনকে দস্তুর মত ব্যাধি আখ্যা দিয়াছেন এবং সমমৈথুকদিগকে চিকিৎসিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন (যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ২২০ পৃঃ)

প্রশ্নঃ যৌন বিজ্ঞানী আবুল হাসানাৎ সাহেব কাওমেলুতের ধ্বংশের কারণ আগ্নেয়গিরির উৎপাত বলিয়াছেন, আরও বলিয়াছেন "কিন্তু

www.pathagar.com

অধিবাসীদের এই রূপ শাস্তিস্বরূপ মানুষ উহার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে (যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ২১৯ পৃঃ)

উত্তরঃ-আবুল হাসনাৎ সাহেব যেহেতু তাহার পূর্ব্ব পুরুষ বানর হইতে আসিয়াছে বলিয়া আধুনিক বিৰ্বত্তনবাদকে মানেন তাই বলিয়াই মনে হয় তিনি আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতকে তত বেশী দাম দিতে চান না। পৃথিবীর বড় বড় জাতিগুলি এখনও কওমেলুতের ধ্বংশের কারন আল্লাহ্ তা'য়ালার আযাবকে ধরিয়াছেন,আর তিনি ধরিয়াছেন আগ্নেয়গিরি,কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য যে কওমে লুতের আবাসস্থান আজ মৃত সমুদ্র। আগ্নেয়গিরির কারণে সমুদ্র হয় না। এ ছাড়া বর্তমানে মৃত সমুদ্র হইতে কওমে লুতের ধ্বংসাবশেষ ও উদ্ধার হইতেছে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "আমি আমার উম্মতের উপর যে বিষয়ের সবচেয়ে বেশী ভয় করি উহা হইল সমমেহন, যে জাতি ওয়াদা নষ্ট করিবে তাহাদের মধ্যে হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার হইবে, তাহাদের মধ্যে অপমৃত্যু ঘটিবে, যাকাত না দিলে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাইবে, যখন যীনা ও সমমেহন বেশী বেশী হইবে তখন আল্লাহতা'য়ালা তাহার সৃষ্টি হইতে রহমতের হাত উঠাইয়া নিবেন এবং তাহারা কিভাবে ধ্বংশ হইবে উহার কোন পরওয়া করিবেন না।।"

পশু মেহনকারী

"বর্ণিত আছে চার প্রকার লোক যাহারা সকাল ও সন্ধ্যা করে আল্লাহর গজবের উপর,তাহারা হইল (১) যে পুরুষ মেয়ের বেশধারী। (২) যে মেয়ে পুরুষের বেশধারীনী। (৩) পশু মেহনকারী। (৪) সম মেহনকারী। (কানয)

ফতহুলক্বাদীরে আছে "যে ব্যক্তি পশু মেহন করে বা মৃতের সঙ্গে যীনা করে তাহার উপর হদ (৪০ বেত বা তদুর্ধ্বে ৮০ বেত বা মৃত্যুদন্ড) জারী করা হইবে না। বরং তাহার উপর তাযীর দেওয়া হইবে। তাযীর অর্থাৎ ৪০টি বেত্রাঘাতের চেয়ে কম, তিনটির বেশী বেত্রাঘাত করা বা বিচারকের মতানুসারে যে শাস্তি উপযোগ্য তাহা করা, আর যে প্রাণীর সঙ্গে এরূপ করা হইল সেই প্রাণীকে জবেহ করিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ উহাকে দেখা মাত্রই যে পশু মেহন করিয়াছিল তাহার কথা বলাবলি হইবে। অবশ্য জবেহ করা ওয়াজেব নহে।

www.pathagar.com

প্রাণী যদি এরূপ হইয়া থাকে যাহার গোস্ত হালাল নয়, তবে যে পশুমেহন করিবে সে ঐ পশুর দাম মালিককে দিবে যদি সে নিজে মালিক না হইয়া থাকে। কেননা তাহার কারণে যবেহ করা হইল। আর যদি হালাল প্রাণী হইয়া থাকে তবে উহার গোস্ত খাওয়া হইবে এবং সে ব্যক্তি মালিককে উহার মুল্য দিয়া দিবে। ইহা আবু হানিফা (রাঃ) এর মত।

রাছুলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি পশু মেহন করিল তাহাকে এবং পশুটিকে মারিয়া ফেল উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিলেন "কেননা তিনি উহার গোস্ত খাওয়া হইতে বিরত ও উহা দ্বারা উপকৃত হইতে অপছন্দ করিয়াছেন।" এই জাতীয় প্রাণী জবেহ করা হইলে উহার গোস্ত খাওয়া মাকরূহ।

উল্লেখিত হাদিছটি ছনদ হিসাবে দূর্বলতায় উহার ভাবার্থ লইয়াই ছাহাবায়ে কেরাম এই রকম পাপীর জন্য তাযীরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। খালিফা আলী (রাঃ) এরুপ প্রানী যবেহ করিয়া পুড়াইয়া দিয়াছেন । [কাঞ্জ ৪র্থ খন্ড ১৫২পৃঃ]

হাছান ইবনে আলী (রাঃ) বলিতেন "যে ব্যক্তি পশু মেহন করিবে তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করা হইবে।

আলমগীরিতে আছেঃ- "যে কেহ, যে কোন মুছলমানকে শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকতে দেখিবে, সে তাহার উপর তাযীর প্রয়োগ করিতে পারিবে অবশ্য ঐ কাজ হইতে ক্ষান্ত হইয়া গেলে পারিবে না।"

অবশ্য নিজের হেফাজতের কথা চিন্তাকরিয়া এরূপ করিবে।

কোন মানুষ যদি তাহার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষের মিলন দেখিতে পায় এবং মনে করে যে চিৎকার করিলেই তাহারা এই কাজ বন্ধ করিবে তবে যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করিতেছে তাহাকে হত্যা করিবে না বরং চিৎকার করিবে। যদি চিৎকার করিলেও পুরুষটি কাজ ত্যাগ না করে তবে তাহাকে হত্যা করা দুরুস্থ হইবে (কিন্তু বর্ত্তমানে হত্যা করিতে যাইবে না বরং এরূপ স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া দিবে)। আর তাহার স্ত্রী যদি এই মন্দ কাজে রাজি থাকিয়া থাকে তবে তাহাকে ও শরীয়তের আইনে হত্যা করা যায় কিন্তু শরীয়তের আইন যেহেতু আমাদের দেশে প্রচলিত নাই তাই এই স্ত্রীকে ত্যাগ করাই কর্তব্য।

www.pathagar.com

অবশ্য স্ত্রী কে যদি এই জঘন্য কাজে কেহ বাধ্য করে তবে উহাতে স্ত্রীর কোন দোষ নাই এবং ঐ স্ত্রীকে নিয়া ঘর সংসার করাতে স্বামীর জন্য কোন অসুবিধা নাই। যে এরূপ করিল তাহার উপর সরকারী হাকিমের হুকুমে হদ জারী করা যাইবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন " সন্তান হইল স্বামীর আর যে যীনা করিল তাহার জন্য শুধু শাস্তি বা পাথর। [বুখারী]

কোন মেয়েলোক যদি কোন বানরকে তাহার সহিত যৌন কাজে লিপ্ত করায় তবে পুরুষের পশু হেন করাতে যে পাপ ও শাস্তি তাহার ও সেই পাপ ও শাস্তি দিতে হইবে। (৩য় খন্ড ১০৬-১০৭ পৃ)

শরীয়তের দৃষ্টিতে পশুমেহন হইল জঘন্যতম কবীরা গোণাহ।

কোন স্ত্রীলোক যদি কোন প্রাণীর লিঙ্গ নিজ লজ্জাস্থানে ঢুকায় তবে এইরূপ রমণীর উপর উল্লেখিত পাপ ও শাস্তি বর্ত্তিবে।

পশু গমনের বিরুদ্ধে যৌন বিজ্ঞানে আছে, "পশু ব্যবহারের সবচেয়ে বিষময় ফল এই যে, ইহাতে নানা রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে টিটেনাস, ইরিসেপেলাস এবং এনথ্র্যাক্স ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্বক"। (যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ২৪২ পৃঃ)

মোট কথা পশুমেহন শরীয়ত এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে জঘন্যতম কাজ। পশুগমনে টিটেনাস, ইরিসিপেলাস এনথ্র্যাক্স প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। (যৌন বিজ্ঞান)

মাছআলাঃ ইছলামের দৃষ্টিতে স্বপ্নদোষ পাপের কিছু নয় কারণ ইহা ইচ্ছায় হয় না বরং মানুষের বীর্য্য যখন বীর্য্যাধারে জমে তখন আপনাতেই উহা উপচে পরে।

আল্লাহ তা'লা এই স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বাড়তি বীর্য্যপাত হওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন যদি তাহা এই ভাবে না হইত তবে মানুষকে অনেক দুরারোগ্য রোগে ভুগিতে হইত।

অবশ্য অনেক বেশী বেশী স্বপ্নদোষ রোগ হিসাবে হইয়া থাকে উহার জন্য চিকিৎসা দরকার। আর সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা বিবাহ, তারপর মনের কু-চিন্তা দুর করা। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের ও এই মত।

www.pathagar.com

ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত আছে যে নবীগণের স্বপ্নদোষ হইত না। (তারীখে খামিছ)

আবুল হাসানাৎ বলেন " ইদানিং অধিকাংশ পন্ডিতই স্বপ্নের দৈহিক ভিত্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।" (যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ২০৮পৃঃ)

প্রশ্নঃ-আবুল হাসানাৎ সাহেব বলেন " ইহুদিরা স্বপ্নদোষকে অপবিত্র মনে করিতেন এবং খ্রীষ্টান ও ইছলাম ধর্ম্মেও এই ধারণা সংক্রমিত হইয়াছে" ।(যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ২০৮)

উত্তরঃ-আবুল হাসানাৎ সাহেবের উল্লেখিত মন্তব্যে ইছলামের দৃষ্টিতে একমত হইতে পারিলাম না। কারন ইছলাম একটি বাস্তব ধর্ম ইহা আজ সকল জ্ঞানীদের পাতেয়। ইছলামী শরীয়ত কখনো স্বপ্নদোষকে গোণাহ বলেনাই। কারন স্বপ্নদোষ কেহ ইচ্ছা করিয়া করায়না। তাই স্বপ্নদোষকে অপবিত্র কাজ বলিয়া আখ্যা দেওয়া ইছলাম বিরুধী কথা। ইছলামের আইনে স্বপ্নদোষ হওয়া পাপের কাজ মনে করাও গোণাহ। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহার স্বপ্নদোষ হইল যাহাতে বান্দার কোন হাত নাই। যেমন একজন ঘুমের কারনে নামাজ ক্বাজা করিলে পাপ হয়না জাগিয়া ক্বাযা পড়িলেই চলে।

সেইরূপে স্বপ্নদোষ অপবিত্র বা পাপের কাজ নহে, বরং বীর্য্যপাত হওয়ায় স্বাস্থ্যগত কারণেই গোসলের হুকুম দেওয়া হইয়াছে যাহা আজ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করিয়াছেন, তাই না জানিয়া বুঝিয়া ইছলামকে দোষারূপ করা জ্ঞানীর কাজ নহে। ইছলামে অন্য ধর্ম্মের কোন কিছু সংক্রমিত হয় নাই বরং ইছলামের অনেক হুকুমই অন্য ধর্মে বা জাতীতে সংক্রমিত হইতেছে ও হইবে কারন ইহা সত্যও বাস্তব ধর্ম্ম।

স্বপ্নদোষ না হওয়ার তদ্‌বীর।

১। ছুরায়ে নূহ পড়িয়া শুইলে উপকার পাওয়া যায় ।

২। ছুরায়ে নূর লিখিয়া কাছে রাখিলে স্বপ্ন দোষ হইবে না।

(আমালে ক্বোরআনী)

যৌবন রক্ষার কথা।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "আল্লাহ্ তা'লা মানূষকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন তম্মধ্যে একটি হইল যে, সে তাহার যৌবনকে কিভাবে ব্যয় করিয়াছে।" (কান্‌যুল উম্মাল)

www.pathagar.com

উল্লেখিত হাদীছ হইতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে যৌবনকে খেয়াল খুশীমত ব্যয় করিলে, নষ্ট করিলে, বা অপব্যবহার করিলে আল্লাহ্ তা'লার নিকট জবাবদেহী করিতে হইবে। এমন কি যে কোন মতবাদে বিশ্বাসীর আখেরাতের কথা না ধরিলেও দুনিয়ার কথার দিকে লক্ষ্য করিলে ও যৌবনকে যথায় তথায় ব্যয় করা কখনও স্বাস্থ্যসম্মত নহে । যাহারা তাহাদের যৌবনকে নিয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছেন বা খেলিতেছেন তাহারা সবাই নানা যৌন অসুখে ভুগিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও ভুগিবেন যাহার কোন ঐষধ বর্ত্তমানে আধুনিক যুগেও পাওয়া মুস্কিল। তাই এত মুল্যবান যৌবনকে ধরিয়া রাখিয়া শরীয়তের হুকুম অনূযায়ী দরকার মত খরচ করিলে যেমন ভাবে সেই যৌবন বহুদিন মানব শরীরে স্থায়ী হইবে তেমনি আখেরাতে একজন মুমিনমুছলমানের অনেক উপকারে আসিবে।

আমাদের দেশের অনেক আধুনিক পন্থি যুবক যুবতী যৌবনের প্রারম্ভে উহার ঠিকমত ব্যবহার করা না জানিয়াই তাহা যথাতথায় ব্যবহার করিয়া নিজের যৌবনকে প্রারম্ভেই শেষ করিয়া দিতেছে যেমন আজকালের যুবক যুবতীগণ কাম চরিতার্থ করিবার জন্য উহার কায়দা কানুন শিখিবার নিমিত্ত অশ্লিল নাটক, নভেল পড়িয়া থাকে ও ড্রামা, ড্যাঞ্চ, বলড্যাঞ্চ, উলঙ্গ ছবি, ফিল্ম , দেখিয়া থাকে, বেপর্দা মেয়ে পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রভৃতি চরিত্র নাশক অশ্লিল কথাবার্তা ও আচার ব্যবহারে মন, মস্তিস্ক ও চরিত্রকে কলোষিত করিতেছে যাহার ফলে ক্রমশঃ স্বপ্ন দোষ আক্রমণ করিতেছে। যৌন ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া হস্ত মৈথুন, পুংমৈথুন, পশু মৈথুন, বেশ্যাগমন ইত্যাদি জঘন্যতম কাজ করিতেছে। ফলে নানা রকম যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া তাড়াতাড়ি অমূল্য যৌবন নষ্ট করিয়া দিতেছে এবং মেহ, প্রমেহ, মুত্রকৃচ্ছ ধ্বজভঙ্গ, গণোরিয়া সিফিলিস ইত্যাদি নানা রকম যৌন ও যোনি ব্যাধি তাহাদের মধ্যে দেখা দিতেছে। এসব ব্যাধি শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহিতদের মধ্যে দেখা যায় না বলিলে আশ্চর্যের কিছু নহে। ইসলামী নৈতিক চরিত্রের উপর নজর দিলে এসব রোগ হইতে বাঁচা সম্ভব হইবে আর না হয় দুনিয়ার অন্যান্য আধুনিক ইউরোপের দেশ সমুহের ন্যায় আমাদের দেশেও ও যৌন রোগ মহামারি হিসাবে

www.pathagar.com

দেখা দিবে যাহার ফলে স্বাস্থ্যবান সন্তান-সন্ততির আশা অন্ধকারে বিলিন হইয়া যাইবে।

যাহারা ইসলামের বাধা নিষেধ অমান্য করিয়া উল্লেখিত কাজসমূহ সমাধা করিয়া নিজেকে যৌন রোগের থলিতে পরিণত করিয়াছে তাহাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল আল্লাহ্‌তা'লার নিকট খাছ দিলে তওবা করিয়া এসব কু-কাজ সমূহ ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করা।

আমি যেহেতু নিজে ডাক্তার বা কবিরাজ নহি এবং এই বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেওয়ার মতো বইপুস্তক পড়িতে বেশ সময়ের দরকার তাই সময়ের অভাবে ঐ সকল ভালভাবে দেখিতে ও বুঝিতে না পারায় ঔষধ সম্বন্ধে কোনকিছু লিখিলামনা।

আমাদের দেশে অনেক কবিরাজ যৌবন রক্ষার নানা রকম ঔষধ বিক্রী করিয়া অনেকে ধুকা দিয়া থাকে। আমার আবদার যেন দেশবাসী ভাওতাবাজদের কেনভাসে মুগ্ধ না হইয়া নিজ রোগের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ডাক্তার বা কবিরাজের আশ্রয় গ্রহন করেন ওরীতিমত ঔষধ সেবন করেন, ইন্‌শাআল্লাহ উহাতে উপকার হইবে কারন আল্লাহ্‌তা'লা যেমন রোগের সৃষ্টির্কতা, তেমনি ঔষধের ও সৃষ্টিকর্তা,।

রাছুলুল্যাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "দাওয়াই ওতকদীরের মধ্যে"।

আমার লিখা আদর্শ সন্তান বইয়ে স্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষন সম্বন্ধে বেশ কিছু লিখিয়ছি। ইনশাআল্লাহ প্রকাশের ইচ্ছা রাখি। তাই এই বইয়ে শুধু এইটুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম যে আদর্শ বিবাহে যেসব হুকুম আহ্‌কাম লিখিয়াছি একটি মানুষ যদি উহার উপর পূর্ণ আমল করে তবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ তাহার যৌন রোগ হইবে না এবং সে সারাজীবন সুস্থ থাকিতে পারিবে। এবং রমন কার্য্যে পারদর্শী থাকিবে। ইতিহাস সাক্ষী যে, যে সমস্ত মুসলমানেরা বেশ পরহেজগার তাহারা রমন কার্য্যে বেশী ক্ষমতাশালী ও ক্ষতিকারক রোগ হইতে মুক্ত।

আর একটি হাদীছ লিখিয়া এই বিষয়টি শেষ করিলাম রাছুলুল্লাহ্‌ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি আসলে ডাক্তার নহে অথচ

www.pathagar.com

ডাক্তারী করে এবং সে কারণে রোগী মারা যায় বা ক্ষতি গ্রস্ত হয় তবে সে ঐ রোগীর মরার জন্য দায়ী থাকিবে"। মেশকাত (কেৃছাছ)

জন্মনিয়ন্ত্রন

বর্তমান জগতে জন্মনিয়ন্ত্রন একটি উল্লেখযোগ্য ব্যপার ইসলাম যেহেতু একটি সার্বভৌম ধর্ম এবং একটি স্বয়ং সম্পূর্ন Code of life তাই ইসলামে উহার নিজস্ব ব্যবস্থা সমূহ আছে যাহাতে জাতি ও স্বাস্থ্যের কল্যানের জন্য সর্ত সাপেক্ষে ডহা সাময়িক ভাবে জায়েয আছে। অবশ্য উহার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তিই আছে।

মোট কথা ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রন দুই ভাগে বিভক্ত যথাঃ- (১) সাময়িক জন্ম নিয়ন্ত্রন যথাঃ- কোন ঔষধ সেবন করিয়া বা কন্ডম ব্যবহার করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে নির্দৃষ্ট সময়ের জন্য জন্ম দেওয়ার শক্তিকে লোপ রাখা পরে, ঐ নিদৃষ্ট দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পূনরায় জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করা এই প্রকার জন্ম নিয়ন্ত্রন স্বাস্থ্যগত কারনে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্য সাময়িক ভাবে পরহেজগার ডাক্তারের পরামর্শ মত বাচ্চাকে দুধ পান করানোর জন্য দুই বৎসর পর্যন্ত সময়ের খরকে জায়েয আছে ।

(২) পূর্ণ বন্ধ্যাত্য যথা বিচী ফেলিয়া দিয়া বা জরায়ুর মূখ সারা জীবনের জন্য বন্ধ করিয়া অথবা কোন এরূপ ঔষধ ব্যবহার করিয়া পুরূষত্বকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া যাহার ফলে জীবনে কোন সময়েই পুরুষের পুরুষত্ব বা স্ত্রীলোকের গর্ভধরণের ক্ষমতা আর ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, এইরূপ বন্ধ্যাত্য যে কোন উপায়েই করা হোক না কেন উহা সম্পুর্ণ হারাম হইবে। অবশ্য প্রাণের ভয় হইলে লজ্জাস্থানে ক্যান্সার জাতীয় রোগ হইলে স্বামীর অন্ডকোষ বা লিঙ্গ কাটিতে পারিবে ও স্ত্রীর জরায়ু এই অবস্থায় কাটিয়া ফেলিয়া দিতে পারিবে। তাহা পরহেজগার ডাক্তারের পরামর্শে হইতে হইবে।

সাময়িক জন্ম নিয়ন্ত্রনকারীদের অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে সন্তান সন্ততিকে ভরনপোষন করিতে পারিবে না বলিয়া কেহ যদি এরূপ করে তবে সাময়িক বন্ধ্যাত্বও হারাম হইবে।

www.pathagar.com

মোট কথা খাদ্য সংকটের ভয়ে যেমন যে কোন রকম জন্ম নিয়ন্ত্রণ হারাম। জন্ম নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে আমার লিখা আর্দশ সন্তান বইয়ে পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছি। যেখানে জায়েয ও না জায়েযের পূর্ণ ব্যাখ্যা শরীয়ত ও আধুনিক মতবাদের দৃষ্টিতে পূর্ণ ভাবে করিয়াছি উহা দেখিয়া নিন ।

বেহেস্ত ও রমণী ভোগ

আল্লাহ তা'লা যেহেতু বেহেস্তে মুমিন মুত্বাক্বী মেয়ে পুরুষের জন্য অকল্পনীয় সুখ-ভোগের সাথে শরীয়ত সম্মত যৌন ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাই আমি আমার আর্দশ বিবাহ নামক বহিতেও সেই বেহেস্তী মেয়ে পুরুষ ও হুর ভোগের কিছু ব্যাখ্যা করিলাম কারন তাহারা মারা গেলে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদেরকে স্ত্রী হুরগীলমান বা স্বামী দিয়া পুরস্কৃত করিবেন।

বেহেস্ত ও দোজখের অবস্থান

বর্ণিত আছে যে দুনিয়া থেকে প্রথম আকাশের দূরত্ব হইল পাচঁশত বৎসরের রাস্তা তদ্রূপ সাতটি আকাশের প্রত্যেকটির দূরত্ব এইরূপ (কোন ঘোড়া যদি একবার দৃষ্টি পরিমাণ জায়গা এক কদমে যায় তবে এই গতিতে প্রথম আকাশে যাইতে পাচঁ শত বৎসর লাগিবে। এছাড়া প্রতি আসমানের পুরুত্ব হইল আরো পাঁচশত বৎসরের রাস্তা।) সপ্তম আকাশের যেখানে শেষ সেখান থেকে বেহেস্তের ভিত্তি আরম্ভ আল্লাহ্‌তা'লা বলেন "সেখানেই মাওয়া নামক বেহেস্ত"।

বেহেস্তের ছাদের উপর হইল আল্লাহ্‌তা'লার কুরছি, পানির সাগর, নূরের সাগর, আরশ বহনকারী ফিরিস্তা, লাউহে মাহফুজ ও আরশ ইত্যাদি। বর্ণিত আছে যে বেহেস্ত হইল চারটি কিন্তু উহাদের প্রত্যেকটি তলার সংখ্যা ১০০টি করিয়া, আর প্রত্যেকটি তলা হইতে অপর তলার দূরত্ব পাচঁশত বৎসরের রাস্তা তাহা হইলে বেহেস্তের তলা থেকে ছাদ পর্য্যন্ত যায়গার দূরত্ব হইল পঞ্চাশ হাজার বৎসরের রাস্তা।

নবী ইব্রাহিম (আঃ) এর সঙ্গে রোহী ফিদাহু (দঃ) এর দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন "হে মোহাম্মাদ তুমি তোমার উম্মতকে বেশী

www.pathagar.com

বেশী তছবীহ পড়িতে বল কেননা বেহেস্তের জায়গা হইল একটি খালী ময়দান। উহার আসবাবপত্র ও বাগান ইত্যাদি হইল তাছবীহ্ তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি এবাদাত।

চারটি বেহেস্ত হইল যথাঃ- (১) জান্নাতুল মাওয়া, (২) জান্নাতুল খুলদ, (৩) জান্নাতুল ফিরদাউস, (৪) জান্নাতুল আদন। উহার দলীল, কোরআনে কারীমে আছে লিমান খাফা মাক্বামা রাব্বিহি জান্নাতানে। উয়ামিন্দূনিহিমা জান্নাতানে (সূরায় আর-রাহমান, বুস্তান।)

বর্ণিত আছে যে, বেহেস্তের মাটি হবে মেস্কের, দালানের ইট হবে স্বর্ণ রৌপ্যের ও গাথুনী হবে মেস্কের।

কাশ্মিরী (রাঃ) বলেন, "সপ্তম আকাশের ছাদ হইল বেহেস্তের উৎপত্তি স্থল আর আল্লাহ্তা'লার আরশ হইল উহার শেষ স্থান এবং ছাদ।

আর সাত আছমান ও সাত জমিনে হইল দোজখের অবস্থান ছুরায়ে ওয়াত্বীনের তাফছিরে উলামাগণ তাহাই লিখিয়াছেন যে, দুনিয়া থেকে উপরে বেহেস্তে উঠিয়া যাও যেখানে তোমাদের পিতার আসল আবাসভূমি ছিল যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় রহিয়া গেল উপরে উঠিল না সে দোজখেই রহিয়া গেল।

তাই বর্ত্তমানে আমরা যে দুনিয়ায় আছি। উহার সবটাই দোজখের অংশ হইবে।

আল্লাহ্তা'লা এই দুনিয়ায় বেহেস্তের নানা বিষয়বস্তুর নমুনা পাঠাইয়াছেন যেমন " হাজারে আছওয়াদ, মোকামে ইব্রাহীম, মছজিদ সমুহ, ক্বাবা শরীফ। এইরূপ আদম (আঃ) সহ অনেক কিছু বেহেস্ত হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। এবং বেহেস্তে উঠাইয়া নেওয়া হইবে

তদ্রুপে সূর্য্য ও চন্দ্র, দোযখের অংশ, উহাদেরকে দোজখেই নিক্ষেপ করা হইবে। তাহাতে চন্দ্র সূর্য্যের শাস্তি হইবে না। এ ছাড়া

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের চক্ষুর আড়ালে বিরাট দোজখ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন । (ফয়জুল বারী ৩য় খন্ড ৪২২পৃঃ)

বর্ণিত আছে যে, সমুদ্রের নীচে দোযখ আছে।

বেহেস্তী রমণী ও পুরুষ।

রাছুলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "প্রথম যে দলটি বেহেস্তে যাইবে তাহাদের চেহারা ১৫ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইবে। বেহেস্তে তাহাদের থুথু, সর্দি ও পেশাব পায়খানা থাকিবে না। তাহাদের ফার্নিচার সমুহ স্বর্ণের হইবে চিরুনী স্বর্ণ রোপ্যের খশবু মেস্কের হইবে। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য কমপক্ষে দুইজন করিয়া দুনিয়া স্ত্রী দেওয়া হইবে। সৌন্দর্য্যের কারণে উহাদের হাড্ডীর ভিতরের মগজ, গোস্ত ভেদ করিয়া দেখা যাইবে। উহাদের মধ্যে কোন রকমের বিবাদ হইবে না তাহারা একমন হিসাবে থাকিবে, সকাল বিকাল আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিবে। একজন বেহেশতীর এই দুনিয়ার একদিন সময় পর্য্যন্ত একবার সঙ্গম করিতে লাগিবে।

রোহী ফিদাহু রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "একজন বেহেস্তী পুরুষকে দুনিয়ার একশত জন পুরুষের সমান খাদ্য ভক্ষন করার, পান করার ও সঙ্গম করার শক্তি দেওয়া হইবে। (মেয়েদের বেলায়ও তাই হইবে) তাহার পেটটি হাল্‌কা পাতলা দেখাইবে এবং শরীর দিয়া একমাত্র ঘামের মত মেস্কের খুশবু বাহির হইবে। বেহেস্তী রমণীদের সহিত একবার সঙ্গম হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সতিচ্ছদ সম্পন্না হইয়া যাইবে। বেহেস্তী রমণীগণের শরীর ৭০ টি কাপড় পরা থাকিলেও তাহাদের হাড্ডি মগজ সৌন্দর্য্যের কারনে দেখা যাইবে, বেহেস্তীগণের শরীরে কোন চুল থাকিবেনা । তাহাদের যৌবন কখনও কমিবে না তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ময়লাপূর্ণ হইবে না। হুরের কিছু আলো দুনিয়ায় আসিলে সাড়া দুনিয়া আলোকিত হইয়া যাইত, কিছু থুথু আসিলে সাড়া দুনিয়া সুগন্ধীময় হইয়া যাইত।"

www.pathagar.com

রোহী ফিদাহু রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "যে কোন বেহেস্তীর জন্য কমপক্ষে আল্লাহ্‌তা'লা ৭২ টি স্ত্রী দিবেন তম্মধ্যে দুইটি হুর জাতীয় আর বাকীগুলি দোজখীদের বেহেস্তী স্ত্রীগণ থাকিবে, তাহারেকে চরম যৌন অনুভূতি সম্পন্ন লজ্জাস্থান দিবেন। একেবারে নিম্নস্তরের বেহেস্তীর জন্য ৮০ হাজার খাদিম থাকিবে। বেহেস্তীগণ সুরমা লাগান অবস্থায় সুসজ্জিত হইয়া ৩৩ বৎসরের যুবক হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করিবে । বেহেস্তী স্ত্রীগণ এত উজ্জল ও সুন্দরী হইবে যে বেহেস্তী স্বামীগণ তাহাদের গালে আয়নার ন্যায় নিজের চেহারা দেখিতে পারিবেন। একজন বেহেস্তী প্রতিদিন সকালে ১০ জন কুমারীর সহিত মিলিতে পারিবে উহাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লা পুণরায় কুমারী করিয়া দিবেন।

রোহী ফেদাহু রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে কোন বান্দা যখন বেহেস্তে প্রবেশ করিবে তাহার মাথা ও পায়ের কাছে দুইজন বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা সুন্দরী হুর বসিবে এবং মানুষ ও জ্বিন জাতি যে সুর শুনে নাই এমন সুন্দর স্বরে গান গাইবে। গানের ছন্দ হইল আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা সম্বলিত কবিতা। একজন বেহেস্তীর সহিত চার হাজার কুমারী, আট হাজার অন্যান্য যুবতী মেয়ে ও একশত হুরকে বিবাহ দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে উহারা সবাই সপ্তাহে একদিন জমা হইয়া বলে "আমরা সব সময়ের জন্য, ফানা হইব না, আমরা নেয়ামতে বাসকারী কখনও দুঃখে থাকিব না, আমরা রাজি কখনও নারাজ হইব না, আমরা সব সময় আছি অস্থায়ী নই, এই ব্যক্তির জন্য খুশখবরী যাহার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এবং আমাদের জন্য যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, একজন শেষ দরজার বেহেস্তীর জন্য আল্লাহ্‌তা'লা এই দুনিয়ার দশগুণ দান করিবেন।

রোহী ফিদাহু রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "হুর দিগকে যাফরান দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোন হুর যদি তাহার কোন আঙ্গুলী দুনিয়ায় রাখিত তবে উহার সুগন্ধী দুনিয়ার সমস্ত জীবই পাইত। (কানযুল উম্মাল ৭ম খন্ড ২৩১ হইতে ২৪৩ পৃঃ)

বেহেস্তীগণ আমল অনুযায়ী কম বেশী হুর পাইবেন।

www.pathagar.com

মেরাজের সময় রোহী ফিদাহু রাছুলুল্লাহ (দঃ) দোযখ পরিদর্শন করিয়া আসিয়া মেয়েলোকদিগকে বলিয়াছিলেন "তোমরা বেশী বেশী করিয়া খয়রাত কর, কারণ তোমাদের বেশীর ভাগকে দোযখে দেখিয়াছি।"

উল্লেখিত হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে মেয়েগণ বেশী পরিমাণে দুজখে যাইবে অবশ্য অন্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে প্রতিটি পুরুষ বেহেস্তীকে কমপক্ষে দুইটি করিয়া দুনিয়ার মেয়েলোক দেওয়া হইবে। উহাতে বুঝা যায় যে মেয়েগণের সংখ্যা বেহেশতী পুরুষের দ্বিগুন হইবে।

রোহী ফিদাহু রাছুলুল্লাহ (দঃ) যখন দুজখ পরিদর্শন করিয়াছিলেন তখন হয়ত তাহাদের সংখ্যা বেশী ছিল তারপর হয়তঃ তাহার উম্মতের মেয়েগণ বেশী বেহেশতী হইবেন জানান হয়। (ফয়জুল বারী কিতাবুন্নিকাহ)

জরুরী মাছায়েল

১। এক ব্যক্তি বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরিল তাহার সহোদরা, বৃদ্ধা ভগ্নিকে চুমু দিতে চাহিলে তাহা দুরুস্ত হইবে আর যুবতী বোনকে কখনও চুমু দিতে পারিবে না। (কাযী খান ৭৯১ পৃঃ)

২। কোন গর্ভবতী স্ত্রী মারা গেল এবং তাহাকে কেহ স্বপ্নে দেখিল যে স্ত্রীলোকটি বলিতেছে যে তাহার সন্তানটি জীবিত আছে তোমরা তাহার কবর খুঁড়িয়া বাহির কর তবে তাহার কথামত কবর খুঁড়িতে হইবে না। (ঐ ৭৯৩ পৃঃ)

৩। কোন স্ত্রীলোকের মাথায় কোন রকম অসুখ বা উপদ্রব (যেমন জট ইত্যাদি) দেখা দিলে উহা দূর করার জন্য এবং অসুখ সারানোর জন্য তাহার মাথা কামাইয়া ফেলিতে কোন দোষ নাই। (আলমগীরী ৬ খন্ড ২৩৮ পৃঃ)

www.pathagar.com

৪। কোন মানুষ যিনা করিয়া তওবা করিয়া ফেলিলে তারপর ঐ সংবাদ আর কাউকে জানাইবে না যাহাতে তাহার উপর শরীয়তের আইন জারি করা হয়। কেননা এই জতীয় পাপ ঢাকিয়া রাখা মুস্তাহাব। (আলমগিরী ৬ খন্ড ২৩৬ পৃঃ)

৫। কোন মানুষের দাঁতে যদি পান খাওয়ার কারণে পরত বা কড়াইল পড়িয়া থাকে (পান খাইয়া হউক বা অন্য খাদ্য খাইয়াই হউক) তাহার কড়াইল বা পরত সড়ানো পর্য্যন্ত গোছল হইবে না, তাই নামাজও হইবে না। (বেহেস্তীযেওর মুদাল্লাল্ গোছল)

৬। কোন গোছল ফরজওয়ালা পুরুষ যদি মেহেন্দী ইত্যাদির খেজাব লাগাইয়া উহা রাখিয়া দেয় এবং সেই খেজাব যদি কোন স্ত্রীলোকে লাগায় তবে যদি পুরুষটি তাহার খেজাবের জায়গা ধূইয়া খেজাব লাগাইয়া থাকে তবে সেই খেজাব লইয়াই স্ত্রীলোকটি নামাজ পড়িতে পারিবে আর না হয় খেজাব লাগাইতে পারিবে কিন্তু উহার জায়গা না ধুইয়া নামাজ পড়িতে পারিবে না। (আলমগীরী ৬ খন্ড ২৩৯ পৃঃ)

৭। কোন মানুষ যদি তাহার ঘরে কোন রমনীকে নিজ স্ত্রী মনে করিয়া সহবাস করে আর উহা দিনের বেলায় হয় তবে তাহার উপর হদ বর্ত্তিবে আর রাত্রের বেলায় হইলে সন্দেহের কারনে বর্ত্তিবে না।

আরও বর্ণিত আছে যে, এরূপ যদি বিবাহের প্রথম রাত্রে হইয়া থাকে তবে পুরুষটির উপর হদ বর্ত্তিবে না অন্যথায় বর্ত্তিবে। (কাযীখান ৪-ঃ৭৯৬ পৃঃ)

৮। স্ত্রী যদি অন্যের শিশুকে নিজ স্বামীর অনুমতি ভিন্ন দুধ পান করায় তবে তাহা মাকরূহ্ হইবে। কিন্তু যদি এরূপ কোন শিশুকে দুধ খাওয়ায় যে তাহাকে না খাওয়াইলে শিশুটি মারা যাইবে তবে বিনা অনুমতিতেও খাওয়াইতে পারিবে। (ঐ)

www.pathagar.com

৯। কোন স্বামী যদি স্ত্রীর রক্ত বা তাহার শরীরের কোন অংশ নিজ শরীরে ভরে বা লাগায় বা স্ত্রী স্বামীর শরীরের অংশ নিজ শরীরে লাগায় তবে তাহাদের বিবাহে কোন ক্ষতি হইবে না। (আলাতি জাদীদা কিশরয়ী আহকাম ১২৪ পৃঃ)

১০। স্ত্রী ও পুরুষের বীর্য্য নাপাক উহা খাওয়া হারাম।

১১। স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন কিছু চিবাইয়া খাইতে খাইতে দেয় তবে উহাতে কোন দোষ নাই, কারণ স্ত্রীদের দাঁত পুরুষদের দাঁত হইতে দুর্বল। তদ্রূপ স্ত্রী ও স্বামীকে দিতে পারিবে।

১২। স্ত্রীগণ তাহাদের হাতে ও পায়ে (মেহেন্দির) খেজাব দিতে পারিবে অবশ্য মেহেন্দি দিয়া শরীরে কোন প্রাণীর ছবি আঁকিতে পারিবে না। পুরুষ এবং ছোট ছেলেদেরকে মেহেন্দী দেওয়া মাকরূহ। পুরুষ ও স্ত্রীগণের চুল সাদা হইয়া গেলে মাথার চুলে ও দাঁড়িতে মেহেন্দীর খেজাব দিতে পারিবে। (বাহারেরায়েক্ব ৮ম খন্ড কারাহিয়া)

১৩। একমাত্র মুজাহিদ ছাড়া আর কাহার জন্য পাকা চুল উঠাইয়া ফেলা জায়েয নহে। (আলমগীরি ৬-২৩৮ পৃঃ)

১৪। মেয়েগণের চুলে পবিত্র যে কোন ধাতুর যেওর লাগাইতে পারিবে। (ঐ)

১৫। মেয়েগণ হাতের আঙ্গুটির বুটা বাহিরের দিকে রাখিবে এবং পুরুষগণ ভিতরের দিকে রাখিবে। বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে আংটি পরিবে। (ঐ ২২৪ পৃঃ)

১৬। কোন স্ত্রী যদি ঔষধ খাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে স্বামীর অনুমতি ভিন্ন তাহার সন্তান পাত করায় তবে তাহার উপর ১৩৭ তোলা রূপা দান করা ওয়াজেব হইবে এই ভাবে কোন পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোকের পেটে আঘাত করায় তাহার সন্তানপাত হয় তাহারও ১৩৭ তোলা রূপা দান করিতে হইবে। (আলমগীরি ৭-২৪ পৃঃ)

www.pathagar.com

১৭। স্বামী স্ত্রী মিলিয়া কোন প্রাণী যবেহ করাতে দোষ নাই।

১৮। পুরুষের জন্য যেমন পর রমনীর পানীয় খাওয়া মাকরূহ তেমনি রমনীদের জন্যও পর পুরুষের পানীয় পান করা মাকরূহ অবশ্য মোহর্‌রামের বেলায় দোরস্ত আছে। (শামী ৫ম খন্ড ২৮৩ পৃঃ)

১৯। যে ঘরে কোরআন শরীফ আছে সেই ঘরে সহবাস করাতে কোন দোষ নাই। (ঐ ২৮০ পৃঃ)

২০। স্বামী স্ত্রীর উভয়ের লজ্জাস্থান না দেখাই ভাল অবশ্য জায়েয আছে। কারণ উহাতে চোখের ক্ষতি আছে (যেমন আনন্দ ভোতা হইয়া যায়) এবং স্মৃতিশক্তি কমিয়া যায়। (ঐ ২৪২ পৃঃ)

২১। যে কনেকে বিবাহ করিতে চায় সেই কনের মুখ বা হাতদ্বয় ছুঁয়া দুরস্ত নহে যদিও মনে কাম উত্তেজনা না হয়। (ঐ ২৪৫) বর্ত্তমানের শোভিত উলঙ্গ রমনীদের ছবি কাগজে দেখাও মাকরূহ।

২২। কোন মুছলিম মেয়ে তাহার কোন অঙ্গই অমুছলিম মেয়ের সামনে খুলা হালাল নাই। (ঐ ২৪০)

২৩। কোন নেক্‌কার স্ত্রীর দিকে বদকার স্ত্রীলোকের দেখা উচিৎ না কারণ সে পর পুরষের নিকট তাহার কথা বর্ণনা করিবে। তাই বদকার মেয়ের সামনে পরদা করিয়া উড়না পরিয়া যাইবে। (২৪৬)

২৪। কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে যিনা করিতে দেখে এবং গর্ভ হয় তবে গর্ভ প্রসব হওয়ার পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে সহবাস করিবে না। যদি কেহ তাহার স্ত্রীর বোনের সহিত, বা খালার সহিত বা ভাই ছেরীর সহিত বা বোন ছেরীর সহিত বিনা সন্দেহে যিনা করে তবে স্বামীর জন্য উচিৎ যাহাকে যিনা করিল তাহার ইদ্দত না যাওয়া পর্য্যন্ত নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাস না করা। আর যদি নিজ স্ত্রী মনে করিয়া সন্দেহ বসতঃ যিনা করে তবে স্বামী যাহাকে যিনা করিল তাহার ইদ্দত না যাওয়া পর্য্যন্ত নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে পারিবে না। কেহ যদি কোন মেয়েকে যিনা করিতে দেখে তবে সেই ব্যক্তি সেই মেয়েকে বিবাহ

www.pathagar.com

করিলে ইদ্দত যাইবার আগে তাহার সহিত সহবাস করিবে না। (ঐ ২৫১)

২৫। খলীফা আবুবকর (রাঃ) অন্যের বা নিজ স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখিবেন দূরের কথা নিজের লজ্জস্থানকে জীবনে দেখেন নাই এবং ডান হাতে স্পর্শও করেন নই। (মাবছুত ১০ খন্ড ১৪৯ পৃঃ)

২৬। যে ব্যক্তির স্ত্রী মারা যায় তাহার নিকট অন্য লোকেরা তাহাদের কন্যা পুণরায় বিবাহ দিতে পারত পক্ষে রাজী হয় না এবং সেই ব্যক্তিকে অশুভ মনে করে শরীয়তে ইহা খুবই খারাপ ধারনা।

রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) মারা যাওয়ায় রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর কোন আয়েব হয় নাই। আর রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এরও বিধবা খাদিজা (রাঃ) কে বিবাহ করায় কোন দোষ হয় নাই। তেমনি উসমান (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর এক কন্যাকে সাদী করিলে তিনি মারা গেলেন, রাছুলুল্লাহ (দঃ) পুণরায় তাহার নিকট অন্য কন্যাকে সাদী দেন এবং তিনি মারা গেলে রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমান যে, আমার কাছে যদি তৃতীয়া কন্যা থাকিত তবে তাহার নিকট সাদী দিতাম। উহাতে তিনি কোন দোষ মনে করেন নাই। এই ভাবে যে স্ত্রীর স্বামী মারা গেল তাহাতে কোন অশুভ নাই কারণ রাছুলুল্লাহ (দঃ) এর এক বিবি ছাড়া অন্যান্য বিবিগণ বেশীর ভাগই বিধবা ছিলেন।

২৭। স্ত্রীর হায়েয থাকিলে তাহার লজ্জাস্থান ও পায়খানার রাস্তা ভিন্ন শরীরের সব স্থানেই সহবাস করা যাইবে এবং বীর্য্যপাত করা যাইবে, ইব্রাহীম (রাঃ) বলেন, তাহার নাভীতে সহবাস করা যাইবে। (মাবছত১০-১৬০পৃঃ)

২৮। স্ত্রী যেমন স্বামীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ করিয়া যৌন অনুভূতি সম্পন্ন অঙ্গগুলি যেমন স্তনদ্বয়,গাল, ঠোঁট, কপাল, স্পর্শ এবং মর্দন করিতে পারিবে তেমনি স্বামীও তাহার ঐ সমস্ত অঙ্গ সমুহ ভগাঙ্কুর স্পর্শ ও মর্দন ইত্যাদি করিতে পারিবে এবং উহাতে ছাওয়াব পাওয়া যাইবে।

www.pathagar.com

২৯। স্ত্রীর অজু গোছলের পানীর ব্যবস্থা স্বামীই করিবে। অবশ্য নামাজের ওয়াক্ত নষ্ট হওয়ার আশংখ্যা হইলে স্ত্রীরই করিতে হইবে । (বাহার)

৩০। স্ত্রীর কাপড় চোপড় ঘরের অন্য কেহ না পরাই উত্তম। কারণ উহাতে অনেক সময় অসুবিধা হইতে পারে।

৩১। গার্সনের মতে প্রাণীদের মধ্যে সর্ব প্রথম ঋতুস্রাব হয় মানুষের। যৌন বিজ্ঞানী আবুল হাসানাৎ সাহেব বলেন ইদানিং প্রকাশ পাইয়াছে যে বানর জাতীর মধ্যেও উহা মাসে মাসে সূচিত হয়। তাই অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে আমাদের মানব জাতীর পূর্ব পুরুষের মধ্যে প্রকৃত কারন করণের অনূসন্ধান করিতে হইবে। " (যৌন বিজ্ঞান ১ম খন্ড ১৭৫পৃঃ)

আবুল হাসানাৎ সাহেবের মতে মনে হয় বানরের যেহেতু ঋতু হয় তাই উহা মানুষের র্পূব পুরুষ হওয়ার একটি কারন হইল। আমি বলিতে চাই যে "হাইয়াতুল হাইওয়ান" কিতাবে আছে যে খরগোসেরও প্রতি মাসে হায়েয হয় কিন্তু এপর্যন্ত কোন বিজ্ঞানীই খরগোসকে মানুষের পূর্ব পুরুষ কেন বলে না জানিনা। খরগোসকে পূর্ব পুরুষ বানাইতে কি তাহারা রাজী নন? তাই বোধ হয় বানরকে পছন্দ করিয়াছেন, যাহাতে বানরের মত হইয়া গেলে বানরামী করিতে আর কেহ বাধা দিবে না। আর খরগোসত শান্ত প্রাণী মানুষের আড়ালে থাকে তাহাকে পূর্ব পুরুষ বানাইলে একটু আদব কায়দায় চলিতে হয় কিনা তাই বোধ হয় আসল কারণ। এছাড়া খরগোস নিজ জোড়া ছাড়া অন্যের সহিত মিলে না। মুছলমানগণ মনে করেন আদম (আঃ) তাহাদের পূর্ব পুরুষ বানর নয়। কেহ মানুষের পূর্ব পুরুষ বানর মনে করিলে সে ফাসিক ও মুলহিদ হয়। কারণ এবিষয়ে কোরআনে পাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, আদম (আঃ) প্রথম মানব।

৩২। পেট অপারেশন করিয়া সন্তান বাহির করিলে যে রক্ত বাহির হইবে উহাকে নেফাছের রক্ত ধরা হইবে। (শামী ১ম খন্ড ২২৯ পৃঃ অনুসরণ)

www.pathagar.com

৩৩। কেহ যদি তাহার স্ত্রীর মুখের ভিতর নিজ লিঙ্গ প্রবেশ করায় তবে উহা মাকরূহ হইবে।

৩৪। কোন পুরুষের অন্ডকোষে যখম হইলে তাহার বীর্য্য যদি বীর্য্যাধার হইতে কাম উত্তেজনা সহ বাহির হইয়া যায় সেই যখম দিয়া প্রবাহিত হয় তবেও গোছল ফরজ হইবে। লিঙ্গের মুখ দিয়া বাহির না হইলেও কিছু আসে যাবে না। (শামী ১ম খন্ড ১১৮ পৃঃ)

৩৫। যদি কেহ কোথাও বেড়াইতে যায় এবং সেখানে রাত্রি যাপন করে এবং স্বপ্ন দোষ হয় তবে সেই ব্যক্তি যদি গোছল করিয়া নামাজ পড়িতে বাড়ীওয়ালার কুদৃষ্টিতে পতিত হওয়ার, যেমন তাহারা তাহাকে তহম্মত দেওয়ার আশঙ্খা করে যে তুমি আমাদের বাড়ীর কাহারও সঙ্গে মিলিত হইয়াছ। তাহা না হইলে কেন গোছল করিতে চাও? অথচ স্বপ্নদোষের কথা বিশ্বাস না করার ভয় হয় তবে সেই ব্যক্তির জন্য এই জাতীয় তহম্মত হইতে বা লজ্জা হইতে বাঁচিবার জন্য স্বপ্নদোষ হওয়া সত্বেও গোছল না করিয়া অজু করিয়া নামাজের ভান করিয়া হাত উঠাইয়া নিয়াত বাধিবে কিন্তু মনে নামাজের নিয়াত করিবে না, মুখে কোন কেরাত বা অন্যকিছু বা তাকবীরে তাহ্রীমা উচ্চারণ করিয়া বলিবেনা বরং মনে মনে তাকবীর বলিয়া হাত উঠাইয়া হাত বাঁধিয়া নামাজির ন্যায় মনে মনে তাছবীহ পড়িয়া রুকু ছেজদা করিবে দাড়াইবে এবং নামাজ শেষ করিবে তারপর সুবিধামত গোছল করিয়া ঐ নামাজ ক্বাজা করিবে। ছফর ও প্রচন্ড শীতেও ওযর আছে। (শামী ১ম খন্ড ১১৯ পৃঃ)

৩৬। জীন যদি মেয়ে বা পুরুষের ছুরত ধরিয়া কোন মেয়ে বা পুরুষের সহিত সঙ্গমে লিপ্ত হয় তবে সেই মেয়ে বা পুরুষের গোছল ফরজ হইবে। (শামী ঐ)

৩৭। কোন রমনী যদি তাহার লজ্জাস্থানে নিজ অঙ্গুলী কাম উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য প্রবেশ করায় তবে তাহার উপর গোছল ওয়াজেব হইবে। (শামী ঐ)

www.pathagar.com

৩৮। ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) বলেন "কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে তাহার খেদমত করার জন্য প্রতি মাসে কিছু বেতন দেয় তবে তাহা দুরুস্ত হইবে না। এই ভাবে রুটি বানানো, পাক-শাক, সন্ত ানকে দুধ খাওয়ানো ইত্যাদি ঘরের কাজের জন্য বেতন দেয় তবে উহা যায়েজ হইবে না। অবশ্য ঘরের বাহিরের যে সমস্ত কাজ যাহা স্ত্রীর করা কর্তব্য নহে যেমন স্বামীর পশু পালন ইত্যাদির ঘাস খাওয়ানো বা এই জাতীয় কাজের জন্য বেতন দিলে দুরুস্ত আছে।

কোন স্ত্রী যদি তাহার স্বামীকে স্ত্রীর খেদমতের জন্য বা তাহার বকরী পালন ইত্যাদি রাখার জন্য বেতন দেয় তবে উহা জায়েজ হইবে। কোন স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে যে আমার পা টিপিয়া দিলে তোমাকে এক হাজার দেরহাম দিব। স্বামী স্ত্রীর পা টিপিতে থাকার সময় যদি স্ত্রী বলে যে আর বেশী চাইনা তবে তাহার কথা নষ্ট হইয়া যাইবে। (আলমগীরী ৬ খন্ড ২৬৫ পৃঃ)

৩৯। বিবাহের দালালী করিলে আজকাল উহার দালালীর ভাতা দেওয়া যায়েজ আছে। (আঃ ৫ম খন্ড ২৬৫ পৃঃ)

৪০। কেহ যদি নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া দেয় এবং পরে উহাকে গোপন করিয়া বা ফতুয়া অগ্রাহ্য করিয়া বা অন্য কোন চালাকী করিয়া বিবিকে রাখার ফতুয়া লয় এবং হিলা না করাইয়া সেই বিবিকে লইয়া থাকেন তবে সেই ব্যক্তি ও সেই স্ত্রীলোকটি কবিরা গোনাহ্গারী।

৪১। কোন যুবক বা যুবতী যদি তাহার কাম উত্তেজনা কমাইবার জন্য এতটুকু আহার করে যে তাহাদের উত্তেজনা কমে কিন্তু ফরজ ইবাদাত করার শক্তি পায় তবে এইরূপ কম খাওয়া জায়েয আছে। (আলমগীরী ১১ পৃঃ)

আর যদি ফরজ ইবাদত যেমন নামাজের ক্বিয়ামের বেঘাত হয় তবে ঠিক হইবে না কারণ এতটুকু খাদ্য প্রত্যেক মুসলমানের জন্য খাওয়া ফরজ যাহাতে ফরজ ইবাদত করিতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

৪২। চুমু পাঁচ প্রকারের (১) স্নেহের চুমু যেমন পিতা-মাতা ছোট সন্তানকে দেয়, উহার জায়গা হইল গাল (২) রহমতের চুমু উহা সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতাকে বা মুমিন রাজা বাদশাকে দেওয়া, উহার স্থান মাথা। (৩) আকর্ষনের চুমু উহা হইল এক ভাই অন্য ভাইয়ের কপালে চুমু দেওয়া উহার অপর নাম শাফাকাতের চুমু (৪) সম্মানের চুমু দেওয়া হইল একজন মুমিন অন্য মুমিনের হাতে চুমু দেওয়া (৫) কাম উত্তেজনার চুমু উহা হইল স্বামী স্ত্রীর মুখে বা ঠোঁটে চুমু দেওয়া। (বুস্তান ১২৯ পৃঃ)

৪৩। স্বামী যদি স্ত্রীকে নিতে রাজী থাকে আর স্ত্রী স্বামীর ঘরে না যায় তবে যতদিন না যাইবে ততদিনের খুরাকী স্বামীর নিকট দাবী করিতে পারিবে না। (হিন্দীয়া)

স্ত্রীর যদি এরূপ অসুখ থাকে যে খানা পাকাইতে পারে না বা স্ত্রী এইরূপ খান্দানের যে তাহার খানা ইত্যাদি তৈয়ার করার অভ্যাস নাই তবে স্বামী তাহার জন্য তৈয়ারী খাদ্য দিবে। এই দুই শর্ত ছাড়া স্ত্রীগণের ঘরের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করা ওয়াজেব। পুরুষ শুধু চুল্লী, শিল পাটা, চাক্কী, খাদ্য দ্রব্য, কাচাঁ তরকারী, লাকড়ী, বাসনপত্র ইত্যাদি যোগার করিয়া দিবে। স্বামী অবশ্য তৈল চিরুনী সাবান কাপড় দিবে। সুরমা, পান, ধোপার পয়সা দিতে হইবে না। ঐগুলি স্ত্রীর উপর। অবশ্য স্বামী দিয়া দিলে ভাল হইবে। স্ত্রী রাজী থাকিলে স্বামী যতদিন ইচ্ছা স্ত্রী হইতে দূরে থাকিতে পারিবে।

স্ত্রী তাহার স্বামীর নাভীর নীচের চুল কামাইয়া দিতে পারিবে। কেহ যদি খাসী হইয়া যায় তবে শরীয়তে তাহার সাক্ষী অগ্রাহ্য হইবে। (বাহার)

মানুষের নখ, চুল, বা হাড্ডি ইত্যাদি বিক্রী করা না যায়েজ। এইরূপে উহাদের ব্যবসা করাও না জায়েয। (আলমগীরী কারাহিয়া)

www.pathagar.com

যেহেতু মেলামাইন দ্রব্যাদির তৈয়ার করিতে মানুষের ও শূকরের হাড্ডি ব্যবহার করা হয় তাই মেলামাইনের তৈয়ার কোন দ্রব্যাদি মুছলমানের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ নহে।

বিঃ দ্রঃ আমার লিখিত বইগুলিতে কোরআনে করিমের আয়াতের তরজমায় আল্লাহ্ তায়ালার বর্ণনায় "আমি" জায়গায় আমরা লিখা হইয়াছে উহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই কারণ আরবীতে আমির স্থলে সম্মান হিসাবে আমরা ব্যবহার করা হয় অথচ আসলে এক বচনই বুঝায়।

৪৪। কোন কোন স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ইদানিং আধুনিক যুবক-যুবতীদের রক্ত পরীক্ষার পর বর্ণনা করিয়াছেন যে অনেক বেশামাল ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের দেহে সিফিলিসের ও এইডস সহ অন্যান্য ভয়ঙ্কর রোগের জীবানু আছে তাই সতর্কতামূলক বিবাহের পূর্বে ছেলে ও মেয়ের উভয়ের রক্ত পরীক্ষা করিয়া বিবাহ দেওয়া বা করা উচিত।

রাছূলুল্লাহ (সাঃ) এর মতে সতীচ্ছদ সম্পন্না মেয়েকে বিবাহ করা সর্বদিক দিয়াই উত্তম কারণ তাহাদের এ রোগ হইতে পারে না।

৪৫। স্বামী স্ত্রী উভয়েই মিলনের পূর্বে পূর্ণ ভাবে কাম উত্তেজিত হওয়ার অর্থ এই যে তাহাদের যৌনাঙ্গ নানা প্রকার রসে ভিজিয়া মিলন কার্য্যে সহায়তা করে। ইহাতে শরীয়তের হুকুমের সার্থকতা নিহিত। যৌন বিজআনীদেরও এই মত।

আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে অদ্য ২৬/০৬/২০০০ সাল রোজ সোমবার রাত ১০.৩০ মিনিটের সময় আদর্শ বিবাহ বইয়ের দ্বিতীয় খন্ড সমাপ্ত হইল। সেজন্য আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করিতেছি। ইন্‌শাল্লাহ ইহার তৃতীয় খন্ড শুরু হইবে।

আবূল খায়ের মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ
৫৯৫, চর শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ।

www.pathagar.com

আদর্শ বিবাহ, তৃতীয় খন্ড

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহি কাফা ওয়াছালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযি নাস্তাফা আম্মাবাদ

স্ত্রীলোকের নাইয়র ও ভ্রমণ

যে কোন বালেগা মেয়ে বা স্ত্রীলোকের জন্য বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিল (৪৮মাইল) দুরে যাইতে হইলে সঙ্গে মাহরাম বা স্বামী থাকা চাই। অন্যথায় তাহাদের জন্য একা একা ভ্রমণ করা হারাম।

এই জাতীয় শরই আইন না মানিয়া যাহারা ভ্রমণ করিতেছে তাহাদের নানা অঘটন, অপহরন, ছিনতাই, ডাকাতি, মারামারি, ইত্যাদী বিপদে পড়িতে হইতেছে।

বর্তমানে এই ফেতনা হইতে বাচাঁর জন্য যে সমস্ত মেয়েরা এখনও বালেগা হয়নাই বরং বালেগা হওয়ার কাছাকাছি পৌছিয়াছে তাহাদেরকেও পিতা বা মাহারাম ছাড়া বাড়ী হইতে ফেতনার ভয়ে একা একা বাহির হইতে দিবেনা।

৩২ মাইল বা ১৬ মাইল রাস্তা বাড়ী হইতে দুরে যাইতে হইলেও বর্তমানে ফেতনা হইতে বাচিঁবার জন্য মাহরাম বা স্বামীর সাথে আবশ্যক বোধে বাহির হওয়া উচিত। কারন বর্তমানে বাড়ী বা বাসা হইতে আমাদের দেশে এক ডাকের পথ বা চার ভাগের এক কিলোমিটার রাস্তা একা একা অতিক্রম করাতেও নানা ফেতনার ঝুঁকি রহিয়াছে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "ফেতনার সময় যে কোন মানুষ তাহার ঘরে বসিয়া থাকিবে, ঘরেও ফেতনা আসিলে কাঠের একটি তরবারি তৈয়ার করিয়া রাখিয়া উহা দিয়া নিজেকে ফেতনা হইতে বাচাইবার চেষ্টা করিবে। কাউকে যথাসম্ভব কষ্ট দিবে না।"

বালেগা মেয়েরা ছাত্রী হিসাবে লেখা পড়া করার জন্য দল বাধিয়া এলাকার পরিচিত ফরহেজগার ড্রাইভার ও মালিকের গাড়ীতে উঠিতে চেষ্টা

www.pathagar.com

করিবে। অভিবাবকগন গাড়ীর চালকের সহিত যোগাযোগ করিয়া কথা বার্তা বলিয়া ভাল ভাবে ফায়সালা করিয়া ছাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্টানে আসা যাওয়ার ব্যবস্তা করিবে। বা নিজের গাড়ীতে মাহরাম সহ পরদার সহিত ছাত্রীদেরকে মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার ফেতনা মুক্ত ব্যবস্থা নিবে। তাহাদেরকে বাড়ী হইতে এই অবস্থায় ৩২ মাইল দুর পর্যন্ত পাঠাইতে পাড়িবে।

যাহাদের এইরূপ ব্যবস্থা নাই তাহাদের ফেতনায় পড়ার আশংখ্যা হইলে প্রতিষ্টান প্রধান ও সরকারী আইন শৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্টানের লোকদের সাহায্য নিবে।

উহা সম্ভব না হইলে বাড়ীতে বসিয়া প্রাইভেট ভাবে শিক্ষয়িত্রীর নিকট লেখা পড়া করিবে। তাহাও সম্ভব না হইলে বাসা বাড়িতে থাকিয়া নিজে নিজেই এরূপ সিলেবাসে বই পত্র পাঠ করিবে যে সব গ্রুপের বিষয় সমুহে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করিতে হয় না এবং আর, পি, তে ফাইনাল পরিক্ষায় অংশগ্রহন করিবে।

প্রয়োজনে মাহরাম ছাড়া যানবাহনে ভ্রমণ করার সময় ফেত্নায় না পড়ার সকল ব্যবস্থা নিয়া সঙ্গে অবশ্যই একটি ফাইল, ব্যাগ বা বই খাতা রাখিবে যাহা অতি সহজে বহন করা যায়। এবং বসার সময় গায়ের মাহরাম ও নিজের মাঝখানে এমনি ভাবে রাখিবে যে তাহার গায়ের শরীরের গরম নিজের গায়ে না লাগে।

এই ব্যবস্থা যে কোন বিধবা বা অন্য মেয়েলোকের বেলায়ও প্রযোজ্য, যাহারা বাড়ী বা বাসা হইতে অতি প্রয়োজনে যেমন-চাকুরী করিতেবা কোন বিশেষ দায়িত্ব পালন করিতে মাহরাম ছাড়া ৩২ মাইল দুরে বাহির হইয়া থাকে।

বালেগা ছাত্রী বা অন্যান্য রমণীগণ বাহির হওয়ার সময় আপাদমস্তক বোরকা পড়িয়া বাহির হইবে। এসময় বাম চোখ খুলা রাখিবে। জরুরাত বশতঃ ডান চোখও খোলা রাখিতে পারিবে। ক্লাস রুমে শিক্ষয়িত্রীসহ শুধু ছাত্রী থাকিলে সবাই বোরকা খুলিয়া মাথায় ওড়না পড়িয়া ক্লাশ করিতে পাড়িবে। আর যদি ক্লাস রুমে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্র ছাত্রী থাকে, তবে শিক্ষয়িত্রীও ছাত্রীগণ বোরকা পড়িয়া ক্লাস করিবে।

চাকুরীজিবী মেয়েলোকগণ উল্লিখিত নিয়ম পালন করিবে। অর্থাৎ অফিসে যাওয়া আসা ও অফিসে পুরুষের উপস্থিতি ও সংস্রব থাকিলে বোরকা

www.pathagar.com

পড়িয়া অফিস করিবে। আর অফিস কক্ষে কোন পুরুষ না থাকিলে বোরকা খুলিয়া মাথায় ওড়না দিয়া অফিস করিতে পাড়িবে।

আফসোসের বিষয় বর্তমানে সাড়া মুসলিম বিশ্বেই মেয়ে লোকদের অনেকেই বোরকা ছাড়িয়া দেওয়ায় পর্দার অবনতি ঘটিয়াছে। কোন মেয়েলোকের যদি সাড়া শরীর মোটা শাড়ী বা কামিজ পায়জামায় ডাকা থাকে তবেও বাড়ী বাসা হইতে বাহির হওয়ার সময় বোরকা না থাকিলে মোটকাপরের ওড়না পড়িয়া বাহির হইতে পাড়িবে। যদি ওড়নাও না থাকে তবে অন্যের ওড়ানা কর্জ নিয়া বাহির হইবে।

রাছুলূল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, " কিয়ামতের একটি আলামত হইল বেপর্দা বাড়িয়া যাওয়া রমণীদের বেপর্দা অবস্থায় চলাফিরা করা। যিনা বারিয়া যাওয়া।" (কানয)

আলহাদুলিল্লাহি কাফা ওয়া ছালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযি নাস্তাফা ছালাম, মোছাফাহা, মোয়ানাকাহ ও ক্বদম বুছী

আল্লাহতা'লা ফরমান," সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি সব কিছুর মালিক আর তাহার সকল বরকত প্রাপ্ত বান্দাগণের প্রতি ছালাম ।"

"ছালাম" শব্দটি আল্লাহতা'লার সুন্দর নাম সমুহের একটি নাম। উহার অর্থ শান্তি। আল্লাহতা'লা মানব জাতির আমলের জন্য ইসলাম ধর্মকে খুবই সহজ করিয়াদিয়াছেন।

রাছুলূল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, ইসলামের বেনা হইল পাচঁটি ১। কালেমাতে সাহাদাত স্বীকার করা। ২। নামাজ আদায় করা। ৩। রোজা রাখা ৪। যাকাত দেওয়া ৫। হজ্জ্ব আদায় করা। তিনি আরও ফরমাইয়াছেন, ঈমানের ছয় রুকন ঃ ১। আল্লাহতা'লার প্রতি ঈমান আনা ২। ফেরেস্থাগণের কথা স্বীকার করা ৩। প্রেরিত কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা। ৪। রাছুলগণের উপর ঈমান আনা । ৫। শেষ দিনের কথা স্বীকার করা । ৬। তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস করা ।

সর্বদা যে সব ইবাদাত করা হয় যেমন- যিকরুল্লাহ , দরুদ, ছালাম দিবার জন্য ওজু গোসলের দরকার হয় না। অবশ্য ওজু অবস্থায় আদায় করিলে ছওয়াব বেশী হয়। কাহারও ওজু গোসল না থাকিলে তায়াম্মুম করিয়া ছালাম

www.pathagar.com

দেওয়া ও লওয়া মোস্তাহাব। ছালাম, মোছাফাহা, মোয়ানাক্বা, ও ক্বদম বুছী, ওজু গোসল ছাড়াই করা যায়।

দুনিয়ার যে কোন মানব গোষ্ঠী পরস্পরকে সাক্ষাতের সময় প্রীতি মোহাব্বত ও ইজ্জত করার জন্য নানা ভাষায় নানাবিধ অভিবাধন করিয়া থাকে। এমন কি জীব জন্তু, পশু পাখিও নিজ নিজ গোত্রের কাহারও সাথে দেখা হইলে এক প্রকার অভিবাধন করিয়া প্রীতি মোহাব্বত জাহির করে।

ইসলামী কায়দায় আদম (আঃ) হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতে আল্লাহতা'লার ইচ্ছায় কিয়ামত পর্যন্ত তারপর বেহেস্তে ফেরেস্তা ও মুসলমান জ্বীনদের মধ্যেও ছালাম প্রথা চালু আছে ও থাকিবে।

আল্লাহতা'লা কুরআনে পাকের বহু জায়গায় ছালাম ও তাহিয়াতের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। যেমনঃ- আল্লাহতা'লা বলেন, "তোমাদেরকে যখন অভিবাধন (ছালাম) করা হয় তখন তদোত্তরে তদোপেক্ষা উত্তম ভাবে উত্তর দাও, অথবা অন্তত তদোনুরুপ উত্তর দিবে। মনে রাখিও আল্লাহতা'লা প্রতিটি বিষয়ের হিসাব গ্রহন করিবেন। (নিসা ৮৬)

আল্লাহতা'লা ফরমান " আমার আয়াতে বিশ্বাসীরা যখন তোমার নিকট আসে তাহাদেরকে বল, তোমাদের উপর ছালাম (শান্তি বর্ষিত হোক। আনফাল ৫৪)

বর্ণির্ত আছে হাসরের দিন আল্লাহতা'লা যে সব বিষয়ের হিসাব নিবেন তম্মধ্যে একটি হইল ছালাম দেওয়া সম্পর্কে ।

আরবীতে তাহিয়া শব্দের অর্থ, "আল্লাহতা'লা তোমাকে জীবিত রাখুন.। ইসলামী শরীয়তে তাহিয়াত যদি আল্লাহতা'লার নিকট হইতে বান্দাদের হয় তবে উহাতে রহমত ও শান্তির অর্থে ধরিতে হয়।

যদি এক জন মুসলমান অন্য আরেক জন মুসলমানের প্রতি তাহিয়া জানায় তবে উহার অর্থ হইল ছালাম প্রদান। ছালাম লওয়াকেও তাহিয়া বলে। এছাড়া মোছাফাহা ও মোয়ানাক্বাহ ও তাহিয়া হয়।

কোন মুসলমান পুরুষ অন্য কোন মুসলমান পুরুষের সাথে দেখা হইলে তাহাকে ছালাম দেওয়া সুন্নাত।

www.pathagar.com

সাক্ষাতের সময় চার ভাবে ছালাম দেওয়া যায়, যেমনঃ- ১। আচ্ছালামুআলাইকুম। অর্থ- আপনাদের প্রতিআল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে শান্তি বর্ষিত হোক

২। আচ্ছালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। অর্থঃ- আপনাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

৩। আচ্ছালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। অর্থঃ- আপনাদের প্রতি আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

৪। আচ্ছালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহুক। অর্থঃ- আপনাদের প্রতি আল্লাহতালার পক্ষ হইতে শান্তি, রহমত, বরকত, ও মাগফিরাত বর্ষিত হোক।

বর্ণিত আছে যে উপরে উল্লেখিত এক নম্বর ছালাম দিলে ১০ টি দুই নম্বর ছালাম দিলে,২০ টি তিন নম্বর ছালাম দিলে ৩০ টি চার নম্বর ছালাম দিলে ৪০ টি ছওয়াব পাওয়া যায়।

জবাব দাতা উপরের চার প্রকারের যে কোন প্রকারের ছালাম শুণিবেন উত্তর দেওয়ার সময় প্রথমে ওয়াআলাইকুমুচ্ছালাম বলিয়া বাকী দোয়াটুকু পড়িবেন। যেমনঃ- ওয়াআলাইকুমুচ্ছালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহুর অংশ বিশেষ পড়িবে।

নামাজের শেষের ছালাম দেওয়ার সময় প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া ফেরেস্তা ও মুসল্লিগণের নিয়তে বলিবে, "আচ্ছালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।" এই ভাবে বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া পূর্বের ন্যায় ছালাম ফিরাইবে। একা একা নামাজ পড়িলেও এই ভাবে ডানে ও বামে ছালাম ফিরাইবে। এবং ফেরেস্থাদের নিয়তে ছালাম দিবে।

ছালাম হইল মুসলিম উম্মার নিদর্শন ও ঐতিয্য। এই ছালাম দেওয়ার প্রথা শুধু মুসলিম উম্মায় চালু আছে। সমাজে যারা বয়সে বা মর্যদায় বড় ছালাম দেওয়া ও লওয়ার মধ্যে এরূপ কোন শর্ত নাই যে শুধু ছোটরাই বড় তাহাদেরকে ছালাম দিবে, বরং বড়গণ যেমন কোন সময় ছোটদেরকে ছালাম দিবে, তেমনী ছোট গণ ও বড়দেরকে ছালাম দিবে ইহাই ইসলামী বিধান। বড়গণ ছোটগণের ছালাম লইতে প্রত্যাশিত হইয়া থাকা ঠিক নহে। স্বামীকে

www.pathagar.com

ছালাম দিবে স্ত্রী, আর স্ত্রীকেও ছালাম দিবে স্বামী। স্বামী কোন সময় প্রথমে হাত বাড়াইবে স্ত্রীর সহিত মোছাফাহা করার জন্য আবার স্ত্রীও কোন সময় হাত বাড়াইবে স্বামীর সঙ্গে মোসাফাহা করারজন্য। তেমনী স্বামী স্ত্রী মিলিয়া সুযোগ পাইলে মোয়ানাকাও করিবে। যে প্রথমে আরম্ব করিবে সে বেশী ছাওয়াব পাইবে ইহাই মাছনূন ত্বরীক্বা।

বর্তমানে আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছালাম, মোসাফাহার রেওয়াজ প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। সে কারনে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল মোহাব্বত কমিয়া যাইতেছে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ঘরে ঢুকার পূর্বে ছালাম করত ডুকিয়া স্ত্রীকে চুম্বন করিতেন। এই ভাবে ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় স্ত্রীকে চুম্বন করিয়া ছালাম দিয়া বাহির হইতেন।

সাধারনতঃ দেখা যায় যে বয়স্ক, সমাজে বড় পদের অধিকারী, পীর মাশাইখ, ইমাম, পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, প্রায়ই তাকাইয়া থাকেন যে তাহাদেরকে বয়সে বা পদে ছোট, মুরিদান, মুসল্লী, সন্তান ও ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রথমে ছালাম দিক উহা ঠিক নহে।

আল্লাহতা'লা কোরআনে পাকে বলেন, "তোমরা যখন কোন বাড়ীতে ঢোক তখন বাড়ীর অধিবাসীদের উপর ছালাম কর। এবং আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে মোবারক বাদ জানাও।"

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহতায়ালা আদম(আঃ)কে সৃস্টি করিয়া বলিলেন "যাও ফেরেস্তাগণকে ছালাম দাও, আর তাহারা তোমার ছালামের যে উত্তর দিবে উহা হইবে তোমার ও তোমার বংশধরদের তাহীয়া ও ছালাম। তখন আদম (আঃ) আগাইয়া গিয়া ফেরেস্তাগণকে বলিলেন, "আচ্ছালামুআলাইকুম" তখন তাহারা উত্তরে বলিলেন, "ওয়ালাইকুমুচ্ছালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।"

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমরা পরিপূর্ণ মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও প্রীতি সৃস্টি না হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণমুমিন হইতে পারিবে না। তোমরা যদি বেহেস্ত পাইতে চাও বা মোহাব্বত চাও যাহাতে মোহাব্বতের বন্ধন ধীর হইবে তবে পরস্পরে বেশী বেশী ছালাম প্রচার কর। (মিশকাত)

www.pathagar.com

একদা এক ছাহাবী রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কে প্রশ্ন করিলেন যে, কোন প্রকার আমল সবচেয়ে ভাল? উত্তরে তিনি বলিলেন, "অভুক্তকে খানা খাওয়াও আর পরিচিত বা অপরিচিতগণকে ছালাম উপহার দাও।" (বোখারী)

বর্তমানে এই হাদীসের উপর আমল কমিয়া যাওয়ায় সমাজে, পরিবারে, একের প্রতি অন্যের মিলমোহাব্বত হ্রাস পাইতেছে। তাই স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-সন্তান,আসপরশি, একে অন্য হইতে ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়া যাইতেছে। যেমন, স্বামী স্ত্রীকে নির্যাতন করিতেছে তেমনী স্ত্রীও স্বামীকে জ্বালাতন করিতেছে। কোন কোন স্বামী স্ত্রীর বিরোদ্ধে আবার কোন স্ত্রী স্বামীর বিরোদ্ধে মামলা দায়ের করিতেছে ।

ছালাম দেওয়া ও লওয়ার নিয়ম

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"বাহনে আরোহনকারী হাটিয়া যাওয়া ব্যক্তিকে, হাটিয়া যাওয়া ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে, কমসংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোকদেরকে, বয়সে কম ছোটরা বয়সে বেশী দেরকে ছালাম করিবে। (মিশকাত)

একদা রাছুলুল্লাহ (সাঃ) রাস্তাদিয়া যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে বাচ্ছাদেরকে খেলা করিতে দেখিয়া তাহাদেরকে এইভাবে ছালাম দিলেন, "আচ্ছালামুআলাইকুম ইয়া ছিবিইয়ানূ।" অর্থঃ- "হে বৎসগণ তোমাদের প্রতি ছালাম (যাদ)

এই হাদীসে বুঝাযায় যে, বড়গণ ছোটদেরকে ছালাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথমে ছালাম দিতে পারে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন , "তোমরা রাস্তার উপর বসা হইতে নিজেদেরকে বাচাঁইয়া রাখ।" সাহাবাগণ বলিলেন,"রাস্তার পার্শে বসিয়া ছাড়া বৈঠক করার অন্য কোন সহজ উপায় নাই। তখন তিনি বলিলেন, "যদি তাহাই কর তবে রাস্তার হক আদায় কর।" ইহা শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, "ইয়া রাছুলাল্লাহ রাস্তার আবার হক কি?" তখন রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, "১। হারাম কিছু দেখা হইতে নিজের চক্ষু হেফাজত কর। ২। রাস্তায় চলিতে বাধা সৃস্টিকারী দ্রব্যাদী হঠাও। ৩। কেহ ছালাম দিলে উত্তর দাও। ৪। ভাল কাজের হুকুম কর ও মন্দ কাজ না করার কথা বল (মিশকাত)

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (সাঃ)ফরমাইয়াছেন, " তোমরা মুসলমান ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ছালাম কর, তার পর যদি সে কোন গাছের, দেয়ালের বা পাথরের আড়ালে পরার পর আবার দেখা হয় তবে পুনরায় ছালাম কর।"

রাছুলুল্লাহ (সাঃ)ফরমাইয়াছে, " তোমরা ঘরে ঢুকার পুর্বে ঘরের বাসিন্দাদেরকে ছালাম কর, আর ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময়ও ছালাম করিয়া বাহির হও।"

আনাছ (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করিয়া একদা রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়া ছিলেন, " হে বৎস যখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করিবে তখন বাড়ীর সবাইকে ছালাম দিবে। উহাতে তোমার ও তোমার পরিবারের সকলের উপর বরকত হইবে। (মিশকাত)

বাড়ী, বাসা, ঘর, অফিস, ফ্যাক্টরী, বাস, উড়োজাহাজ, পানির জাহাজ, এরূপ আরও যেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করিতে হয়। সে সবে ঢুকিয়া ছালাম দেওয়া উত্তম। এসব জায়গায় কেহ থাকুক বা না থাকুক।

এই ভাবে ছালাম দিবে ঃ- "আছ্ছামুআলাইকুম ইয়া আহ্লাল বাইত।" অর্থঃ- যাহারা বাড়ীতে আছেন তাহাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ঘরে কেহ না থাকিলে, ফেরেস্তা ও মুসলমান জ্বীনের নিয়তে ছালাম দিবে। আর ঘরে যাহারা থাকিবেন তাহাদের নিয়তে ছালাম করিবে। যেমন, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, স্বামী স্ত্রী,সন্তান-সন্ততি ও সকল আত্মীয় স্বজনের নিয়তে ছালাম করিবে।

বাড়ীতে কেহ না থাকিলে এই ভাবেও ছালাম দিতে পারিবে- আচ্ছামুআলাইকুম ওয়া আলা ইবাদিল্লাহি চ্ছুয়ালিহিন."

রাছুলুল্লাহ (সাঃ)ফরমাইয়াছে, যে ব্যক্তি আমার ত্বরীকা ছাড়া অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য অনুসরন করে সে আমার দল ভুক্ত নহে। তোমরা ইহুদী ও নাছারা গণের মত হইওনা, ইহুদীদের ছালাম হইল হাতের আঙ্গুলীর ইশারায় আর নাছারা গণের ছালাম হইল হাতের তালুর ইশারায়। (তিরমিজী)

তবে প্রয়োজন বসত মুখে ছালাম পড়িয়া হাতের ইশারায় ছালাম দেওয়া জায়েয আছে। আর সে সময় ইহুদী নাছারাদের ন্যায় নহে। বরং ডান

www.pathagar.com

হ্যাতের আঙ্গুল, তালু, কবজা, উঠাইয়া ইশারা করিয়া ছালাম দিবে। উহাতে ইহুদী ও নাছারাগণের ন্যায় হইবে না।

বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জের সময় একজন স্ত্রীলোক উটের উপরের পালকী হইতে ডান হাত বাহির করিয়া রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কে ছালাম দিয়াছিল। ছালাম পাওয়ার পর রাছুলুল্লাহ (সাঃ) স্ত্রীলোকটিকে বলিয়াছিলেন "তোমার হাতের লম্বা নখ কাট এবং বাকী সাদা নখে মেহেদী লাগাও।" (কানজ)

খালিফা আলী (রাঃ) বলেন, একদল মানুষের মধ্যে একজন যদি অপর দলকে ছালাম দেয় তবে উহাতে সকলের ছালাম আদায় হইয়া যাইবে। আর এক দল মানুষের মধ্য হইতে যদি একজন উত্তর দেয় তবে সকলের পক্ষ হইতে ছালাম আদায় হইয়া যাইবে। (মিশকাত)

রাছুলুল্লাহ (সাঃ)ফরমাইয়াছে,কথা বলার পূর্বে ছালাম দিবে, পরে কথা বলিবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ)ফরমাইয়াছে,"ইহুদী ও নাছারা গনকে প্রথমে ছালাম দিওনা। তাহাদের কাউকে রাস্তায় পাইলে তাহাদেরকে পাশকাটিয়া সংকীর্ণ রাস্তার পাশে রাখিয়া যাও।"

কোন অমুসলমানের নিকট কাজ থাকিলে প্রয়োজনে ছালাম না দিয়া জরুরাতান আদাব দিতে পারিবে। কারন আদাব শব্দের অর্থ হইল সম্মান। ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোন মানুষকে পদমযার্দা অনুযায়ী সম্মান করাতে দোষ নাই। (ইশবায়ে ছালাম)

বর্ণিত আছে, "নবী দাবী দার কাফির মুসাইলামা এ কায্যাব মদিনায় মেহমান হইয়া আসিলে রাছুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে কাতল না করিয়া বিদায় দিয়া ছিলেন।

অমুসলমানকে পত্র দিলেও আদাব লিখিতে পারিবে।

কোন ফাছেক্ব মুসলমানকে প্রথমে ছালাম দিলে কোন দোষ নাই।

কোন অফিসে গিয়া পিয়নের নিকট অফিসারের পরিচিতি জানিয়া নেম প্লেট দেখিয়া মুসলমান কিনা বুঝিয়া ছালাম দিবে। অমুসলমান হইলে আদাব দিবে।

আর বুঝিতে না পারিলে এই ছালাম দিবে- আচ্ছামুআলা মানি ত্তাবা য়াল হুদা।" অর্থঃ-যিনি হেদায়েত মানিয়াছেন তাহার প্রতি ছালাম।

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) অমুসলমান রাজা বাদশার প্রতি পত্র লিখার সময় উল্লেখিত সালাম লিখিতেন।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছে, "যদি ইহুদীগন তোমাদেরকে ছালাম করে তখন বলে "আচ্ছামু আলাইকু "অর্থাৎ তোমরা মরে যাও। তখন তোমরা উত্তরে শুধু ওয়াআলাইকুম বল। অর্থঃ- তোমরা যাহা বলিয়াছ তোমাদের উপরও তাহাই।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) একদা এরূপ এক সমাবেশের পার্শ্ব দিয়া যাইতে ছিলেন যে সমাবেশে মুসলমান, মুশরিক, মুর্তি পূজক ও ইহুদীগণ বসা ছিল। তিনি তাহাদেরকে ছালাম করিয়া ছিলেন। (বোখারী)

অর্থাৎ এঅবস্থায় মুসলমানদের নিয়তে ছালাম করিবে। আর অমুসলমানদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করিবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) একদা কিছু স্ত্রীলোকদের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাদেরকে ছালাম দিলেন (আবু দাউদ)

ফেতনার ভয়ে বর্তমানে গায়ের মাহরাম স্ত্রীলোকদের সালাম দেওয়া নিষেধ। যদি ফেতনার ভয় না থাকে দূর হইতে সালাম দিতে পারিবে। যে সব বৃদ্ধদেরকে সালাম দিলে ফেতনার ভয় নাই তাহাদেরকে সালাম দেওয়া যায়েজ আছে। এইরূপে ছোট নাবালেগা গায়ের মোস্তাহা মেয়েদেরকে তালিমার্থে সালাম দেওয়া জায়েজ আছে। তবে ফেতনার ভয়-হইলে দিবে না।

একদা রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কে এক সাহাবী তাহার ছেলে মারফত সালাম পাঠাইলে তিনি উত্তরে বলিলেন "আলাইকা ওয়াআলা আবীকাচ্ছালাম" অর্থাৎ তোমার ও তোমার আব্বার উপর সালাম বর্ষিত হউক।

চিঠি পত্রে সালাম পাইয়া উত্তরে ওয়ালাইকুম সালাম বলিবে। এবং পত্র উত্তরের প্রথমে ওলাইকুম সালাম লিখিবে। এবং পত্রের বাহককেও সালাম দিবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "একজন মুসলমানের উপর অন্য একজন মুসলমানের ৬ টি হক্ক আছে। ১। সাক্ষাৎ হইলে সালাম দিবে। ২। দাওয়াত করিলে গ্রহণ করিবে। ৩। হাঁচি দাতার দোয়ার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলিবে। ৪। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে দেখিতে যাইয়া সেবা করিবে। ৫। কেহ মৃত্যু বরণ করিলে তাহার জানাজায় ও কাফন দাফনে শরীক

www.pathagar.com

হইবে। ৬। নিজের জন্য যাহা পছন্দ করিবে অপরের জন্যও তাহা পছন্দ করিবে।"

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এক সাহাবী আসিয়া আচ্ছালামু আলাইকুম বলিলে তিনি তাহার উত্তর দিয়া বলিলেন দশটি নেক হইয়াছে। তারপর আর এক সাহাবী আসিয়া আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলিলে তিনি তাহার জবাব দিয়া বলিলেন ২০টি নেক হইয়াছে। তারপর আর এক সাহাবী আসিয়া আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু বলিলে তিনি তাহার উত্তর দিয়া বলিলেন ৩০টি নেক হইয়াছে। তারপর আর এক সাহাবী আসিয়া আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু বলিলে উহার উত্তর দিয়া বলিলেন চল্লিশটি নেক হইয়াছে। তারপর বলিলেন এই ভাবে নেক বাড়িয়া থাকে। (আবু দাউদ।)

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দিবে সে ব্যক্তি আল্লাতায়ালার রহমত বেশী পাইবে।

তিনি আরও ফরমাইয়াছেন, প্রথমে যে সালাম দিবে সে তাকাব্বুরী হইতে মুক্ত থাকিবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, সালাম না দেওয়ার চেয়ে বড় কৃপনতা আর নাই।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, তাহারাই বেহেস্তের বড় না দেখা নেয়ামত সমূহের অধীকারী হইবে যাহারা সালাম প্রচার করে, অভুক্তকে খাওয়ায়, সর্বদা রোজা রাখে, যখন মানুষ ঘুমাইয়া থাকে তখন সে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে।"

বর্ণিত আছে, কোন মুমিন যদি একই দিনে কম পক্ষে ২০ জনকে সালাম দেয় ইহা পৃথকভাবে দেওয়া হউক বা একত্রে কোন জামাতকে দেওয়া হউক। এই অবস্থায় সালাম দাতা মারা গেলে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হইবে। (আওজাজুল মাছালেক)

বর্ণিত আছে, সালামের উত্তর দিয়া কথা বলিবে। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তোমাদের কেহ যদি কোন মাহফিলে যায় তবে প্রথমে সালাম দিবে পরে বসিবে। তারপর মাহফিল হইতে বাহির হওয়ার দরকার

www.pathagar.com

হইলে আবার সালাম দিয়া বাহির হইবে। কারণ বিদায় বেলার সালাম দেওয়া প্রথমে ঢোকার সময় সালাম দেওয়া চেয়ে উত্তম। (আবু দাউদ)

কোথাও বেড়াইতে গেলে সেই বাড়ীর দরজাকে সামনে না লইয়া দরজাকে পার্শ্বে রাখিয়া দাড়াইয়া বলিবে আচ্ছালামু আলাইকুম, আ,আদখুলু, অর্থাৎঃ- আপনদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি অমুক, আমিকি, ঘরে ঢুকিতে পারিব? এইভাবে তিনবার বলিবে।

তারপরও কোন সাড়া না আসিলে দরজার কড়া নাড়িবে বা কলিং বেল টিপিবে। তারপরও কোন সাড়া না পাওয়া গেলে চার রাকাত নামায পড়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিবে। কেননা বাড়ির মালিক হয়ত নামায পড়িতে পারে বা ঘুমাইয়া থাকিতে পারে বা পেশাব, পায়খানায় গিয়া থাকিতে পারে বা অযু গোসলে ব্যস্থ থাকিতে পারে। কোন জানালা বা খেড়কি দিয়া বাড়ির ভেতরে চুকি দিবে না কারন এরুপ চুকি দেওয়া হারাম।

বাড়িতে ঢোকার অনুমতি পাওয়ার পর ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে সালাম দিবে। তারপর তাহার কুশলাদি জানিবে।

চিঠি লেখার সময়ও প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ লিখিয়া পরে নিজের নাম ঠিকানা লিখিবে। তারপর প্রাপকের নাম ঠিকানা লিখিবে। ইহাই সুন্নত(বোখারী)।

কোন যুবতি যদি কোন পুরুষকে সালাম দেয় তবে ফেৎনার ভয় হইলে মনে মনে উত্তর দিবে। আর ফেৎনার ভয় না হইলে শব্দ করিয়া উত্তর দিতে পারিবে।

সালাম দেওয়া সুন্নত এবং সালাম দিতে গিয়া উহার আওয়াজ সালাম গ্রহিতাকে পৌছানো মোস্তাহাব।

সালামের উত্তর দেওয়া ফরযে কেফায়া এবং ওয়াজেব। সালামের উত্তর দেওয়া ও সালাম দাতাকে আওয়াজের সহিত শুনানো ওয়াজিব (রাদ্দুল মোহতার)।

যদি সালামের জবাব সালামদাতা শুনিতে না পায় তবে, ওয়াজেব আদায় হইবে না। বরং সালাম গ্রহিতা গুনাহগার হইবে।

www.pathagar.com

ছালামদাতা বধির হইলে উত্তরদাতা ঠোট নাড়াইয়া দেখাইবে। বর্ণিত আছে আলাইকুম ছালাম বলা মুর্দাদের তাহিয়া। তাই এরুপ ছালাম না দেওয়া উচিত। (ইছলামে ছালামের বিধান)

কেহ যদি বলে স্লামালিকুম তবে ছালাম আদায় হইবে না। কারন আরবীতে সালামু আছে। উহা আল্লাহ তায়ালার একটি সুন্দর নাম। উহাকে সংক্ষেপ করা হারাম। অনেক সময় উত্তর দাতা আলিকুম বলিয়া উত্তর দিয়া থাকে ইহাও ঠিক নয়।

যেমনভাবে মুখে ছালাম দিলে উত্তর দেওয়া ওয়াজেব হয় তেমনি পত্রে সালাম দিলে মুখে উত্তর দেওয়া ওয়াজেব।

ছালাম দেওয়া বা লওয়ার সময় মাথা ঝোকানো অমুসলমানদের কাজ। দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহ ছাড়া প্রায় সকল মানব জাতিই অভিবাদন করার সময় মাথা ঝোকাইয়া থাকে। কোন সময় রুকুর ন্যায় থাকে, কোন সময় সিজদার ন্যায় থাকে। এভাবে সালাম বা অভিবাদন করা হারাম ও কুফুরি।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "তোমরা ইহুদি, নাসারা, মুশরিক ও মূর্তি পূজকদের খেলাফ কর।"

কোন মুসলমান পুরুষ ও মেয়ে লোকে মুখে সালাম দিলে গ্রহিতা না শুনিলে সালাম দাতা ডান হাতের ইশারায় সালাম দিবে। সালাম গ্রহিতাও ডান হাতের ইশারায় সালাম লইবে।

হাতের কাজে ব্যস্ত থাকিলে যদি বাম হাতে কাজ চালাইয়া ডান হাতের ইশারায় সালাম দিতে পারে তবে সালাম দিবে এবং সালাম লইবে।

যদি দুই হাত ব্যস্ত থাকে যেমন - মোটর, মোটর সাইকেল চালক বা কোন মেশিনের চালক , যেগুলো চালাইতে সার্বক্ষনিক দুই হাত ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, শুধু বাম হাতে চালানো সম্ভব হয়না আর ডান হাতে সালাম দিলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে তবে সালাম দিবেওনা এবং লইবেওনা।

তাহাও না পারিলে ঠোঁট নাড়িয়া উত্তর দিবে । তাহাও না পারিলে মনে মনে উত্তর দিবে।

খাদ্য গ্রহন কারী ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরূহ। ব্যস্ত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়াও মাকরূহ্।

সালাম পাওয়া মাত্রই শ্রোতার জন্য উহার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। ওজর ছারা সালামের উত্তর দেওয়ায় দেরি করা মাকরূহে তাহরীমি। এ কারনে শ্রোতার তওবা করা উচিত। (রাদ্দুল মুহতার)

www.pathagar.com

কোন বৈঠকে কাহারও একজনের নাম ধরিয়া সালাম দিলে যেমন- আসসালামুআলাইকুম ইয়া যায়েদু ,অর্থাৎ হে যায়েদ তোমার প্রতি সালাম। তবে এই নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ উত্তর দিলে যায়েদের উপর হইতে সালামের উত্তর দেওয়ার ওয়াজেব আদায় হইবে না।

অব্যশ সালাম বলিয়া বা ইশারা করিয়া নাম না বলিয়া সালাম দেয় তবে অন্য কেহ জওয়াব দিলে শ্রোতার উত্তর দেওয়ার ওয়াজেব আদায় হইয়া যাইবে। (ঐ)

কেহ যদি কোন একদল মানুষকে সালাম দেয় আর অন্যদলে উত্তর দেয় তবে নির্দিষ্ট দলের উত্তর দেওয়ার দলের ওয়াজেব নষ্ট হইবে না। (ঐ)

কেহ কাহারও নিকট গিয়া যান বাহন হইতে নামিয়াই তাহাকে সালাম দিবে।

কোন ভিক্ষুক সালাম দিলে তাহার সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব নহে। (খানিয়াহ)

অবশ্য উত্তর দিলে ছওয়াব আছে। এসময় ভিক্ষুককে কিছু দিয়া দিবে, না দিতে পারিলেও নম্রভাবে মাফ চাহিবে বকাঝকা করিবে না।
রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন মুমিনকে গালি দেওয়া ফাচেকি ও হত্যাকরা কুফুরী গুনাহ (মুছলিম)

ছালামের মাছায়েল

নামাযের খুৎবার সময় সালাম দিলে উহার উত্তর দেওয়া ওয়াজেব নহে। এ সময় চুপ থাকিয়া খুৎবা শোনা ওয়াজেব।
শাফি (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, প্রথমে সালাম দেওয়া বুদ্ধিমানের উপর সুন্নাত। যে প্রথমে সালাম দেয় সে উত্তম ব্যক্তি। আর যদি দুইজনই এক সাথে সালাম দেয় তবে পরস্পরের সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজেব হইবে।

পবিত্র অবস্থায় অজুর সহিত সালামের উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব। যদি ওজু না থাকে তবে তায়াম্মুম করিয়া উত্তর দিলে ভাল হয়। হাদীছে ইহাই বর্ণিত আছে। তবে এই তায়াম্মুম দিয়া নামাজ দুরুস্ত হইবে না।

www.pathagar.com

খালিঘর বা মসজিদে গিয়া এই ভাবে সালাম করিবে। আচ্ছালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ্ছ সালিহীন। ইহা ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে।

কোন বাচ্চা যদি কাউকে সালাম করে তবে উহার উত্তর দেওয়া ওয়াজেব। (ওমদাতুল ক্বারী)

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তাহাদের একতা ও শরই আমল কম থাকায় ইহুদী নাছারাদের দেশে চাকুরী বা ব্যবসার জন্য পাড়ি জমাইতেছে বা দেশে নানা বিদেশী এনজিওর অফিসে কাজ করিতেছে। তাহাদের বস সাধারণত ইহুদী নাছারা ও অমুসলমান হইয়া থাকে। তাহাদেরকে খুশী করার জন্য সকালে গুড মর্নিং বিকালে গুড ইভিনিং বলিতে বাধ্য হয়। অন্যথায় নানা সমস্যা উদ্ভব হয়।

ইহার ফতুয়াঃ গুড মর্নিং , গুড ইভিনিং, গুড নাইট অর্থ হইল , সকালে ভাল থাকুন, বিকালে ভাল থাকুন, রাত্রে ভাল থাকুন। এই বাক্যগুলির অর্থ ভাল থাকায় মুসলমানের জন্য কাফেরের প্রতি এই সব বাক্য জরুরাতান ও কেরাহাতান ব্যবহার করিতে চাহিলে তাহাদের জন্য হেদায়েতের দোয়ার কথা মনে মনে রাখিবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমরা ইহুদী নাছারাদের বিরোধীতা কর।"

ইসলামে সালাম প্রথা চালু হওয়ার পূর্বে অন্ধ যুগের আরবগণ বলিত, "হাইয়াকাল্লাহু" অর্থঃ- আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দীর্ঘ জীবি করুন। আবার কেহ কেহ বর্তমানে সকালে "সাবাহাল খায়ের"অর্থঃ- সকালে ভাল থাকুন, "মাছাআল খায়ের"অর্থঃ- বিকালে ভাল থাকুন বলিয়া থাকে। এইসব বাক্য বর্তমানে আধুনিক আরবগণ অমুসলমানদের অভিবাধনে বলিয়া থাকে। এসময় অমুসলমানদের হেদায়েতের কথা মনে রাখা উচিত। অন্যথায় কাফেরের জন্য দোয়া করা মাকরূহ।

ঈছাইগন সর্বশক্তিমান প্রতিপালককে ইংরেজীতে God বলে। God শব্দ একত্ত্ববাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন সময় Good bye বিদায় বেলায় বলিলে সর্বশক্তিমান সহায়হোন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই দেখা যায় ইংরেজগন God, Good কে একই অর্থে ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

খোদা ফার্সি ভাষার শব্দ উহার অর্থ হলো যিনি নিজে নিজে আসিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যায় এক সময় তিনি ছিলেন না। পারস্যের অগ্নি উপাসকগণ আগুনকে খোদা বলিত এবং আগুনের পুজা করিত। গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে ইরানে সর্ববৃহত তেল ও গ্যাসের খনিতে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতে আপনা মতে আগুন জলিয়া আসিতেছিল। ইরানে ইসলামের বিজয়ের পর সেই আগুন মুসলমান মুজাহিদগণ নিভাইয়া দেন।

দেখা যায়, আল্লাহতায়ালার আছমায়ে হুছনার মধ্যে খোদা বা সমঅর্থবোধক কোন নাম নাই। তাই মুসলিম উম্মাহর জন্য খোদা নামটি ব্যবহার করা উচিত নহে। যদিও ভারত উপামহাদেশের মুসলমানগণ এই খোদা নামটি অনেক সময়ই উচ্চারন করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে সেলিউট প্রথা চালু আছে। সেলিউট করার সময় সেলিউট দাতা তাহার ডান হাতের পিট কপালে রাখিয়া হাতের তালু বাহিরের দিকে রাখিয়া সেলিউট করিয়া থাকেন। এভাবে সেলিউট করা ইসলামি অভিবাদনে নাই। এসময় ডান পায়ের মুড়া শব্দ করিয়া মাটিতে লাগান হয় ইহাও ইসলামে নাই।

আমাদের মত মুসলিম দেশে ইসলামি সালাম সর্বক্ষেত্রে চালু হওয়া উচিত।

যাহাদেরকে সালাম করা মাকরূহ

১। নামাজিকে নামাজরত অবস্থায়। ২) কোরআনে কারীম তিলাওয়াত কারীকে ৩) যে কোন প্রকার যিকিরকারীকে যেমন- ওয়াজ বা তাছবীহ পড়াতে ব্যস্ত ৪) জুময়ার, ঈদের বা বিবাহের খুৎবা দানের সময় ৫) হাদীছ বা যে কোন শরীঅতের এলেম পাঠকারীকে ৬) খুৎবার শ্রোতা, সবকের শ্রোতা বা ওয়াজের শ্রোতাকে ৭) শরীঅতের এলেমের কথা বার্তা বয়ান করার সময় ৮) বিচারক যখন বিচার করায় ব্যস্ত থাকেন ৯) মোয়াজ্জিনকে আযান দেওয়ার সময় ১০) ইকামাত পাঠকারীকে ১১) বেগানা যুবতীকে ১২) খেলায় ব্যস্তদেরকে ১৩) যে কোন প্রকার পাছেক ব্যক্তিকে ১৪) স্বামী স্ত্রীর একান্তের সময় ১৫) কাফেরকে ১৬) যাহার ছতর খোলা বা উলঙ্গ ১৭) পায়খানা পেসাব করা অবস্থায় ১৮) খাদ্য বক্ষন করীকে এবং পানীয় পান কারীকে ও পান ছাবান ওয়ালাকে ১৯) যিন্দীগকে (যে ব্যক্তি আল্লাহর তায়ালার ছিফাত মানেনা, এবং কাফের) ২০) যে

www.pathagar.com

বৃদ্ধ অন্যকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে ২১) মিথ্যুককে ২২) ইচ্ছা করিয়া বেগানা রমনীর দিকে দৃষ্টি কারীকে ২৩) যে ব্যক্তি মানুষকে অশ্লীল গালী দেয় তাহাকে ২৪) যে ব্যক্তি মসজিদে নামাজ বা তাজবীহ পড়াতে লিপ্ত থাকে তাহাকে ।

উল্লিখিত গনকে এঅবস্থায় সালাম দেওয়া মাকরূহ।

মুছাফাহা

সালামের আরেক তরীক্বা হইল মুছাফাহা। অর্থ্যাৎ কোন পুরুষ

মুছলমান অন্য পুরুষ মুছলমানকে এইভাবে নিজের ডান হাতকে প্রথমে অন্যের ডান হাত দিয়া ধরিবে, এবং একে অন্যের ডান হাতের তালুতে তালু মিলাইবে এবং প্রত্যেকেই অন্যের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে চাপ দিয়া ধরিবে। তারপর বাম হাত অন্যের ডান হাতের পিটের উপর পরস্পর চাপ দিয়া ঝাকি দিবে। উহাতে মুছাফাহা হইয়া যাইবে। এই সময় এই দোয়া পড়িতে পারে "আলহামদুলিল্লাহে ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাসুলিল্লাহি এয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম।" অর্থঃ- সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য আর নবীজির উপর দরুদ ও সালাম আল্লাহতায়ালা আমাদের ও আপনাদের গোনাহ মাফ করুন।

এই ভাবে স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের সহিত মুছাফাহা করিতে চাহিলে অবশ্যই একজনের হাতে মোটা কাপড় থাকিতে হইবে।

বর্ণিত আছে মুছাফাহার সময় পরস্পরের বৃদ্ধাঙ্গুলি চাপ দিলে মহব্বত বাড়ে। কারণ বৃদ্ধাঙ্গুলির ভিতরে একটি মহব্বতের রগ আছে। আরও বর্ণিত আছে মুসলমানের পরস্পর মুছাফাহা করিয়া হাত ঝাকি দিলে ছোট গোনা সমূহ ঝরিয়া যায়।

স্বামী স্ত্রীতে, পিতা মাতায়, নানা নানীতে, খালা খালুতে, ফুফা ফুফীতে, দাদা দাদীতে মুছাফাহা করিতে পারিবে। বৃদ্ধা বোন ছাড়া যুবতী বোনকে, খালাকে, ফুফীকে মুছাফাহা করিতে পারিবে না।

বেগানা যুবক যুবতী বেগানা পুরুষ স্ত্রীলোকে মুছুফাহা করিতে পারিবে না। এঅবস্থায় মুছাফাহা করা হারাম। বর্তমানে আমাদের দেশে ছাত্র ছাত্রী, নেতা-নেত্রীর মধ্যে যে মুছাফাহাচালু আছে উহা করা হারাম।

www.pathagar.com

পুরুষ ডাক্তার যদি কোন স্ত্রীলোকের হাতে রোগ ধরিতে চায় এবং নিজের হাতে এরূপ মোটা কাপড় দ্বারা জড়াইয়া ধরে যে রোগী স্ত্রীলোকের হাতের গরম পুরুষ ডাক্তারের হাতে লাগেনা তবে জরুরতের কারণে মেয়ে ডাক্তার না পাওয়া যাওয়ার শর্তে কেরাহাতান দুরুস্ত আছে, এমন কি দরকার বশতঃ পুরূষ ডাক্তার হাতে কোন পর্দা বা মোজা না লাগাইয়াও চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

যেসব ছেলেদের দাড়ি উঠে নাই সেসব ছেলেদের সহিত পুরুষের মুছাফাহা করা মাকরূহ। (শামী)

এইভাবে কোন নাবালেগ মেয়ে যাহাকে দেখিলে মনে আকর্ষণ হয় তাহার সহিত কোন পুরুষের এমনকি পিতা বা ভাইয়ের মোছাফাহা করা নিষেধ। মোছাফাহা বা করমর্দন প্রত্যেকেই দুইহাতে করিবে। একহাতে বা একহাতের আঙ্গুলে আঙ্গুলে মোছাফাহা করা ইসলামের ত্বরীকায় নাই। উহা ইহুদী ও নাছারাদেরদের কাজ। তাই উহা নিষেধ। শামীতে আছে, হাতের আঙ্গুলের দ্বারা মোছাফাহা করা রাফীজীদের কাজ।

যাহাদেরকে দেখা হারাম, তাহাদেরকে স্পর্শ করা হারাম।

অমুসলমানের সহিত মোছাফাহা করা মাকরূহ। অবশ্য বেশী জরুরাত হইলে কেরাহাতান পারিবে।

মোছাফাহার ফঝিলত

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দুপুরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়িবে সে শবে কদরের রাত্রে চার রাকাত নফল নামাজ পড়ার ন্যায় ছাওয়াব পাইবে। আর দুইজন মুসলমান পরস্পরে মোছাফাহা করিলে তাহাদের মধ্যে কোন গুনাহ থাকে না বরং ঝড়িয়া পড়িয়া যায়। (মিশকাত)

সালাম পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য মোছাফাহা সম্পূরক। এবং উহা অনেক পূর্ব হইতে চালু আছে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"যদি কোন মুমিন অপর মুমিনের সহিত দেখা করিয়া সালাম করে এবং মোছাফাহা করিবার জন্য পরস্পরের হাত ধরে। তবে উভয়ের গোনাহ সমূহ এই ভাবে ঝড়িয়া পড়ে, যে ভাবে গাছের পাতা ঝড়িয়া পড়ে। (তীবরানী)

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"যদি কোন দুইজন মুসলমান মোলাকাত করিয়া মোছাফাহা করে তাহাদের উভয়ের গোনাহ সমূহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন মুসলমান অপরজনকে যখন সালাম দেয়, তবে যে ব্যক্তি অপরকে মনের খুশীতে সালাম দেয় এবং তাহার চেহারা উজ্জল রাখে বা উভয়ের চেহারা উজ্জল রাখে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দিবে বা মোছাফাহা আরম্ভ করিবে সে ব্যক্তি ১০০ টি নেক পাইবে। যে ব্যক্তি পরে মোছাফাহা করিবে বা পরে উত্তর দিবে সে ব্যক্তি ৯০ টি রহমত পাইবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, কেহ যদি কোন রোগীকে দেখিতে যায় তবে প্রথমে রোগীর কপালে ডান হাত রাখিবে বা রোগীর ডান হাতের উপর তাহার ডান হাত রাখিয়া বলিবে "লাবাছা'তাহুরুন ইন্‌শাল্লাহ।" (আল্লাহ চাহেত তুমি ভাল হইয়া যাইবে।) তারপর রোগীর হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে। কোন কিছু খাইতে চাহিলে দেওয়ার চেষ্টা করিবে। আর তোমাদের সম্পর্কের পরিপূর্ণতা হইল মোছাফাহায়। (কানজ)

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা একে অন্যের সহিত মোছাফাহা কর তাহলে মনের হিংসা ও কুটিলতা দূর হইয়া যাইবে। আর একে অন্যকে উপহার দাও উহাতে মহব্বত বাড়িবে এবং শত্রুতা চলিয়া যাইবে। (কানজ) মোছাফাহা করা ছুন্নাতে যায়িদাহ ।

মোয়ানাক্বাহ

কোন ব্যক্তি বিদেশ হইতে ফিরিলে তাহার সহিত মোয়ানাক্বাহ করা সুন্নাত। এছাড়াও মুসলমানের একরামের জন্য মোয়ানাক্বাহ করা জায়েয আছে। পুরুষে পুরুষে মোয়ানাক্বাহ করিবে। শরীরে গেঞ্জি বা কাপড় রাখিবে। খালি শরীরে মোয়ানাক্বাহ করা মাকরূহ।

বর্ণিত আছে, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর সহিত জাফর ইবনে আবু তালেবের হাবসা হইতে আসার পর মোলাকাত হইলে জাফর(রাঃ), রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং তাহার দুই চক্ষুর মাঝখানে চুম্বন করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

মোয়ানাক্বাহ্ কারী উভয়েই ডান কাধের গলায় গলায় মিলিবে।

বর্ণিত আছে, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) সকল ভাল কাজ ডান দিক দিয়া আরম্ভ করিতেন। কোন কোন কিতাবে আছে, একবার কাধে কাধ মিলাইলে সুন্নাত আদায় হয়।

বোখারী শরীফে আছে, জীবরাইল (আঃ) প্রথম বার যখন গাড়ে হেরায় রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট অহী নিয়া আসিয়া বলিলেন ইয়া মোহাম্মাদ আপনি পড়ুন ইক্বরা, তখন রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, আমি পড়িতে জানিনা। তখন জীবরাইল (আঃ) রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর সহিত বুকে বুকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর জীবরাইল (আঃ) আবার বলিলেন ইক্বরা তখন তিনি বলিলেন, আমি পড়িতে জানি না। তখন উভয়ে আবার বুকে বুকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর জীবরাইল (আঃ) আবার তৃতীয়বার বলিলেন ইক্বরা, তখন তিনি আবার বলিলেন আমি পড়িতে জানি না। তখন আবার উভয়ে তৃতীয়বার বুকে বুকে আলিঙ্গন করিলে রাছুলুল্লাহ (সাঃ) সুরায়ে ইক্বরার প্রথমের পাঁচটি আয়াত পাঠ করিয়া জীবরাইল (আঃ) কে শোনাইয়া আম্মাজান খাদীজা (রাঃ) এর ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

উক্ত হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, এনসেরাহে ছদরের জন্য জীবরাঈল (আঃ) এর সহিত তিনবার আলিঙ্গন করিয়াছেন। তাই সময় পাইলে আমাদেরও তিনবার আলিঙ্গন করা মোস্তাহাব।

মোয়ানাক্বাহ করার সময় কোন মাছনুন দোয়া করা বর্ণিত নাই। তবে কোন নতুন জায়গায় গেলে এই দোয়া করার কথা রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, যথা- আল্লাহুম্মা হাব্বীব ইলাইনা সয়ালেহু আহলীহা। অর্থ ইয়া আল্লাহ আপনি এই এলাকার নেককারদেরকে আমার নিকট প্রিয় করিয়া দিন।

চুম্বন করা

মোয়ানাক্বাহ করার পর একে অন্যের হাতে চুম্বন করা মাকরূহ। নেককার আলেম, পিতা-মাতা বা নেককার রাজা বাদশাকে তাহাদের মাথায় চুম্বন করিতে পারিবে। কোন সাধারণ পুরুষ মুসলমান যদি অন্য কোন পুরুষ মুসলমানের হাতে চুম্বন করে তবে জায়েজ আছে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এক কৃষক ছাহাবীর বালু মাখা হাতে চুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, "কৃষি কাজ করা হইল জেহাদের মত।" (ইকতিছাব)

www.pathagar.com

যদি কেহ চুম্বন করা দ্বারা কোন মান সম্মান বা মাল পাওয়ার আশায় চুম্বন করে তবে উহা মাকরূহ।

চুম্বনের প্রকার

চুম্বন করা ও লওয়া ছয় প্রকারের। যথা- ১। রহমতের চুম্বন, যেমন পিতা-মাতা, সন্তানকে চুম্বন করে, ২। তাহিয়াত বা সম্বর্ধনার চুম্বন, যেমন মুমিনগণ একে অপরকে চুম্বন করে। ৩। সাফক্বাতের চুম্বন, (স্নেহের) যেমন সন্তান তাহার পিতা-মাতাকে চুম্বন করে। ৪। মাউয়াদ্দাত (দোস্তী) এর চুম্বন, নিজ ভাইয়ের কপালে চুম্বন করা। ৫। কামউত্তেজনার চুম্বন, স্বামী-স্ত্রীকে, স্ত্রী-স্বামীকে চুম্বন করা। ৬। হাজরে আসওয়াদকে দিয়ানাতের চুম্বন করা। যেমন রাছুলুল্লাহ (সাঃ) হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করিয়াছিলেন।

কোন আলেম, ছরদার রাজা ও মন্ত্রীর সামনে মাটিতে চুম্বন করা হারাম। যে ব্যক্তি এরূপ করিবে, আর যে উহাতে রাজী হইবে উভয়েই গোনাহগার হইবে। (রাদ্দুল মোতন্তার)

বাদশা বা এইরূপ বড় লোকের সামনে রুকুর ন্যায় ঝুকিয়া তাহাকে সম্মান করা হারাম।

সালাম দেওয়ার সময় বা লওয়ার সময় শুধু মাথায় ইশারা করা মাকরূহ। উহা মোনাফেকের কাজ, উহা বিদাত। (হেদায়া)

ক্বদম বুছী

আরবীতে কদম মানে পা, পারসীতে বূছ মানে চুম্বন করা। তাই ক্বদম বূছী অর্থ্যাৎঃ-পায়ে ঠোট লাগাইয়া চুম্বন করা।

আমাদের দেশে অনেকেই হাতে, পা ছুইয়া ঐহাত মুখে লাগাইয়া চুমু খায় উহার কোন ভিত্তি নাই তাই এরূপ করা বিদাত। এ ছাড়া অনেকেই পা ছুইতে গিয়া রুকুর ন্যায় নুইয়াপরে উহাও হারাম।

www.pathagar.com

কোন পুরূষ যদি কোন মুরব্বীর পায়ে চুম্বন করিতে চায় তবে যদি মুরব্বী পুরুষ হইয়া থাকেন এবং তিনি এতটুকু উপরে বসিয়া আছেন বা তাহার পা ঝুলন্ত আছে যে তাহার পায়ে মুখ লাগাইয়া চুম্বন করিতে রুকু বা সেজদার ন্যায় হইতে হয়না। তবে তাহার পায়ের কাছে বসিয়া বা উপরে আরোহীর ঝুলন্ত পায়ের নিকটে দাড়াইয়া পায়ে মুখ লাগাইয়া চুম্বন করিতে পারিবে।এইভাবে মেয়েলোকগন অন্য মুরব্বীয়া মেয়েলোক দিগকে কাপড়ের উপর চুম্বন করিতে পারিবে। অন্যতায় পা চুম্বন করিবে না। মুরব্বী বসা থাকিলে তাহার মাথা বা কপালে চুম্বন করিতে পারিবে।

ওয়াফাদে আব্দুল ক্বাইস এর এক সাথী ছিলেন তাহার নাম ছিল যিরা (রাঃ) তিনি বলেন, " আমরা যখন ইছলামী বিধান জানার জন্য মদিনায় মোনাওয়ারায় আসিয়াছিলাম তখন আমরা প্রত্যেকেই বাহন হইতে নামিয়া রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাত ও পায়ে চুমু দিয়া ছিলাম। (আবু দাউদ)

এই হাদীছ ও সামীতে বর্ণিত অপর একটি হাদীছ অনুযায়ী ক্বদম বূছী যায়েজ বুঝায়। কিন্তু কোন উলামা ও মুফতি কদম বূছীকে সুন্নাত বলেন নাই। বর্তমানে নানা ফেতনার সম্ভাবনা থাকায় উহা হইতে দূরে থাকা ভাল।

কেহ ক্বদম বূছী করিলে উপরে উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী করিতে পারিবে। তাহাতে মুস্তাহাব আদায় হইবে।

বিদায় বেলায়

বর্তমানে আমাদের দেশেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনেকেই বিদায় বেলায় টা,টা, যাওয়া নাই বা হাত নাড়াইয়া যাওয়া নাই বাক্যের সমর্থন দিয়া থাকে। মুসলিম উম্মার জন্য এরূপ বলা ও করা বিদাত। ইহুদী ও নাছারাগণ বিদায় বেলায় টাটা বলিয়া থাকে। এ ছাড়া পুর্নজম্মে বিশ্বাসী হিন্দুগণ বিদায় বেলায় আসি বলিয়া যায় আর যে বিদায় দেয় সে যাওয়ন নাই বলিয়া বিদায় দেয়।

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমরা ইহুদী নাছারা ও মুসরেক দের ন্যায় হইও না।" যাবার বেলায় আসি বলিয়া যাওয়া একটি প্রকাশ্য মিথ্যা কথা। ইহা বলাতে কবিরা গোনাহ হয়। কেননা ইছলামী প্রথা অনুযায়ী আগন্তুক বাড়ীওয়ালাকে ছালাম বাদ বলিবে আমি কি ঘরে প্রবেশ করিব? বা আমি কি ঘরে আসিব? কিন্তু যাবার বেলা আসি বলার বিধান ইছলামে নেই।

যাবার বেলায় হিন্দুগণ আসি বলিয়া যায়। কেননা তাহাদের ধর্মীয় ধারনা এই যে কেহ এই পৃথিবীতে থাকাকালীন সৎ কাজ করিয়া মারা গেলে সেই ব্যক্তি পুনরায় এই পৃথিবীতে মানুষ রূপে ফিরিয়া আসিবে। আর যদি অসৎ কাজ করিয়া মারা যায় তবে অন্যান্য প্রানীর রূপ ধরিয়া এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে। এই ধারনাকে আরবীতে তানাছুখে আরওয়াহ বলাহয়। যাহা ইছলামের দৃষ্টিতে কুফুরী মতবাদ।

কোন মুসলমান যদি বিদায় বেলায় আসিব বলিতে চায় তবে এই ভাবে বলিবেঃ-ইনশাআল্লাহ আসিব। অর্থঃ- আল্লাহ চাহেত আসিব। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আসার পূর্বে মারাগেলেও এই কথায় তাহার কোন গোণাহ হইবে না। আল্লাহতায়ালার হুকুম ছাড়া কাহার ও কোন ইচ্ছা পুরণ হয়না।

বিদায় দাতার যাওয়ন নাই বলা ঠিক নহে। কেননা বিদায় দাতা মনে করে যাও বলিয়া বিদায় দিলে আর ফিরিয়া আসিবেনা। আর যাওয়ন নাই বলিয়া বিদ্দায় দিলে হয়ত কোন বিপদ নাও হইতে পারে। এরূপ ধারনা করা শেরেকী কারন ভাল মন্দ আল্লাহতায়ার হুকুম ছাড়া হয় না।

টাটা শব্দের অর্থ হইল ছিন্ন হওয়া। পৃথিবীতে যাহারা আল্লাহ মানেনা তাহাদের ধারনা এই যে, কেহ মারা গেলে সর্বকালের জন্য সে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাই তাহারা সাধারণতঃ টাটা বলিয়া থাকে। কেননা তাহারা মনে করে বেহেস্ত দোযখ বলিতে কিছু নাই। এরূপ ধারণা করা কুফুরী।

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কাউকে বিদায় দিতে গিয়া তার হাতে ধরিয়া তাহাকে আগাইয়া দিয়া আসিতেন। উহাকে আরবীতে মোশায়েয়াত বলে। এই সময়ে রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বিদায়ী সাহাবীর হাত হইতে নিজের হাত ততক্ষন পর্যন্ত টানিয়া আনিতেন না যতক্ষন পর্যন্ত সেই সাহাবী নিজের হাত সড়াইয়া না নিত।

এই হাদীছ অনুযায়ী বুঝা যায় যে বিদায় বেলায়ও মোসাফাহা করা সুন্নাত।

বিদায় বেলায় রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় গ্রহন কারী সাহাবীর জন্য এই দোয়া পরিতেনঃ-" আস্তাওদিওল্লাহা দিনাকা ওয়া আমানাতিকা ওয়া খাওয়াতীমা আমালিকা। আল্লাহুম্মা আতবী লাহুল বূদা, ওয়া হাওউইন আলাহিচ্ছাফরা, ওয়াযাওয়া দাকাল্লাহু ত্বাক্বওয়া, ওয়াগাফারা জাম্বাকা ওয়া ইয়াচ্ছারা লাকালখাইরা হাইছুমাকুনতা জায়ালাল্লাহু ত্বাক্বওয়া জাদাকা ওয়া ওয়াজ্জাহা লাকাল খাইরা হাইছুমাকুনতা, তাওয়াজ্জাহতা আলাইকা বীত্বাক্বওয়াল্লাহে আচ্ছালামুআলাইকা।"

অর্থঃ-আমি তোমার দ্বীন, আমানতদারী ও তোমার শেষ আমলকে আল্লাহতায়ালার নিকট সফোর্দ করিলাম। ইয়া আল্লাহ্ আপনি তাহার ভ্রমণের দূরত্বকে কমাইয়া দিন। এবং এই ভ্রমণকে তাহার জন্য সহজ করিয়া দিন। ত্বাকওয়া এবং পরহেজগারীকে আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য সম্বল করিয়া দিন। তোমার গোনাহ সমুহকে মাফ করিয়া দিন। তোমার জন্য খায়ের ও বরকত দান করুন। সর্বদা সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালাকে ভয় করিবে। আর প্রত্যেক উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় আল্লাহু আকবার বলিবে। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

বিদায় গ্রহন কারী বলিবে, আস্তাওদিও কুমুল্লাযি লাইয়াখীবু ওয়ালা ইয়াযিয়ু ওদাইওহু অর্থঃ- তোমাদেরকে আল্লাহতায়ালার নিকট আমানত রাখিলাম তিনি

www.pathagar.com

কাহারও দোওয়া নিস্পল করেন না। এবং কাহারও আমানত নষ্ট করেন না। (আলহাদীছুল মাক্‌বূল ফি মোনাজাতির রাছুল।)

স্বামী স্ত্রীর অভিমান

বিশ্বে মানব জাতীর যে কোন গোষ্টিতে মান অভিমান চালু আছে। মুসলিম উম্মার মধ্যেও ইহা সীমাবদ্ধ অবস্থায় যাযেজ আছে। ইহাকে আরবীতে হিজরাহ্ বা হিজরানে কালাম বলে। ইহার অর্থ হইল একজন মুসলমান অন্যকোন মুসলমানের সহিত বা স্বামী-স্ত্রীর সহিত রাগ করিয়া বা ঝগড়া করিয়া বা হিংসা করিয়া কথা বার্তা বন্দ করিয়া দেওয়া।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"কোন মুসলমানের জন্য ইহা হালাল হইবে না যে অন্য মুসলমানের সহিত কথা বার্তা তিন দিনের উপর বন্ধ করিয়া রাখা। তিনদিন পর দুইজনের একজনের উচিত অন্যজনের সহিত দেখা করিয়া যেন ছালাম দেয়। যদি সে ছালাম এর উত্তর দেয় তবে উভয়ে সমান ছওয়াব পাইবে। আর যদি উত্তর না দেয় তবে সে গোনাহগার হইবে। আর যে প্রথমে ছালাম করিবে সে কথা বন্দ করার গোনাহ হইতে বাচিঁয়া যাইবে এবং ছোয়াবের ভাগী হইবে। (আবুদাউদ)

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন," আত্মীয়তা বন্ধন আল্লাহতায়ালার আরশে লটকানো। আত্মীয়তা বলিতে তাকে, যে ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করে সে আল্লাহতায়ালার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। আর যে আমাকে রক্ষা করেনা তাহাকে আল্লাহতায়ালা রহমত হইতে বঞ্চিত রাখেন। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন কারী বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। (বুখারী)

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) তবূকের যুদ্ধের পর যে তিন জন সাহাবীর সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহন না করার কারনে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত কথা বলা বন্দ করিয়া

www.pathagar.com

দিয়া ছিলেন। তার পর তাহাদের ব্যাপারে অপরাধ মুক্তের আয়াত নাযিল হইলে পুনরায় কথা বলা আরম্ভ করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর একদা তাহারই এক ছেলেকে একটি হাদীছের কথা বলিলে সে অন্য যুক্তি দেওয়ায় সেই দিন হইতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাহার সহিত কথা বলেন নাই। (আহমাদ)

রাছুলুল্লাহ (সাঃ), আযওয়াজে মুতাহহারাতের সহিত ২৯ দিন পর্যন্ত ইলা করিয়া ছিলেন।

শরই কারনে জরুরাতান কিছুদিন কথা বার্তা বন্ধ রাখা জায়েয আছে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বেহেস্তের দরজা সমুহ খোলা হয়। এবং যেসব বান্দা শেরেকী করেনা আল্লাহতায়ালা তাদেরকে মাফ করিয়া দেন।কিন্তু যে হিংসা বিদ্বেষ রাখে বা কথা বার্তা বন্ধ রাখে তাহার হিংসা বিদ্বেষ দুর করিয়া কথা বার্তা না বলা পর্যন্ত তাহাদেরকে মাফ করা হয় না । (মুসলিম)

নব বধুর জ্বালা যন্ত্রণা

আল্লাহতায়ালা ফরমান "তিনি আদম দেহ হইতে তার স্ত্রীকে পয়দা করিয়াছেন যাহাতে আদম তাহার নিকট শান্তি পায়। "

কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, যে নববধুকে অনেক খোজাঁ খোজিঁ করিয়া রং সুরত দেখিয়া স্বামীর ঘরে আনা হইয়াছে সেই বধুর সামান্য দোষ ত্রুটি ক্ষমার চোখে না দেখিয়া তিরস্কার করা বৈধ নহে। কেহ বলিয়া থাকে রং সুরত ভাল না নাক মোটা, দাতঁ সমান নহে চলার ঢং ঠিক নহে ইত্যাদি বলিয়া , পা বড় বা ছোট, কথা বলার ঢং ঠিক নহে ইত্যাদি বলিয়া তাহার শারিরীক গঠনে র অসুবিধাগুলি প্রকাশ করা হয় যাহা গোণাহের কাজ। তাহার অভ্যাসগত দোষ ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখিয়া ভদ্রতার সহিত সংশোধন করা উচিত। নব বধুকে যাহারা নানা রূপে জ্বালা যন্ত্রণা দেয় তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ-

www.pathagar.com

(ক) স্বামী যে কারনে স্ত্রীকে জ্বালা যন্ত্রণা দেয় এই গুলি হইলঃ- (১) যৌতুকের জন্য যেমন, খাট পালং, রেডিও, বি,সি,আর, গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদি কেন পাওয়া গেলনা।

পুর্বে লিখিয়াছি স্ত্রীর বাড়ীর আত্মীয় স্বজনের নিকট শর্ত করিয়া কিছু চাহিয়া লওয়া হারাম।

(খ) নব বধুর কোন ভাবী থাকিলে তিনি তাহার পরিবারের মাতাব্বরী ঠিক রাখার জন্য ছোট বধুকে অনেক বিষয়ে কটাক্ষ করিয়া জ্বালা যন্ত্রণা দিয়া থাকে। উহা ঠিক নহে। ইছলামে ঠাট্টা করা, কটাক্ষ করা বৈধ নহে। বড় বধু ছোট বধু উভয়েরই হক সমান সমান। শরিয়তে হিংসা করা হারাম।

(গ) নব বধুকে নূতন নূতন অনেক কাজের চাঁপ দেওয়া হয়। যাহাতে নব বধু অভ্যস্ত নহে। উহাও ঠিক নহে। বরং তাহাকে আস্তে ধীরে পরিবারের সকল কাজ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ননদ, জ্যা বা সতীনের তাহাকে হিংসা করিয়া গীবত করা হারাম। অপপ্রচার করার কারনে হিংসা বিদ্বেষ প্রথম হইতে সৃস্টি হইয়া থাকে।

(ঘ) পাড়া পরশির অনেকেই নব বধুকে দেখিয়া নানা কথা বলিয়া জ্বালা যন্ত্রণা দেয়। এসব করা উচিত নহে। যে সব কারনে অনেক সময় নব বধবু কম খাদ্য গ্রহন করায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। শরম লজ্জায় পেশাব পায়খানা কম করায় স্বাস্থ্যহানী ঘটে।

তরকারীতে লবন কম, ঝাল বেশী ইত্যাদি বলিয়া নব বধুকে কটাক্ষ করা ঠিক নহে। কোন দিন ও এসব বিষয়ে রাছুলুল্লাহ (সাঃ) সমালোচনা করেন নাই বরং ছবুর করিয়াছেন।

(চ) শ্বাশুরীর জ্বালাতন ঃ- শ্বাশুরী যদি রাগি হইয়া থাকেন তাহার উচিত হইবে যেন নিজের মেয়ের মত মনে করিয়া ছবর করা। এবং ইহাও মনে করিতে হইবে যে তাহার মেয়ে অন্যের বাড়ী নব বধু হইয়া যাইবে। আর পুত্র বধু তাহার সেবা যত্নের জন্য এই বাড়ীতেই থাকিয়া যাইবে। তাই তাহাকে

www.pathagar.com

জ্বালা যন্ত্রণা না করিয়া সর্ব বিষয়ে নম্র ও ভদ্র ভাবে শিক্ষা দিবে। সকল সংসার ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট বুঝাইয়া দিবে। ইহাতে পরিবারের সুখ শান্তি ফিরিয়া আসিবে।

মোট কথা নব বধুকে বাড়ীর সবাই সুনজরে দেখিতে চেষ্টা করিবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "নেক অভ্যাস গুলি মিজানের পাল্লায় ভারী হইবে।"

জামাতার কথা

মানব জাতির বংশ বিস্তারের জন্য আল্লাহতায়ালা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পিতা মাতার পর শ্বশুর শ্বাশুরীর মাধ্যমে আত্নীয়তার বন্ধন মজবুত করিয়াছেন । তাই জামাতাকে অনেক প্রয়োজনে কোন সময় একা বা স্ত্রীর সাথে শ্বশুর বাড়ীতে যাইতে হয়। সেখানে অনেক সময় শ্যালক ও শ্যালিকা ও অন্যান্য আত্নীয় স্বজন নানা কারনে তিরস্কার করিয়া থাকে। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয় কথা বার্তা শুনার চেষ্টা করিয়া থাকে। যাহা সম্পুর্ণ হারাম। বর্ণিত আছে, কাহারও গোপনীয় কথা অজান্তে শোনা হারাম।

স্বামী বিদেশে গেলে চার মাস অন্তর স্ত্রীর সহিত এক বার দেখা করা ওয়াজেব হয়। স্ত্রীর এজাযতে চার মাসের অধিক বিদেশে থাকা জায়েয আছে। তবে ও স্ত্রী ভবিষ্যতে পারিবারিক কুশলতার জন্য ছবর করিবে। স্বামীর প্রেরিত টাকা যাহাতে শ্বশুর বাড়ীর বা অন্য আত্নীয়গন নাহক ভাবে খরচ না করে।

অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রী পিতা মাতার বাড়ীতে থাকিয়া স্বামী ছাড়া অন্য মানুষকে নিয়া বেপর্দা চলা ফেরা করে। স্বামীর টাকা আত্নসাৎ করিয়া পরকিয়া প্রেমে পড়িয়া স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অন্যের হাত ধরিয়া চলিয়া যায়।

www.pathagar.com

ইহা সম্পুর্ণ হারাম। ইহাতে স্বামীর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত টাকা এবং মহব্বতের স্ত্রী উভয়কেই হারায়। এই জাতীয় বেশরা স্ত্রী গণ আখেরাতে হক্কুল ইবাদে আটকা পড়িবে। এছাড়া বিদেশ ভ্রমণ কারী স্বামীগণের জন্য স্ত্রী সহ বিদেশে যাওয়াই উচিত। তাহাতে স্ত্রী সন্তান ও পরিবারের সবারই উপকার হইবে ।

স্বামীর যেমন স্ত্রীর উপর হক আছে তেমন স্ত্রীর ও স্বামীর উপর হক আছে। এসব হক ঠিকমত আদায় না করিলে আল্লাহ তায়ালার নিকট উভয়ই দায়ী থাকিবে। তাহাদের হকের কথা গোপন না করিয়া একে অপরকে স্পষ্ট ভাবে জানাইবে।

আমাদের দেশে অনেক স্ত্রী লোক ভন্ড কবিরাজকে বিশ্বাস কারণে হিন্দুআনী মন্ত্রে দেব দেবীর নামে ভোগ দিয়া থাকে। এবং এইসব নামের ঝার ফুকও মালা লইয়া থাকে। যাহাতে কুফুরী হয়। এসব করা সম্পুর্ণ হারাম।

স্বামী স্ত্রীর স্বাস্থ্য রক্ষা

আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রী বেশীর ভাগই লেখা পড়া জানেনা। যাহার ফলে স্বাস্থ্য নীতি না জাঁনা থাকার কারনে নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। আল্লাহতায়ালা কোরআনে কারিমে মৃত প্রাণী, রক্ত. শুকর, মদ, ইত্যাদি হারাম করিয়াছেন। বর্তমানে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী গণ এসব বিষয়ে গবেষনা করিয়া লিখিয়াছেন যে কোরআন ও হাদীছে উল্লেখিত হারাম খাদ্য দ্রব্য ভক্ষন করিলে নানা বিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়কেই হালাল খাদ্য ভক্ষন করিতে হইবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"শক্তিশালী মুমিন আল্লাহতায়ার নিকট দুর্বল মুমিন হইতে প্রিয়। (মিশকাত)

www.pathagar.com

নামাজে দাড়াঁনো ফরজ তাই এত টুকু খাদ্য ভক্ষন করা ফরজ যাহাতে দাড়াইয়া নামাজ পড়া যায় ও অন্যান্য এবাদত বন্দেগী করিতে সাহায্য হয়।

কেহ যদি মনে করে যে বিনা শ্রমে আল্লাহ তায়ালা খাওয়াইলে খাইব নাহয় মরিয়া যাইব। তবে সে ফাসেক হইয়া মারা যাইবে।

একদা খালিফা ওমর ফারুক (রাঃ) মছজিদে নববীতে গিয়া দেখিলেন যে একদল মানুষ আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মাসগুল রহিয়াছে। তিনি তাহাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাহারা আল্লাহতায়ালার উপর ভরসা কারী দল। আল্লাহতায়ালা খাওয়াইলে খাইবে অন্যতায় উপবাস থাকিবে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তাহারা হইল বিনা শ্রমে মানুষের মাল ভক্ষন কারী দল।"তারপর তিনি তাহাদেরকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। (আল ইকতিছাব)

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন," নামাজের সময় হইলে সঙ্গে উট থাকিলে প্রথমে উটটি গাছে বাধিঁয়া আল্লার উপর ভরসা করিয়া পড়ে নামাজ আর স্তু করিবে।

সাধারনতঃ আমাদের দেশে শহরের বধুগণ ছোট পরিবারে স্বামী স্ত্রীর সংসারে মোটামোটি স্বাধীনতা সহকারে চলিয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় স্বামী স্ত্রী ছাড়া খায়না। ইহা মহব্বতের লক্ষন। হ্যা কোন সময় স্বামীর দেরী হইলে বেশী ক্ষুদা লাগিলে একা একা খাওয়াতে কোন দোষ নাই। প্রায়ই এরূপ হইলে পুর্ব হইতেই ফায়সালা করিয়া নেওয়া উচিত। স্ত্রীর একা ভাল খাওয়া স্বামীকে ততভাল খাদ্য না দেওয়া গুরুতর অপরাদ্ধ।

শহর বা গ্রামের বড় পরিবারের মধ্যে দেখা যায় যে ভাত রুটি বা তরকারী ইনসাফ মত বন্টনর্মা সাধারণতঃ পুরুষগণ প্রথমে ভাল খাদ্যভক্ষন করিয়া থাকে। আর বাসা বাড়ীর মেয়ে লোকদের জন্য সামান্য ভাত রুটি বা তরকারী থাকে। এই ভাবে প্রায়দিনই কম খাইতে খাইতে

www.pathagar.com

মেয়েলোকদের স্বাস্থ্য হানী হইয়া থাকে। এছাড়া বাসী পচাঁ খাদ্যে আরও ক্ষতি হইয়া থাকে। তাই মুরব্বীদের জন্য এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা অতীব প্রয়োজন। কোন সময় নব বধুকে রাক্ষুসী বলিয়া গালি দেওয়া নাজায়েয।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) একই পাত্রে আয়েশা (রাঃ) সহ খানা খাইতেন। তিনি ফরমাইয়াছেন, "যে পাত্রে বেশী হাত থাকে সেই পাত্রে খাদ্যে বরকত হয়।" তিনি ফরমাইয়াছেন, "বিবির মুখে লোকমা দিলে ছাদকার ছাওয়াব হয়।"

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন তুমি যাহা খাইবে তোমার অধিনস্ত দিগকে তাহা খাওয়াইবে। তুমি যাহা পরিধান করিবে তোমার অধিনস্তদিগকে তাহাই খাওয়াইবে।

বাড়ীতে পেশাব পায়খানা ও গোসলখানার ব্যবস্থা রাখিবে।

আল্লাহতাআলা মেয়েলোকদেরকে বাসাবাড়ীর সকল কাজের দায়িত্ব দিয়াছেন। তেমনি স্বামীর মালপত্রের হেফাজতের দায়িত্ব দিয়াছেন।

শরীরকে সুস্থ্য রাখার জন্য স্বামীর যেমন কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম দরকার তেমনি স্ত্রীর ও সুস্থ্য থাকার জন্য কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম দরকার। যেমনঃ- ঢেকি বানা , খাদ্য দ্রব্য ঝাড়া, কাপড় কাচা, ঘর ধোয়া মোছা, লেপা পুছা, পানি তোলা, বিছানা পাতা, পাক শাক করা, খাদ্য পরিবেশন করা, পালা পোষা পশুপাখী দেখাশুনা করা, তরিতরকারী ও বাড়ীর আঙ্গিনায় ফল ফুলের গাছের যত্ন করা স্ত্রীর দায়িত্ব। উহাতে একদিক দিয়া যেমন ব্যায়াম হবে অন্যদিক দিকদিয়া সমৃদ্ধি বাড়িবে। সন্তানের যত্ন ছাড়াও অন্যান্য কাজ কর্ম নিজ হাতে করিতে চেষ্টা করিবে। এসব কাজ নিজ হাতে করিতে কোন রূপ লজ্জা বোধ করিবে না। বর্তমান বিশ্বে ধনি দেশের স্ত্রীলোকগণ এসব কাজ নিজ হাতেই করিয়া থাকেন।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন," ইছলামে বৈরাগ্য নাই।"

www.pathagar.com

রান্না বান্না

যে কোন মানুষের প্রধান উপায় হল পানাহার। স্ত্রী যদি পাক প্রনালী না জানে তবে স্বামীর সংসার অসহনীয় হইয়া পরে। তাই যুবতীদের বিবাহের পূর্বে ও পরে রান্না বান্নার প্রণালী শিক্ষা করা অবশ্যই কতর্ব্য।

পৃথিবীতে ইছলাম আসার পর থেকেই মুসলমানী খানার বড় কদর।

সর্বপ্রকার হালাল প্রানীর হালাল গোস্ত, মাছ, শাক-সবজী, ডাল, ভাত, তরকারী, ইত্যাদি তৈয়ার করার প্রণালী একজন গৃহিনীর জন্য শিক্ষা করা খুবই প্রয়োজন।

কনে ও বধুর পাক ভাল না হইলে ভবিষ্যত জীবন অন্ধকার হইতে পারে। কাজে কর্মে কিছুটা ডিলা হইলেও পাক শাকে পাকা হইলে সুনাম আছে।

পাকশাক আরম্ভ করার পূর্বে অবশ্যই পাক করার যাবতীয় সরঞ্জামাদী কাছে নিয়া নিবে। যে সব খাদ্য পাক করিবে । সেই গুলি পাক করিতে সব মসল্লাদি কাছে নিয়া নিবে।

বলা হয় ডাল ভাতে ও ভাত মাছে বাঙ্গালী। তাই ভাত, সবজী, গোস্ত, মাছ, পাক করা ভাল করিয়া শিখিয়া নিবে।

এছাড়া খোরমা, পোলাও, কালিয়া, কাবাব,জর্দ্দা, ফিরনী, পারাটা, মগলাই তৈয়ার করার প্রণালী শিখিয়া নিবে।

বর্তমান বাজারে পাক শাকের প্রণালীর বহু বই পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রতি দিন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নানা রকম রুচিশীল খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার করার প্রণালী প্রকাশিত হইয়া থাকে। এসব দেখিয়া শিক্ষা করিয়া নিবে।

রাছূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন," সকল তরকারীর মূল হইল লবন। আরও বর্ণিত আছে যে গোস্ত হইল উত্তম খাদ্য।"

তাই তরকারীর লবন ঝাল পাক শেষ হওয়ার পূর্বেই চাকিয়া নিবে। এমন কি রোজার দিনেও এসব চাকিয়া থুথু ফেলিয়া দিলে রোজা ভঙ্গ হয়না।

www.pathagar.com

রাছূলুল্লাহ (সাঃ) ছারীদ নামক খাদ্য পছন্দ করিতেন। উহা রুটি এবং গোস্ত এক সাথে পাক করিলেই তৈয়ার হয়। এ ছাড়া রাছূলুল্লাহ (সাঃ) পনির, মধু ও খেজুর এক সঙ্গে পাক করিয়া হালুয়া খাইতেন। অনেক সময় তিনি মধুর সরবত খাইতেন।

খাদ্য পরিবেশন

খানা পাকানো শেষ হইলে খানার জায়গা সুন্দর ভাবে ঝাড়ূদিয়া পরিস্কার করিয়া সুন্নত মোতাবেক বিছানা পাতিয়া দস্তরখানায় খানা পরিবেশন করিবে।

রাছূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা বিছানায় বসিয়া খানা খাইতেন। তিনি নিম্নের তিন তরিকায় বসিয়া খানা খাইতেন ঃ-

১। নামাজে বসার সুরতে বসিয়া। ২। এক হাটু মাটিতে রাখিয়া আর এক হাটু উঠাইয়া বসিয়া। ৩। দুই হাটুই উঠাইয়া উপরি বসিয়া।

তৃতীয় পদ্ধতিতে বসিয়া খানা খাওয়া সবচেয়ে উত্তম। কারন এইরূপ বসায় উরুর গোস্ত পেটে চাপ দিয়া রাখে। যাহার ফলে পেট ভরিয়া খাইয়া দাড়াইলেও পেটের একাংশ খালি থাকে যাহাতে হজমের সুবিধা হয়।

আলমগীরিতে আছে ঃ- খাদ্য গ্রহনের সময় পেটের এক ভাগ খালি রাখিবে, আর এক ভাগ খাদ্যের দ্বারা ভরিবে, আর এক ভাগে পানি খাইবে।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে সুন্নাতে নববীর প্রতি অলসতা দেখা দিয়াছে।

রাছূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"তোমরা টেক লাগাইয়া বা টেবিলে বসিয়া খানা খাইও না ।"

কিছু কিছু মুসলিম পরিবার ইউরোপিয় অমুসলমানদের অনুকরনে চেয়ার টেবিলে খানা খাইয়া থাকে। ইহাকে তাহারা ভদ্রতা বলিয়া মনে করে। আবার অনেকে পদ্মাসনে বসিয়া খায়। এই উভয় প্রকার পদ্ধতিতে খানা খাইলে বেশী খাওয়ার ফলে শরীরে রক্ত চাপও ভূরি বাড়িয়া যায়বা হজম কম হওয়ায় স্বাস্থ্য হানী ঘটে।

কাহারও যদি বিছানায় বসিয়া খানা খাইতে অসুবিধা হয়। তবে পরহেজগার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যে কোন প্রকার আসনে বসিয়া খানা খাইতে পারিবে।

পরিবেশীক অসুবিধা হইলে চেয়ারে বসিয়া খানা খাইলেও উপরের তিন পদ্ধতির যেকোন এক পদ্ধতিতে চেয়ারে বসিয়া খানা খাইবে।

www.pathagar.com

খানা খাওয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নিমক দানী, গ্লাস-জগ, থালা-বাটি, ছিলমছি সহ সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পরিস্কার করিয়া ধুইয়া শান্ত মনে খানা পরিবেশন করিবে। তারাহুরা করিবে না। উহাতে বাসন পত্র ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে বা তরকারী পড়িয়া যাইতে পারে।

রাছূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"যে কোন হালাল কাজের পূর্বে বিছমিল্লাহ বলিয়া শুরু না করিলে উহা অসমাপ্ত বা লেজ কাটা হয়। উহাতে বরকত হয় না। তাই খানা পরিবেশনের পূর্বে বিছমিল্লাহ বলিয়া পরিবেশন করিবে।

রাছূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"বিছমিল্লাহ বলিয়া খানা খাওয়া আরম্ভ করিবে।" অন্যতায় শয়তানও খানায় শরিক হইয়া যাইবে। এবং খানায় বরকত হইবে না।

খানা শুরু করিবার পূর্বে বিছমিল্লাহ ভুলিয়া গেলে যখনই মনে পড়িবে তখনই পড়িয়া নিবে। ইহাতে শয়তান চলিয়া যাইবে এবং খানায় বরকত থাকিয়া যাইবে। খানার প্রথমে লবন খাইলে ৭০ টি রোগ হইতে হেফাজত হয়। তার মধ্যে পাগলামী ও কুষ্ট রোগ হয় না। এছাড়া অনেক্ষন পর খাদ্য খাইলে খাদ্য নালী জমাট হইয়া থাকে তাই খাওয়া শুরু করার পূর্বে লবন মুখে দিলে যে অম্ল সৃষ্টি হয় ইহাতে জীবানু নষ্ট হয় এবং উহা খাদ্য নালীতে প্রবেশ করিলে খাদ্য নালী পিচ্ছিল হইয়া যায় যাহাতে খাদ্য নালী দিয়া অতি সহজেই স্টমাকে খাদ্য দ্রব্য পৌছিয়া যায় ও আলসার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

খাদ্যদ্রব্যের পাত্র সমূহ ঢাকিয়া রাখিবে। নাহয় ইহাতে ধূলা বালি পরিতে পারে।

রাছূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"তোমাদের খাবারের ও ব্যবহারের পানি সহ সকল পাত্র ঢাকিয়া রাখিবে। না হয় উহাতে শয়তানে ক্ষতি করিতে পারে। বা মাছি বসিয়া তাহার রোগ যুক্ত পাকা খাদ্যে লাগাইয়া চলিয়া যাইতে পারে। তাই কোন তরল খাদ্যে মাছি বসিলে উহাতে মাছিকে ডুবাইয়া দেও। কারন উহার অন্য পাকায় ঔষধ আছে তাই রোগ এবং ঔষধ সমান হইয়া যাইবে।

www.pathagar.com

রাছূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"যে কোন দ্রব্যাদি বিছমিল্লাহ বলিয়া ঢাকিলে উহাতে শয়তান ও রোগ জীবানু কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

কিছু দিন পূর্বে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ ঘোষনা করিয়াছেন যে, মাছি জীবানুবাহক। কিন্তুরাছূলুল্লাহ (সাঃ) প্রায় ১৪২০ বৎসর পূর্বেই বলিয়াগিয়াছেন যে মাছি জীবানুবাহক।

মুসলিম স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের উচিৎ তাহারা যেন রাছূলুল্লাহ (সাঃ) এর স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীছ গুলিকে প্রচার করেন।

চিকিৎসা বিষয়ে আমার লিখা," ইছলামের দৃষ্টিতে মুছিবাত, চিকিৎসা ও মৃত্যু নামক বইখানা পড়িয়া নিলে পাঠক পাঠিকা ও গবেষকদের উপকারে আসিবে।"

মাহরাম ব্যতিত স্ত্রীপুরুষ একত্রে খাইবে না। শুধু মেয়ে লোকগন বা শুধু পুরুষগন আলাদা ভাবে এক সাথে খাইতে পারিবে।

বেগানা পুরুষ ও মেয়েদের একসাথে খাওয়া হারাম। বাড়ীর পুরুষ গণের খাওয়ার সময় আন্দর মহলের মেয়েদের যাহাতে খাবা[illegible]ক্ষতি নাহয় সে ব্যপারে মনে রাখিবে।

স্বামীর উপর পিতা মাতা, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে এবং অন্যান্য পোষ্য লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা করা ওয়াজেব যাহাদের জীম্মাধারী নিজে গ্রহন করিয়াছে।

বেগানা পুরুষ ও মেয়েলোকের ঝুটা খাওয়া বা তাহাদের স্পর্শ করা পানি ব্যবহার করা মাকরূহ। স্বামীর ঝুটা স্ত্রীর ও স্ত্রীর ঝুটা স্বামীর খাওয়া জায়েয আছে।

স্ত্রী লোকের হায়েয ও নেছাফ থাকিলে বা গোসল ফরজ থাকিলে এ অবস্থায় যে কোন হালাল প্রাণী বিছমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলিয়া জবেহ করিতে পারিবে।

www.pathagar.com

গর্ভাবস্থায় যে কোন হালাল প্রাণী জবেহ করিতে পারিবে, মাছ কাটিতে পারিবে উহাতে কোন প্রকার দোষ হইবে না। এবং পেটের বাচ্চার কোন ক্ষতি হইবে না।

হালাল পশু পাখির আটটি অংশ খাওয়া হারাম। যথাঃ- ১। জবেহর সময় বাহির হওয়া রক্ত। ২। লিঙ্গ ৩। অন্ডকোষ ৪। পায়খানার রাস্তা ৫। গোস্তের উপরিস্থিত গিরা। ৬। মুত্রাধার ৭। পিত্ত ৮। মাথা হইতে কোমর পর্যৃন্ত মেরুদন্ডের ভিতরকার দুধের ন্যায় সাদা ও মোটা রগ (হিদায়া , সামী)

স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে বসিয়া এক পাত্রে খাওয়া উত্তম। উহাতে মহব্বত বাড়ে। উহা সম্ভব না হইলে শ্বশুরী, ননদী, একসঙ্গে খাইবে। অবশ্য বাসা বাড়িতে এরূপ কেহ না থাকিলে জরুরাতান একাই খাইতে পারিবে।

চুল ও নখ কাটার কথা

আলহামদূলিল্লাহিল্লাযি ক্বালা "মুহাল্লিক্বীনা রুয়ুছাকুম আওমুক্বাচ্ছিরিন, ওচ্ছালাতুওচ্ছালামু আলা ক্বায়িদিল মুরছালিন।" আম্মাবাদ।

প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজের পূর্বে গোসলের পূর্বে নাকের ভিতরের ঠুটের উপরের বগল ও নাভীর নীচের চুল কাটা সুন্নাত। কোন অসুবিধার দরুন জুম্মার নামাজের পূর্বে না পারিলে জুম্মার নামাজের পর কাটিবে।

সাত দিন পর না পারিলে ১৫ দিন পর তাও না পারিলে ২১ দিন পর তাও না পারিলে ৪০ দিনের মধ্যে অবশ্যই কাটিবে। ইহার পরও না কাটিলে গোনাহগার হইবে। এছাড়া স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হইবে।

বিদায় হজ্বের পর রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর মাথার চুল ডান দিক হইতে কামানোর নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং সেই চুল মোবারক ডানদিকে অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এবং বাম দিকের চুল বামদিকে অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

কথিত আছে সেই চুল মোবারকের কয়েক খানা কাশ্মীরের হযরত বাল মসজিদে রক্ষিত আছে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, মুমিন ডান হাতে খায়, শয়তানে বাম হাতে খায়।

সাহাবায়ে কেরাম বলেন, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) সকল ভাল কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করিতে পছন্দ করিতেন। যেমন খাওয়া দাওয়া, কাপড় পড়া, জুতা পড়া, মসজিদে বা ঘরে প্রবেশ করা ইত্যাদি সময়ে ডান হাত ও ডান পা প্রথমে ঢুকাইতেন।

মসজিদ বা ঘর হইতে বাহির হইতে বাম পা আগে বাহির করিতেন। পেশাব পায়খানায় বাম পা আগে ঢুকাইতেন। এই ভাবে চুল নখ কাটার সময় ডান দিক হইতে প্রথমে আরম্ভ করিতেন।

মাথার চুল

পুরুষের মাথার চুল পাঁচভাগে রাখা ও কাটা যায়। যথা- ১। মাথার বাবরী চুল থাকিলে কানের অর্ধেক পর্যন্ত রাখা যায়। ২। কাটিতে দেরী হইলে কানের লতি পর্যন্ত রাখা যায়। ৩। আরও দেরী হইলে চুল লম্বা হইলে কাধের উপর চুল পড়ার পূর্বে কাটিয়া নিতে হইবে অন্যথায় স্ত্রীলোকের সহিত মিল পড়াতে অভিশপ্ত হইবে। ৪। সমস্ত মাথার চুল সামনা ও পিছা ছাটিয়া একসমান রাখা যাইবে। সামনের দিকে লম্বা পিছনের দিকে ছোট চুল রাখা নাজায়েজ।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, কিছু চুল লম্বা, কিছু চুল ছোট রাখিও না। (মিশকাত)

৫। সকল মাথা কামাইয়া রাখা। চতুর্থ ও পঞ্চম রকমের চুলের হুকুম কোরআনে পাকে উল্লেখ আছে। হাজীগণ এহরাম ছাড়ার সময় এরূপ করিয়া থাকেন।

www.pathagar.com

খালিফা আলী (রাঃ) ফরজ গোসলের সময় চুলের গোড়ায় পানি পৌছিতে অসুবিধা হইবে মনে করিয়া সর্বদা মাথা কামাইয়া রাখিতেন। তাই কেহ কেহ মাথা কামাইয়া রাখাকে সুন্নত বর্ণনা করিয়াছেন। স্বাস্থ্যগত অসুবিধা হইলে শরিরের যে কোন জায়গার চুল কামানো যাইবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা মাথায় বাবরী চুল রাখিতেন। তাই যাহাদের মাথায় চুল রাখিলে কোন রকমের স্বাস্থ্যগত অসুবিধা না হয় তবে তাহাদের জন্য মাথায় বাবরী চুল রাখা সুন্নত। মাথায় বাবরী চুল থাকিলে ঘারের রগ গুলি ঢাকা থাকায় স্বাস্থ্যগত ভাবে অনেক উপকার হয়।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) পুরুষগণকে দাড়ি ও মাথার চুলে গিরা দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মুসলমানের জন্য কাফেরের মাথার চুল্লের ন্যায় চুল রাখা নাজায়েয। পুরুষগণ নাক বরাবর সিতা কাটিবেন । ইহাই সুন্নত । প্রয়োজনবোধে ডান দিকেও সিতা কাটিতে পারিবেন। বাম দিকে সিতা কাটা ঠিক নহে।

স্ত্রী লোক গণ মাথায় লম্বা চুল রাখিবে। তাহাদের মাথায় লম্বা চুল রাখা ওয়াজেব। যেমন ভাবে পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজেব। স্ত্রী লোক দের জন্য পুরুষের ন্যায় বাবরী চুল বা ভফ কাটিং চুল রাখা হারাম।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন," যে পুরুষ, স্ত্রী লোকের ন্যায় কাট ছাট করে বা কাপড় চোপড় পরে তাহারা অভিশপ্ত। এই ভাবে যে সব স্ত্রী লোক পুরুষের ন্যায় কাট ছাট করে বা কাপড় চোপড় পরে তাহারাও অভিশপ্ত। এই ভাবে নিজেকে যুবক বা যুবতী সাজানোর জন্য পাকা চুল উঠাইয়া ফেলাও নিষেধ।

স্বামী স্ত্রীকে চুল ছাটিয়া রাখিতে বলিলেও স্ত্রীর জন্য চুল ছাটা যায়েজ হইবে না। (বাহার)

সিতা কাটার বেলায় স্ত্রীলোকগণ নাক বরাবর মাথায় সিতা কাটিবে.। ইহাই সুন্নত।

www.pathagar.com

আর যদি সামনের সব চুল উল্টাইয়া সিতা না কাটিয়া পিছনের দিকে লম্বা করিয়া রাখে ইহাও যায়েজ আছে। তাহাদের জন্য মাথার পিছনে চুল দ্বারা খোপা বাধাঁ বা বেনী বাধাঁর ও হুকুম আছে। অবশ্য মাথার উপরে তালুতে খোপা বাধা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের জন্য নিষেধ। স্ত্রীলোকদের জন্য মাথার চুলকে দুইভাগ করিয়া বা দুই বেণী করিয়া দুইকানের পার্শ্ব দিয়া বুকের উপর বেপর্দা ভাবে ঝুলাইয়া রাখা নিষেধ।

চোখের উপরের ভুরু বা ভূয়ার চুল কাটা উত্তম নহে। উপড়াইয়া ফেলা হারাম। চোখের পাতির চুল কাটা উত্তম নহে। চোখের পাতি ও ভূয়া চোখের হেফাজত করে।

নাকের ভিতরের চুল পুরুষ এবং স্ত্রীলোক কষ্ট না পাইলে উপড়াইয়া ফেলিবে অন্যথ্যায় কাচি দিয়া ছোট করিয়া রাখিতে পারিবে যাহাতে নাকের ছিদ্র হইতে বাহিরে দেখা না যায়।

গোঁফের কথা

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা গোফ ছোট করিয়া রাখ, দাড়ি লম্বা করিয়া রাখ। (মিশকাত)

গোফকে আরবীতে সারেব বলে। কারণ পানি পান করার সময় গোফে আপনাতেই পানি লাগিয়া থাকে। গোফে লাগা পানি পান করিলে কোন দোষ নাই। গোফ ছোট করিয়া রাখা আম্বিয়ায়ে কেরামের ছুন্নাত। ইহাই উত্তম। তাহতাবিতে আছে, জরুরাত অনুযায়ী মুছ কামাইয়া ফেলা ছাবেত আছে। আলমগীরীতে আছে, গোফ কামাইয়া রাখা উত্তম।

উপরের ঠোটের দুই ধারে পুলিশ ও সৈনিকদের জন্য গোফ রাখা মুস্তাহাব। গোঁফ কোন সময় ছোট রাখা কোন সময় বড় রাখা উভয় হুকুমই আমল করা যাইবে।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে গোফ ছোট করিয়া রাখিলে রোগ জীবানু জমিতে পারে না ও মুখের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। উপরের ঠোটে যে অংশে গোফ গজায় না সে অংশে গোফ রাখা নিষেধ। কারণ খাওয়ার সময় রোগ জীবানু ঢুকার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

দাড়ি রাখার কথা

নিচের ঠোটের মাঝখানের চুল গুলিকে বাচ্চা দাড়ি বলা হয়। উহাকে আরবীতে আনফাকা বলা হয়। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা বাচ্চা দাড়ি রাখিতেন। নিচের ঠোটের আনফাকার দুই ধারে চুল কাটা ঠিক নহে। বক্ষ ও পিঠের চুল কামানো আদাবের খেলাপ।

দাঁত মাজার মাছআলা সমূহঃ আমার লিখা "ফাজায়েলে মেছওয়াক" নামক কিতাবে পড়িয়া নিন।

মুখের নিচের চাপার উপরে যেসব চুল গজায় উহাকে আরবীতে লাহিয়া বলা হয়। লাহিয়ার উপরের চুল গুলিকে বাংলায় দাড়ি বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা হারুন (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া ফরমান, হারুন (আঃ) তাহার ভ্রাতা মুছা (আঃ) কে বলিল, "হে মুছা আপনি আমার দাড়ি ও মাথায় ধরিবেন না।"

উহাতে বুঝা যায় যে, হারুন (আঃ) এর মুখে লম্বা দাড়ি ও মাথায় লম্বা বাবড়ি চুল ছিল। যাহার ফলে মুছা (আঃ) তাহার দাড়ি ও মাথার চুলে রাগ করিয়া ধরিতে চাহিয়া ছিলেন। তাহার চুল ও দাড়ি ছোট থাকিলে হাতে ধরা সম্ভব হইত না।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, সকল আম্বিয়া এ কেরাম এর সুন্নাত হইল গোফ ছোট রাখা ও দাড়ি লম্বা রাখা।

www.pathagar.com

তাই দাড়ি রাখা একটি দায়েমি সুন্নাত। যাহা সকল সনদের সকল উলামায়ে কেরামের নিকট দায়েমী ওয়াজেব।

কোরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা ফরমান, "রাছুল তোমাদেরকে যেসব বিষয়ের কথা বলিয়াছেন তোমরা তাহার উপর আমল কর। এবং যেসব বিষয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন উহা হইতে বিরত থাক।"

"আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য দেওয়া ফেতরাতের উপরে মানুষকে চলিতে হুকুম দিয়াছেন তাই আম্বিয়া কেরামের হুকুমের উপর আমল করা অতি জরুরী।"

আল্লাহ তায়ালা ফরমান "তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।"

আল্লাহ তায়ালা ফরমান "এবং নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর মধ্যে উত্তম নিদর্শন রহিয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা ফরমান, "তাহারা যেন ভয় করে যাহারা রাছুলের হুকুম মানে না। তাহাদের উপর ফেৎনা পতিত হইবে বা শক্ত আযাব আসিবে।"

অনেক গোনাহ্ আছে যাহা মানুষ সর্বদা করে না। যেমন- খুন, যখম বা যিনা করা বা মদ পান করা ইত্যাদি। কিন্তু দাড়ি এরূপ একটি দায়েমী ওয়াজেব যাহা মুছলমানকে সর্বদা আদায় করিতে হয়। আবার দাড়ি কাটা এরূপ একটি গোনাহ্ যাহারা দাড়ি কাটার অভ্যাস আছে প্রতি দিনই দাড়ি কামায়।

দাড়ি কামানোর অবস্থায় কাহারো মৃত্যু হইলে কবরে যে তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন করা হইবে তার মধ্যে একটি হইল মান্নাবিউকা। বা মাজা ইলমুকাবি হাযার রাজুলে অর্থাৎ রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কে তুমি চিন কিনা? এই সময় রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর সহিত দেখা হইলে দাড়ি কাটা ফাছেকি অবস্থায় কিভাবে

www.pathagar.com

উত্তর দিবে? এই অবস্থায় যদি রাছুলুল্লাহ (সাঃ) দাড়ি কাটা মৃত ব্যক্তি হইতে মুখ ফিরাইয়া নেন তবে তাহার সাফায়াত নাও করিতে পারেন।

সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেইনগণ দায়েমীভাবে দাড়ি রাখিতেন।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, গোফ ছোট করিয়া রাখুন ও দাড়ি লম্বা করিয়া রাখুন।

আরও বর্ণিত আছে যে, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করিয়া মানুষের দোষমনি পায় তাহাকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মুখাপেক্ষী করিবেন না। আর যে ব্যক্তি মানুষকে খুশী করিয়া আল্লাহ তায়ালার বেজারী পায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানুষের মুখাপেক্ষী করিয়া দিবেন।" (তিরমিজী)

আলমগীরীতে আছে, গোফ কামাইয়া ফেলা উত্তম। ছাটিয়া রাখাও ভাল। তাই কোন সময় গোফ কামাইয়া ফেলা বা ছাটিয়া রাখাতে কোন দোষ নাই।

উপরের ও নীচের ঠোটের ডান ও বাম পাশে লম্বা গোফ রাখা সৈনিক ও পুলিশের জন্য মুস্তাহাব। নীচের ঠোটের মাঝখানে বাচ্চা দাড়ি কাটা নিষেধ। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বাচ্চা দাড়িও রাখিতেন। এইভাবে নিচের ঠোটের বাচ্চা দাড়ির বাম ও ডান পাশের চুল কাটা বিদাত। কোন মেয়ে লোকের গোফ উঠিলে বা দাড়ি উঠিলে উহা উঠাইয়া ফেলা জায়েয আছে। ইচ্চা করিলে কোন ঔষধ দিয়াও উঠাইতে পারিবে।

www.pathagar.com

দাড়ি রাখা সর্ম্পকীয় হাদিছ

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, ১০টি বিষয় হইল ফিতরাত। ১। গোফ ছোট রাখা। ২। দাড়ি লম্বা রাখা। ৩। মেছওয়াক করা। ৪। নাকে পানি দেওয়া। ৫। নখ কাটা। ৬। হাতের ও পায়ের গিড়ায় পানি পৌছানো। ৭। বগলের চুল উঠানো। ৮। নাভির নিচের চুল কামানো। ৯। পবিত্রতা বহন করার সময় পানির দ্বারা লজ্জাস্থান ধৌত করা। ১০। খুব সম্ভব কুলি করা হইবে। (ছহিহ আবু দাউদ)

ফিতরাত অর্থ ঃ- ক) আম্বিয়া এ কেরামের সুন্নাত। খ) ঠিক বুদ্ধি প্রয়োগ। গ) স্বাভাবিক আদত ও অভ্যাস। ঘ) বিশেষ আলামত। ঙ) ইব্রাহিম (আঃ) এর সুন্নাত। চ) দ্বীনে ইছলাম।

আম্বিয়া এ কেরামের সুন্নাত পালন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা ফরমান, "আম্বিয়াগণকে তিনি খাছ ভাবে হেদায়েত করিয়াছেন। তাই তোমরা তাহাদের হেদায়েত অনুসরণ কর।

শয়তানে রাজিম যখন আদম (আঃ) কে সেজদা না করায় অভিশপ্ত হইয়াছিল তখন বলিয়াছিল, "আমি তাহাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করিব, তাহাদের মনের মধ্যে নানা অন্যায় আশা আকাঙ্খা জাগাইব এবং তাহাদেরকে হুকুম করিব যাহাতে তাহারা চতুষ্পদ জানুয়ারের কান সমূহকে কর্তন করিবে। এবং আল্লাহ তায়ালার তৈয়ার করা ছবি ছুরতকে বদলাইয়া দিবে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ছবি ছুর তকে বদলাইবে সে লোক ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।"

তাগইর খালক্বিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দেওয়া ও রাছুলের নির্দেশিত কাজ হইল দাড়ি রাখা। উহা পরিবর্তন করিলে ফাছেকী গোনাহ হইবে। এই দলিলে বুঝা যায় দাড়ি রাখা ওয়াজেব।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, ইছলামী ফিতরাতের একটি হইল গোফ ছোট করা ও দাড়ি লম্বা রাখা। আর অগ্নি উপাসকগণের আমল হইল

www.pathagar.com

গোফ লম্বা রাখা ও দাড়ি কামাইয়া ফেলা। তাই তোমরা অগ্নি উপাসক, ইহুদী, নাছারা ও মুশরিকদের বিরোধিতা কর।

আরও বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি যাহাকে ভালবাসিবে তাহার হাশর সেই লোকের সহিত হইবে।

এই হাদিছ হইতে বুঝা যায় যে, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর জমানায় অমুছলিমগণ ও দাড়ি কামাইত। আমাদের দেশে কেহ কেহ বলিয়া থাকে তখনকার সময়ে মুশরিকগণও দাড়ি রাখিত। ইহা ঠিক নহে। তবে কোরাইশের কিছু লোক দাড়ি রাখিত।

আফসুসের বিষয় বর্তমানে সারা বিশ্বে কিছু কিছু মুসলমান ইসলামী নাম ধারন করিয়া অমুসলিমদের মত দাড়ি কামাইয়া যাইতেছে। উহার কোন দলিল নাই।

এছাড়া অনেকেই নাছারাদের ন্যায় গলায় নেকটাই বাধিয়া ঈসা (আঃ) এর ফাসির কথা স্মরণ রাখিতেছে ইহাও ঠিক নহে। কারণ কোরআনে পাকে বলা হইয়াছে আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ) কে ফাসি দেওয়ার পূর্বেই সম্মানের সহিত আছমানে উঠাইয়া নিয়াছেন।

একদা এক অগ্নি উপাসক রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর দরবারে দাড়ি কামানো অবস্থায় হাজির হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন ইহা কেমন কাজ যে দাড়ি কামাইয়াছ? আর গোফ বড় রাখিয়াছ? লোকটি বলিল আমার প্রতিপালক রাজার হুকুমে তাহা করিয়াছি। তখন রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইলেন, আমার দ্বীন হইল ইছলাম। আমার রব আমাকে দাড়ি লম্বা রাখার ও গোফ ছোট রাখার হুকুম দিয়াছেন। (ইবনে আবি শাইবা)

হাসান বসরী (রাহঃ) হইতে বণিত আছে যে, কাউমেলূতের ধ্বংসের পূর্বে তাহাদের মধ্যে দশটি মন্দ অভ্যাস চালু ছিল তন মধ্যে গোফ বড় রাখা ও দাড়ি ছোট রাখা(ইবনে আসাকির)

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে ইরানের বাদশা কিসরা এরুপ দুই ব্যক্তিকে রাসুলুল্লা(সাঃ) এর দরবারে পাটাইয়াছিল যাহাদের গোফ লম্বা ছিল দাড়ি কামানো ছিল ।তখন তাহদেরকে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন তোমরা ধ্বংস হও ।

বর্ণিত আছে রাসুলুল্লা(সাঃ) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি আমার সুন্নত তরক করে সে আমার দলে নহে ।আবার রাসুলুল্লা(সঃ) ফরমাইয়াছেন যে ব্যক্তি গোফ ছোট করেনা সে আমার দলে নহে।

এই হাদিস অনুযায়ী বুঝা যায় যে গোফ লম্বা রাখা বিধর্মীদের আলামত।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণ বলেন, গোফ লম্বা রাখিলে নাকের কাছে গোফের মধ্যে নানা জীবানু জন্ম নিয়া থাকে উহা ঘামের সহিত বা খাদ্য দ্রব্যের সাথে মুখের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে এবং নানা রকম রোগও হইতে পারে। গোফ ছোট করিয়া রাখিলে এই জাতীয় রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইল বংশীয় একজন নবীকে জানাইয়াছিলেন যে তোমাদের দলের মানুষ যেন এই ১০ টি মন্দ কাজ না করে। যেমন- শুকর খাওয়া, মদ পান করা, দাড়ি খাট করা, গোফ লম্বা করা যদি কেহ এইরূপ করে তবে আমার দোষমন হইবে। (দালাইল)

দাড়ি রাখার পরিমান

একমুট দাড়ি রাখা ওয়াজেব, অর্থাৎ থুতির নিচ হইতে ডান ও বামের দুই চাপার মোট তিন দিকে দাড়ি মুঠ দিয়া মুঠের বাহিরের লম্বা অংশ কাটিতে পারিবে।

ছাহাবী ইবনে ওমর (রাঃ) যখন হজের মৌসুমে মক্কা মোয়াজ্জেমায় আসিতেন তখন হজ্জের কার্যাবলী শেষে এহরাম ছাড়িবার সময় একমুঠের উপরের দাড়ি ছাটিয়া ফেলিতেন। তিনি বলিয়াছেন রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ও এইরূপ

www.pathagar.com

করিতেন। এছাড়া খালীফা ওমর ফারুক (রাঃ) ও ছাহাবী আবু হোরাইরা (রাঃ) এইরূপ করিতেন।

যাবের (রাঃ) বলেন, আম'রা দাড়ি রাখিতাম। হজ্জের পড়ে একমুঠের বাহিরের দাড়ি ছাটিয়া ফেলিতাম।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর দাড়ি মোবারক একমুঠ ছিল।। যাহার কারণে তিনি ওজু করার সময় খেলাল করিতেন। প্রতি ৩ দিনে চিরুনী দিয়া আছরাইতেন।

ইবনে ওমর (রাঃ) আবু হোরাইরা (রাঃ) ও যাবের (রাঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে তাহারা এক মুঠের উপরের দাড়ি ছাটিয়া ফেলিতেন।

বর্ণিত আছে, কেহ যদি অমুছলমানদের নমুনায় একমুঠের কম দাড়ি রাখে সে মুখান্নাছ (গোর্মা) হইবে। যাহা করা দুরস্ত নহে। (ফতহুল কাদির)

একমুঠের উপরের লম্বা দাড়ি ছোট করা যাইবে ইহা ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর মত। একমুঠের উপরের দাড়ি কাটা মুস্তাহাব। ইমাম মালেক (রঃ) একমুঠের বাহিরেও দাড়ি কাটিবে না। ইমাম শাফী ও ইমাম আহাম্মদ এই মত পোষন করেন।

বর্ণিত আছে, দাড়ি লম্বা কর গোফ ছোট কর। উহাতে কাজের হুকুম বুঝা যায় যাহার কারণে এই হুকুম ওয়াজেব হইয়া থাকে। তাই গোফ ছোট করা ওয়াজিব এবং দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব। এই হুকুমের বিরোধীতা করা হারাম।

যাহারা দাড়ি ওয়ালাদেরকে দেখিয়া হাসাহাসি করে, তিরস্কার করে তাহারা ফাসেক হইবে। উহাতে কুফুরী গোনাহ হইতে পারে। যাহারা জানিয়া শুনিয়া দাড়ি কামাইতেছেন বা ছাটিতেছেন তাহাদের তওবা করা ওয়াজেব।

স্ত্রীলোকদের জন্য যেমন মাথায় চুল রাখা ওয়াজেব তেমনি পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজেব।

কোন শরই কারণে বা দাড়ি রাখিলে জান মাল ও অঙ্গ হানি হইলে রগ কাটার ভয় হইলে দাড়ি জুরুরাতান কামাইতে পারিবে।

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে পুরুষ মেয়েলোকদের নমুনায় পোষাক পরিচ্ছদ পরে বা চুল লম্বা রাখে তাহারা অভিশপ্ত। এই ভাবে যে সমস্ত স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় পোষাক পরে ও চলাফেরা করে বা পুরুষের ন্যায় চুলে কাটছাট করে তবে তাহারা অভিশপ্ত।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মুছলমানদের বড় বড় রাজা বাদশা বা আরবদেশের লোকেরা দাড়ি কামাইতেছে, ছাটিতেছে তাই আমরাও ছাটিব ও কামাইব। এইরূপ ধারনা করা ঠিক নহে।

কারণ রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কোরআনে কারীম ও আমার হাদিছের উপর যতদিন পর্যন্ত আমল করিবে তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না।

তিনি আরও ফরমাইয়াছেন, তোমরা আমার সুন্নাতের উপর আমল করিবে। এবং আমার সাহাবীদের বিশেষ করিয়া ৪ খলীফাদের সুন্নাতের উপর আমল করিবে।

তিনি আরও ফরমাইয়াছেন, তোমরা আমার সুন্নাতের উপর আমল করিবে ও আমার সাহাবীদের সুন্নাতের উপর আমল করিবে।

উলামায়ে হিন্দকী সানদার মাঝি নামক কিতাবে আছে যে, মুছলমান সরকারী আমলাদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইরাকে কিছু পাপীরা দাড়ি কামানো আরম্ভ করে। তাহাদের দেখাদেখি ভারত বর্ষে মোগল সম্রাটদের মধ্যে সর্ব প্রথম দাড়ি কামানো আরম্ভ করে বাদশা আকবর। বাদশা আকবর কোন লেখাপড়া জানিতেন না। এবং কোরআন হাদিছ বুঝিতেন না।

তাই দেখা যায়, তিনি দ্বীনে ইছলামের মধ্যে ইলহাদ ও কুফুরী ঢুকাইয়াছিলেন। দ্বীনে এলাহী নামক নিজস্ব বাদশাহী ঠিক রাখার জন্য একটি কুফরী ধর্ম প্রচার করা আরম্ভ করেন। উহার একটি শীলোক পাঠক পাঠিকাদের অনুমানের জন্য বর্ণনা করিলাম।

www.pathagar.com

যেমন- "ইয়া আইয়ু হাল বাশার, লাতাজ বাহিল বাকার, মাওয়াকাচ্ছাকার।"

অর্থাৎ হে মানব জাতি তোমারা গরু জবেহ করিও না। গরু জবেহ করিলে তোমরা দোযখে যাইবে।

উপরোক্ত শীলোকটি হইতে বুঝা যায় যে, সেই সময়কার হিন্দুদেরকে খুশী রাখার জন্য গরু জবেহ করা নিষেধ করিয়াছিলেন যাহাতে তাহার সাম্রাজ্য বহাল থাকে।

কোরআনে কারীমে গৃহপালিত হালাল পশুদেরকে আল্লাহ তায়ালার নামে জবেহ করিয়া খাওয়ার হুকুম রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার সেই হুকুমের বিরোধীতাকারীকে শরীয়তের ভাষায় কাফের বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার হুকুমের বিরোধীতা করা কোন মানুষের জন্য বৈধ নহে।

কেহ কেহ নিজেকে কম বয়স্ক বুঝানোর জন্য দাড়ি কামাইয়া বা ছাটিয়া থাকে ইহাও হারাম।

কারন কম বয়স দেখানোর জন্য পাকা চুল উঠাইয়া ফেলা অভিশাপের কাজ। দাড়ী আল্লাহতালার দেওয়া নেয়ামত সমুহের মধ্যে একটি নিয়ামত। ইহা ইছলামের বাহ্যিক নিদর্শন ও বটে।

ইদানিং দেখা যায় যে কিছু মাদ্রাসার শিক্ষকও ছাত্র দাড়ী ছাটিয়া রাখে বা কামাইয়া ফেলে। ইহাতে ডবল গোনাহ হয়।

কোরানে পাকে উল্লেখ আছে,"তোমরা যাহা বল তাহা না করিলে শক্ত আজাব হইবে ।"

মাদ্রাসার কিছু শিক্ষক ও ছাত্রের দাড়ী কাটা দেখিয়া অন্যদের দাড়ী কাটা সমিচিন নহে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন," যাহারা মানুষকে শরিয়তের বিষয়ে ওয়াজ করে অথচ নিজে আমল করেনা। কেয়ামতের দিন তাহাদের উপর শক্ত আজাব বর্তিবে।"

www.pathagar.com

এই জাতীয় বেশরা শিক্ষক ও ছাত্র দিগকে মাদ্রাসা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

যাহারা চুল কাটার পেশায় নিয়জিত আছেন । তাহারা মুসলমান হইয়া অন্যের দাড়ী কামাইলে বা ছাটিলে সমান গোনাগার হইবে। এই ভাবে কাহারো মাথায় বেশরা চুল থাকিলে। সেই চুল বেশরা ভাবে কাটিলে গোনাগার হইবে । এবং সেই পয়সা হালাল হইবে না। অবশ্য রিজিকের কমতি হইলে যাহার দাড়ি কামাইবে সেই কামানো গোনাহ [illegible] বর্তিবে বলিয়া নিবে।

১৯৮১ সনে মসজিদে নববীর রিয়াজুল জান্নায় বসিয়া ফরজ নামাজের অপেক্ষার সময় একজন মিশরের আলেমের সঙ্গে আমার দেখা হয় যাহার মুখে দাড়ী ছিল না। উহার কারন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার পিঠে দাগ দেখাইয়া বলিলেন, এই দাগ হইল মিশরের সরকারী অফিসারের লোহার রড গরম করিয়া আমার পিঠে দেওয়া, কারন আমি দাড়ী রাখিয়াছিলাম । যাহার ফলে আমার ইমামতি চলিয়া গিয়াছিল পরবর্তিতে মাজলুম হইয়া দাড়ী কামাইয়া রাখিতে বাধ্য হই।

দাড়ী রাখায় কোন সমাজে এই জাতিয় অসুবিধা হইলে জরুরাতান জান ও অঙ্গ হানির ভয় হইলে শরই কারনে তাওরিয়া হিসাবে দাড়ী ছাটিতে ও কাটিতে পারিবে। অবশ্য সমস্যা চলিয়াগেলে পুনরায় দাড়ী রাখা ওয়াজেব হইবে।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন দাড়ী কামানো হারাম।

ইবনে হুজম (রহঃ) বলেন মুসলিম উম্মার সকল ওলামায়েকেরাম একমত যে দাড়ী লম্বা করিতে হইবে এবং গোফ ছোট করিতে হইবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ)ফরমাইয়াছেন," যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয় সে যেমন আল্লাহতায়ালাকে কষ্ট দেয়।"

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কে কষ্ট দিয়া সাফায়াত পাওয়া কঠিন হইবে।

www.pathagar.com

দাড়ী রাখা সম্পর্কে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের কথা

দাড়ী রাখিলে স্বাস্থ্য গত উপকার আছে উহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোর আনে কারিম ও আহাদীসে নববীতে যেসব বিষয় আমল করার হুকুম আছে এবং যে, সব নিষেধ সমুহ আছে সেই গুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাছাই করিয়া দেখা গিয়াছে যে আমল করার বিষয় সমুহ অবশ্যই বান্দার জন্য কোন না কোন উপকার নিহিত আছে। এই ভাবে নিষিদ্ব বিষয় গুলির মধ্যে কোন না কোন ক্ষতির কারন নিহিত আছে।

তাই দেখা যায় ইউনানী হারবাল ও এ্যালোফেতিক চিকিৎসকগণ ইছলামী স্বাস্থ্য বিষয়ক আদেশ নিষেধের পক্ষে মত পোষন করিয়াছেন। দাড়ী রাখার উপকার সর্ম্পকে তাহারা বলেন যথাঃ- ১। দাড়ী রাখা পুরুষের জন্য সুন্দযের্র প্রতীক,২। গলা ও বুকের হেফাজত হয়। ৩। দাড়ী রাখিলে মুখের পীড়া কম হয়।

দাড়ী কামানোর কুফল নিম্ন রূপ যেমনঃ- ১। বার বার দাড়ী কামানোর ফলে চোখের ক্ষতি হয়। দৃষ্টি শক্তি কমিয়া যায়।

২। অনেক জীবানো দাড়ী রাখায় হলকুম ও বক্ষে পৌছিয়া ক্ষতি করিতে পারে না । বরং দাড়ীতে আটকিয়া যায়। ওজু করার সময় পাতলা দাড়ী হইলে পানির সহিত চলিয়া যায়। ঘন দাড়ী হইলে খেলালের হুকুম আছে।

৩। একাধারে সপ্তম বংশ পর্যন্ত দাড়ী কামাইলে অষ্টম বংশে, পুরুষের দাড়ী নাও উঠিতে পারে।

৪। দাড়ী রাখাতে পুরুষ, মেয়ে লোক হইতে আলাদা দেখায় ।

৫। দাড়ী রাখাতে মুখের সুন্দর্য বৃদ্ধি পায় স্বাস্থ্য ভাল হয়।

৬। দাতঁ মজবুত হয়।

৭। ব্যক্তিত্ব বাড়ে ।

৮। দাড়ী রাখাতে গোণার কাজ কম হয়।

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে ইছা (আঃ) সহ সকল আম্বিয়া কেরাম দাড়ী রাখিতেন।

বর্ণিত আছে রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এক মুঠের পর তাওল ও আরজে সুন্দর ভাবে দাড়ী বানাইতেন।

মুফতি ইবনে বাজ (রাহঃ) বলেন,দাড়ি খাট রাখার হাদিছের বর্ণনা কারী মিত্যুক তাই খাট রাখার কথা বাতিল প্রমাণিত হইল।

কোরআনে পাকে আছে, "যাহারা তাহার হুকুমের কেলাফ করে তাহাদের উপর ফেতনাহ পতিত হইবে। বা শক্ত আজাব পতিত হইবে ।"

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "কেহ যদি এরূপ আমল করে যাহার কথা আমি বলি নাই তবে উহা রদ হইবে।"

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন," গালের উপর চুল সুন্দর্যের জন্য কাটা জায়েয আছে তবে না কাটাই ভাল। হুলকুমের উপরের চুল কাটাতে কোন দোষ নাই। পিঠ ও বুকের চুল কাটা আদাবের কেলাফ।

নখ কাটার কথা

দাঁতে নখ কাটা মাকরূহ। উহাতে সাদা কুষ্ট হইতে পারে। গোসল ফরজ অবস্থায় চুল নখ কাটা মাকরূহ। নখ লম্বা থাকিলে রিজিক কমিয়া যায়।

আমাদের দেশে যুবক যুবতীদের কেহ কেহ ডান ও বাম হাতের কেনি আঙ্গুলির নখ লম্বা রাখে। আবার কেহ কেহ বাম হাতের সকল নখ লম্বা রাখে । এরূপ নখ রাখা নাজা য়েয।

উহাতে নখের ভিতরে পায়খানা সহ নানাবিধ জীবানু খাদ্যদ্রব্যের সাথে শরিরে ডুকিয়া ক্ষতি করিয়া থাকে ।

পুরুষ ও মেয়ে লোকদের জন্য নখ পালিশ ব্যবহার করা নাজায়েয। কারন নখ পালিশের নীচে ফরজ গোসলের সময় বা ওজুর সময় পানি ডুকেনা তাই ওজু গোসল হয় না।

www.pathagar.com

পুরুষের জন্য শরিরের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার রং ব্যবহার করা নিষেধ জরুরাতান রঙিণ ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন," স্ত্রী লোক গণ হায়েয ও নেফাজ হইতে পাক হইয়া পরে হাতে বা নখে মেহেদী লাগাইয়া স্বামীকে খুশি করার জন্য সাজিবে।

স্ত্রীলোকগণ স্বামীকে খুশি করার জন্য শরীরের যে কোন স্থানের সৌন্দর্যবিকাশের জন্য যে কোন প্রকার পাতলা রং ব্যবহার করিতে পারিবে। অবশ্য ওজু গোসলের সময় পানি পৌছে কিনা দেখিয়া নিবে। কপালে লাল ও সাদা রং ছাড়া অন্য পাতলা রঙের টিপ দিতে পারিবে। কারন লাল সাদা রং অমুসলিম গণ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাই তাহাদের খেলাফ করা উচিত ।

মুসলিম স্ত্রী লোক গণ নাক বরাবর দুই বুরুর মাঝ খানে আরবী আলিফ এর নমুনায় টিপ রেখা দিতে পারিবে। এ সময় এক আল্লার কথা মনে রাখিবে।

আলী (রাঃ) বলেন, এই ভাবে নখ কাটিবে যথাঃ- প্রথমে ডান হাতের সাহাদাৎ আঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিবে। তার পর মেজু আঙ্গুলি, তার পর অনামিকা, তার পর কনিস্টা আঙ্গুলি। তার পর বাম হাতের কনিস্টা,অনামিকা, মেজু, তরজনিও বৃদ্দা আঙ্গুলির নখ কাটিয়া। তার পর ডান হাতের বৃদ্দাঙ্গুলির নখ কাটিবে।

তার পর ডান পায়ের কনিস্টা অনামিকা,মেজু, পায়ের তরজনি ও বৃদ্দা আঙ্গুলির নখ কাটিয়া বাম পায়ের বৃদ্দা আঙ্গুলি হইতে শুরু করিয়া কনিস্টায় গিয়া নখ কাটা শেষ করিবে। তার পর কর্তিত চুল ও নখের অংশ পবিত্র জায়গায় মাটির নিচে দাফন করিয়া রাখিবে । অন্যতায় নাপাক জায়গায় ফেলিলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। নখ কাটার ইহাই মাছনুন ত্বরিকা।

www.pathagar.com

বগল ও নাভির নীচের চুলের কথা

বগলের নিচের চুল পুরুষ ও স্ত্রীলোক উপরাইয়া ফেলিয়া দিবে। ইহাই সুন্নাত।

কোন ঔষধ দ্বারা উঠাইয়া ফেলা জরুরাতান জায়েয আছে।

নাভীর নিচের চুল কামানো পুরুষ ও স্ত্রী লোক উভয়ের জন্য সুন্নত।

তবে স্ত্রীলোকদের জন্য নাভীর নিচের চুল উঠাইয়া ফেলা জায়েয আছে। জরুরাত হইলে ঔষধ দ্বারা উঠাইতে পারিবে। পুরুষদের জন্য নাভীর নিচের চুল উঠানো দুরস্ত নহে।

পায়খানার রাস্তার চুল ব্রাশের কাজ করে তাই উহা কাটিবে না। এই ভাবে শরিরের অন্যান্য জায়গার চুলজরুরাত ছাড়া উঠাইবে না বা কামাইবে না।

স্বামী মারা গেলে

স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাহাকে দেখিতে পারিবে, স্পর্শ করিতে পারিবে, ও গোসল দিতে পারিবে উহাতে কোন দোষ নাই।

কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না বা গোসল দিতে পারিবে না। কিন্তু দেখিতে পারিবে।

অবশ্য তাহাকে গোসল দেওয়ার কোন মেয়েলোক পাওয়া না গেলে জরুরাতান গোসল দিতে পারিবে। যদি গোসল দাতা স্ত্রীর হায়েয বা নেফাছ থাকে বা গোসল ফরজ অবস্থায় থাকে তবে গোসল দিবে না।

কোন মেয়ে লোক মারা গেলে তাহার পেটে জীবিত বাচ্চা থাকিলে সেই মেয়ে লোকের পেট অপারেশন করিয়া বাচ্চা খালাস করিয়া ঐ মেয়ে লোকটিকে কাফন দাফন করিবে। উহাতে কোন দোষ নাই।

www.pathagar.com

স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত

স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে বা স্বামী মারা গেলে বা অন্যান্য কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ বসা হইতে নিদির্ষ্ট সময় পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকিলে উহাকে শরিয়তে ইদ্দত বলে। স্ত্রীর ইদ্দত দুই প্রকারের হইয়া থাকে।

যথাঃ- ১। স্বামী তালাক দিলে বা মুসলমান হাকিম কর্তৃক বিবাহ বন্ধন ছিন্ন ঘোষনা করা হইলে। উহার ইদ্দত হইল তিন হায়েয অথাৎ যে দিন স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হইল বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিল সেই দিন হইতে স্ত্রীর তিন হায়েয যেই দিন শেষ হইবে সেই দিন স্ত্রী লোকটি ইচ্ছা করিলে শরা অনুযায়ী নতুন স্বামী গ্রহন করিতে পারিবে।

কমপক্ষে তিন হায়েয ৬০ দিনে হইতে হইবে। এর কমে ইদ্দত পুর্ণ হইবে না। কেহ কেহ মনে করেন যে ইদ্দতের সময় হইল তিন মাস ইহা ঠিক নহে।

কারন তিন হায়েয অতিবাহিত হইলে জরায়ুতে বাচ্চা নাই বলিয়া নিশ্চয়তা হয়। ইহাই জানা, ইদ্দতের মুল উদ্দেশ্য। ইহার ফলে পূর্বের স্বামীর কোন বাচ্চা গর্ভে থাকেনা প্রমাণিত হয়।

২। দ্বিতীয় প্রকার ইদ্দত হইল, স্বামী মারা যাওয়ার পর ইদ্দত পালন করা। উহাকে ইদ্দাতে ওয়াফাত বলে।

যে সমস্ত বয়স্কাদের হায়েয বন্দ হইয়া গিয়াছে বা নাবালেগা হওয়ার কারনে হায়েয আসেনা। তাহাদের ইদ্দত হইল তিন মাস।

যে মেয়ে লোকের হায়েয চালু আছে তাহার স্বামী মারাগেলে স্ত্রীর জন্য গর্ভে বাচ্চা না থাকিলেও চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করিবে। এ অবস্থায় স্ত্রী চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে নুতন স্বামী গ্রহন করিতে পারিবে না। উহাতে ইদ্দত ও শোক পালন উভয় কাজই হইয়া যাইবে।

www.pathagar.com

যদি স্ত্রীর গর্ভে কোন বাচ্চা থাকা প্রমানিত হয়। তবে উহার ইদ্দত দুই প্রকারের। যথা ঃ- (ক) চার মাস দশ দিনের ভিতর বাচ্চা প্রশব হইয়া গেলেও স্ত্রীলোক টি চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করিবে। উহাকে ইদ্দতে আক্বাল্লে বলে।

(খ) আবআদুল আযালাইন অর্থাৎ বাচ্চা প্রসব হইতে নেফাছ শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি চার মাস দশদিনের ও বেশী সময় লাগে নেঁছাফের ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী লোকটি দ্বিতীয় বিবাহ বশিতে পারিবে না।

মৌখিক বিবাহ হওয়ার পর স্বামী স্ত্রী যদি কিছুক্ষণের জন্য নির্জন কোন স্থানে অবস্থান করে যে স্থানে সহবাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সহবাস হোক বা না হোক এ অবস্থায় তালাক হইলে তিন হায়েয ইদ্দত পালন করিতে হইবে। আর স্বামী মারা গেলে চার মাস ১০দিন ইদ্দত পালন করিবে। আর যদি বিবাহ হওয়ার পর স্বামী স্ত্রী কিছু ক্ষনের জন্য নির্জনে কোন জায়গায় অবস্থান না করিয়া থাকে তবে তালাক প্রাপ্তা হইলে বা স্বামী মারা গেলে কোন ইদ্দত লাগিবে না।

স্ত্রী মারা গেলে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ করার পুর্বে কোন ইদ্দত লাগিবে না। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"স্ত্রীর স্বামী ছাড়া যে কোন নিকট আত্মিয় মারা গেলে তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করিতে পারিবে।

অন্যান্য আত্মিয় স্বজন মারা গেলে তিনদিন শোক পালন করিবে।

আমাদের দেশে কেহ কেহ আত্মীয় স্বজন মারাগেলে সাত দিন, দশদিন, একুশ দিন, বা চল্লিশা করিয়া থাকে। ইহা করার ইছলামে কোন দলিল নাই। এসব করা বেদাত।

হায়েয চলা কালিন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে আংশিক হায়েয ধরা যাইবে না। পূর্ণ তিন হায়েয ইদ্দত পালন করিবে।

www.pathagar.com

নিকাহে মুতয়া

নিকাহে মুতয়া এর অর্থ হইল কোন মেয়ের সহিত কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দুই জনে মিলিয়া অর্থের বিনিময়ে বসবাস ও সহবাস করার অস্থায়ী কন্ট্রাকট করা। এই রূপ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। কারন সমূহ নিম্নে দেওয়া হইল যথাঃ-

১। উহাতে স্থায়ী ভাবে সর্বদা এক সাথে বসবাস করার কন্ট্রাক নাই। উহাতে বাচ্চা হইলে বাচ্চার লালন পালনের ব্যবস্থা নাই।

২। তাহাদের মধ্যে অস্থায়ী কন্ট্রাক ছিন্ন হইলে স্ত্রী লোকটির জীবনের কোন নিশ্চয়তা থাকে না।

৩। স্থায়ী বিবাহের কন্ট্রাক ছাড়া মনে শান্তি আসে না।

৪। মনে গাঢ় প্রণয় মহব্বত ও রহমত আসে না।

৫। বংশ রক্ষা হয় না।

আল্লাহতা'য়ালা ফরমান "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের বিবি গণকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এবং তোমাদের বিবি গণ হইতে সন্তান সন্ততি ও আত্মীয় স্বজন দান করিয়াছেন।"

তাই স্থায়ী কন্ট্রাক ছাড়া বিবাহ করা হারাম। অন্যতায় জিনাকারী হিসাবে হাসরে ময়দানে উঠিবে।

এক বর্ণনায় আছে, কোন মুসলমান যদি কোন কাফেরকে হত্যা করে তবে মুসলমান হত্যাকারীকে কাফেরের বদলে হত্যা করা হইবে না। বরং মুসলমান হত্যাকারী কাফেরের বদলে নির্দিষ্ট আর্থিক জরিমানা বা যেমান দিয়া দিবে।

www.pathagar.com

টেষ্ট টিউবের বাচ্চা

স্বামীর বীর্য যদি স্ত্রীর জড়ায়ুতে যন্ত্রের সাহায্যে বা আঙ্গুলের সাহায্যে প্রবেশ করানো হয় তবে উহা জায়েজ আছে। আর সেই সন্তান সেই স্বামীর বলিয়া ধরা হইবে।

যদি অন্য কোন পুরুষের বীর্য কোন মেয়ে লোকের জরায়ুতে যন্ত্রের সাহায্যে বা আঙ্গুলের সাহায্যে ঢুকানো হয়। তবে সেই বীর্য দ্বারা বাচ্চা হইলে সেই বাচ্চা হারাম জাদা হইবে। তাহা স্বামীর হইবে না।

কোন স্ত্রী লোকের স্বামীর বীর্যের দ্বারা বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে সেই মেয়ে লোকটি বাচ্চার আগ্রহী হইলে তাহার স্বামী হইতে তালাক নিতে হইবে। তার পর ইদ্দতান্তে শরা অনুযায়ী নুতন স্বামী গ্রহন করিয়া যন্ত্রের দ্বারা বা আঙ্গুল দ্বারা তাহার বীর্য জরায়ুতে ঢুকাইতে পারিবে। এবং বাচ্চা হইলে সেই বাচ্চা দ্বিতীয় স্বামীর বলিয়া গন্য হইবে।

বিবাহের পুর্বে কোন পুরুষ তাহার বীর্য বাহির করিয়া গবেষণাগারে সংরক্ষন করিয়া পরবর্তীতে তাহার স্ত্রীর জরায়ুতে যন্ত্রের সাহায্যে প্রবেশ করাইলে যে বাচ্চা হইবে তাহা হারাম জাদা হইবে।

কোন যুবতী যদি অবৈধ মিলনে গর্ভবতী হয় তবে যাহার দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে সে যদি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হয় তবে জরুরাতান ও কেরাহাতান বিবাহ পড়াইয়া দেওয়া জায়েয হইবে।

মুছলমানের সহিত কাফেরের বিবাহের কথা

কোরআনে পাকে আছে "কোন মুছলমান পুরুষের সহিত কোন অমুছলমান স্ত্রী লোকের বিবাহ দুরস্ত নহে বরং হারাম। এই ভাবে মুসলমান স্ত্রীলোকের জন্য কোন অমুছলমান পুরুষের নিকট বিবাহ বসা ও হারাম। এই রূপ বিবাহে সহবাসে জিনা ধার্য্য হয়। সন্তান হারামজাদা হইবে।

www.pathagar.com

কোন ইহুদী বা নাছারা স্ত্রীলোক যদি আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে শরীক না করে তবে ইহুদী ও নাছারা অবস্থায় মুসলমান পুরুষ তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে। কিন্তু কোন মুসলমান স্ত্রীলোককে কোন ইহুদী বা নাছারা পুরুষের নিকট বিবাহ দেওয়া হারাম হইবে। এইরূপ বিবাহে সহবাস হইলে যিনা ধার্য্য হইবে সন্তান হারামজাদা হইবে।

কোন মুছলমান পুরুষের জন্য কোন হিন্দু স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হারাম। সেই ভাবে কোন মুছলমান মেয়ে হিন্দু ছেলের নিকট বিবাহ বসিতে পারিবে না। বসিলে হারাম হইবে।

কোন মছুলমান যুবক কোন হিন্দু যুবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলে প্রথমে হিন্দু যুবতীটি মুছলমান হইলে তাহাকে বিবাহ করিতে পারবে। এই ভাবে কোন হিন্দু যুবকের নিকট মুছলমান যুবতীর বিবাহ বসিতে হইলে প্রথমে হিন্দু যুবকটি মুছলমান হইলে তারপর বিবাহ বসিতে পারিবে অন্যথায় হারাম হইবে।

বর্ণিত আছে যে, কোন অমুসলমানকে মুসলমান করিতে পারিলে দুনিয়ার সকল সম্পদ বিক্রি করিয়া দান করিলে যে ছওয়াব হয় তাহা পাওয়া যাইবে।

বর্তমান সরকারের আইন অনুযায়ী মৌখিক ভাবে যুবক যুবতী প্রথমে মুছলমান হইবে তারপর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট করিয়া মুছলমান হওয়ার পর বিবাহ পরানোর পর কাজী সাহেবের অফিসে বিবাহ রেজিষ্ট্রি করিয়া নিবে।

স্বামী-স্ত্রী কাফির অবস্থায় তাহাদের ধর্ম অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াথাকিলে পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক সঙ্গে মুছলমান হইলে উভয়ের বিবাহ ইসলামী আইনে সিদ্ধ থাকিবে।

www.pathagar.com

অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে মাহরাম সম্পর্ক থাকিলে পূর্বের বিবাহ বন্ধন ইসলামী আইনে ভঙ্গ হইয়া যাইবে। যেমন- অগ্নি উপাসকগণ ভাই-বোনে, মাতা-পুত্রের বিবাহ দুরুস্ত মনে করে যাহা ইসলামী আইনে সম্পূর্ণ হারাম।

স্ত্রী যদি প্রথমে মুছলমান হয় এবং স্বামী যদি পরে মুছলমান হয় তবে তাহাদের পূর্বের বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। এই ভাবে স্বামী যদি প্রথমে মুছলমান হয় এবং স্ত্রী যদি পরে মুছলমান হয় তবে তাহাদের পূর্বের বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

কিন্তু স্ত্রী প্রথমে মুছলমান হইয়া থাকিলে তৎক্ষনাৎ তাহার স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিলে মুছলমান হইয়া গেলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকিবে। এইভাবে স্বামী প্রথম মুছলমান হইলে স্ত্রীকে মুছলমান হওয়ার দাওয়াত দিবে। ততক্ষনাৎ স্ত্রী মুছলমান হইয়া গেলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকিবে। আর যদি মুছলমান না হয় তবে বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। এই রূপ স্ত্রীলোক মুছলমান হওয়ার পর তিন হায়েজ ইদ্দত পালন করিয়া মুছলমান পুরুষের নিকট বিবাহ বসিতে পারিবে। (কানজ)

আল্লাহ তায়ালা ফরমান "তোমরা মুশরেক রমনীদেরকে মুছলমান না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করিও না এবং নিশ্চয় মুছলমান মুমিন বাদী মুশরিক রমনী হইতে উত্তম। যদিও তাহারা সুন্দরী থাকিয়া থাকে। আর তোমরা কোন মুছলমান যুবতীকে কোন মুশরিক পুরুষের নিকট যতক্ষন না তাহারা মুমিন না হয় বিবাহ দিও না। নিশ্চয় মুমিন কৃতদাস মুশরিক পুরুষ হইতে উত্তম। যদিও তাহারা সুন্দর হয়। তাহারা অন্যকে দোযখের দিকে ডাকিয়া থাকে আর নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বেহেস্ত ও মাগফেরাতের দিকে ডাকেন।"

উল্লেখিত আয়াতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কোন মুছলমান পুরুষের জন্য কোন মুশরিক যুবতীকে বিবাহ করা হারাম। এই রূপে কোন মুছলমান যুবতীর জন্য কোন মুশরিক যুবকের নিকট বিবাহ বসাও হারাম।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা ফরমান, "তোমাদের জন্য আহলে কিতাবের খাদ্য সামগ্রী হালাল করা হইল। এই ভাবে তোমাদের খাদ্য সামগ্রী তাহারাও খাইতে পারিবে। এছাড়া সতী-সাধ্বী মুমিন স্ত্রীলোককে শাদী করিবে। এইভাবে আহলে কিতাবের সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোককে তোমরা বিবাহ করিতে পারিবে। যদি তোমরা তাহাদের মোহর দিয়া দাও। অবশ্য যাহারা সতী নন, তাহাদেরকে বিবাহ করিতে পারিবে না।"

যে সমস্ত ইহুদী যুবতীগণ ওযায়ের (আঃ) কে আল্লাহ তায়ালার পুত্র মনে না করে সেইসব যুবতীদেরকে মুছলমান যুবকের জন্য বিবাহ করা যায়েজ আছে। কিন্তু এই যুবতীর যদি ধারনা থাকে যে, ওযায়ের (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পুত্র তবে মুছলমান যুবকের জন্য তাহাকে বিবাহ করা হারাম হইবে।

এইভাবে যে যুবতী নাছারা (খৃষ্টান) ধর্মালম্বী তাহার যদি এইরূপ ধারনা থাকে যে মারিয়ম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার স্ত্রী এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পুত্র (নাউযু বিললাহে মিনহা) তবে এই রূপ যুবতীকে মুছলমান পুরুষের জন্য বিবাহ করা হারাম হইবে।

কারণ এই মতবাদে বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ কুফুরী ।

আল্লাহতা'য়ালা ফরমান, "তোমরা মুশরিক দিগকে মোমিন না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করিও না।

বর্তমানে একতত্ববাদী ইহুদী ও নাসারাদের মেয়েকে মুছলমান পুরুষ সাদী করিতে চাহিলে প্রথমে সেই মেয়েদিগের বিশ্বাসের কথা পূর্বেই জানিয়া বিবাহ করিবে। অন্যথায় বিবাহ দুরুস্থ হইবে না।

কোন এলাকায় যদি মুছলমানের সংখ্যা কম থাকিয়া থাকে তবে সেই এলাকার যুবতীদেরকে মুছলমান যুবকগণ অবশ্যই বিবাহ করিবে। অন্যথায় সেই এলাকার মুছলামান যুবতীদের বিবাহ না হওয়ার জন্য দায়ী থাকিবে।

www.pathagar.com

অবশ্য মুছলমান যুবতী না পাওয়া গেলে একত্ববাদে বিশ্বাসী ইহুদী ও নাসারা যুবতীদের বিবাহ করা যায়েজ হইবে।

মুছলমান পুরুষের জন্য একত্বাবাদী কিতাবী মেয়েদেরকে এই কারণে বিবাহ করা যায়েজ করা হইয়াছে। যথা ঃ- ১। বাড়ীতে পরিবারের প্রধান মুছলমান হইলে সন্তানাদি মুছলমান হইবে ইহাই ইসলামের বিধান। সারা দুনিয়ায় যে কোন আইনে সন্তানের পিতাই বাচ্চার মালিক হইয়া থাকে। তাই পিতা কাফের হইলে সন্তানও সাধারণত কাফের হইয়া থাকে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেক সন্তান মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহন করে পরিবর্তীতে তাহার পিতা মাতা তাহাকে ইয়াহুদী নাসারা বা মাজূছি ধর্ম শিক্ষা দিয়া থাকে। (মিশকাত)

(২) পরিবারের প্রধান সন্তানাদিকে যে শিক্ষা দিয়া থাকে সন্তান ও পরিবারের লোকেরা তাহাই গ্রহন করিয়া থাকে। তাই পিতা অমুসলমান হইলে সন্তানদিগকে ইসলাম বিরুধী তালিম দিয়া থাকে। আর যদি পিতা মুসলমান হয় তাহা হইলে পরিবারের সকলকে ইসলামী তালিম দিয়া থাকে।

(৩) সন্তানের পিতা অমুসলমান হইলে আর মাতা মুসলমান হইলে যেহেতু মাতা পরিবারের প্রধান নহে তাই তাহার কথা পরিবারের প্রধান অমুসলমান হওয়ায় কেহ শুনেন না। মুসলমান স্ত্রীলোকের জন্য অমুসলামান স্বামীর পরিবারে কোন গুরুত্ব থাকেনা।

রুগ ব্যাধি

আল্লাহ্তায়ালা কুরআনে পাকে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সিমীত খাদ্য ও পানীয় পান করার হুকুম করিয়াছেন। এই রূপে অন্যান্য হালাল খানা ও খাওয়ার তাগিত করিয়াছেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "হারাম

www.pathagar.com

দ্রব্যে কোন ঔষধ নাই বরং হারাম দ্রব্য ভক্ষনে রুগ ব্যাধি হইয়া থাকে।" (মুসলিম)

আমার লিখা, "ইসলামের দৃষ্টিতে মুছিবাত, চিকিৎসা ও মৃত্যু" নামক পুস্তকে হালাল খাদ্যের তালিকা ও বিভিন্ন রুগের চিকিৎসা সম্পর্কে ছহি হাদিছ দ্বারা বর্ণনা করিয়াছি, ইহা পড়িয়া নিন।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "ডাক্তার না হইয়া যে ব্যক্তি চিকিৎসা করে তাহার চিকিৎসায় রুগীর ক্ষতি হইলে সেই দায়ী থাকিবে।" (মিশকাত)

উল্লেখিত হাদিস অনুযায়ী রোগাক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা জানা না থাকিলে অভিজ্ঞ পরহেজগার ডাক্তার এর নিকট জানিয়া ব্যবস্থা গ্রহন করিবে। অন্যথায় নিজের বাঅপরের ভুল চিকিৎসার ক্ষতির জন্য দায়ী থাকিবে।

তাতিম্মাহ

(১) অবিবাহিত কোন রমনীর জারজ সন্তান হইলে ইসলামী আইনে সেই রমনীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে ইসলামী আইন চালু না থাকায় প্রথম শ্রেণীর মেজিষ্ট্রেটের হুকুম ছাড়া এরূপ শাস্তি দিলে প্রচলিত খ্রিষ্টানদের ফৌজদারী আইনে সেই শাস্তি দাতা দন্ডনীয় হইতে পারে। তাই ইসলামী আইনে এইরূপ বিচার হওয়ার জন্য সকল মুসলমানদের চেষ্টা করিতে হইবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দায়ী থাকিবে।

(২) কোন অবিবাহিত যুবতী গর্ভবতী হইলে যাহার দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে সে যদি তাহাকে বিবাহ করিতে চায় তাহলে সেই বিবাহ পড়াইয়া দেওয়া জায়েজ আছে।

(৩) কোন বিবাহিতা রমনী জিনা করিলে উহা প্রমাণিত হইলে ইসলামী আইনে সেই রমনীকে প্রাণদন্ড দেওয়ার কথা কোরআনে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই স্বাস্তি দিতে হইলেও প্রথম শ্রেনীর মুসলমান হাকিমের রায় অনুযায়ী দিতে

www.pathagar.com

হইবে। অন্যথায় অন্য কেহ এই শাস্তি দিলে নিজে দায়ী থকিবে। এবং সরকারী ভাবে দন্ডিত হইবে।

(৪) কোন অবিবাহিত পুরুষ জিনা করিলে উহা ৪ জন স্বাক্ষীর দ্বারা প্রমানিত হইলে ইসলামী বিধি অনুযায়ী তাহার উপর ৮০ টি বেত্রাঘাত করা ওয়াজেব হয়। এই ভাবে কোন বিবাহিত পুরুষ জ্বিনা করিলে ইসলামী বিধান অনুযায়ী তাহাকে প্রাণদন্ড দিতে হয়। অবশ্য ইহা প্রথম শ্রেণীর মুসলমান হাকীমের রায় অনুযায়ী সরকার কর্তৃক হইতে হইবে।

(৫) কোন যুবক বা যুবতী বা বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তার ওপর জ্বিনা করার তহমত আসিলে অবশ্যই ৪ জন সৎ পুরুষ স্বাক্ষী বা পুরুষ সাক্ষি সহ একজন পুরুষের বদলে দুই জন ফরহেজগার স্ত্রীলোক স্বাক্ষি হইলে ও স্ত্রীলোকটিকে একই সঙ্গে দোয়াত কলমের ন্যায় মিলিত অবস্থায় দেখিলে উল্লেখিত শাস্তি ইসলামের বিধান অনুযায়ী ধার্য্য হয়। ৪ জন স্বাক্ষীর মধ্যে যদি একজন বলেন যে, আমি দোয়াত কলমের ন্যায় দেখিনাই তাহা হইলে বাকী ৩ জন দোয়াত কলমের মিলিত থাকার ন্যয় বলিলে অন্য সাক্ষিদিগকে ৮০টি তহম্মতের বেত্রাঘাত করিতে হইবে। স্বাক্ষী দেওয়ার বেলায় শুধু মেয়েলোকের স্বাক্ষী গ্রহণযোগ্য নহে। অবশ্যই দুই জন সতী সাধ্যী মেয়েলোক একজন সত্যবাদী পুরুষের স্বাক্ষীর সমান ধরা হইবে। সকল স্বাক্ষীগণকেই মুমিন মুত্তাকি হইতে হইবে।

৬। কোন অবিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবার জারজ সন্তান গর্ভে থাকিলে সেই সন্তানটি প্রসব হওয়ার পর নেফাসের ইদ্দত গেলে অন্য পুরুষের নিকট বিবাহ বসিতে পারিবে। আর যদি জারজ সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে ইদ্দতান্তে সহবাস করিতে পারিবে।

www.pathagar.com

৭। কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ হওয়ার ৬ মাসের পর বাচ্ছা হইলে যে স্বামীর সহিত বিবাহ হইয়াছে তাহার বাচ্চা ধরা হইবে। আর যদি ৬ মাসের কমে বাচ্চা হয় তবে সেই বাচ্চাটিকে জারজ সন্তান বলিয়া ধরা হইবে।

৮। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "মুমিন এক পেটে খায় আর কাফির সাত পেটে খায়।" তাই সারা পেট খাদ্যের দ্বারা ভর্তি করা ইছরাফ। কোরআনো পাকে আছে, "তোমরা খাদ্য গ্রহন কর এবং পানীয় গ্রাহন কর কিন্তু ইছরাফ করিওনা।" ইসলামী বিধান অনুযায়ী খাদ্য গ্রহন করিলে নানা প্রকার শারীরিক ও রতি জরুপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, ঠিকমত ঘুম হয় ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৯। অধিক রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক নহে। এছাড়া ফজরের নামাজ পড়ায় অসুবিধা হইতে পারে।

১০। বর্ণিত আছে যাহাদের সর্বদা তাহাজ্জদ নামাজ পড়ার অভ্যাস রহিয়াছে বা কিতাবাদি লেখা বা ওয়াজ নসিহত করার অভ্যাস রহিয়াছে তাহারা এসব নেক কাজ করিতে পারিবেন।

১১। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "বেলা উঠার সময় যাহারা শুইয়া থাকে তাহাদের দরিদ্রতা যায়না।"

ফজরের নামাজের পর সময় থাকিলে আল্লাহ তায়ালার নফল ইবাদতে সাথে সাথে নির্মল বায়ু গ্রহণ করার চেষ্টা করিবে তবে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে।

১২। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক" তাই রুগমুক্ত থাকিতে হইলে নিয়ম মাফেক চুল, নখ কাটিতে হইবে। নিয়ম মোতাবেক অযু গোসল করিতে হইবে। হালাল খাদ্য গ্রহন করিতে হইবে।

১৩। রাসুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়ফছেন, "শরীরের রক্তে এক ফোটা হারাম খাদ্যের দ্বারা বাড়িলে উহা দোযখে যাইবে।

১৪। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "নেজাফত ইমানের অংশ"

www.pathagar.com

কোরআনে পাকে আছে- "আল্লাহ্ তায়ালা তওবাকারী ও পবিত্রতা গ্রহণকারীকে মহব্বত করেন।"

১৫। কোন কোন বর ও কনে বিবাহের পর প্রথম দিকে লজ্জার কারনে ফরজ গোছল করেনা। এই জাতীয় লজ্জা ইসলামে নিষিদ্ধ, কারণ ফরজ ও ওয়াজেব কাজে লজ্জা করিয়া পালন না করা কবিরাহ্ গুনাহ।

১৬। বর ও কনেকে অবশ্যই বাংলা মায়ারেফুল কোরআন, মেশকাত শরীফ ও বাংলা আলমগিরী অবশ্যই পড়িয়া নিতে হইবে। এছাড়া আমার লিখা ও প্রকাশিত কিতাব গুলি পড়িয়া নিবে। যথাঃ- ফাজায়েলে মেছওয়াক, কোরবানির ইতিহাস, রোজার ওহি, তাকদির ও নিয়ত, ইসলামের দৃষ্টিতে মুছিবাত, চিকিৎসা ও মৃত্যু ইত্যাদি।

১৭। ইসলামের পাঁচ বেনা যথা, ১. কালেমায়ে শাহাদাৎ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ এর একরার করা ২. নামাজ আদায় করা ৩. রোজা আদায় করা ৪. যাকাত আদায় করা ৫. হজ্ব আদায় করা। অবশ্যই বর, কনে ও সকল মুছলমান এইগুলি অতি জরুরী মনে করিয়া আমল করিবে।

এছাড়া ইসলামের ছয় রুকনের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিবে। যথা, ১. আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস করিবে। ২. আল্লাহ্ তায়ালার ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস করিবে। ৩. আল্লাহ তায়ালার কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস করিবে। ৪. আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসুল ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস করিবে। ৫. কিয়ামতের দিনের হিসাবের কথা বিশ্বাস করিবে। ৬. তাকদীরের উপর বিশ্বাস করিবে।

১৮। পরিবারে সকল সহ বর ও কনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবে, প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ আলহামদুলিল্লাহ্ এবং ৩৪ বার আল্লাহুআকবার পড়িয়া ১ বার আয়াতুল কুরছি পড়িবে। বেলা উঠিলে কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করিবে। এছাড়া এশার নামাজের পর প্রতিদিন

www.pathagar.com

সূরায়ে ওয়াক্বিয়াহ পড়িয়া শুইবে। সময় পাইলে প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর একশত বার সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার পড়িবে তারপর আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ত নামাজের দুরুদ শরীফ পড়িয়া দোয়া করিবে। সকল নেক কাজ বিসমিল্লাহ্ বলিয়া আরম্ভ করিবে। সর্বদা জিহ্বাহকে আল্লাহ জিকিরে মাশগুল রাখিবে।

১৯। সাংসারিক কাজের ফাকে মুখে বা মনে আল্লাহতালার নাম যিকির করিবে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরকে ইছলামী বিধান শিক্ষা দিবে।

স্বামী স্ত্রী উভয়ে মুত্তাকি ফরহেজগার হইলে সন্তান ও ফরহেজকগার হইবে। কাহারও ক্রুটি থাকিলে তওবা করিয়া নিবে।

কোন সময় কাওকে গালি দিবে না এমনকি কোন প্রাণীকে বা কোন মাকলুকাতকে গালি দিবে না।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন," কেহ যদি কোন মানুষকে গরু বা গাধা বলে তবে তাহার উপর ২০টি বেত্রাগাত ধার্য হয়।

যে পিতা বা মাতা নিজ সন্তান কে হারামজাদা বা হারামজাদী বলে তবে সেই পিতা বা মাতার উপর ৮০টি বেত্রাগাত ধার্য হয়।

প্রথম শ্রেণীর মুসলমান হাকিম ছাড়া হুদুদ জারী করা যায় না।

২০। কেহ কেহ বালেগ চাকর, বালেগা চাকরানীর সামনে আসা যাওয়াতে কোন দোষ মনে করে না, তাহা ঠিক নহে। কোরআনে কারীম ও হাদীছে রাছুল অনুযায়ী খরিদা দাসীগণ নির্দিষ্ট আংশিক চতরে ও পর্দা পুশিদায় কাজকর্ম করিতে পারিবে। কিন্তু বার্ষিক ভিত্তিতে চাকরাণীদের বেলায় তৃতীয় রকম পর্দার হুকুম ছহি ভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথায় বেপর্দার গোনাহ হইবে।

২১। নাকে মাটি লাগুক গালি দেওন জায়েজ আছে। কিন্তু বুকে মাটি লাগুক মরে যাও মান্তাই লাগুক, এরূপ গালি দেওয়া হারাম। এই ভাবে গরু

www.pathagar.com

পড়া, মুরগী পড়া, কুত্তা পড়া, শুকর পড়া এই জাতীয় অন্যান্য প্রানীর নাম নিয়া গাঁলি দেওয়া হারাম। স্টুপিড, ইডিয়ট, ব্লাডি গালি দেওয়া হারাম।

২২। স্ত্রী কোন দিন পরিবারের কাউকে টাস টাস করিয়া কোন কথার উত্তর দিবে না। বরং নম্র ও ভদ্রতার সহিত কথা বার্তার উত্তর দিবে।

২৩। শরিয়ত মোতাবেক যাহাদের সামনে যাওয়া হারাম তাহাদের সঙ্গে অতি জরুরত ছাড়া কথা বলা হারাম। জরুরাতের সময় পর্দায় থাকিয়া কথা বলিতে গলার স্বর বদলাইয়া সংক্ষেপে কথা বলিবে বা উত্তর দিবে।

২৪। স্ত্রী নিজ পিতার নিকট হইতে টাকা পয়সা আনিয়া স্বামীর বাড়িতে কোন কাজ করিতে চাহিলে পরিস্কার ভাবে সামনা সামনি কথা বলিয়া ফায়সালা করিয়া কাজ করিবে, অন্যথায় নানা রকম সন্দেহ হইলে ভবিষতে ঝগড়া বিবাদ হইতে পারে।

২৫। শ্বশুর শ্বাশুরি বা স্বামীকে এরূপ কোন কথা বলিবে না যাহাতে ঝগড়া বিবাদ হইতে পারে। জরুরাত অনুযায়ী কোন কথা বলিতে হইলে নম্র ভাবে স্বামীকে সত্য ঘটনা জানাইবে। স্বামীর চরিত্র গত কোন বেশরা দোষ থাকিলে। স্ত্রীর কথায় সংশোধন না হইলে ছবর করত আল্লাহতালার নিকট তাহার হেদায়েতের দোয়া করিবে এবং নম্র ভাবে হেদায়েত করিতে চেষ্টা করিবে। তাহার পরও স্বামী শরীয়ত মোতাবেক না চলিলে তাহার পিতা মাথা ও নিজ পিতাকে জানাইবে। তার পরও বিরুধের বা বেশরা কাজের কোন সুরাহা না হইলে মুসলমান হাকিমের নিকট ফায়সালার জন্য নালিশ করিবে।

স্ত্রীর অভ্যাস বা চরিত্র খারাপ থাকিলেও নিয়ম অনুযায়ী সংশোধন করার জন্য স্বামী চেষ্টা করিবে।

২৬। আশে পাশের গরিব মিশকিনের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। স্বামির পয়সা দান করিতে হইলে পুর্বেই স্বামী হইতে এজাজত নিয়া নিবে। আর নিজের পয়সা দান করিতে চাহিলে ইচ্ছা অনুযায়ী দান করিবে।

www.pathagar.com

২৭। দেওর ভাশুর হইতে শক্ত পর্দায় থাকিবে। এমন কি শ্বশুর, কোন ঘরে একা থাকিলে সেই ঘরেও একা যাইবে না বরং অন্য কোন বাচ্চাকে সংগে নিয়া যাইবে। অন্যথায় গোনাহ হইবে।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, " আলহামু আল মাউত" অর্থাৎ ভাশুর দেবর ও শ্বশুর মৃত্যুর সমান। (মাজমাউল বিহার)

২৮। সাধারনত স্ত্রী লোকদের ওয়াজে বেশী আচর করেনা। তাই রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন," স্ত্রী লোক গন হইল শয়তানের রশি। তাহাদের কে আদম (আঃ) এর পাজঁরের বক্র হাড্ডির অংশ হইতে পয়দা করা হইয়াছে। তাই সোজা করিতে গেলে ভাংগিয়া যাইতে পারে। সে কারনে স্বামী ধর্য্য ধারন করিয়া তাহাকে হেদায়েত করিতে চেষ্টা করিবে।

২৯। স্ত্রী কোন সময়েই নানা কথায় বুদ্ধির প্যাচ লাগাইবে না।

৩০। মেয়ে লোকেরা একটু সুযোগ পাইলেই পুরাতন কিচ্ছা বলিতে শুরু করে। ইহাতে সংসারে বিরাট সমস্যার সৃস্টি হয়। তাই এরূপ করা ঠিক নহে।

৩১। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, কোন মানুষ কোন সময় কোন গুনাহ করিয়া তওবা করিয়া ফেলিলে কেহ যদি সেই গোনাহের কথা বলিয়া বেড়ায় বা তিরস্কার করে তবে যে ব্যক্তি বলিয়া বেড়াইবে সেই ব্যক্তি সেই গুনাহ না করিয়া মরিবে না।

৩২। বেশী চঞ্চলতা ইছলাম পছন্দ করেনা। তাই সকল অবস্থায় মধ্যম পন্তা অবলম্বন করিবে। ধীর স্থির ও গাম্ভির্যভাবে মানুষের ইজ্জত বাড়ে।

৩৩। রঙ্গের মধ্যে জাফরানি, যরদ,লাল ও কুসুম এই চারি প্রকার রঙ্গের পোষাক পুরুষের জন্য পরিধান করা নিষেধ। কিন্তু স্ত্রী লোক দের জন্য জায়েয আছে।

৩৪। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন,"আমার সময়ের পর এরুপ স্ত্রী লোক জন্ম নিবে। যাহারা কাপড় পরিয়াও উলংগ থাকিবে।

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন," যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ঝাকঁজমকের ইচ্ছায় পোষাক পড়িধান করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শেষ বিচারের দিন লানতের পোশাক পড়াইয়া দিবেন।

বাজনাদার জেওর পরা নাজায়েয অবশ্য হাতের চুরি সামান্য আওয়াজে অসুবিধা নাই।

পুরুষ ও ছেলেদের নাক কান বিধাঁনো রেশমী কাপড় পরা; বালা, হাসুলি, খোবরা, সোনার তাবিজ ও অন্যান্য অলংকারাদী পড়ানো জায়েয নহে। অবশ্য এসব অলংকারাদী বালিকা ও স্ত্রী লোকগণ পরিধান করিতে পারিবে।

কেহ কেহ ধারনা করেন যে রাতা রাতি মাথার চুলে জটা বাধিঁয়া যায়। উহাতে ফকিরী পাইয়াছে বলিয়া মনে করে। এরূপ ধারনা কুসংস্কার ও বেদাত। দীর্ঘ দিন মাথার চুল ও দাড়ি না আচরাইলে জটা বাধিয়া থাকে উহাতে কোন ফকিরী কেরামতি নাই। বরং এই ভন্ডামী ধারনা মানুষ রূপি শয়তানের কাজ।

সেই স্বামীর হইলে স্ত্রী কাটিতে পারিবে। স্ত্রীর হইলে স্বামি কাটিতে পারিবে। বা নিজে নিজে ও কাটিয়া ফেলিতে পারিবে। উহাতে ভুত ফেরতের আছরের ধারনা ঠিক নহে। এবং ইহাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই কারন আল্লাহ তায়ালা তওবা কারী ও পবিত্রতা গ্রহন কারীকে ভালবাসেন।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ)প্রতি তিন দিন অন্তর মুখের দাড়ি ও বাবরি চিরনী দিয়া আছরাইতেন।

৩৫ নাক না বিধাইলে শরীয়তে কোন দোষ নাই। বরং নাক না বিধানো স্বাস্থ্য সম্মত পদ্ধতি। যাহাতে নাকের শ্লেষ্মা বাহির করিতে কোন বাধা হয় না বা নাকের ছিদ্রে কোন আবর্জনা জমিতে পারে না এবং কোন ঘাঁ ও জন্ম নেয় না।

www.pathagar.com

৩৬। স্বামী ইমাম হইলে স্ত্রী তাহার ডানে দাড়াইয়া একত্রে ফরজ বা সুন্নাত নামাজ জামাতে পড়িতে পারিবে। অবশ্য নামাজের হালতে উভয়ের মনে পবিত্রতা বজায় থাকিতে হইবে। যদি সন্ধেহ থাকে তবে একে অন্যকে স্পর্শ করার ইচ্ছা থাকিলে স্বামী প্রথম কাতারে আর স্ত্রী দ্বিতীয় কাতারে স্বামীর পিছনে একতেদা করিতে পারিবে।

৩৮। আমাদের দেশে সাধারনত মেয়েদের নাক বিধান হয়। নাক না বিধালে শরীয়তে কোন দোষ নাই। বরং নাক না বিধান স্বাস্থ্য সমত পদ্ধতি। যাহাতে শ্লেসমা বাহির করিতে বাধা হয় না বা নাকের ছিদ্রে কোন আবরজনাওজমিতে পারে নাও কোন ঘাঁ জন্ম নেয় না গোছলের সময় নাকে সহজে পৌছে।

স্বামী ই,মাম হইলে স্ত্রী তাহারও ডানে দাড়াইয়া একত্রে ফরজ বা সুন্নাত নামাজ জামাতে পড়িতে পারিবে। অবশ্য নামাজের হালতে উভয়ের মনের পবিত্রতা রাখিতে হইবে। যদি সন্দেহ তাকে যে এসময় একে অন্যকে স্পর্স করিতে পারে তবে স্বামী, প্রথম কাতারে আর স্ত্রী দ্বিতীয় কাতারে স্বামীর পিছনে একতেদা করিতে পারিবে।

মেয়েলোকদের ইসলামী পোষাক হইল পায়জামা, হাতাওলায়া কামিজ ও ওড়না। এইরূপ পোষাকে শাড়ী হইতে পর্দা বেশী রক্ষা পায়। ইহাই মাছনুন ত্বরীকা।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের যে সব মেয়ে লোক পায়জামা পড়িয়া থাকে স্রায় আল্লাহ আপনি তাহাদেরকে রহমত করুন। কোরআনে পাকে মাথা ও বুকে ওড়না পড়ার কথা উল্লেখ আছে। মারিয়াম (আঃ) ও আযওয়াজে মোতাহহারাত (রাঃ) ওড়না কামিজ ও পায়জামা পড়িতেন।

ডাক্তারগণ বলিয়াছেন, বক্ষে টাইট বেষ্ট পরিধান করিলে বক্ষ গরম হইয়া ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী হয়। অগত্যা শাড়ী পড়িলে বড় হাতা, গলা

www.pathagar.com

পর্যন্ত ও কোমর পর্যন্ত ব্লাউজ পড়িতে পারিবে। যাহাতে বুক, ঘাড় ও পিঠের ও পেটের অংশ দেখা না যায়।

৩৯। বোরকা পড়া ইসলামী ড্রেস। বোরকা পরিধানকারীনীর সর্ব প্রকার হেফাজত হয়। ইহা যদিও অতি আবশ্যকীয় তবু ইহা প্রায় আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। যাহার ফলে অনেক দূর্ঘটনা হইতেছে। এই দিকে সকল পর্দানশীনদের লক্ষ্য রাখা জরুরী।

অত্যন্ত জরুরী কাজ ছাড়া স্বামীর এজাজত ব্যতিত স্ত্রীর বাড়ী হইতে বাহিরে যাওয়া যায়েজ নয়।

৪০। বিবাহ শাদীতে লোকের ভীড় হইলে বের্পদা ও বেহায়পনার ভয় হইলে বেড়াইতে না যাওয়াই ঠিক।

৪১। অনেকে সাধারনত মনে করে যে, বাড়ী বা বাসার চাকরের সামনে পর্দা লাগে না। উহা ঠিক নহে। চাকর বালেগ হইলে চাকরানী বালেগা হইলে তাহাদের জন্য পর্দার হুকুম রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ফকির মিসকিন বা বাসায় বাসায় ফেরীওয়ালাদের সঙ্গে পর্দা লাগে না। উহা ঠিক নহে।

৪২। অনেক স্ত্রীলোক বাপের বাড়ীতে নাইয়র গেলে পর্দা কম লাগে বলিয়া মনে করে ইহাও ঠিক নহে। বাপের বাড়ী হইতে স্বামীর বাড়ী যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে কাঁদা-কার্দ্দি করিবে না ও শরীরের পর্দা করিবে।

৪৩। স্বামী, স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিবে। এমনকি বড় নামের সংক্ষেপ করিতে পারিবে। আয়শার জায়গায় আইশু বলিতে পারিবে। হাদীসে এইরূপ বর্ণিত আছে। স্ত্রী স্বামীর নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিবে। তবে নাম বিটকাইবে না। কারন নাম বিটকানো হারাম।

৪৪। আমাদের দেশে কেহ মারা গেলে মেয়েরা একত্রে মিলিয়া শব্দ করিয়া কাঁদাকাটি করে। উহা ঠিক নহে। অবশ্য কাহারো মনের দুঃখে কাঁদা আসিলে ছবর করিয়া আস্তে আস্তে কাঁদিতে পারিবে ও চোখের পানি ফেলিতে

www.pathagar.com

পারিবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, মনের দুঃখে কাঁদিলে যে পানির ফোটা বাহির হয় উহা আল্লাহতায়ালার রহমত।

শুকরিয়ার দোয়া

আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে আদর্শ বিবাহ বইটি তিন খন্ডে কম্পিউটারে কম্পোজের কাজ শেষ হওয়ায় উহার শুকরিয়া হিসাবে কোরআনে কারিমের কয়েক খানা দোয়া লিখিয়া আল্লাহ'তালার দরবারে প্রার্থনা করিয়া শুকরিয়া জানাইয়া বই খানি শেষ করিলাম।

আলহামদুলিল্লাহি কাফা ওয়া ছালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযি নাস্তাফা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাছানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাছানাহ্ ওয়াকিনা আজাবান্নার। রাব্বানা লাতু আখিজনা ইননাছিনা। আও আখতানা, রাব্বানা ওয়া লা তাহমিল আলাইনা ইছরান কামা হামাল তাহু আলাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিনা, ওয়ালা তুহাম্মিলনা মালা তাকাতা লানা বিহি, ওয়াফু আন্না ওয়াগফিরলানা, ওয়ার হামনা আনতা মাওলানা ফানছুরনা আলাল ক্বাওমিল ক্বাফিরিন। রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজেনা ওয়া যুররীয়াতিনা ক্বোররাতা আইউনিনা ওয়াজ আলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা। রাব্বানাগফিরলানা ওয়ালী ইখওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাক্বুনা বিলইমানে। ওয়ালা তাজ আল ফি ক্বলুবিনা গিল্লাল লিল্লাযিনা আমানূ ইন্নাকা রাউফুর রাহীম। রাব্বানা লাতাজআলনা ফিতনাতাল লিল্লাজিনা কাফারু. ওয়াগফিরলানা রাব্বানা ইন্নাকা আন্তাল আযিজুল হাকীম। রাব্বানা আতমিমলানা নূরানা ওয়াগফিরলানা ইন্নাকা আলা কুল্লে সাইয়িন ক্বাদীর। রাব্বি লাতাযার আলাল আরদি মিনাল কাফিরিনা দাইআরা, ইন্নাকা ইন তাযারহুম ইউদিল্লু ইবাদাকা ওয়ালা ইয়ালিদু ইল্লা

www.pathagar.com

ফাজেরান কাফ্যারা। রাব্বিগফিরলি ওয়ালী ওয়ালীদাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বাইতিয়া মুমিনান ওয়ালিল মুমিনিনা. ওয়াল মুমিনাতি ওয়ালা তাযিদিজ জোয়ালিমিনা ইল্লা তাবারা. ওয়া ছালামুন আলাল মুরছালিন. ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

কাতাবাহু

আবুল খায়ের মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ

৫৯৫. চরশোলাকিয়া. কিশোরগঞ্জ।

১৯ শে রবিউচ্ছানী ১৪২১ হিজরী

৬ই শ্রাবণ ১৪০৭ বাংলা

২১শে জুলাই. ২০০০ সাল বুধ বার ।

www.pathagar.com

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

লিখক পরিচিতি

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোফাচ্ছের , মোহাদ্দিছ ও মুফতী, আবুল খায়ের মোহাম্মাদ,নূরুল্লাহ, সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১। নাম- আবুল খায়ের মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ , পিতা ঃ- মারহুম আলহাজ কাজী মাওলানা মোহাম্মাদ শাহ নাওয়াজ, গ্রাম- পাছদারিল্লাহ, ডাকঘর -ঐ, থানা- নান্দাইল, জেলা -ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

২। জন্ম- বাংলা ১৩৪৫ সালের ২৯ শে শ্রাবণ মোতাবেক ইংরেজী ১৪ই আগষ্ট ১৯৩৯, হিজরী ১৩৪৯ রোজ সোমবার প্রত্যুষে, নানা মারহুম মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবের বাড়ীতে দগদগা গ্রামে (থানা- পাকুন্দিয়া জিলা কিশোরগঞ্জ) তাহার মাতার নাম -মারহুমা ফাইহুন্নেছা ফাতিমা।

৩। পারিবারিক বৈশিষ্ট ঃ- তাহার দাদাজান ও দাদীজান সে সময়ের দিনদার পরহেজগার ও তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন । তাহার নানাজান আলেম থাকায় তাহার আম্মাজান ও মুত্তাকীয়া তাহা জ্জুদ গুজার ছিলেন। তাহার আব্বাজান সে সময়ে প্রখ্যাত, পরহেজগার আলেম ছিলেন। তাহার ফতুয়া ফরায়েজের দক্ষতা ছিল যথেষ্ট, তিনি আরবী, বাংলা উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। তিনি অনেক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন।

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ- তাহার আব্বাজান, পাঁচটি ভাষায় দক্ষ থাকার প্রথমে কায়দা ও সেহপাড়া ও আরবী সাহিত্য শিক্ষা লাভ করেন তাহার আব্বাজানের নিকট । তিনি তাহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন। দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন তাহার নানাজান। পরবর্তীতে নোয়াখালী জিলার প্রসিদ্ধ কারী মারহুম মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের ছাত্র, মারহুম আলহাজ মাওলানা কারী আবদুচ্ছালাম সাহেবের নিকট সাত কেরাতে কোরআনে কারীম খতম করেন। তারপর বাংলা, আরবী, উরদু, ফারসী ও ইংরেজীর প্রাথমিক ছবক তাহার

www.pathagar.com

আব্বাজানের নিকট গ্রহন করেন। তার পর নিজ গ্রামে পাছ দারিল্লাহ প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করেন। তথা হইতে ক্লাস ফাইভ পাশ করিয়া তাহার আব্বাজানের প্রতিষ্ঠিত নান্দাইল রোড, ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে দুই বৎসর লেখাপড়া করার পর ১৯৫২ ইংরেজীতে হয়বতনগর আনওয়ারুর উলুম আলীয়া মাদ্রাসা হইতে দাখিল , ১৯৫৬ ইংরেজী আলিম, ১৯৫৮ ইংরেজীতে ফাজিল, ১৯৬০ ইংরেজীতে কামিল হাদিছ পাশ করেন। তাহার হাদিছের উস্তাদ ছিলেন, (মোহাদ্দিছ জাওয়াদ আলী, মুহাদ্দেছ মোহাম্মাদ আইন উদ্দিন, মুহাদ্দেছ ছৈয়দ মোহাম্মাদ আমীমুল ইহছান, মুহাদ্দেছ মোহাম্মাদ ওছমান গনি, ,খতিব , মুহাদ্দেছ মোহাম্মাদ আমিনুল হক, মুহাদ্দেছ মোহাম্মাদ ইছরাইল,মুহাদ্দেছ শাইখ আহমাদ, মুহাদ্দেছ মোহাম্মাদ দাউদ রাহেমাহুমুল্লাহ, মোহাদ্দেছ মোহাম্মাদ ওবায়দুল হক খতীব, তাহারা তৎকালিন দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসার মোহাদ্দিছিনে কেরাম হইতে তাহাদেরকে সনদ দান করেন । যেমন মুহাদ্দেছ হোসাইন আহমাদ মাদানী (রাঃ) ও মুহাদ্দিছ আনোয়ার শাহ কাশমিরি (রাঃ) হইতে) ১৯৬১ ইংরেজিতে মাদ্রাসা এ আলীয়া ঢাকা হইতে কামিল ফিকাহ, পাশ করেন। তাহার ফেকাহর উস্তাদ ছিলেন (মুফতি সৈয়দ আমিমুল ইহছান, মুফতি মোহাম্মাদ শাহজাহান, মুফতি মোহাম্মাদ ইছরাইল, মুফতি মোহাম্মাদ আলী কুমিল্লাই। তাহারা মুফতি মোহাম্মাদ আছগর হোসাইন, মুফতি মোহাম্মাদ শাফী দেওবন্দী ও মুফতি মুশতাক আহমাদ কানপুরী (রাঃ) হইতে এজাজাত দিয়াছেন) ১৯৬৩ ইংরেজীতে কিশোরগঞ্জ এর আল জামিয়াতুল ইমদাদীয়া হইতে দাওরায়ে তাফছীর পাশ করেন, তাহার তাফছীরের উস্তাদ ছিলেন (মোফাচ্ছের, মোহিব্বুর রহমান, মুফাচ্ছের মোহাম্মাদ আলী গফর গায়ী, মুফাচ্ছের মোহাম্মাদ আশরাফ আলী, মুহাদ্দেছ ও মুফাচ্ছের মোহাম্মাদ ইহছানুল হক, মুহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছের মোহাম্মাদ মো'তাছিম বিল্লাহ, মুফাচ্ছির সাঈদুজ্জামান, মুফাচ্ছির আলতাফ হোসাইন, মুফাচ্ছের মোহাম্মাদ আব্দুল খালেক, মুহদ্দেছ ও মুফাচ্ছের আব্দুর রহমান আল কাশগারী, দামাত বারাকতুহুম দেওবন্ধ ও ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার ওস্তাদগণ তাহাকে এজাজত দিয়েছেন।) ১৯৭৪ ইংরেজীতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি হইতে এম ,এ কৃতিত্বের সহিত পাস করেন।

তাহার বোখারী শরীফের সংক্ষিপ্ত সনদঃ মাওলানা নুরুল্লাহ্ সাহেব কে এজাজাত দিয়েছেন মোহাদ্দিছ সৈয়দ আমিমুল ইাহছান। তিনি শায়েখ মোস্তাক আহমাদ হইতে, তিনি আব্দুল হক ও হাছবুল্লাহ হইতে তিনি শাহ আব্দুল গনি হইতে, তিনি আবেদ সিন্দি হইতে তিনি ছালেহ্ হইতে তিনি ইবনে ছুন্নাহ হইতে তিনি আহমাদ জালাল হইতে তিনি আহমাদ হইতে, তিনি ইয়াহিয়া হইতে, তিনি মোহাম্মাদ ইবনে ইউছুফ ফিরাবরি হইতে, তিনি আমিরুল মোমেনীন, ফিল হাদিছ আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদ ইবনে, ইছমাইল বোখারি, রাহমাতুল্লাহে আলাইহে ওয়া আলাইহিম হইতে, তিনি ছোলাছিয়াতে, মাক্কী ইবনে ইব্রাহিম হইতে তিনি সাহাবি ছালমা ইবনে আকওয়া (রাঃ) হইতে, তিনি বলিয়াছেন যে আমি রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইাহে ওয়া ছাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যাক্তি আমার উপর এরূপ কথা বলে, যে কথা আমি বলি নাই, তাহা হইলে সে যেন তাহার জায়গা দোজখে করিয়া নেয়। সালাওয়া তুল্লাহে , ওয়া ছালামুহু আলাইহে ওয়া আলাইহীম আজমাইন ইলা ইয়াওমীদ্দিন। তিনি রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম হইতে তিনি জীবরাইল (আঃ) হইতে, তিনি আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তায়ালা হইতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "কোন ফাছেক যদি কোন খবর নিয়া আসে তাহা হইলে উহাকে যাচাই কর।" রাছুলুল্লাহ (সাঃ) একদা বলিলেন, ইয়া আল্লাহ আপনি আমার খালিফাদেরকে রহম করুন। সাহাবা গণ প্রশ্ন করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ কাহারা আপনার খলিফা ? তিনি বলিলেন, যাহারা আমার হাদীছ সমূহ বর্ণনা করে, এবং মানুষকে শিক্ষাদেয় । (তীবরাণী)

আরও বর্ণিত আছে, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন," আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তির মুখ উজ্জল করিবেন যে ব্যক্তি আমার কথাগুলি শুনিল, পরে হেফাজত করিল এবং হুবহু অন্যের নিকট পৌছাইয়া দিল।"

তিনি তরীকার সনদ মুফতি সৈয়দ আমিমুল ইহছান ও আবুল আনছার আবদুল কাহ্হার ছিদ্দিকী হইতে পাইয়াছেন।

৫। গবেষনা ঃ তিনি ১৯৬১ সন হইতে লিখার কাজে হাত দেন। তিনি প্রতিদিন ১৮ ঘন্টা ইসলামী ও অন্যান্য বিষয়ে লেখাপড়া করেন। ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত সময়ে তিনি

www.pathagar.com

ইসলামী, বিষয়ে একশতেরও বেশী কিতাব, বাংলা আরবী, উর্দু ও ইংরেজীতে লিখার কাজ সমাপ্ত করেন। আরবীতে ৪১ টি, উর্দ্দুতে ২৫টি, ইংরেজীতে একটি এবং বাংলা ৬৫টি।

১৯৭৭ ইংরেজীতে তিনি জিদ্দা ভিত্তিক ওজারাতুল ইলামের আহুত ইসলামী ফিকাহ্ বিষয়ে ১৯৭৮ ইং ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে ও ১৯৭৯ ইং ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করিয়া সৌদি আরব সরকার হইতে পুরস্কৃত হন। বর্তমানে ইসলামের জটিল, জটিল বিষয়ের আরও পঁচিশটি কিতাব লিখিয়াছেন এবং আরও লেখিতেছেন আনেকগুলি দ্বিতীয় সংকলন, অনেকগুলি নতুনভাবে ছাপা হইতেছে। আল্লাহর রহমতে তিনি বাজার জামে মসজিদে প্রতি জুম্মার নামাজ পড়ানোর পর আছরের পূর্ব পযন্ত ইসলামী বিভিন্ন জটিল বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন করার সাথে সাথেই দিয়ে থাকেন। যাহার অনেক প্রশ্ন একবারেই নতুন, তাহার ইসলামী সম্মেলনে দেওয়া ফতুয়াগুলি সকলেই শুনিতে আগ্রহী। যদিও রাত্রের দুইটা তিনটা বাজিয়া যায়। তিনি কোরআন মজিদ ও হাদিছে নব্বীর দ্বারা বেশীরভাগ দলীল প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি জামায়াতে আহলে কোরআন ওয়াচ্ছুন্নায় থাকাকে ভালবাসেন। ফিকাহ শাস্ত্রে সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণকে ভালবাসেন। বিশেষ করিয়া হানাফি সনদের ফিকাহর ফতুয়াগুলি তিনি বেশী ভাল বাসেন কারণ ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) সর্বপ্রথম তাবে তাবেইনের জমানায় বলিয়াছিলেন "ইযা ছাহহাল হাদিছু ফাহুয়া মাজহাবী " অর্থাৎ ছাহিহ হাদিছ হইল আমার পাথেয়। গবেষনাকালে তাহার আব্বাজানের কুতুবখানায়, হয়বতনগর আলীয়া মাদ্রাসায়, জামিয়া ইমদাদিয়ায়, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায়, ঢাকা ইউনির্ভাসিটির লাইব্রেরীতে, বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরীতে, বাক্কা মোবারকে মসজিদুল হারামের, মদীনা-ই মুনাওয়ারার মাসজিদে নব্বীর কুতুবখানায় লেখাপড়া করেন।

১৯৮১ ইংরেজীতে ফরজ হজ্ব আদায় করেন। এছাড়া তিনি জাবালে রাহমাতে আছরের নামাজের ইমামতি করেন। তারপর ১৯৯৪ ইংরেজীতে বদলী হজ্ব তারপর ১৯৯৬ এ রমজানুল মোবারকে বরকতের জন্য হারামইনে, ওমরাহ, রোজা, তারাবী , তাহাজ্জুদ, এতকাফ ও এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকিয়া শবে কদর আদায় করিয়া

www.pathagar.com

কিতাবাদি মুতালা করিয়া বিভিন্ন ইসলামী দেশের উলামায়েকেরামের সঙ্গে বিভিন্ন ইসলামী জটিল বিষয়ে মত বিনিময় করিয়া বাংলাদেশের ২৮শে রমজান কিশোরগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ শোলাকিয়া ঈদগাহে ইদুল ফিতরের নামাজের ইমামতি করেন। তিনি সারা দুনিয়া হইতে শিরক, বিদাত, কুফরী, ফাসেকী ও সকল প্রকার কবিরা, ছগিরা গোনাহ সমূহ দুর করার জন্য, আমরী বিল মারুফ ওয়ানাহি আনিল মুনকার পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ চালাইয়া যাইতেছেন।

৬। কর্মময় জীবন ঃ- সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সনের প্রথম দিকে কেন্দুয়া থানার অর্ন্তগত রোয়াইলবাড়ী ফাজিল মাদ্রাসার হেড মাওলানা হিসাবে যোগদান করিয়া মিশকাত শরীফের কিতাবুত্তাহারাতের প্রথম হইতে পাঠ দান আরম্ভ করেন। সেখানে ৬মাস থাকার পর ৯/১১/৬৩ ইংরেজী তারিখে হয়বত নগর আলিয়া মাদ্রাসায় মারহুম সৈয়দ রাফিকুল্লাহ সাহেবের পরামর্শে তৃতীয় মুহাদ্দিছ হিসাবে যোগদান করিয়া পরবর্ত্তীতে যোগ্যতা মোতাবেক দ্বিতীয় মোহাদ্দিছ ও পরে সাইখুল হাদিছ তাফছীর ও ফিকাহ পদ পান। ১৯৭১ ইংরেজীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পশ্চিম পাকিস্তানীদের জুলুম হইতে বাঙ্গালীদের বাঁচানোর জন্য মুক্তি যুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করিতে থাকেন। কারণ ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে যে পাকিস্তান গড়া হইয়াছিল সেই পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কারণে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহারা নিজেদের স্বার্থ নিয়া ব্যাস্ত ছিল। মুক্তি যুদ্ধের সময় তিনি যেমন মুক্তি যোদ্ধাদের জান মাল বাঁচাইতে ব্যাস্ত ছিলেন তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর স্বাধীনতায় সন্দেহকারী নিরঅপরাধ কর্মীদের জানমাল হেফাজত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি কোরআন ও হাদিছের আইন বাংলাদেশে জারী হওয়ার পক্ষপাতী। তিনি সকল ওলামায়ে কেরামের নানাবিধ মতবাদ সুন্নী, শিয়ার ভেদাভেদ ভুলিয়া ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইত্তেহাদ হইয়া প্রথমে শান্তি শৃংখলা অনুযায়ী ভোটের জেহাদের পক্ষপাতী। পরবর্তীতে অন্যান্য সরই, পদক্ষেপ নেয়ায় বিশ্বাসী ১১/২/'৯৭২ ইংরেজীতে তাহাকে শহীদী মসাজিদে ইমাতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর নানা কারণে

www.pathagar.com

জামিয়া ইমদাদিয়া ৮ মাস বন্ধ থাকিলে তিনি তৎকালীন আওয়ামীলীগের সভাপতি মারহুম এড্‌ভোকেট আবদুস্ সাত্তার সাহেবকে মাদ্রাসা খোলার অনুরোধ জানাইলে তিনি রাজী হইয়া মাদ্রাসা খোলার অনুমতি দেন। এই কাজে প্রফেসর বদরুল আমিন চৌধুরী এবং প্রফেসর ইব্রাহীম খলিল সাহেব দ্বয় তাহাকে সহায়তা করেন। মাদ্রাসার কিতাব বিভিন্ন যায়গায় চলিয়া যাওয়ায় তিনি বহু কষ্টে কিতাবগুলি সংগ্রহ করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং উস্তাদ ছাত্র সংগ্রহ করিয়া মাদ্রাসায় মিশকাত ও জাজালাইনের ক্লাস আরম্ভ করেন। তিনি মাদ্রাসার উপদেষ্টা হিসাবে জামিয়ায় মিশকাত পড়াইয়া হয়বতনগর মাদ্রাসায় গিয়া বুখারী পড়াইতেন। এভাবে ৫বৎসর জামিয়াকে পরিচালনা করেন। তার পর তাহাকে ১৯৭৫ ইংরেজী সনে সারা পৃথিবীতে তৃতীয় ও বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ শোলাকিয়া ঈদগাহের ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২৫ বসৎর যাবৎ সুন্দরভাবে এই দয়িত্ব পালন করিয়াছেন। ১৯৬১ সনের সর্ব প্রথম দিনি তরীকায় বয়াত হন। ১৯৮৮ সনে খিলাফত প্রাপ্ত হন। ১/৬/১৯৭৮ ইংরেজী তারিখে তাহাকে হযবত নগর এ,ইউ, আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে মাদ্রাসায় তিনি স্বচ্ছল ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেন এবং গরীব ও এতিম ছাত্রদের জন্য ১৯৮১সনে এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মাদ্রাসায় কামিল, ফিকাহ., তাফছির ও আদব বিভাগ খুলেন। এছাড়া কেরাত, হেফজ ও বিজ্ঞান বিভাগ খোলেন। ৬/৬/১৯৭৯ ইংরেজীতে বুধবার কিশোরগঞ্জ শহরে নূরুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা ও বালিকা এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একাধারে উহার প্রতিষ্টাতা সভাপতি ও অধ্যক্ষ হিসাবে ১৯৮১ পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যান। পরবর্ত্তীতে সরকারী অনুদান পাওয়ার পর সহ সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। ১৬/৪/৮০ ইংরেজীতে নিজ বাড়ীতে শাহ্নাওয়াজ ছফিরিয়া বালক মাদ্রাসা ও এতিমখানা চালু করেন। পরবর্ত্তীতে, বাড়ীতে নুরে এলাহী জামে মসজিদ ও ১৯৮৬ সনে বাড়ীতে নুরুল উলুম ফাইজুন্নিছা ফারকুন্দা বালিকা মাদ্রাসা ও এতিম খানা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি শতাধিক মাদ্রাসা ও মাসজিদ সাতটি এতিমখানা, তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ১৯৯৫ সনে কিশোরগঞ্জে মেয়েদের সর্ব প্রথম ঈদের ও জুম্মার নামাজ জামাতে পড়া চালূ করেন। দেশে অনেক পথভ্রষ্ট

www.pathagar.com

মারেফত দাবিদার বেদাতী তরিকা পন্থীদের বেড়াজাল হইতে নিরপরাধ মোমিন/মোমিনাত গণকে হেদায়াত দেওয়ার জন্য ও বেসরাকাজ হইতে মুক্ত করার জন্য তরীকায়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ১৪০১ হিজরীতে প্রতিষ্ঠা করেন। যাহাতে মুমিন মুছলমান গণ সকল প্রকার গোনা হইতে বাঁচিয়া মাসনুন জিকির করিয়া যাইতে পারেন। সেজন্য তিনি শেরকী, কুফরী ও ফাসেকী আমল দেশ হইতে উঠাইতে পারেন। সেজন্য এ সব বিষয়ে প্রতিদিন কোরআন হাদিছ ভিত্তিক কিতাব লিখিয়া ও মৌখিকভাবে ওয়াজ, নছিহত ও তালিম করিয়া এসলাহী কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। তাহার ১৯টি কিতাব ২২বৎসর পূর্বে ছাপা হইয়াছিল। যাহার পূনঃ মুদ্রণের কাজ চলিতেছে এবং তাহার নতুন কিতাব গুলির প্রথম মুদ্রণের কাজ চলিতেছে। তন্মধ্যে ফাজায়েলে মেছওয়াক, কোরবানী ও আকিকার ইতিহাস এবং রোজার ওয়াহী প্রকাশিত হইয়াছে। অচিরেই বাজারে ইনশাআল্লাহ আরও তাহার অনেক কিতাব প্রকাশ পাইবে। তাহার এই ইসলামী খেদমত আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন এবং তাহাকে দির্ঘায়ূ করুন।

সর্বশেষে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়া আমার কথা শেষ করিলাম। রাছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন ,"তোমরা আমার ওফাতের পর যতদিন পর্যন্ত কোরআন ও আমার হাদীছ আকরাইয়া ধরিয়া রাখিবে, ততদিন পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হইবে না।" তাই এ হাদিছটির প্রতি সকলের লক্ষ্য রাখা জরুরী।

আল্লাহ তায়ালা সকলের সহায়ক হউন। -আমীন । আমীন। আমীন।

জীবনী লিখিকা -

মাওলানা, কাজী, মাহমুদাহ, আমাতুল্লাহ ·

গ্রাম -পাছদারিল্লাহ কাজী বাড়ী,নান্দাইল,

মোমেনশাহী।

১২/৯/১৯৯৯ইংরেজী।

www.pathagar.com

লিখকের অন্যান্য বই

১। ফাজায়েলে মেছওয়াক।	প্রকাশিত
২। কোরবানী ও আক্কীকার ইতিহাস।	"
৩। " ওয়াহী উচ্ছিয়াম" " রোজার ওয়াহী"।	"
৪। ইসলামের দৃষ্টিতে মুছিবাত, চিকিৎসা ও মৃত্যু	"
৫। আদর্শ বিবাহ " ইসলাম ও যৌবন বিজ্ঞান।	"
৬। ফাযায়েলে নিয়াতি মাকবূল " ইসলামী দর্শন ও আক্কীদাহ"।	"
৭। ফাযায়েলে দোয়া।	"
৮। ত্বরীকায়ে রাছুলুল্লা (দঃ)	
৯। কোরান পাঠের আদব কায়দা।	প্রকাশিতব্য
১০। আদর্শ সন্তান ।	"
১১। ত্বরীকায়ে রাছুলুল্লাহ (দঃ)	"
১২। আহকামে তাবলীগ।	"
১৩। শবে মেরাজ।	"
১৪। স্বপ্নে রাছুলুল্লাহ (দঃ)	"
১৫। কিতাবুন্ নূর।	"
১৬। গায়েবী এলেম।	"
১৭। কালেমাতে তাইয়েবাত।	"

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় পুস্তকালয়।

৫৯৫, বায়তুনুর, চরশোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ।

মিলেনিয়াম কম্পিউটার্স, জামিয়া রোড, কিশোরগঞ্জ।